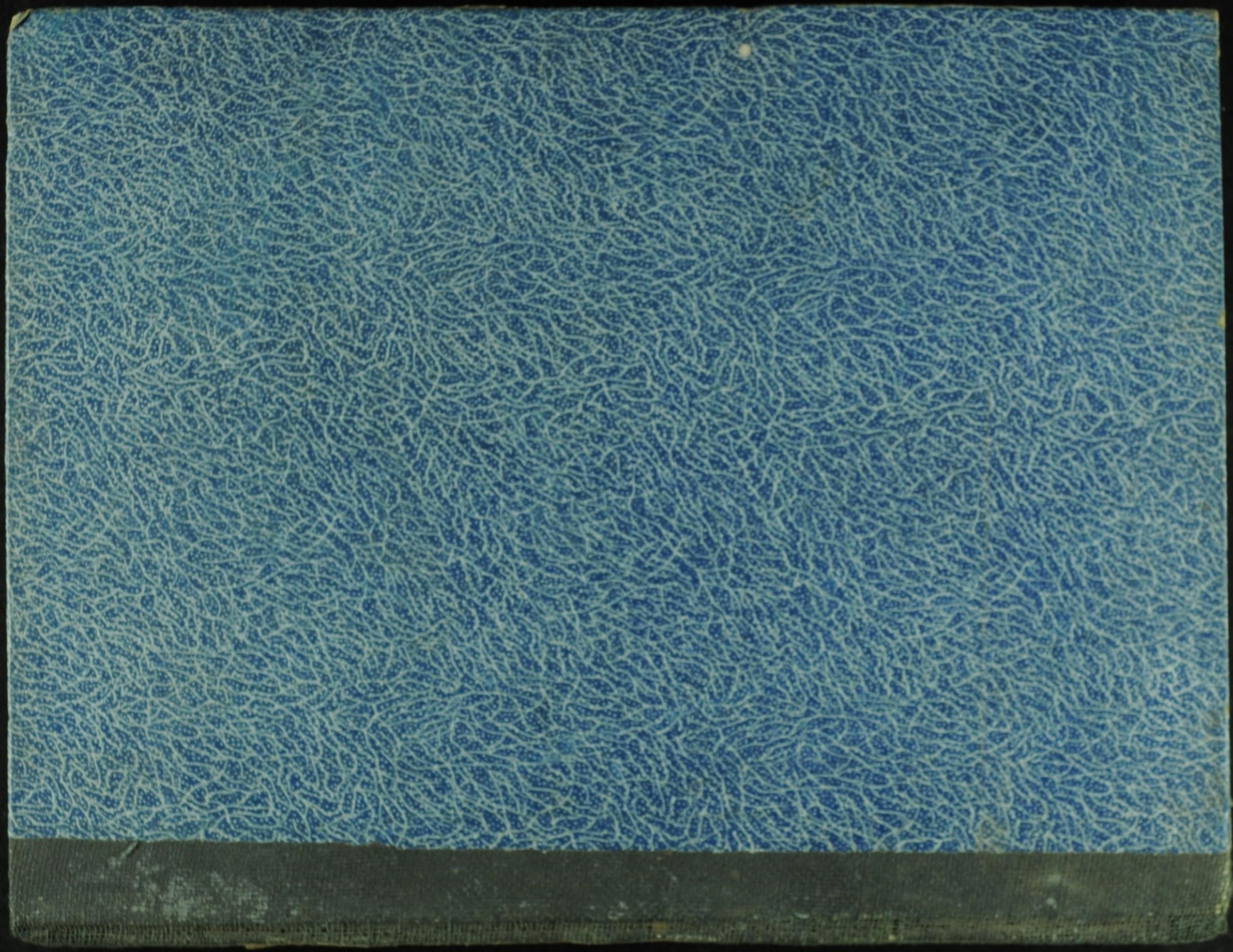

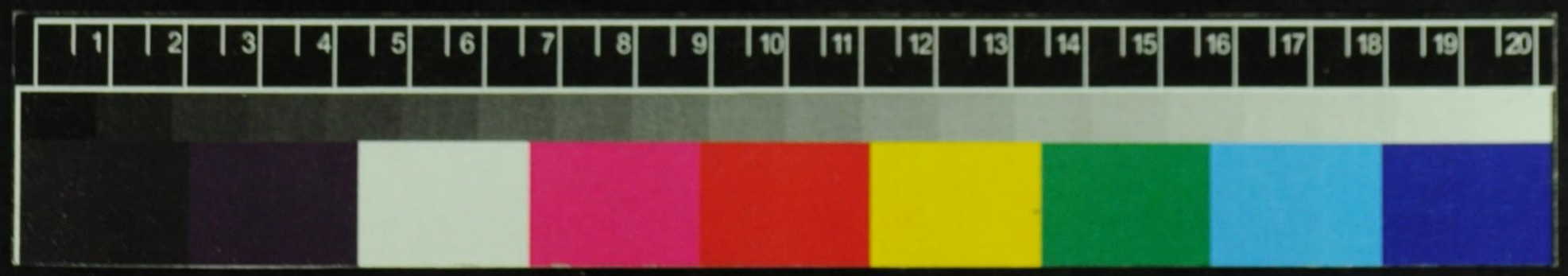
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

গিরিশ-গ্রন্থাবলী

তৃতীয় ভাগ

গিরিশচন্দ্র ঘোষ-বিরচিত

কলিকাতা, বাগবাজার, ১৩নং বসুপাড়া লেন,
'গিরিশ-ভবন' হইতে
শ্রীসুরেন্দ্রনাথ ঘোষ কর্ত্তৃক প্রকাশিত

কার্ত্তিক,—১৩৩৫ সাল

[সর্ব্বস্বত্ব সংরক্ষিত]

[মূল্য ২৲ দুই টাকা, বাঁধাই আড়াই টাকা

প্রকাশক—শ্রীসুরেন্দ্রনাথ ঘোষ,
"গিরিশ-ভবন"
১৩নং বসুপাড়া লেন—কলিকাতা।

প্রাপ্তিস্থান—

'গিরিশ-ভবন'—১৩নং বসুপাড়া লেন, বাগবাজার, কলিকাতা।

গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স, ২০৩।১।১ কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, কলিকাতা,

ও অন্যান্য প্রধান প্রধান পুস্তকালয়।

এ চৌধুরী
ফিনিক্স প্রিণ্টিং ও
২৯নং কালিদাস সিং
কলিকাতা।

স্বপ্নের ফুল

(রূপক গীতি-নাট্য)

[২রা অগ্রহায়ণ, ১৩০১ সাল, মিনার্ভা থিয়েটারে প্রথম অভিনীত ।

চরিত্র

পুরুষ	স্ত্রী
ধীর ও অধীর ।	মনহারা, মনথরা যূথী, বেলা,
সংযোগ-স্থল—বন ।	বনফুল ও সখিগণ ।

প্রস্তাবনা

সাধে কি নির্ব্বাণ মন করি রে প্রয়াস,
ভেবে দেখ যতদিন স্মৃতির বিকাশ,—
জীবনে মরণ ত্রাস,
চির-আশ উপহাস,
সতত আশ্বাস-ভাষ সুখের প্রয়াস,
পিয়াস না মিটে নিত্য নব অভিলাষ ।
অধীর উন্মাদ তুমি ভ্রম নিরন্তর,
দুঃখকর সুখ সাধে সদা জরজর ;
রোদন জনম যবে,
রোদন-সাগর ভবে,
হেলায় খেলায় নীর দুরন্ত লহর,
পলে পলে অগ্রসর কাল প্রাণহর ।
কৌমার যৌবন জরা গাঁথা এ জীবন,
ধূলা খেলা প্রেমতৃষা অর্জ্জন কাঞ্চন ;
অসার প্রয়াস তার,
সার মাত্র দুখ ভার,
কেন আর তোর সনে করি আকিঞ্চন,
হও রে নির্ব্বাণ, যাব শান্তি-নিকেতন ।

প্রথম দৃশ্য

বন

(মনহারার প্রবেশ)

মনহারা । (গীত)

গৌরীপুরিয়া—দাদ্‌রা ।

ফুট লো কলি নয়ন-জল ঢেলে,
প্রাণভরা ফুল প্রেমের গঠন,
প্রেম ফোটে হেথায় এলে ।
এ ফুল ফুটেছে ধরায়, পাষাণ-মন রসায়,
যার মন ওঠেনি, প্রেম ফোটেনি,
প্রেম বিলাই তারে পেলে ।
দেখি কে কোথায়,
কোমল-বাঁধন প'রতে চায় গলায়,
কান্না হাসি মান অপমান গঞ্জনা কে চায়,
কেঁদে কেঁদে মনের মলা দেবে কে ধুয়ে ফেলে ?
ওই ডাক্‌ছে আমায় শুনে আসি,
আস্‌ব আবার সে গেলে ।

[প্রস্থান ।

(বেলা, যূথী ও সখিগণের প্রবেশ)

সকলে। (গীত)

মিশ্র—দাদ্‌রা।

শুন্‌ছি না কি এ বনে কি ফুল ফোটে।
যায় না বোঝা দেখে ঠেকে
ফুলের গরব কি ছোটে।
বনের মাঝে ফুটে আছে ফুল,
প্রাণ করে ব্যাকুল,
দেখি যদি বুঝ্‌তে পারি তার কি আমার ভুল ;
ফুল ফুটেছে দেখে না কি—
শুনেছি সই প্রাণ ফোটে,
বুঝি এ কথার কথা, মনে ধরে না মোটে।

বেলা। ওলো, দেখ্‌তে পাই, বুকের ভিতর যে ফর্ ফর্ ক'রে প্রেম ফুট্‌ছে।

১মা সখী। সত্যি লো সত্যি, বুক চেপে ধর, বুক চেপে ধর, বুক ফেটে না প্রেম ওঠে!

বেলা। ওলো, দেখ্ দেখ্, যূথী চুপ ক'রে র'য়েছে দেখ্, ওর বুঝি প্রেম ফুটে মুখ দে উঠ্‌ছে।

১মা সখী। তাই ত রে, তাই ত রে, তুই কি ভাব্‌ছিস্?

যূথী। কেন, ফুলটি দেখ্‌ছি।

বেলা। তুমি ভাই দেখ, অমন ফুল ঢের ফোটে।

(গীত)

কেদার—ত্রিতালি।

আ মরি কলি, কি তোরে বলি,
প্রেম ফোটালি মন ছোটালি—গরবেই মলি!
যদি থাক্‌তো লো দর্পণ
ফিরে কি আর কি দেখি, ফুটেছিস্ কেমন,
যতনের থাক্‌লে জিনিষ করি তায় যতন,
যেচে মন পর্‌কে দেব, এ কথায় কি আর টলি?
যূথী। শোন লো কুসুম, তোর ও মাধুরী,
ফুটেছে আমার মনে,
কি মন-বিকাশ, কিবা আশা নব,
কি চাই কহি কেমনে ;—
চাই তোর পানে, কত কথা ওঠে,
কথার মাথা না বুঝি,
এ কি এ কি ভাব, অভাব যেন কি,
যেন কোথা কিছু খুঁজি!

১মা সখী। ওলো, ঠসক্ দেখ লো—ঠসক্ দেখ! ফুল পানে একদৃষ্টে চেয়ে আছে।

বেলা। আহা, মরি মরি! না বুঝে সুজে প্রে ম'জেছে, বুকের ভিতর প্রেমের গুঁড়ি ফেটেছে, না ফুটেছে!

যূথী। (গীত)

কেদার ঝিল্লা—খেম্‌টা।

প্রেম ফুটেছে, নয় ত কি সই
চাই লো তোর পানে।
বনে কি ফুল ফোটে, ফুল দেখি বাগানে।
দামিনীর দল্‌কে চলা নয় ত কি দেখি,
কুমুদের কাছে ব'সে কিরণ কি মাখি,
দেখ্‌তে উষা কলির সনে জেগে কি থাকি ;
তারার সনে ফুলের কথা
যে শুনেছে সে জানে।

বেলা। ওলো, তোর ত প্রেম ফুটেছে, আর ঐ ব আস্‌ছে দেখ! আয় না, স'রে দাঁড়িয়ে দেখি, ফুল দে তোর মতন প্রেম ফোটে কি না।

[সকলের প্রস্থ

(অধীর ও ধীরের প্রবেশ)

অধীর। আর ভাই, যেতে পারি নে।

ধীর। তোর আচ্ছা আক্কেল! তোর ইচ্ছে, ফুল বাগানে ফোটে,—ইচ্ছে হয়, এসে দেখ্‌লি, আর না হয় চ গেলি। আমি ব'লেছিলুম, দেখ্‌তে যাব না, ঘোড়া এনে দাঁড়ালি। দেখ্‌তে এসেছিস্, দেখ্‌বি নি, চল্লি। রে, ঐ বুঝি সেই ফুল!

অধীর। কই, কই?

ধীর। দেখ্‌বি নি যে,—চ'লে যা না, ঐ দেখ্, ঐ দে

অধীর। তুই চল্লি যে?

ধীর। দেখ্‌ছিস্ নি, কতকগুলো অযাত্রা ওখানে দাঁ র'য়েছে!

অধীর। আচ্ছা, তোর এ কি। পাহাড় দেখ্‌তে ছু সাগর দেখ্‌তে ছুটিস্, ঝরণার নাম শুনে লাফিয়ে উ ফুল দেখিস্, পাতা দেখিস্, প্রজাপতির পাখার রং গু রসের কথা ঝাড়িস্—মেয়েমানুষ দে'খে আঁৎকে উঠিস্ বল্ দেখি?

ধীর। আরে, ও ত পুরণো কথা হ'য়ে গিয়েছে, ছেড়ে দে।

অধীর। না, তুই বল্, তা নইলে আমি ছাড়্ছি নি, তোর ব্যাপারখানা কি ?

ধীর। মেয়েমানুষের সখ্ তো পায়ে পায়ে ঘোরাবার !—সে সখ তোকে দিয়ে মিটে গিয়েছে।

অধীর। তুই কি আমার পায়ে পায়ে ঘুরিস্ ?

ধীর। আর পায়ে ঘোরা কার নাম বল্ ? চল্লি তো—পেছনে চ'ল্লুম, ফির্লি তো ফির্লুম,—এই সদয়, এই নিদয় ! পায়ে ফেরা আবার এর চেয়ে থাকে ? তা হ'লে গড় বাবা ! সে পথে আমি আর চ'ল্ছি নি।

অধীর। তুই তো সে কবিতা পড়েছিলি,—মেয়েমানুষের কাছে নইলে প্রেম শিক্ষা হয় না !

ধীর। পড়ে শুনেই ত বাবা, তফাৎ থাকি ! বন্ধুত্বেরই প্রেমের যে ছিটে ফোঁটা আছে, তাতেই গঞ্জনার নমুনা পাওয়া গিয়েছে, আবার মাগীর পায়ের সত্যি লাথি কেন ?

অধীর। মাগীর পায়ের লাথি কি রে ?

ধীর। রাখ্ না কথা, কথায় কথায় মেলা উঠ্বে ; মানুষ ত মানুষ, ভগবান্‌কেও প্রেম ক'ত্তে গিয়ে পায়ে ধ'ত্তে হ'য়েছে।

অধীর। আচ্ছা, তোর এমন দরুদে প্রাণ, একটা পিঁপ্ড়ে মারিস্ নি, জলে মাছি প'ড়্লে তুলে দিস্, আর স্ত্রীলোক দেখ্লে দূর দূর ক'রে তাড়িয়ে দিস্—ব্যাপারটা কি বল্ দিকি ?

ধীর। পিঁপ্ড়ে মার্লুম না, মার্লুম না—চুকে গেল ; মাছিটে তুলে দিলুম—ফুরুলো, এ রূপ নিয়ে দূরে থেকে ঝঙ্কার দিতে দিতে আস্ছে, সামাল—সামাল ! কাছে থেকে ক' টাল সাম্লাব ! এই তাড়িয়ে দিই আর কি ! তোরে বল্ব কি, আমি কালসাপকেও অত ডড়াই নি, মেয়েমানুষের একখানা কাপড় দেখি নি—মনে হয়, কোন সুন্দরী পরে-ছিলেন। মেয়েমানুষের মুখের পানে চেয়ে, মন নিয়ে যে কে ফিরে আসে, তা ভাই আমি জানি নি ! আমাদের ভাই, মনের জোর নাই, আগে থাক্তেই ভ'ড়্কে যাই।—বলে কি না, মেয়েমানুষ নইলে ঘর-সংসার হয় না। ঘর-সংসার না হ'লো ত ব'য়ে গেল ! এ কি কথা হলো রে মণি !—সখের প্রাণ গড়ের মাঠ !—জেনে শুনে বাঁধা রাখ্ব যে উত্‌রে নিতে পারব না !

(বনফুল প্রস্ফুটিত)

(বনফুলের গীত)

মাত-খাম্বাজ—দাদ্‌রা।

যদি সখ্ থাকে তো চেয়ে দেখ,
নয় ত চেও না।
মজ্‌তে যদি ভয় থাকে তো,
ম'জ্‌তে যেও না।
ঘৃণা লজ্জা ভয়, তিনটি থাক্‌তে নয়,
মান-অপমান সমান ক'রে, সইতে কত হয় ;
সয় যদি তো স'য়ে থেকো, নয় তো স'ও না।
পাও যদি পাও হীরে-মাণিক, আমায় পেও না।

ধীর। সাবধান সাবধান, তোরে সদা বলি প্রাণ,
সাবধান কুটিলনয়না,—
যদি দেবীমূর্ত্তি হয়, চেও মাত্র রাঙ্গা পায়,
সাহসে বদন তুলে, বদন দেখ' না !
দেখ যদি চারুচাঁদ, সে ত না পরাবে ফাঁদ,
সুন্দর অনেক আছে, ফাঁসী নাই তায়,
হেসে কথা কয় নারী, মন তোরে তাই বারি,
(হবে) বেঁধে রাখা দায়, মন লোটাবি রে পায়।
কি রে, অমন ক'রে র'য়েছিস্ যে ?

অধীর। ধীর, দেখ্ দেখ্, কি সুন্দরী !

ধীর। মন, খবরদার চেও না, হবে মারামারি।

অধীর। হাঁ রে, তোর কি কঠিন প্রাণ রে, একবার চা না !

ধীর। দোহাই মন, মানা,—নইলে তিন দিন খাব না।

অধীর। এ অতি সুন্দর ব'লে, যদি তুই
আসিস্ আমার কাছে,—
দেখিস্ তখন করি কি লাঞ্ছনা,
মনেই আমার আছে।
দেখ্ দেখ্, দেখ্‌তে কি মানা,
জুড়াবে নয়ন মন !

ধীর। জুড়াবে ত জানি, জ্বালাবে যখন,
নেভাবে কে হে রতন ?
ঐ ঝম্ ঝম্ ক'রে এ দিকে আস্ছে, ছেড়ে দে,
ছেড়ে দে ! খুনোখুনি হব' ব'ল্ছি, মেরে ফেল্লে !

অধীর। তবে যা তুই কোথায় যাবি, আমি এখানে রইলুম ; চল্লি, চল্লি—আমি বনেই রইলুম, তুই বাড়ী যা।

ধীর। তা তুই থাকিস্—থাকবি, তোর সখ্, কেউটে সাপের ছোবল তোর সয়—সোক্! ব'ল্ছি, আমার সঙ্গে পালিয়ে আয়, নইলে ঝাড়্লে বিষ যাবে না রে—ঝাড়্লে বিষ যাবে না!

অধীর। তা তুই বাড়ী চ'লে যা, আমি রইলুম।

ধীর। তোমার সঙ্গে এত পিরীত নয় ভাই, এক মরণে কে ম'রবে বল? ওরে, পালিয়ে আয়—পালিয়ে আয়—ঐ এলো ব'লে, ঐ বাজের মতন ঝম্ঝমিয়ে আস্ছে, ঠাওর পাচ্ছিস্ নি?

অধীর। দাঁড়া না, দাঁড়া না, ওরা কারা দেখি! আমি একলা বনের ভেতর থাকব?

ধীর। ও রে, এলো তেড়ে, চ'লে আয়—চ'লে আয়।

অধীর। দেখ ভাই, তুমি যদি না দাঁড়াও, আমি আর বাড়ী যাব না।

ধীর। ওরে, দাঁড়াতে কি, আমি না হয় চোক্ বজে দাঁড়াতুম, এখনি তান ধ'রে নেচে ঘুরে পায়ের তাল দেবে।

অধীর। তা দিলেই বা?

ধীর। বাঃ দিলেই বা! ওরা শুধু চোক্ দে—বুকে সেঁধোয় না রে—কাণ দিয়েও বুকে সেঁধোয়। ওদের চোকে, গলার স্বরে, পায়ের তালে সমান বিষ।

অধীর। বিষ তো বিষ।

ধীর। আমার বাবারও সাধ্যি নেই, এ বিষ হজম করি।

(বেলা, যূথী ও সখিগণের পুনঃ প্রবেশ)

সখিগণ।

(গীত)

খাম্বাজ—দাদ্‌রা।

সত্যি সখি বনের মাঝে ফুল ফোটে!
আট্‌কে রাখ থাক্‌বে না প্রাণ,
পায়েতে সই যায় লুটে।
স্বপ্ন কি সই বুঝ্‌তে নারি হায়,
আপন যদি হয় সখি পর, প্রাণ তো তাইতো চায়,
আছে মনের কথা মনে মনে,
মন বোঝে না তাই ছোটে।

ধীর। ওরে, ঝম্ ঝম্ ক'রে তোর দিকেই এগুচ্চে না?

অধীর। এগুচ্চে তা তোর কি, তুই বাড়ী যা না!

ধীর। কেন, মারা পড়্বি?

বেলা। ও ভাই, এরা দু'জন কারা? আয়,
গিয়ে পরিচয় নিই।

যূথী। আমি এঁর পরিচয় জান্‌ছি, তুমি ওঁর প
জান।

বেলা। কেন,—তোর সই পছন্দ কোন্‌টি?

যূথী। আমার সই, পছন্দ যেটি হো'ক, তোমার প
সইয়ের পরিচয় জেনে আস্‌ছি।

বেলা। এত লো! বুঝেছি, সত্যি বনের ফুলে
ফোটে।

যূথী। আমি কি আর বুঝি নি, তা নইলে পরের প
জান্‌তে চাব কেন?

ধীর। শুন্‌ছিস্ পরামর্শ, এবার তেগে লাফ
ঘাড়ে প'ড়্‌বে, এই বেলা পালা!

অধীর। পালাতে হয় তুই পালা।

বেলা। আচ্ছা ভাই, ও পালাই পালাই ক'চ্ছে কেন

যূথী। দাঁড়া, জিজ্ঞাসা ক'রে আসি।

ধীর। দেখুন, যে যেখানে আছেন থাকুন, ক
আস্‌বেন না, আমার গায়ে বড় বোট্‌কা গন্ধ।

বেলা। আপনি কে?

ধীর। এগুবেন না—এগুবেন না, ঐখান থেকেই হ'
আমি গলা ছেড়ে সাড়া দিচ্ছি, আপনি তফাতে থাকুন।

বেলা। কেন, আমি বাঘ নই, ভালুক নই, সাপ ন
বিছে নই—

ধীর। নন্ তো বেশ! থাকুন না যা আছেন!

বেলা। কেন, আমায় কি তোমার ভয় করে?

ধীর। কিঞ্চিৎ।

বেলা। কেন?

ধীর। ওরে, তুই আস্‌বি, না খুন খারাপি দেখ্‌বি
এখন বনে ব'সে ওঁর 'কেনর' উত্তোর কাটি! হ্যাঁ তো
এত ভালবাসি—আমার কথায় একটা কাজ ক'র্‌বি নি? চ'
আয় না!

বেলা। তুমি তো ওঁর সঙ্গে বেশ মিষ্টি কথা ক'চ্ছ?

ধীর। মিষ্টি কথা আর কি ক'চ্চি, টানাটানি অ
হেঁচ্‌ড়া হেঁচ্‌ড়ি!

বেলা। কেন, ব'লছ—তোরে ভালবাসি!

ধীর। দেখ, যে পিরীতের পাল্লায় পড়েছি, তাই নিয়েই ত প্রাণ—'স-সে-মি-রে'! এর লাঞ্ছনা সাম্‌লে, তবে অপর পিরীতে হাত দেব; নইলে কি ঠাওরাচ্ছ, এই দুপুর রাত্রে বনে এসে তাড়া ক'রেছ, আমি একলা ব'সে তোমার সঙ্গে কথা কই?

বেলা। কেন, আমার কথা কি এত কর্কশ?

ধীর। দেখ্ অধীর, তোর যদি আর মুখ দেখি—আমার দিব্বি! চ'ল্‌লুম।

[ধীরের প্রস্থান।

যূথী। আপনার কাছে যেতে ভয় হ'চ্ছে, কি জানি যদি আমার কথা শুনে আপ্‌নি পালান!

অধীর। যদি পালাতে পা'রতুম—এতক্ষণ পালাতুম। ধরা প'ড়েছি, পালাব কোথা?

যূথী। ধরা দিয়েছেন কি আমাকে না কি?

অধীর। যার ধরা দেওয়া স্বভাব—সকলকেই ধরা দেয়। (স্বগত) আমায় ও এসে একটা কথা জিজ্ঞাসা ক'ত্তে পারে না!

যূথী। আজ ক'জনকে ধরা দিয়েছেন?

অধীর। ক'জনে ধ'রেছে, তা জানি নি, আমি ধরা পড়েছি, এই জানি।

যূথী। তা যদি ধরা প'ড়ে থাকেন, পোষ মানুন!

অধীর। পোষ মেনেছি, নইলে বেঁধে তো রাখনি, পালাচ্ছি নি কেন?

যূথী। পোষ মেনে থাকেন, আমি যেমন পড়াই—পড়ুন!—আমার সখীকে ডেকে কথা ক'ন।

অধীর। আচ্ছা, তা ক'চ্চি।

বেলা। (স্বগত) তা ক'চ্চি, (প্রকাশ্যে) আচ্ছা, আমি যাচ্চি।

যূথী। তুই তো আচ্ছা যাচ্ছিস্! আমি গ্রেপ্তার হ'য়েছি, আমি তো স'র্‌তে পাচ্ছি নি!

অধীর। (বেলার প্রতি) আপনি কে?

বেলা। আমি স্বপ্নের মানুষ, স্বপ্নে কথা কই, স্বপ্নে দেখা দি, ঘুম ভাঙ্‌লেই চ'লে যাই।

যূথী। আপ্‌নি কে বলুন?

অধীর। এখানে সবই স্বপ্নের দেখ্‌ছি, আমিও স্বপ্নের।

যূথী। তবে তো দেখ্‌ছি, এক দেশেরই লোক।

অধীর। আমি কথা ক'য়ে জিজ্ঞাসা কচ্ছি, উনি তো জিজ্ঞাসা ক'চ্চেন না।

যূথী। উনি তোমার বন্ধুর ধাত পেয়েছেন।

অধীর। আমার বন্ধু স্ত্রীলোকের সঙ্গে কথা কয় না, উনিও কি পুরুষের সঙ্গে কথা কন্‌না নাকি?

বেলা। যে চোকে দেখে না প্রত্যয় করে, তার সঙ্গে কথা ক'স্‌নে লো! সেটি বেশ মানুষ, আমি তার সঙ্গে কথা কই গে, চ'ল্‌লুম্।

অধীর। সত্যি, আমার সঙ্গে কথা কইবে কেন! ধীর যেমন পুরুষরত্ন, এও তেমনি নারীরত্ন।

(মন্‌থরার প্রবেশ)

মন্‌থরা। (গীত)

কাফি-মিশ্র—দাদ্‌রা।

পিরীত ক'রে আমার মন খরা,—
তাইতে নাম নিয়েছি মনখরা!
মন কি আমার সাধে খ'রেছে,
অনেক জ্বালায় জ্ব'লেছে,
পরে তারে আপন ক'রেছে;
জ্বেলে দেব রিষের বাতি, দেখি যদি প্রেম করা।
কমল-বনে বিষ ছড়াতে সাধ ক'রে কি চাই,
কই গো তারে পাই,
দিবানিশি তাই আগুন জ্বালাই;
যখন তাদের পিরীত ম'নে পড়ে—
সব দেখি বিষে ভরা।

(ধীরের পুনঃ প্রবেশ)

ধীর। আরে দেখ্‌ছিস্, ক্রমে ভিড় বাড়্‌ছে দেখ্‌ছিস্! এই খুদে চারা ছেড়ে দিয়েছে, ধাড়ী আস্‌ছে পেছিয়ে; আমি এ বনের হাটহদ্দ মেরে দিয়েছি। এঁর—এরই মধ্যে মন্‌খরা। হ্যাঁগা খুদে ঠাক্‌রুণ, তোমার এত শীগ্‌গির মন খ'র্‌লো কিসে গা?

অধীর। তুই যে এখন মেয়েমানুষের সঙ্গে কথা কইছিস্?

ধীর। দাঁড়া না, তোকে চারা কেউটের চক্কর দেখাই; ফোঁস কর তো খুদে বিবি! তোমার প্রাণ খরা হ'লো কিসে?

বেলা। হ্যাঁ গা, আমি তোমায় কত সাধাসাধি ক'রলুম, তুমি আমার সঙ্গে কথা কইলে না, চ'লে গেলে ; আর এখন কথা কইছ যে ?

ধীর। দাঁড়াও না চাঁদ! একে একে পাল্লা দি, একেবারে সপ্তরথী ঘেরাও ক'ল্লে পেরে উঠ্‌বো কেন ?

অধীর। (স্বগত) ধীর কি ভাণ করে! বেশ তো সরল কথা ক'চ্ছে।

যূথী। (স্বগত) আমি যাতে ম'জেছি, বেলাও কি তাতে ম'জ্‌লো ? (প্রকাশ্যে) ও মন্‌থরা, মন্‌থরা! ব'ল্লে না, কিসে তোমার মন খ'রে গিয়েছে ?

মনথরা। পিরীত ক'রে। আমার কাজ হ'য়েছে, চ'ল্‌লুম।

ধীর। হবুচাঁদ, কি কাজে এলে, কি কাজে গেলে ?

মন্‌থরা। সে তুমি বুঝ্‌বে কি!

ধীর। বাহবা, লবেজের বাঁধন বোঝো! এরই মধ্যে চোখে আঙ্গুল দিয়ে ব'ল্‌ছে যে, আমার কাজ বুঝ্‌বে কি ? হ্যাঁগা, তুমি কলমের চারা—না আপনি গজিয়েছ ?

বেলা। (স্বগত) যূথীর মুখপানে চেয়ে র'য়েছে, আমার পানে চাচ্ছেও না। যূথী মনে ক'চ্ছে, আমি আর কিছু টের পাচ্ছি নি। স্পষ্ট কথা ব'ল্লে কি আমি বেজার হতুম ?

অধীর। (স্বগত) ধীর চেয়ে র'য়েছে, মন্‌থরার দিকে, আড়ে আড়ে ওর দিকে দেখ্‌ছে।

বেলা। (স্বগত) হোক্, এ বেশ মানুষ, আমি এর সঙ্গেই কথা কব।

মনথরা। আমার পানে কি দেখ্‌ছ ? যদি আমার পানে পিরীত ক'রে চাইতে ত চোখের মাথা খেতে।

মন্‌থরা। (গীত)

পিলু-খাম্বাজ—খেম্‌টা।

যদি পিরীত ক'রে চাও ত, চোখের মাথা খাও।
মন্ থরাতে দেখা দেব, পিরীত যদি পাও।
হ'লে মন হারা, আবার আস্‌বে মনথরা,
হারা মন ফিরিয়ে নিতে মন হবে সারা ;
জ্ব'লবে আগুন চোখের জলে, ধু ধু জ্বালা যত চাও।

[প্রস্থান।

ধীর। গীতের বাঁধন শুন্‌লি ? নচ্ছার, আবার এখানে দাঁড়িয়ে আছিস্ ? হ্যাঁ গা, আমি যদি দু'টো কথা কই, তোমরা এখান থেকে স'রে যাও ?

বেলা। ভাল ক'রে কথা কও যদি।

ধীর। আচ্ছা, তোমার ভাল্‌টেই বুঝি কি রকম—কি বল ? ওঃ, দু'দিকে দুটো কেউটে সাপের চক্কর, অধীরকে সেরে তুল্লে!

বেলা। তুমি কে ?

ধীর। বড় একটা গেরম্বারি রকম শুন্‌বে না! কি জান—স্বপ্নের মতন এসেছি, স্বপ্নের মতন চ'লে যাব, তবে স্বপ্নে স্বপ্নে মিল হয় জান ত ? ও একটা স্বপ্নে এসেছে, স্বপ্নে যাবে ; এই স্বপ্নে স্বপ্নে মিল।

বেলা। এই বুঝি তোমার ভাল ক'রে কথা কওয়া ?

ধীর। আচ্ছা, তোমরা একটা খোলা কথা কও দিকি, এখানে কি ক'চ্ছ ?

বেলা। তোমরা কি ক'চ্ছ ?

ধীর। আমি ঐ ওর জন্যে দাঁড়িয়ে আছি।

বেলা। আমিও ওর জন্যে দাঁড়িয়ে আছি।

ধীর। তবে দাঁড়াও, তোমারি একদিন কি, আমারি একদিন, যা হয়—শেষে মারামারি পর্য্যন্ত রাজি। ওকে কোলে ক'রে নিয়ে—সাগরে গে ঝাঁপ দেব, তবু তোমার গোলামী ক'রতে দিচ্ছি নি।

বেলা। আর তুমি তো ওর গোলামী ক'চ্ছ।

ধীর। পিরীতের গোলামী।

অধীর। ভাই ধীর, আমি যদি গোলাম হ'য়ে থাকি—

ধীর। তুই গোলাম হয়েছিস্ কি ? আমি ওর পিরীতে প'ড়েছি, আমার সঙ্গে তোর দাঙ্গা বেধে যাবে। দেখ গা, এত যে মিষ্টি মিষ্টি ক'রে কথা ক'চ্ছিলে, আমাকে বে ক'র্‌বে ?

বেলা। তা কি একেবারে ব'ল্‌তে পারি ?

ধীর। তা যাও, তোমার সখীদের সঙ্গে যাও, ঘরে গিয়ে একটু চিন্তা ক'রে আমায় যা হয় একটা জবাব দিও। দোহাই বাবা, একটু সর। এই ত প্রেমের তুফান তুলে দিলুম, ঘরে যাও না কেন ?

বেলা। (স্বগত) আমার পানে ভুলেও চাচ্ছে না।

যূথী। (স্বগত) এর পেছু পেছু ফির্‌ব, ফিরে না চায়—নাই চাবে।

(গীত)

নটমল্লার—একতালা।

যেখানে যায় যাই সাথে সাথে,
ফিরে না চায় বারেক দেখি, কাঁদি ব'সে তফাতে।
যদি জান্‌তে পারি কোন্ পথে যাবে,
আগে গিয়ে জল রেখে দি এলেই ত পাবে ;
ফল রেখে দি ভিক্ষা ক'রে,
যাতে খেতে কিছু পায় পথে।
জানিরে মন, প'র্‌বে না বাঁধন,
সাধ্য কি কার বুকে রাখে, এ পুরুষ-রতন ;
কোন্ পথে হায় চ'লে যাবে, একবার যদি এ মাতে।

ধীর। ওরে, দেখ্‌ছিস্, দেখ্‌ছিস্, এখন তান চ'ল্‌বে। যাবি ? না, তুই আর ন'ড়্‌তে পাচ্ছিস্ নি, তা আমিও রইলুম, আমারও প্রতিজ্ঞা, বেকুবকে নিয়ে বনে এসেছি, ব'সে যাও মন—ব'সে যাও। মন, ঠিক জেন, আজ তোমার ফাঁড়া আছে।

(মন্‌হারার প্রবেশ)

(গীত)

খাম্বাজ—একতালা।

ফিরি মাতুয়ারা, ফিরি মাতুয়ারা,
কে জানে কে আমি মনহারা।
কুঞ্জে ব'সে কেঁদে প্রেম করি,
হেসে বুকে কারু মারি ছুরি,
আছি সাথে সাথে কারে দিই নে ধরা।
কুয়াসা-মাঝে এ কুহকী কায়,
ঠেকে দেখে আমায় দেখ্‌তে কে পায় ;
কভু প্রেমে জ্বলে ভালে চাঁদের আলো,
যে দেখে ঘোচে তার মনের কালো ;
যদি চিন্‌তে পারে,
ঘোম্‌টা টেনে অম্‌নি যাই গো স'রে,
চেনা দিলে চেনে, নইলে ঘুরে সারা।

ধীর। এইবার নে অধীর, ক'ধাক্কা সাম্‌লাবি সাম্‌লা। বলি হ্যাঁ গা, এগুলি বুঝি তোমার ছানা-পোনা ? তুমি চরা ক'র্‌তে বেরোও বুঝি শেষাশেষি, না সন্ধ্যে-রাত্রেই বন উজোড় ক'রে গিয়ে একটু আরাম নিচ্ছিলে, আবার এসেছ ? মাগী তেরেলাল !

মনহারা। তুমি কে, আমি চিনি।

ধীর। চেন না ! তুমি আর কি না চেন, কবে শুধু মরণ হবে জান না।

মনহারা। তা যাই বল, তা কিন্তু তোমায় আমি চিনি।

ধীর। স্বীকার পেয়ে নিচ্ছি চেন, তার পরে বার্ত্তাটি কি বল ?

মনহারা। ওঁকেও চিনি।

ধীর। চিন্‌বে বই কি, নইলে ঝাঁকে ঝাঁকে এসে কুত্‌ক'চ্ছে ?

মনহারা। আমি ত একাই।

ধীর। একাই একশো চাঁদ—একাই একশো, এসেই আসর গ'র্‌মে নিয়েছ ! ওরে শোন, স'রে পড়ি আয়।

অধীর। জিনি বীণা বাঁশী, কে গো মধুভাষী,
বিপিনবাসিনী কেন ?
আলু থালু কেশ, আলু থালু বেশ,
পাগলিনী-প্রায় যেন।
ধরা মনহরা, তুমি মনহারা,
কি ভাব বুঝিতে নারি,
কভু প্রেম কর, কভু ছুরি ধর,
কি রঙ্গ রঙ্গিনী নারী !
কুহকিনী কায়, ব'স কুয়াসায়,
এ কি ভাব বোঝা দায়,
কেন মনহারা, নাহি দেহ ধরা,
ধরা তব কেহ পায় !
কেন দেখা দিয়ে, বদন ঢাকিয়ে,
চ'লে যাও কহ ধনি,
জাল শশী আলো, হৃদয়ের কালো,
হর লো শশিবদনি !

ধীর। দেখ গা, আর আলো জ্বালাজ্বালিতে কাজ নেই, অনেকক্ষণ জ্বালাচ্ছ ! ভোর রাত মদ খেয়েছ, একটু তন্দ্রা রাখ গে।

মনহারা। মদ খেয়েছি আমি ?

ধীর। না, মদ খাবে কেন ? ঘড়া পাঁচ ছয় কারণ ক'রেছ। ট'ল্‌ছ আর ব'ল্‌ছ, মদ খাই নি, সাক্ষাৎ মহামায়া এসে দাঁড়িয়েছ।

মনহারা। আমি মদ খেয়েছি, না তুমি মদ খেয়েছ ! যদি সাদা চোখে থাকো, বল দেখি, আমি কে ?

ধীর। বাবা, সাদা চোখে থাক্‌লে যে তোমায় চিন্‌তে হবে, এমন কি লেখা-পড়া! বনের ভেতর ত ট'ল্‌তে ট'ল্‌তে এলে দেখ্‌লুম, কে তোমার বাবা ঠিকুজী কুষ্ঠীর ধার ধারে? সে সব নাই, আমার বোধ হ'চ্ছে—এদ্দিনে পোকায় কেটেছে। হ্যাঁগা, তুমি ভারিক্কি মানুষ, ছুঁড়ীগুলোকে নিয়ে স'রে পড় না।

মনহারা। যদি চিন্‌তে পার ত স'রে যাই।

ধীর। আমার বাবারও কর্ম্ম নয়, থাক তবে ভোর রাত দাঁড়িয়ে।

মনহারা। দিন গিয়েছে রাত হ'য়েছে,
ফের হয়েছে ভোর।
ঠাউরে দেখ ছিটে ফোঁটা,
যায় নি নেশার ঘোর॥
আশার নেশা যার কেটেছে, সে দেখে আমায়।
নইলে কে পায় দেখ্‌তে আমায়, লুকাই কুয়াসায়॥
কাঁটা দিয়ে কাঁটা তোলে, ফুট্‌লে কাঁটা পায়।
মোহের কাঁটা প্রেমের কাঁটা ফুটিয়ে তোলা যায়॥
তাইতে আমি কখন মোহ, প্রেমিকা কখন।
মনহারা মন হ'লে চেনে লক্ষেতে এক জন॥

ধীর। আচ্ছা, তুমি ত আমাদের চিনেছ?

মনহারা। বেশ চিনেছি।

ধীর। তবে আর ছড়া কাটান কেন? আমরা না চিন্‌লুম, নেই চিন্‌লুম, তোমার ব'য়ে গেল, তুমি স'রে পড়। নেশাটা একটু কমে আস্‌ছে দেখ্‌ছি, একটু কারণ কর গে যাও। ওরে ও কালামুখো, যাবি? ওরা ত নড়বে না। তুই না হয় একটু নিরিবিলি ঠাওরাবি আয়, কার গোলামী ক'র্‌বি। দেখ, প'ড়ো প'ড়ো -ঐ বাচকানীর পাল্লায় পড়ো, এ ধাড়ীর পাল্লায় পড়ো না, ও নেশাখোর মহামায়ার খাদ ব'নেদ!

অধীর। ভাই ধীর, তুমি বিদ্যার অভিমান কর, ও কি ব'ল্‌ছে, একবার বুঝ্‌ছ না?

ধীর। বুঝ্‌ছি নি আর? মাতলামোর ঝোঁকে ছড়া কাটাচ্ছে।

অধীর। না না, কু-আশা, আশার নেশা, এ সব ত আমাদের র'য়েছে, সত্যি তো আমাদের ঘোর কাটে নি।

ধীর। এ ঘোর বনে ঘোরাননা মহামায়ার চারার সঙ্গে থাক্‌লে, আরও নেশা কেটে যাবে। কু-আশা আশার নেশা ত আছেই, তা নইলে তোকে পালাতে ব'ল্‌ছি কেন? ও মাগী তো মদের দোকান থেকে গানটা ছড়াটা শিখে এয়েছে, তুই যেমন ভুলে যাস!

মনহারা। আর তুই ভুলিস্‌নি?

ধীর। ইস, ভারি যে নেওটা হ'লে! কি বল্‌ব চাঁদ, এ বেকুবটাকে নিয়ে আটক পড়েছি, নইলে টেনে দৌড় লাগাতুম বাবা, চার পা হ'লেও ধ'ত্তে পাত্তে না।

মনহারা। পালাতে পাত্তে না।

ধীর। শোন্ বেহায়া, শোন্—মুখের ওপর কি ব'ল্‌ছে।

মনহারা। তুমি কি মনে ক'চ্ছ, আমার হাত ছাড়িয়েছ?

ধীর। কবে গঙ্গাজল ছুঁয়ে ব'ল্‌লুম ছাড়িয়েছি, যদি তা মনে ক'র্‌তুম, তা হ'লে ওর মতন ফ্যাল্ ফ্যাল্ ক'রে তোমার মুখের পানে চেয়ে থাক্‌তুম।

মনহারা। তুমি আমায় ভালবাস না?

ধীর। কি, রকমখানা কি?

মনহারা। তুমি আমায় ভালবাস না? ভালবাস!

ধীর। হ্যাঁগা, শুনেছি তো, শেষটা তোমরা লাতি-টাতি মার, চুপ ক'রে রইলে যে? বল না, শেষটা ত তোমরা লাতি টাতি মার, এই আমি ব'স্‌লুম, তোমরা যে যেখানে আছ, বিশ ত্রিশটে ক'রে চাট্ ঝেড়ে বিদায় হও। আহা, খুদে বিবিকে ছেড়ে দিলুম গা, সেও দুটো খুদে পায়ের চাট্ দিত না হয়!

মনহারা। সবাইকে কি লাথি মারি; কারুকে পায়ে ধরাই, কারুকে বুকের হার ক'রে রাখি।

ধীর। ইস্ তর্ বেতর সথ দেখ্‌তে পাই! ওরে নচ্ছার, চল যাই, তোর জন্যে কি সমস্ত রাত পাঁচালী ল'ড়ব রে!

মনহারা। একটা গান শুন্‌বে?

ধীর। খুনই যদি কর, তার আর কি ক'র্‌ব বল?

মনহারা। শুন্‌বে ত?

ধীর। বাপের সুপুত্তুর হ'য়ে। ফেলেছ বেকায়দায়, আর কি ব'ল্‌ব, নইলে নরকে ঝাঁপ মারি চাঁদ, তোমাদের গান আমি শুনি নি।

মনহারা। তোমায় কেন ব'ল্‌ছিলুম ভালবাস, জান?

ধীর। ভাব ব্যাখ্যা ক'র্‌বে, না গান ক'র্‌বে?

মনহারা। তুমি যাতে খুব জ্বালাতন হও, তাই ক'র্‌ব।

ধীর। খুবের খুব হ'য়ে গিয়েছে, ফাউ কি ছাড়্বে বেলা। ছাড়।

মনহারা। তুমি আমায় ভালবাস ব'ল্ছিলুম কেন,—শোন।

ধীর। তা বল।

মনহারা। তুমি ওকে ভালবাস, আর ওতে আমাতে ক প্রাণ, আমায় ভালবাস।

ধীর। তুমি টোল ক'র্বে ?

মনহারা। (গীত)

দেশ-খাম্বাজ—খেম্‌টা।

মনের গুমোর ক'রো না,
মনের গুমোর ক'রো না,—
আমি কোন্ ভাবে কার কাছে থাকি
চিন্‌তে পার না।
পায়ে ধরাই ধরি পায়ে,
ঠেকাই ঠেকি সমান দায়ে,
অন্য রসে সমান বশে থাক তা কি ধর না।
আমি রসময়ী ছড়াই নানান্ রস,
আমি দিবানিশি রসে ঢলি রসে করি বশ,
এ রসের তুফান কাটিয়ে উঠে,
ব'লো তখন সর না।

[প্রস্থান।

ধীর। হ্যাগা, ঐ ত ও পথ দেখালে। তোমরা সকলে মিলে একটি গান ধ'রে নেচে-কুঁদে বাহবা নিয়ে চ'লে যাও। তানের উদ্‌যুগ ক'চ্ছ, না বাচনিক কিছু আছে ? হ্যাঁ রে, তুই কি একেবারে দিব্যি গেলেছিস্, নড়বি নে ?

অধীর। ভাই ধীর, আমায় সত্য বল, আমি মনে ব্যথা পাব না, তুমি কি ঐ সুন্দরীর অনুরাগী হ'য়েছ ?

ধীর। অ্যাঃ! এরি মধ্যে কেলেঙ্কারি আরম্ভ ক'ল্লে ?

অধীর। ও তোমার অনুরাগিনী, আমি বুঝ্‌তে পেরেছি।

ধীর। তুই র'স্‌তো, তোর ভাবখানা দেখি, তোর অসুখ্ বিসুখ ক'ল্লে না কি ? দেখ্ দিকি, থামকা বনে দাঁড়িয়ে পিরীতে ঠেকে গেলি! আমার ওপর পর্য্যন্ত রিষ ক'চ্ছিস্! দেখ্ অধীর, তুই যদি অমন ফোঁস্ ফোঁস্ ক'রে নিশ্বেস ফেল্‌বি ত আমি কেঁদে ফেল্‌ব, চল।

অধীর। চল।

[উভয়ের প্রস্থান।

(গীত)

পিলু-জজ-মল্লার—যৎ।

সেই ভাল সে চাহে যারে।
আমি ত ব্যথার ব্যথী, ব্যথা ত দেব না তারে।
ভালবেসে হেসে হেসে,
সে পাশে বসিবে এসে,
মনে যারে ভাল সে বাসে,
দূরে ব'সে দেখ্‌ব হাসি, ভাসিব নয়ন-ধারে।

যূথী। সই, তুই কেন অমন হ'লি ?

বেলা। যূথি, তুই কি ঐ পুরুষ-রত্নের প্রয়াসী ? আমায় বল, আমি দূতী হ'য়ে তার পায়ে ধ'রে তোর কাছে এনে দেব।

যূথী। ভাই বেলা, তুই পার্‌বি নি, সে বড় কঠিন, দেখ্‌ছিস নি, তার অন্তর পাষাণ, সে মুখ তুলে চায় না।

বেলা। প্রথম প্রথম লজ্জায় অমন ক'চ্ছে। আমি দেখেছি, বার বার তোর পানে চেয়েছে, আমি দেখ্‌তে চোখ ফিরিয়ে নিয়েছে। তুইও তার পানে বার বার চেয়েছিস্, আমি যাই, তাকে এনে তোরে মিলিয়ে দি।

যূথী। সখি, সে বড় কঠিন, তুই বুঝিস্ নি।

বেলা। আয় না, দু'জনে মিলে দেখি, ধ'র্‌বই ধ'র্‌ব।

সখিগণ। (গীত)

তেলেঙ্গা—দাদ্‌রা।

কেন আর বাঁধ্‌বো বেণী বল্ লো স্বজনি
যদি বেণীর ডোরে বাঁধ্‌তে নারি গুণমণি।
তার যদি না কেঁপে ওঠে প্রাণ,
কেন আর হান্‌ব নয়ন-বাণ,
মান কিসের লো মধুর হাসির,
সে না রাখ্‌লে মান ?
যদি ধ'র্‌তে নারি,
তবে নারীর গরব কি তা জানি নি।

[সকলের প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য

বন

অধীর ও ধীর।

অধীর। আমি ভাই এখান থেকে যাব না, এইখানে তার দেখা পেয়েছি, এইখানেই থাক্‌ব।

ধীর। থাম্‌লি যে, বল্ বল্ আরও কত কি যে বলে! ওরে কোকিল রে—মলয়-বাতাস রে—বাপ্ রে, মা রে! ঘোড়ার মতন টেনে নিশ্বেস, চোখের জল! তোর পিরীতের লক্ষণই হয় নি, আবার পিরীতে পড়েছিস্?

অধীর। তুই কি ঠাট্টা ক'চ্ছিস্?

ধীর। ওরে, ঠাট্টার কথা হ'লে তোরে বাড়ী নিয়ে যাবার জন্যে অত পীড়াপীড়ি ক'র্‌তুম না।

অধীর। তবে আবার কেন পীড়াপীড়ি ক'চ্ছিস?

ধীর। আচ্ছা, তোর মত্‌লবখানা কি? তাকে বিয়ে ক'র্‌বি, কি একবার দেখ্‌বি, পিরীত কাটাকাটি ক'র্‌বি? আমি তোরে একটা কথা বলি শোন,—আমি তারে যোগাড় ক'রে ডেকে আন্‌ছি, তুই রাত ভোর ব'সে পিরীত কাটাকাটি কর্। ভোরের বেলা বল্—বাড়ী যাবি?

অধীর। সে আস্‌বে না, সে আমায় ভালবাসে না।

ধীর। ওঃ, বেজায় ছুব্‌লেছে! আচ্ছা তোর বেল্‌-কোমটার বহর বোঝ্ দেখি! আপনিই ব'ল্‌ছিস্, ভালবাসে না, আর সে এ বনে ছিল ব'লে বনে প'ড়ে আছিস্!

অধীর। সে তোমায় ভালবাসে।

ধীর। এইবার তুই পিরীতের হদ্দ ক'ল্লি। হ্যাঁ রে, তুই একটা সাদা কথা বুঝিস নি? মেয়েমানুষ দেখ্‌তে কেমন?—যেন কবির মনের ছবি খানি! ভিতর কি?—বাবা সেঁধুবে কে, যে ব'লবে বল! পুরুষ চায়, আহা, এমন সুন্দর ছবিখানি, সাম্‌নে বসিয়ে দুটো কথা কই। বিবি তাক্‌ছেন যে কখন মোহিত হয়, তা হ'লেই নূতন গয়না-খানির কথা পাড়্‌বেন। মনে ক'চ্ছিস্ কি, খোলা প্রাণ? প্রাণ খুলে আমোদ ক'ত্তে গেলি, প্রাণ খুলে আমোদ ক'রবে? আমোদ জানে না, জানে কেবল আপনার গণ্ডা।

অধীর। আহা! তুই অমন ক'রে নারী-নিন্দা করিস্ নি।

ধীর। তুই ভাব্‌লি বুঝি—নিন্দা ক'রলুম, একজন মেয়েমানুষ এখানে দাঁড়িয়ে থাক্‌লে দু'শো বাহবা দিত, ব'ল্‌তো—আমাদের কদর জানে। আমি ভাবি, বেটীরে মনে মনে কি হাসনই হাসে। বলে, এই পুরুষ আপনাকে সেয়ানা ঠাওরান। তা যাই হোক্, আমি চেষ্টা-চরিত ক'রে তারে হেথা আন্‌বো, দু'টো পিরীত কেটে ঠাণ্ডা হবি?

অধীর। সে আস্‌বে না।

ধীর। ঐগুলো তোর কেমন! সে আস্‌বে না? একজনকে গেরেপ্তার ক'রে গিয়েছে। সে এখন কি ক'চ্ছে তা জানিস্?

অধীর। সঙ্গিনী সঙ্গে আমোদে র'য়েছে।

ধীর। পিরীত ক'ত্তে যাস্ বটে,—পিরীতের ধার ধারিস নি। সে এখন সাপের মতন গর্জ্জাচ্ছে, সখীর ঘাড়ে ভেঙ্গে-ভেঙ্গে প'ড়্‌ছে, চুল খুলে দিয়েছে, শিবনেত্র হ'য়েছে; সে ভয় করিস্ নি, আমি আন্‌তে পার্‌ব।

অধীর। না ভাই, যে আমার নয়, তারে দেখে কি ক'র্‌ব?

ধীর। আঃ, তোর নয় তা জানি। ওরা কারুর নয়! তোর ত দরকার—দুটো তার সাম্‌নে নিশ্বেস ফেলা, তা তোর আর ফে'ল্‌তে—আপত্তি কি?

অধীর। তুই দূর হ, আমার সাম্‌নে থাকিস্ নি।

ধীর। তোরে বিষে জেরেছে।

(বেলা, যূথী ও সখিগণের প্রবেশ)

সখিগণ। (গীত)

ধুনাসিন্ধু,—দাদ্‌রা।

পোড়া প্রেম ক'রে এত জ্বালা কে জানে!
জ্বালায় জ্ব'লে মরি, জ্বালা সইতে নারি,
জ্বালা হৃদে ধরি যতনে, পুড়ি প্রাণে।
নয়ন মজায়, ঠেকেছি দায়,
নইলে পরে, ব'ল, পরে কেবা চায়,
মন বিলায়,
পড়েছি উঠি আর কেমনে,—মানে মানে।

ধীর। কেমন অধীর, তোরে ব'লেছিলুম, ও আবার আস্‌বে না! এইবার পিরীতের তোড় তোল, তার পর ভোরের বেলা মুখ হাত ধুয়ে ঘরের ছেলে, ঘরে যাই চল্। ওঠ্ ওঠ্ এখনো আবার গালে হাত দিয়ে ব'সে আছিস্ কেন

(জনান্তিকে) দেখ গা, ও একটু বেকুব-রকম, কোন্‌খানে নিশ্বেস ফেল্‌তে হয়, কোন্‌খানে চোখ তুল্‌তে হয়, ও ঠিক-ঠাক্ জানে না, দুটো একটা ক্ষমা-ঘেন্না ক'রে পিরীত সুরু কর। ভোর বেলা যাতে বাড়ী যেতে পারে,—এই ঘটকালী বিদায় দিও। দেখ, তুমি যদি একটা উপকার কর, তা আমি ভুল্‌ছি নি। এমনি শিকার,—তোমার কাছে প্রতি রবিবার এনে পৌঁছে দিচ্ছি।

বেলা। তোমাদের যেমন নূতনে মন, আমাদের তেমন নয়।

ধীর। ও গো ঠাক্‌রুণ, এই যে টাট্‌কা নূতনের তোয়াজে এয়েছ দেখ্‌ছি। কোন জন্মে ত এর সঙ্গে আলাপ পরিচয় ছিল না।

যূথী। হ্যাঁ মহাশয়, আপনার সঙ্গে কি নূতন আলাপ? চোকের দেখা নাই ছিল—মনের ছবি মনে মনে ছিল, এখন সাম্‌নে এসেছে, আপনি কি আমাদের পর?

অধীর। না,—আমি পর নই।

ধীর। এ ছ্যাঁচ্‌ড়া বিত্তির সবই ছ্যাঁচ্‌ড়া। খাম্‌কা মিছে কথা কইলি রে! পর ন'স্ কি ঘরের বঁধু?

বেলা। পিরীতের কথা হ'চ্ছে, হ্যাঁ গা, তুমি এর ভেতর কেন?

ধীর। অবাক্ ক'রেছ বাবা! যে পিরীতের মিথ্যা কথার গোড়া-পত্তন,—না জানি তার শেষ কোথায় গড়ায়! আজব কারখানা বাবা, মিছের ধোঁকায় দুনিয়া পড়ে! নাও, আমার কথায় কাণ দিও না, পাল্লা-পাল্লি কর।

বেলা। আপনাকে আমি একটা কথা ব'ল্‌ব মনে ক'রেছি।

অধীর। আমিও আপনাকে একটা কথা ব'ল্‌ব মনে ক'রেছি।

বেলা। কি বলুন?

অধীর। আমার বন্ধু বাহ্যিক কঠিন, কিন্তু অমন কোমল অন্তর জগতে আর নাই।

যূথী। ওঁর অন্তর কোমল, তা ওকে ব'ল্‌ছেন কেন?

অধীর। আমার বড় সাধ যে, এঁর সঙ্গে আমার বন্ধুর মিলন হয়। উনিও যেমন নারীরত্ন, আমার বন্ধুও তেম্‌নি পুরুষ-পরেশ।

যূথী। তোমার বন্ধু যদি এঁরে না চান?

অধীর। আমি যা ব'ল্‌ব, ও শুন্‌বে।

বেলা। ও মা, এমন কথা শুনি নি! তুমি ব'ল্‌বে, আমাদের সব্বাইকে বে ক'র্‌তে ত আমাদের সব্বাইকে বে ক'র্‌বে?

অধীর। সুন্দরি, পরিহাস রাখ, যদি তুমি আমার বন্ধুর পাশে ব'সে আমার জীবনের সাধ পূর্ণ কর, তা হ'লে আমি চিরদিনের জন্য তোমার দাস হ'য়ে থাকি।

ধীর। হ্যাঁ রে, তুই নাটক রচ্‌বি না কি?

বেলা। (গীত)

মাঝ-ঝিঁঝিট—মধ্যমান।

মন যারে চায়, সে কি চায়!
না দেখে বাঁচি নে প্রাণে দেখিলে দ্বিগুণ দায়।
অযতনে যে যন্ত্রণা, সে যন্ত্রণা সে জানে না,
জেনে কি সে দিত বেদনা—
গঞ্জনা জেনে কি দিত, ব্যথিত হ'ত ব্যথায়।

ধীর। এই টপ্পার বদলে একটা টপ্পা ঝাড়্‌তে পাত্তিস্ ত পিরীতের আগুন ছুটে যেত, তোর পিরীতের ধাত জেনেই আমি তোরে গান শিখ্‌তে ব'লেছিলুম; এ টপ্পা-বাজীর মুখে যদি টিঁকে যেতে পারিস্ ত ফাঁড়া কেটে যাবে। (স্বগত) এ ত প্যাঁচে ফেল্লে দেখ্‌ছি।

অধীর। আমার কথার উত্তর দিলে না?

যূথী। যদি উত্তর দেয় যে ওঁর সঙ্গে কেন মিল্‌বো,—তোমার সঙ্গে মিল্‌বো?

ধীর। সে কথার আর মার নেই।

বেলা। (স্বগত) যূথী আপনার মনের কথা আমার হ'য়ে ব'ল্‌ছে।

যূথী। কই, উত্তর দিলে না?

অধীর। আমি তোমার সখীর যোগ্য নই।

যূথী। আর সখী যদি বলে—যোগ্য।

ধীর। অম্‌নি ছেলেখেলা, বুঝ্‌দার হ'য়ে এমন কথাটা ব'লে ফে'ল্‌বে?

বেলা। তবে কি তোমার কাছে আমি যাব না কি?

ধীর। হাতের কাজটা সেরে এস।

সকলে। (গীত)

সাঁওন-বেহাগ—খেমটা।

হাতে কাজ ভারি,
তাইতে তার কাছে ত যেতে নারি।
বোঝে না দাঁড়িয়ে থাকে,
চোখোচোখী হ'লে কত ডাকে,
দেখে দেখি নে, সেথা থাকি নে,
কেঁদে ডাকে যদি তা কি সইতে পারি।

ধীর। আজ সব মরিয়া হ'য়েছে! এ বনে—ভাল ছোঁড়া-টোড়া নেই? ছোঁড়া-ফোঁড়া পেলে যে এদের সেই দিকে লেলিয়ে দিই গা। ও ঠাক্‌রুণরা শুনুন, এই সাতশো রাক্ষসীর খোরাক নিত্যি কি বনে ব'সেই পাও? শিকার ত একটি, বেড়া-আগুনে বেড়েছ।

অধীর। (স্বগত) আমি ভাল করি নি, আমার বন্ধুর জন্যই এখানে এসেছিল, আমায় দেখে কিছু ব'ল্লে না! (প্রকাশ্যে) ভাই ধীর,তুমি এখানে থাক, আমি দেশে চ'ল্‌লুম, তোমার প্রণয়ে আমি বাধা দেব না।

ধীর। সে বেশ কথা, চল্।

অধীর। তুমি হেথা থাক, নইলে তোমার প্রণয়িনী ব্যথা পাবে।

ধীর। ও রে, পিরীতে বিচ্ছেদই ভাল রে—পিরীতে বিচ্ছেদই ভাল। আমার কাছে শেখ্, পথে খুব মজা হবে এখন রে—পথে খুব মজা হবে এখন; আমি হা-হুতাশ ক'ত্তে থাক্‌ব, তুই বোঝাতে থাক্‌বি। আমি তোর গলা জড়িয়ে ব'ল্‌বো—'সখা, তাকে একবার এনে দাও।' দেখিস্ না, নাটক ক'ত্তে ক'ত্তে যাব এখন।

অধীর। আচ্ছা, তুই আমার সঙ্গে আয়, আমি তোকে একটা কথা জিজ্ঞাসা ক'র্‌ব।

ধীর। জিজ্ঞাসা ক'র্‌বি আর কি—পিরীতে প'ড়েছি কি না? তুই চল্ না, পথে পিরীতের শ্রাদ্ধ ক'রে ছেড়ে দেব।

[উভয়ের প্রস্থান।

যূথী ও বেলা। (গীত)

কাফিমিশ্র—ত্রিতালা।

চ'লে গেল বল কি করি।
পারি যদি ফিরিয়ে আনি, তোর হ'য়ে গে
পায় ধরি।
নাই ত আমার সরমের মানা,
রাখে বা না রাখে মান যাবে তা জানা,
অরসিকের অপমানে মান ত যাবে না;
বাজে পাছে তোর প্রাণে সই,
তাইতে ত যেতে ডরি।

যূথী। সখি, এখন কি ক'র্‌বি?

বেলা। আর এখন কি ক'র্‌ব বল?

যূথী। তবে চল।

সকলে। (গীত)

মিঞা-মল্লার—ত্রিতাল।

পায়ে ঠেলে যদি চ'লে যায়,
ভালবাসি বাসি বাসি, গড়িয়ে কেন প'ড়ব পায়?
অত কে লাঞ্ছনা সবে, দিন ত যাবে দিন কি রবে,
এত আর স'য়েছে কে কবে;
জুড়াবার এ নয় ত জ্বালা,
দ্বিগুণ জ্বালা দেখে তায়।

[প্রস্থান।

(ধীরের পুনঃ প্রবেশ)

ধীর। ঠাক্‌রুণরা ত জিরুতে গিয়েছেন, হাঁপ ছেড়েই এসে তেড়ে ধ'র্‌বেন। আর পিরীত হ'লো বই কি! লক্ষণ-গুলো সবই দাঁড়িয়েছে। আমি ত কিছু বুঝ্‌তে পারি নি, ভালবাসিস্—বাসিস্, তা—তার কিসে মাথা কিন্‌লি? তোর প্রাণ যায়, তা তার কি? মরদ বাচ্ছা, হেসে প্রাণ নে ঘরে ফিরে আয়। ভালবাসিস্—তার ভালয় থাকিস্, ব্যস্ ফুরুলো! নইলে ঢ'লে প'ড়ে, কেঁদে নিশ্বাস ছেড়ে—ভাল-বেসে যদি মরিস্, সে ভালবাসা না—ছাই, ভালবাস্‌লে দ্বিগুণ মনের তেজ বাড়্‌বে না?

(বালকবেশে মন্‌হারার প্রবেশ)

মনহারা। (গীত)

ঝিঁঝিট-খাম্বাজ—দাদ্‌রা।

কখন নাগর কখন নাগরী,
আমার সাধের মতন বেশ পরি।
নাগর বেশে ধরি কারুর পায়,
পায়ে ধ'রে কেউ কেঁদে কেঁদে মুখের পানে চায়,
মান করি মান ভাঙ্গি কত, ঠেকে মানের দায়;
সোহাগী সোহাগ-ভরা তাইতে ত সোহাগ করি।

ধীর। (স্বগত) ঠাক্‌রুণরা অধীরকে ছেড়ে এই ছোঁড়াটাকে শিকার করে না? দাঁড়াও দেখি যোগাড়। (প্রকাশ্যে) ওহে, ওহে, তুমি ত বেশ ফিট্‌ফাট্ তাজ্-টাজ্ চড়িয়ে এসেছ দেখ্‌ছি, রেতে উপবনে উঁকিটে ঝুঁকিটেও মার দেখ্‌ছি। নাগরালী ত মুখে আওড়াচ্ছ, কিছু এসে না কি?

মনহারা। এসে না ত কি অম্‌নি বলি?

ধীর। হ্যাঁ হ্যাঁ, ঢং টা টং টা এসে—দেখ্‌তে পাই।

মনহারা। তুমি এ কাজে কাজি দেখতে পাই, আমায় একটু তালিম দিয়ে দিতে পার হ্যা?

ধীর। আচ্ছাই তালিম আছ,—ভাই, আচ্ছাই তালিম আছ!—শোন না বলি, খাসা খাসা নাগরী এ বনে আছে। তুমি পিরীত ক'ত্তে গেলে, বোধ করি তোমায় তাড়া ক'র্‌তে পারে। নাগরালীর একশেষ ক'রে বেটাদের নে স'র্‌তে পার?

মনহারা। নাগরালী কি ক'রে ক'র্‌ব, তুমি ব'লে দিতে পার?

ধীর। ওহে, তুমি কেন ভাব্‌ছ? তারা খুব তুখোড় লোক আছে, গুছিয়ে গাছিয়ে তোমায় নেবে এখন।

মনহারা। তুমি বোঝ না হে! তবু একটু মওলা দিয়ে যাই। এই নাও, তুমি যেন নাগর, আমি তোমার নাগরী, কি ক'র্‌বে কর।

ধীর। তুমি আমার নাগরী হ'লে গালেমুখে চড়াব, আর কি ক'র্‌ব! হা-হুতাশ কি ক'ত্তে দিলে?

মনহারা। তা গালে-মুখে চড়াও, আমি কি ক'র্‌ব বল?

ধীর। ওহে, কথা শোন।

মনহারা। না, মওলা না দিয়ে ভাই, আমি প্রেম ক'র্‌তে এগুচ্ছি নি।

ধীর। তুমি একটু ন্যাক্‌রা আমার সঙ্গে ক'র্‌বেই?

মনহারা। এর আর ন্যাক্‌রা কি ভাই! মওলা না দিয়ে পিরীত ক'ত্তে অম্‌নি এগুব?

ধীর। রাঃ, নাগরীর ঢং এসে গিয়েছে। আচ্ছা এস, শীগ্‌গির মওলা দিয়ে নাও, তার পর তেঁড়ে গিয়ে ঝাঁকের মাঝে লাফিয়ে প'ড়্‌বে। এই এস, আমি গালে হাত দে ব'সেছি, এই আমি ফোঁস্ ফোঁস্ ক'রে নিশ্বেস ফেল্‌ছি, এই আমি 'হা প্রিয়ে, হা প্রাণেশ্বরি,—ব'ল্‌ছি। নাও, তুমি চুপ্ ক'রে রইলে যে?

মনহারা। আমি কি ক'র্‌ব, ব'লে দাও!

ধীর। তোমার একটা প্যাঁচ প'ড়েছে বটে, তোমার সখী সঙ্গে নেই? তা দেখ, ঐ গাছটাকে সখী মনে ক'রে, ওর গায়ে ভেঙ্গে ভেঙ্গে প'ড়, ঘোড়ালুটি খুব ক'ত্তে থাক।

মনহারা। প্রাণনাথ, তুমি মুচ্ছ টুচ্ছ যাবে কি?

ধীর। সে তুমি ম'লে প্রিয়ে—সে তুমি ম'লে, এখন নয়। এই ত মওলা দিয়েছ?

মনহারা। দাঁড়াও, যদি সে মান করে? এই যেন মান ক'রেছি।

ধীর। খুব ক'রেছ,—আস্তে আস্তে ওঠ।

মনহারা। না, এই মওলাটি আমায় দিয়ে যেতেই হবে, আমায় ষোলআনা তালিম দাও, ষোলআনা কাজ দেব এখন।

ধীর। তোর বয়সে বড়, নেহাত পায়ে ধরাবি?

মনহারা। তা ভাই, অঙ্গহীন ক'রে কেন কাজ ক'র্‌ব?

ধীর। মানময়ি, মান ত্যজ। তোমার কথায় চ'ল্‌ছে না —না? আচ্ছা মান ত্যজ। (পদধারণ)

মনহারা। তবে না কি তুমি মেয়েমানুষের পায়ে ধর না?

ধীর। বটে, তুমি সেই! চিন্তে পারি নি। কাজের খাতিরে, গোলামী ক'রে নয়।

মনহারা। আর যদি কখন পিরীতের খাতিরে ধর?

ধীর। ভগবান্‌কে ব'ল্‌ব, অনেক চেষ্টা ক'রেছিলুম, পারলুম না, ভগবান্ মাপ ক'রো।

মনহারা। পিরীতে পায় ধরায় কি ভগবান্ ব্যাজার? পিরীতের জোর নইলে কি জোর! তোমার অত তেজ কিসের?—তুমি নিঃস্বার্থ পিরীত শিখেছ ব'লে, তোমার বন্ধুকে নিঃস্বার্থ ভালবেসেছ ব'লে!

ধীর। তোমাদের জাতে এ ভালবাসার ধার ধারে?

মনহারা। তবে কি তুমি—হরগৌরীর মিলন মিছে বল? রাধাকৃষ্ণের প্রেম মিছে বল?

ধীর। আমি ত টোলে আসি নি, যে, শাস্ত্র তুমি আওড়াচ্ছ! যাদের পিরীত ছিল—ছিল, তুমি এ পিরীতের ধার ধার?

মনহারা। আমি সব পিরীতের ধার ধারি।

ধীর। তুমি হদ্দ বয়াটে বটে—আমার ওপর! এ পিরীত কি তোমার মদের দোকানে শেখা না কি?

মনহারা। যেথান থেকে হয়, শিখেছি ত? নইলে তোমার অহঙ্কারের কথা কেমন ক'রে ব'লে দিলুম।

ধীর। অহঙ্কার কি?

মনহারা। যে মোটা পায়ের লাথি খাও, মেয়েমানুষের নরম পায়ের লাথি ভাল লাগে না!

ধীর। তা খাই—বেশ করি। তোমার চরণে ত গড় করি, নাকে দড়ি ত আর পরি নি।

মনহারা। ঐ তেজেই গেলে! যে মেয়েমানুষের-মুখের পানে চাইতে না, সমস্ত রাত দাঁড়িয়ে মেয়েমানুষের সঙ্গে কথা কইচ কেন? নাকাল তুমি কিছু কম নও, তবে মানো আর না মানো। তুমি মনে ক'রছ, নাকাল হ'য়েছি—হ'য়েছি, তার কি? যারা মেয়েমানুষের পিরীতে পড়ে, তারাও মনে করে, নাকাল হ'য়েছি, হ'য়েছি—তার কি? তোমার কি বেশী বাহাদুরীটা বুঝে যাই।

ধীর। চোট্‌পাট্ ত খুব ব'লছ; চোটপাট্ এই রঙ্গিণীদের নিয়ে স'রতে পার? তা হ'লে বুঝি, তুমি পিরীতে তুখোড়।

মনহারা। আবার তুমি মেয়েমানুষের পায়ে ধ'রবে।

ধীর। ফের বল ত ধরি। যা ব'ললুম, তা কর, দেখ, আমার বন্ধুকে তেগে ঐ রুখে আস্‌ছে, ঐ রোখের মুখে মুখথাব্‌ড়ি দাও।

(বেলা, যূথী ও সখিগণের প্রবেশ)

মনহারা ও সকলে। (গীত)

মূলতানি-মিশ্র—দাদ্‌রা।

যদি প্রেম কর প্রেমে যাও গ'লে।
প্রেম কর ত রিষ রেখ না,
বিষ খেও না সুধা ব'লে।
আপনার নিধি দিতে পরে,
পারে যদি প্রেম সে করে,
নইলে পরে রিষের বিষে জ্ব'লে সে মরে;
যার বুকে জ্বলে রিষের আগুন
নিবিয়ে ফেল প্রেম-জলে।
প্রেম-পরশে নেভে আগুন,
দিবা-নিশি নয় জ্বলে।

ধীর। কুঁদি, ক'রে ঝাঁকে গিয়ে পড়, আর ঐ ছুঁড়ীকে প্রেম-ডুরি দে হ্যাচ্‌কা টান মার।

মনহারা। দেখ গা, আমায় ব'লে দিচ্ছে, তোমার সঙ্গে প্রেম ক'ত্তে।

যূথী। তা তুমি প্রেম ক'রবে না কি?

মনহারা। ইচ্ছে আছে, তুমি যদি ওঁর সঙ্গে প্রেম কর।

যূথী। আমারও ওঁর সঙ্গে প্রেম ক'ত্তে ইচ্ছে আছে, উনি কি প্রেম ক'রবেন?

মনহারা। উনি করুন না করুন, তুমি ত প্রেম ক'রবে।

যূথী। আমি প্রেম ক'রেছি।

ধীর। তা বেশ ক'রেছ, তোমার সখীর সঙ্গে এঁরে ভিড়িয়ে দাও না।

বেলা। আমি তোমার সঙ্গে ভিড়্‌বো!

ধীর। দেখ, ও বেড়ে ছোক্‌রা—ওর সঙ্গে প্রেম ক'রে ফেল, দেখ্‌তে শুন্‌তে বড় ফিট্ হবে; পিরীত ক'রে গাঙ-পার চ'লে যাও চাঁদ; তা হ'লে বেজায় বাহাদুরী হবে।

বেলা। না, আমি তোমায় ছাড়্‌ব না।

ধীর। হ্যাঁ হে ছোক্‌রা—আমার বেলা ত বেজায় ঠসক ক'ল্লে, তুমি ঐটেকে আটকাও। আর এগিয়ে এস, কে পিরীত ক'রবে! ও ঝাঁক্‌কে ঝাঁক আমি পাল্লা দিচ্ছি।

যূথী। আমি তোমার কাছে যাব না কি?

ধীর। দেখ, একটু ওদের পিরীত বাধিয়ে দিয়ে এস।

যূথী।— (গীত)

পিলু—দাদ্‌রা।

আপনি বেঁধেছি আর কি পিরীত বাধাব,—
আপনি কেঁদেছি কেন পরে কাঁদাব!
আপনি শিখেছি ঠেকে, আপনি বুঝেছি দেখে,
আপনি শিখেছি কেন পরকে শেখাব?
সয় না এ সবার প্রাণে সয় ব'লে সব।

মনহারা। আমি ভাই, তোমাদের সঙ্গে পিরীত ক'রতে এসেছি, ওঁর নামে দোষ দিচ্ছিলুম, তা না, আপনি সখ্‌ ক'রে এসেছি। পিরীতের যদি সখ থাকে ত ভাই, পিরীত কর পিরীত কর ত, সাধ রেখ না—সাধ রাখ ত, পিরীত ক'র না

বেলা। তুমি কে?

ধীর। ও তুখোড় হে—তুখোড়! একবার পিরীত ক'

দেখ না, দু'টো কথা ক'য়ে দেখ না, পিরীতের আসর জম্‌কে দেবে এখন।

বেলা। তুমি কি ফাঁকে থাক্‌বে?

মনহারা। মনে ক'চ্ছেন, তোমার সঙ্গে এঁর সঙ্গে বে' হবে।

ধীর। আহা, কেবল ম'রবে কবে জান না! তুমি কি কাক-চরিত্র প'ড়েছিলে না কি?

মনহারা। তুমি পিরীতে এর পায়ে ধ'র্‌বে।

ধীর। হ্যাঁ গা শোন, উনি যা ব'ল্‌ছেন, এগুলি যদি ক'রে যাই,—ধর, তোমায় বে ক'রে পায়ে ধরি, তা হ'লে ঐ বেকুবটাকে ছাড়ান দাও? যদি তা ছাড়ান দাও—আর অন্য কোন ঠাক্‌রুণ না রোখ্‌-রাখ্‌ রাখেন, তা হ'লে আমি হদ্দ নাকাল হ'তে রাজী আছি; পিরীতের পাঁচ পয়জার দাঁড়িয়ে খাব। পিরীত ক'র্‌তে ধাইলে, পিরীতের লোক ত চিন্‌লে না!

বেলা। তোমায় ত এত সাধ্‌ছি, তুমি পিরীত কর কই?

ধীর। বাবা, পিরীতে চাঁউ হ'য়ে সমস্ত রাত্‌টি ঘুর্‌চি, আর পিরীত ক'চ্ছি নি!

মনহারা। তুমি মনে ক'চ্ছ — ক'চ্ছো না।

ধীর। অধীর একলা র'য়েছে, পিরীতে মুচ্ছো টুচ্ছো যাওয়া আছে শুনেছি, ও ত আর মাগীর মতন ঢং ক'রবে না, সত্যিই মুচ্ছো যাবে, দেখি কি ক'চ্ছে।

বেলা। চ'ল্লে যে—চ'ল্লে যে?

ধীর। একটু সবুর কর, রুকে আস্‌ছি।

[প্রস্থান।

মনহারা। হ্যাঁ গা, তোমরা প্রেম ক'র্‌বে?

যূথী। যদি প্রেমিক হও।

মনহারা। তবে তোমার সঙ্গে প্রেম করা হ'লো না। অপ্রেমিককে যদি প্রেমিক ক'ত্তে পার, তবেই তুমি প্রেমিকা, নইলে কি! অমন পিরীত আমি করি নি।

যূথী। সে যদি না প্রেম করে?

মনহারা। নেই ক'ল্লে, তুমি ত ভালবাস্‌লে, সেই ভাল।

যূথী। যদি বেসে থাকি।

মনহারা। বেশ ক'রেছ।

বেলা। তুমি যাচ্ছ যে, পিরীত ক'ল্লে না?

মনহারা। তুমি কি তেমন পিরীত পা'র্‌বে? আপনার ধন পরকে বিলিয়ে, পরের সুখে সুখী হ'তে পা'রবে! এত কি তোমার সবে?

বেলা। জানি নি।

মনহারা। যখন জান্‌বে, তখন আবার আস্‌ব।

[প্রস্থান।

যূথী। কে এ?

বেলা। কে তা তো জানিনি; মেয়ে কি পুরুষ, তাও বুঝ্‌তে পার্‌লুম না, কিন্তু শেখালে ভাল।

যূথী। তুই কি তাকে ভালবাসিস্?

বেলা। ভালবাসি, তাই যত্ন ক'রে সে রত্ন তোমায় দেব।

যূথী। সখি, আমার প্রাণ কেঁদে উঠ্‌ছে। তুইও যদি তারে ভালবেসে থাকিস্—আমার মতন জ্ব'ল্‌বি; যত্নে ত সে ভুল্‌বে না,—যত্নে যদি ভুল্‌তো—তা হ'লে আমি যত্ন ক'রে এনে তোরে দিতুম: ঐ দেখ্‌, সে আবার আস্‌ছে, মুখের ভাব দে'খে বোঝ্‌, সে কি যত্নে ভুল্‌বে!

বেলা। (স্বগত) যূথী ছল ক'চ্ছে, যেন একে ভালবাসে। আমিও ছল করি, একে ভালবাসি। যদি ঠিক বোঝাতে পারি, একে ভালবাসি, তা হ'লে আমায় বুঝিয়ে ব'ল্‌বে, ও তাকে ভালবাসে, আমি যেমন করে পারি, তারে এনে দেব।

(ধীরের প্রবেশ)

কি, তুমি আপনি যে আবার এ দিকে আসছ?

ধীর। কেন, এমন দোষ কি আর কেউ করে না? আমি ত এমন বাপের বেটা দেখ্‌তে পাই নি, যে, তোমরা যার কাছে একবার এস, সে সাতবার না তোমাদের কাছে আসে; তবে আমি আজ ধরা প'ড়ে গেলুম।

বেলা। তুমি ত খুব রসিক পুরুষ বটে, তবে কি কার্য্যে আগমন?

ধীর। পিরীতের কথা শুন্‌ছি না, একটু র'য়ে ব'সে ব'ল্‌তে হয়, খপ্‌ ক'রেই ব'লে ফেল্‌বো?

বেলা। তুমি কি পিরীত ক'র্‌তে এসেছ না কি?

ধীর। নির্ঘাত্‌!

বেলা। কার সঙ্গে?

ধীর। আমি মরিয়া হ'য়েছি, পিরীত ছড়াতে এয়েছি। সেই তখন কথাটা ব'ল্‌ছিলুম, তার কিছু সুচিন্তা ক'ল্লে? সেই যে গো—সেই বে'র কথাটা!

বেলা। তোমায় বে ক'রে কি বাউণ্ডুলে হ'য়ে বেড়াব না কি?

ধীর। কোন্ ঘরের কোণে ঘোম্‌টা টেনে ব'সে আছ চাঁদ? এও হাওয়া খেয়ে বেড়াচ্ছ, সেও হাওয়া খেয়ে বেড়াবে, মাঝে একটা মালা বদল, পিরীত চুটিয়ে কেন যাক্ না?

বেলা। না, তোমায় বে ক'র্‌ব না।

ধীর। উঃ এত বেজার? তবে কি অধীরের ঘাড় ভাঙ্‌বে না কি? তুমি বে ক'রে আমায় দেখ না, বেড়ে মনের মানুষ হ'য়ে থাক্‌ব এখন।

বেলা। না।

ধীর। আচ্ছা, ওকে কি ক'ত্তে চাও?

বেলা। ওলো, আয় লো আয়! কে মিন্‌সের সঙ্গে বক্ বক্ ক'রে বকে।

ধীর। দাঁড়িয়ে যাও না, এই যে তখন তোমাদের সঙ্গে একপালা পাঁচালীর ছড়া কাটালুম, আর একটা কথার জবাব দিয়ে যেতে পার না?

বেলা। তোমার ত কথা বে—বে—বে?

ধীর। আজ্ঞে, শেষ আর্জ্জিটে ত তা নয়। দেখ তোমায় মিনতি ক'রে ব'লছি, আমি অধীরকে বড় ভালবাসি।

যূথী। তুমি ভালবাসা জান?

ধীর। বাগ্‌ড়া দিও না ঠাক্‌রুণ, আমি ঠাট্টা-তামাসা কচ্ছি নি, আমি প্রাণের জ্বালায় ব'ল্‌ছি।

যূথী। প্রাণের জ্বালা সবারই সমান।

ধীর। একটু সবুর কর না, দু'কথা ব'লে ভোর রাত তোমার প্রাণের জ্বালা শুন্‌ছি। ঠাট্টা-তামাসা না, আমি সত্যি ব'ল্‌ছি, আমি অধীরকে বড় ভালবাসি। একবার কাছে এসে তার সর্ব্বনাশ ক'রেছ, তোমরা যদি এ বন থেকে কৃপা ক'রে চ'লে যাও, আমি তারে বাড়া নিয়ে যাই।

বেলা। আচ্ছা, আমি তোমায় বে ক'র্‌ব।

ধীর। বে ক'র্‌বে, কর না। আমি ত দেখ্‌তে বড় মন্দ নই। ও আমার চেয়ে কি এমন ভাল বল? চট্ ক'রে দু'গাছা মালা যোগাড় কর না, একগাছা তুমি আমার গলায় দাও, একগাছা আমি তোমার গলায় দি, তার পর অধীরকে বাড়ী রেখে এসেই—বনে এসে হাঁড়ি কাড়্‌ছি আর কি! আর প্রেমালাপ—প্রেমালাপ, রাত-দিনই প্রেমালাপ চ'ল্‌বে; অধীর ত আর তোমায় ভালবাসে না।

বেলা। (স্বগত) এই একটা সত্যি ব'লেছ। আর কেন যূথীর পথের কণ্টক হই, আমি এঁর সঙ্গে মালা বদল করি। যূথী জানুক, আমি একে ভালবাসি, তাকে নয়; তারপর পায়ে ধ'রে যূথীর সঙ্গে মিলন ক'রে দি।

ধীর। চুপ ক'রে রইলে যে, মনটা ভিজেছে কি?

বেলা। যূথী, এঁর হাতে একগাছা মালা দাও।

যূথী। কেন? অমন ক'রে আপনার সর্ব্বনাশ ক'র না, ও পেছনে ফেরাবে, ফিরে চাবে না।

ধীর। তোমার ভাই বক্তৃতায় কাজ কি? ওর পছন্দ হ'য়েছে, মালা দিতে চাচ্চে। আমায় দাও না একছড়া, তোমার গলা থেকেই একছড়া খুলে দাও না।

বেলা। এই দু'ছড়াই তোমার গলায় দি।

(মাল্যদান)

ধীর। একছড়া কি তোমায় ফিরিয়ে দেব, না বে হ'ল?

যূথী। দাও, আর বল,—আমি তোমার।

ধীর। বেশ, কাজটা পাকা করা চাই।

(মাল্যদান)

যূথী। আর বল, আমি তোমার।

ধীর। হ্যাঁ গা, তুমি ফুট কাট্‌ছ কেন? শুভবিবাহ হ'য়ে গেল, কেউ কারুর না হ'লে কি অম্‌নি বে করে?

যূথী। কেন ভাই, তোর সর্ব্বনাশ কল্লি? ও ফিরেও চাবে না।

ধীর। এ রকম বন্দোবস্ত হ'লে, আমি বন উজোড় ক'রে বে ক'র্‌তে পারি।

যূথী। তুমি এমনি রসিক বটে!

ধীর। আমি চ'ল্‌লুম। দেখ, একজন কেউ আস্‌বে?

বেলা। তোমার সাক্ষী দিতে হ'বে যে, বে হ'য়েছে? চল না, আমিই যাচ্ছি।

ধীর। তুমি না—তুমি না, বদ্‌লি পাঠাও।

(অধীরের প্রবেশ)

অধীর। আর ভাই তোমার মালা দেখ্‌বার প্রয়োজন নাই। এ বের আমি আপনিই সাক্ষী।

ধীর। তবে ত লেঠা মিটেই গেল, তোর ত আর আশা-ভরসা রইল না, ঘরে চল্!

অধীর। চল; ভাই ধীর, আর আমি চ'ল্‌তে পাচ্ছিনি! কেন রে, তুই আমার সঙ্গে প্রতারণা কল্লি, তুই কেন বল্লি, ভালবাসিস্ নি? দেখ্ তুই আমার মন বুঝিস্ নি, তোর সুখে কি আমি অসুখী?

ধীর। তুই এলোমেলো কি ব'কছিস্, তুই কি ঠাউরেছিস্—পিরীতে লাট্টু হ'য়েছি না কি? তুই হা-হুতোশই করিস্, আর যাই করিস্, আমি থাক্‌তে তোকে ডাকিনীর পাল্লায় প'ড়্‌তে দেব না; এ বনে মরিস্—ঠ্যাং ধ'রে টেনে নিয়ে মন্দাকিনীতে ফেলে দেব। ওরে নারী যদি সুখের জিনিষ হ'তো, বুকের রক্ত আহুতি দিয়ে, ওর পায়ে ধরে' এনে তোর বাঁয়ে বসাতুম। এ বিষফল, তুই সইতে প'ার্‌বি নি, তাই আমি নিয়েছি।

বেলা। আমি ওঁকে একটি কথা ব'ল্‌ব।

ধীর। দয়া-ধর্ম্ম কি কিছুই নেই গা? এখনও দাঁড়িয়ে র'য়েছে, আবার কথা ব'ল্‌তে চাচ্ছ, দেখ্‌ছ না মানুষটার দশা?

বেলা। ওঁর দশা দেখেই কথা কইতে চাচ্ছি। ওঁকে কি তুমি ঘরে নিয়ে যেতে পার্‌বে? উনি আমার সখীকে ভালবাসেন।

ধীর। সত্যি না কি? তুমি কি চোখে চোখে ভাব বুঝেছ?

বেলা। হ্যাঁ!

ধীর। হ্যাঁ গা, বে ফেরে না,—বে ফেরে না? তবে উনিই ছুব্‌লেছেন? আমি এঁচেছিলুম তুমি। কিছু ঝাড়ন-ঝোড়ন জান না? কি করা যায় বল দেখি, মানুষটাকে দেশে কি ক'রে নিয়ে যাই?

বেলা। কেন, দু'জনে মিলন ক'রে দাও না?

ধীর। আরি কুঞ্জ বেঁধে যোড়ে যোড়ে ব'সে থাকি, কেমন?

বেলা। মহাশয় দেখুন, আমার সখীও আপনার পায়ে প্রাণ রেখেছে। আপনি তার জন্যে কেবল ব্যাকুল তা নয়, সেও আপনার জন্যে অধীরা।

অধীর। আহা! কে সে অভাগিনী?

বেলা। আমার সখী যূথী।

অধীর। কই, বনে তোমা বই ত কাকেও দেখি নি!

বেলা। ইস্, এত ঠাট্!

অধীর। তোমার কাছে মিথ্যা কথা কব, কখন সম্ভব ভেবনা।

বেলা। সত্য ব'লছ?

অধীর। সত্য।

বেলা। ইঃ, কি ক'র্‌লুম! (গমনোদ্যতা)

যূথী। সই সই, কোথা যাস্?

বেলা। তোরে যে মজিয়েছি—তা আমি জানি নি যূথি!

যূথী। সই সই, আমায় মজাস্ নি,—আপনি ম'জেছিস্।

[বেলা, যূথী ও সখিগণের প্রস্থান।

ধীর। হ্যাঁরে, আমি কি তোকে বনে এনে মার্‌লুম অধীর?

অধীর। ভাই, মরণ কেমন জানি নি, কিন্তু প্রাণ আমার বড় অধীর হ'য়েছে। তুমি কেন আমায় ভাঁড়ালে, তুমি ওরে চাও?

ধীর। ওরে, আমি ওরে চাই নি, সত্য ব'ল্‌ছি চাইনি।

অধীর। তবে কি একটি স্ত্রীলোকের সর্ব্বনাশ ক'ল্লে? যদি ক'রে থাক, আমারও সর্ব্বনাশ ক'রেছ।

ধীর। ভাই অধীর, তোর মুখ দেখে আমার ভয় হ'চ্চে। পাছে তুই ওর প্রেমে প'ড়ে আত্মহারা হোস্, তাই ওরে বে ক'রেছি।

অধীর। ভাই ধীর, তুই অতি ধীর বুদ্ধি, তুই ত আমাকে বাঁচাতে বে ক'রেছিস্। ও কেন তোকে বে ক'ল্লে বল্ দেখি? তুই যে ওকে ভালবাসিস্ নি, এ কথা কি ও বোঝে না!—তবে কেন তোকে বে ক'ল্লে? বে ক'রেছে কেন জানিস্?—ও মনে করে, আমি ওর সখীকে ভালবাসি। তোর মতন দায়ে ঠেকে তোরে বে ক'রেছে। যদি তোর প্রেমের কিছু কদর থাকে, ওর প্রেমের কদর নাই কেন?

ধীর। আমি এ কথা বিশ্বাস করি নি।

অধীর। বিশ্বাস না করিস্, তোর বিশ্বাস-অবিশ্বাসে নিঃস্বার্থ ভালবাসা, অ-ভালবাসা হবে না; বিশ্বাস তুই অনেক জিনিষ্ করিস্ নি। তুই যা দেখিস্ নি, তা যে হয় না, এ কথা মনে করিস্ নি। সত্যই আমায় মেরেছিস্—মেরেছিস্ কেন জানিস্? তারে মেরেছিস্ ব'লে। আমার দশা ত যা হবার হ'য়েছে; তুই শিখে রাখ্, আর কখন'

প্রেমের কণ্টক হোস্ নি। তুই আমায় ভালবাসিস্ জানি, ভালবেসে আমায় মাল্লি, তাতে তুই দুঃখ করিস্ নি। যদি আর কখন তুই প্রেমের কণ্টক না হোস, যদি আমায় দিয়ে শিখে থাকিস্, তুই জীবনে একটা শিক্ষা পেলি, সেই আমার লাভ। আমার কাছে আর থাকিস্ নি, আমার সর্ব্বনাশ হ'য়েছে।

ধীর। তুই অমন করিস্ নি। কি তোর সর্ব্বনাশ ক'র্লুম? মালা বদল ক'রেছি—ক'রেছি, আমি তাকে এনে দিচ্ছি।

অধীর। তুই কি মনে ক'রিস্, তারে দ্বিচারিণী ক'র্ব? তার মাথায় কলঙ্কের ডালি দেব? তুই আমায় ভালবাসিস্ বটে, এর উপর যে আর ভালবাসা আছে, তা তুই জানিস্ নি। তোর যে ভালবাসা—কঠিন ভালবাসা। ভালবাসিস্ কিন্তু বেদনা দিতে কাতর নোস্। এ ভালবাসায় ভাল-মন্দ বিচার থাকে না। যাতে ব্যথা না পায়, তাই করে। প্রাণ কেমন কোমল হয় জানিস্?—মনে হয়, মলয়-মারুত বুঝি জোরে ব'চ্ছে—তার মুখে লাগ্‌বে, ফুলের বোঁটা বুঝি তার গায়ে বিধ্‌বে, চাঁদের আলোয় বুঝি তাত লাগ্‌বে! এ ভালবাসার কদর তুই জানিস্ নি।

ধীর। যদি সত্য হয়, সত্য এর কদর জানি নি। হ্যাঁরে, কি ক'রে তোর মনের জ্বালা নেভাব?

অধীর। যে তোরে ভালবাসে, তুই তারে ভালবাসিস্, যারে তুই বে ক'রেছিস, তার সখী তোরে ভালবাসে; তুই তারে ভালবাসিস্।

ধীর। আচ্ছা ভাই, বে ক'রেছি কি বল! মালা বদ্‌লাবদ্‌লী ক'রে আর কি আট্‌কেছি বল? তুই যে পিরীতের কথা ব'ল্‌ছিস্—তা ত একটা সমুদ্র মাঝে থাক্‌লে আট্‌কান হয় না, এক ছড়া মালাই কি এত বাধা দিলে?

অধীর। আমি কি তারে কলঙ্কিনী ক'র্‌বো?

ধীর। তোর জন্যে কি কলঙ্ক না স'য়েছি বল্? আমার মনে মনে সঙ্কল্প ছিল, স্ত্রীলোকের সঙ্গে কথাও কব না; তোর জন্যে সে পর্য্যন্ত ক'রেছি। হ্যাঁরে, পুরুষের কলঙ্ক কি কলঙ্ক নয়?

অধীর। ভাই, আর কথায় কাজ নেই।

(মনথরার প্রবেশ)

মনথরা।— (গীত)

মাড়—দাদ্‌রা

মনথরারে ছোট ব'লে, দেখ হেস না,
ভালবাসায় মন থরে যার, ভালবেস না।
থরা মন আর কি ফিরে পাও,
'চাব না তার পানে' ব'লে যাও না চ'লে যাও,
থরা মনের আরাম যদি পাও;
থ'রে থাকে মন যদি, আর ফিরে আসে না,—
সাধ থাকে দাও দুঃখে সাঁতার, নইলে ভেসো না।

অধীর। মনথরা, তোমারই মন থ'রেছে, আমার মন থ'র্‌বে না। সে স'রে থাকে—থাকুক, আমার মন স'র্‌বে না। আমায় মনে করুক না করুক, আর কারুকে মনে ধ'র্‌বে না। যদি পিরীতের হার প'রে থাকে, আর কারুর তরে প'র্‌বে না।

মনথরা। তোমার সঙ্গে আমার কথা আছে।

অধীর। কি কথা?

মনথরা। ব্যাঙের মাথা, তোমার বুকে যাতে বসে জাঁতা।

অধীর। আচ্ছা, চল, আর জাঁতা বসাও দেখি? ভাই ধীর, তুই দাঁড়া, আমি আস্‌ছি।

[মনথরা ও অধীরের প্রস্থান।

(বেলার প্রবেশ)

ধীর। আমি কি ক'ল্লেম; এর চিরশান্তি আমি কেড়ে নিলেম? তোমার কাছে আমি যাচ্ছিলেম।

বেলা। কেন?

ধীর। যদি পারি তোমায় ভালবাস্‌তে!

বেলা। দেখ বেয়ে চেয়ে।

ধীর। সত্য কি তোমরা নিঃস্বার্থ প্রেম জান?

বেলা। সত্য হোক্—মিথ্যা হোক্, কাউকে তো জানাবার দরকার নাই।

ধীর। ঘাল ক'চ্ছ বাবা! বনে বেশ চোকা চোকা বাত শোনাচ্ছ।

বেলা। তুমি কি আমার কাছে যাচ্ছিলে দুটো ব্যঙ্গ ক'র্‌বে ব'লে? দুটো নিন্দে, দুটো অপমানের কথা কইবে! তুমি বড় চতুর, নারীর অপমান কি ক'র্‌বে? নারীর মান

কি ? যদি মান রাখ, তবে না মান! তোমার মনে তেজ—ঠ'কৃব না। মনে কর, মেয়েমানুষ ঠকায়, পায়ে ঘোরায়। যখন পায়ে ধরে, তখন কি মনে হয়—তুমি কঠিন প্রাণে বুঝ্‌বে ? মনে হয়, আমার মান আর কে রাখ্‌বে ? এই রাখে, একে কোথা রাখ্‌ব।

ধীর। আমি সাফ্‌ ব'ল্‌ছি, আমার তোমাদের কোন কথা বিশ্বাস হয় না ; কিন্তু এ লম্বাই-চৌড়াই ত ঝাড়্‌ছ মন্দ নয় !

বেলা।— (গীত)

সিন্ধুড়া-মিশ্র—যৎ।

নারীর কথা বুঝ্‌বে কি হে, নারী না হ'লে !
যাতনায় লাঞ্ছনা করি, কেঁদে মরি চ'লে গেলে।
জানে না ত যে পায়ে ধরে,
নারী কত কাতর তারি তরে,
গুমোর আছে তারির কাছে, তাই গুমোর করে ;
যে বোঝে ছল, তার কাছে ছল,
কাতর হ'লে প্রাণ জ্বলে।

ধীর। আচ্ছা, তুমি আপনার কথাই ক'চ্ছ, পরের ব্যথা কিছু বোঝ ?

বেলা। তুমি কি চাও ?

ধীর। আমি না বুঝে তোমায় বে ক'রেছি।

বেলা। আমি বুঝেছি, তারপর ?

ধীর। এখন উপায় ?

বেলা। তোমার গলায় মালা দিয়েছি, এখন ত আর আমি নেই—তুমি।

ধীর। যারে ভালবাস, তার কাছে তুমি যাও।

বেলা। তোমায় ভালবাসি, তুমি কি আমায় নেবে ?

ধীর। খাম্‌কা ভালবাস্‌লে কেন বল ?

বেলা। না ভালবাস্‌লে মালা দিই ? তুমিও যেমন মেয়েমানুষকে অবিশ্বাস ক'র্‌তে, আমিও তেমনি পুরুষকে অবিশ্বাস ক'র্‌তুম।

ধীর। নির্ঘাত বিশ্বাসটা জন্মাল কিসে ?

বেলা। দেখ, তোমার তামাসার জোর ক'মে আস্‌ছে। তুমি আর তামাসা ক'চ্ছ না। সত্যি সত্যি একটা ভালবাসা আছে, মেয়েমানুষের মনেও আছে।

ধীর। তুমি যেও না, আমার একটা কথা শোন, আমি আমার বন্ধুর সর্ব্বনাশ ক'রেছি।

বেলা। তুমি আমায় কি ক'ত্তে বল ?

ধীর। সে যাতে শান্ত হয়, তাই কর।

বেলা। তুমি ব'ল্‌ছ, আমি ক'র্‌ব ; কিন্তু কেন ক'র্‌ব, তা তুমি বুঝ্‌বে না। তুমি মনে কর, এখনও আমি তারে ভালবাসি,—তাই সহজে রাজী হ'লেম ?—তা নয়, তোমার কথায়,—এখন আর আমি নয়—আমি তোমার। নরকে পাঠাও, তা কি যাব না, তবে আর তোমার গলায় মালা দিলুম কেন ?

ধীর। তোমরা এত কথা কোথা শিখ্‌লে ?

বেলা। শেখা কথা কি এত হয়, ব'ল্‌তে ব'ল্‌তে ফুরিয়ে যায়। তুমি কি জান, আমি জেনেছি—তুমি কেন আমায় বে করেছ ? তুমি বে ক'রেছ বন্ধুর দায়ে, আমি তোমায় বে ক'রেছি সখীর দায়ে। মনে হয় কি জান, যদি দায় নিতে জান, আমার দায় নেবে না কেন ? নাও না নাও,—সে তোমার কথা, তুমি যে আমার—সে আমার কথা।

(যূথীর প্রবেশ)

ভাই যূথি, তোর ভালবাসার লোককে আমি সত্যি ভালবেসেছি, কিছু মনে করিস্‌ নি।

যূথি। সই, তোর জন্যে আমার মন বড় ব্যাকুল হ'য়েছে।

বেলা। যূথি, ব্যাকুল হোস্‌ নি, ভালবাসা কি, তা না ঠেক্‌লে জানা যায় না। তোর রিষ হয়—হোক্‌, আমি এরে ভালবাসি। ভালবাসা আগে জান্‌তেম না ; ভালবাসার অর্থ ছিল—আমি সুখে থাক্‌ব ; সে মানে আমার উল্‌টে গিয়েছে। যদি দুঃখ চাস্‌ ত ভালবাস, নইলে ভালবাসিস্‌নি—চ'লে যা। (ধীরের প্রতি) তোমার কি ক'ত্তে হবে বল ?

ধীর। এ কি তোমার ভাণ নয় ?

বেলা। ভাণ কি এত হয় ! একটা জীবন কি ভাণ হয় ? ভাণ দেখ ত নারীর জীবনে আগাগোড়া ভাণ দেখ। আর একবার যদি ভাল ক'রে দেখ, তা হ'লে বুঝ্‌বে যে, নারীর বুকেই প্রথমে দুধ খেয়েছ।

ধীর। বুঝেছি, তোমার কথায় আমার মনে হ'চ্ছে, তুমি সত্য কথা ব'ল্‌ছ। তুমি কি আমার বন্ধুর কাছে যাবে ?

বেলা। তুমি বল তো যাব, দায় আর আমার নেই—তোমার। তুমি যা ব'ল্‌বে, তাই ক'রব। পরখ ক'রে দেখ, যদি সন্দ কর, আমার মাথা খাও।

ধীর। একটা কথা আমায় বুঝিয়ে দাও। তুমি তারে ভালবাস্‌তে, হঠাৎ আমার কেমন ক'রে হ'লে?

বেলা। তুমি এ কথা কি বোঝ? স্বামীর জন্যে ছেলের আদর, সে ছেলের জন্যে স্বামী পর হয়। তোমার বন্ধুর জন্যে তোমার আদর, তোমার জন্যে তোমার বন্ধু পর। পুরুষ হ'য়ে কি এ কথা বুঝ্‌বে? বুঝ্‌বে না। তোমার সন্তানকে স্তন দিচ্ছে, তোমার কাছে আস্‌তে দেরি হ'চ্ছে, তোমার সয় না। এ কথা তোমার বোঝ্‌বার নয়। তোমার কাজ হ'লেই হ'লো, তুমি কাজের মানুষ। কি ক'ত্তে হবে বল?

যূথী। সখি, তুই আমার জন্যে একে মালা দিয়েছিস্, আমি তোর জন্যে এর বন্ধুর গলায় মালা দেব।

ধীর। কেন গো, তুমি আবার তাল ঠুক্‌ছ কেন?

যূথী। তোমার কি?

ধীর। আমার আর কি নয়, তা নইলে সমস্ত রাত ঘুরি?

যূথী। আর আমিও কি সুধু সুধু সমস্ত রাত ঘুর্‌ছি না কি? তুমি ভয় পেও না, রোগ না ধ'ত্তে পাল্লে, চিকিৎসা হয় না। আমি আপনার মন দিয়ে, তোমার বন্ধুর মন বুঝেছি, ঠিক রোগ ধ'রেছি, তবে ঔষধ খাটে কি না, ব'ল্‌তে পারি নি।

(মনহারা ও অধীরের প্রবেশ)

মনহারা। (গীত)

ভৈরবী-মিশ্র—দাদ্‌রা।

যদি প্রেম করে, প্রেম বিলাই তারে,—
প্রেমের তরে ফিরি ঘরে ঘরে।
প্রেমিকা, প্রেম বিনে রইতে নারি,
প্রেমে যে চায় অমনি তারি;
মনহারা মনহরা, মন-মোহিনী,
প্রেমে মেতে হই উন্মাদিনী,
প্রেম ঢেলে দি, যত যে নিতে পারে।

অধীর। তুমি মনহারা নও, তুমি মনহর

মনহারা। তোমার ক'টা মন, ক'জন তোমার মনহরা! মনের কথা ভাল ক'রে বুঝে ব'লো।

অধীর। মন হারিয়েছিলুম বটে।

মনহারা। মন হারাও নি, মন হারালে মনহারাই থাক্‌তে, আমায় মনহরা দেখ্‌তে না। দেখ্‌ছ না—আমি মনহারা, মনহরা আর কাকেও দেখি নি।

অধীর। তবে কি তুমি মন খুঁজে খুঁজে বেড়িয়ে বেড়াও!

মনহারা। না, আমি তারে খুঁজে বেড়াই, মনের ভেতর কে বলে, সে আমার হবে। মনে মনে করি, মন এ কি কথা বলে! ভাবি সে আমার হবে!—

এ কি কথা কয়, হয় কি এ হয়,
আমায় বাসিবে ভাল,
মুখে মুখে মুখে, বুকে বুকে বুকে,
জ্বালিবে হৃদয়ে আলো।
চোখে চোখে চাব, চোখে কথা কব,
চ'লে যাবে নাহি মানা,
চায় বা না চায়, যদি চ'লে যায়,
ভালবাসা যাবে জানা।
যদি কাঁদে প্রাণ, কভু অভিমান,
করিব এ মনে করি,
হেরে অভিমান, যদি করে মান,
তাই ত সতত ডরি।
হরি হরি হরি, মরি মরি মরি,
এ কি এ কি জ্বালা হ'লো,
কাননে সে এলো, এসে চ'লে গেল,
সে কি ভালবাসে বল।
প্রাণ জ্ব'লে যায়, সে বুঝি ঘুমায়,
এ নিশায় সে কি জাগে,
ঘুমায়ে স্বপন, কারে ভাবে মন,
কারে হেরে অনুরাগে।
আপন বিলায়ে, ভস্ম মাখি গায়ে,
অনুরাগী তারি হই,
মান অভিমান, দেহ মন প্রাণ,
বিলাইয়ে কত সই।

অধীর। হ্যাঁ গা, তুমি যারে ভালবাস, তার কাছে কেন যাও না?

মনহারা। তুমি যারে ভালবাস, তার কাছে কেন যাও না ?

যূথী। আমি তোমায় ভালবাসি, আমি তোমার কাছে এসেছি।

অধীর। আমায় ভালবাস কেন ?

যূথী। তোমার মনের জ্বালা বুঝে।

অধীর। তুমি কি আমার মনের জ্বালা বোঝ ?

যূথী। আমি আমার মন দিয়ে বুঝি।

অধীর। তুমি আমার প্রাণেশ্বরী, তোমার মুখ দেখে আমার মনের জ্বালা জুড়াব।

বেলা। আর কি কিছু কাজ আছে ?

ধীর। আছে—দাঁড়াও। আমায় মার্জ্জনা কর। আমি প্রেমের দম্ভ ক'ত্তেম। দম্ভের নাম অহঙ্কার, প্রেম আত্মবিসর্জ্জন !—প্রেমময়ি, আজ তুমি আমায় শেখালে। দেখ অধীর, আকাশ-পাতাল সাক্ষী, আমি পিরীতে প'ড়ে বে করি নি, পিরীতে প'ড়েছি এখন।

মনহারা। তবে না কি পায়ে ধ'র্‌বি নি ?

ধীর। দম্ভ ক'ত্তুম। যে আমায় প্রসব ক'রেছে, যে জগৎ প্রসব ক'রেছে, তার পা আজ আমি প্রেমে ধ'ল্লেম, দেখিস্, পায়ে আর ঠেলিস্ নি।

মনহারা। দেখ্‌লি, কেমন মোহের কাঁটা—প্রেমের কাঁটা দে উঠে গেল ! এখন দুটোই ফেলে দে। চল, ভোর হ'লো, অরুণোদয় হ'য়েছে, আর ত স্বপ্ন নেই।

সকলে। (গীত)

সিন্ধু-ভৈরবী—খেম্‌টা।

দুটো কাঁটা ফেলে দে দেখ,
সেই সেই সেই রে।
দেখ্‌ খুঁজে পেতে, আর কি পাবি,
আমি ত নেই রে।
খেমেছে ঢেউ, নাহিক আর কেউ,
জলে মিশাল ঢেউ, কই কই নাই ত কেউ,
হেথায় আমি নেই, তুমি নেই,
সেই সেই সেই এই।

যবনিকা।

সভ্যতার পাণ্ডা

(বড়দিনের পঞ্চরং)

[১১ই পৌষ, ১৩০১ সাল, ১৮৯৪ খৃঃ বড়দিনে মিনার্ভা থিয়েটারে প্রথম অভিনীত]

চরিত্র

পুরুষ

পুরাতন-বর্ষ, নব-বর্ষ, নীলাকান্ত, পুরোহিত, ছিষ্টিধর, সর্ব্বেশ্বর, শশিভূষণ, দিনু, নসে, বঙ্কিনাথ, ওল্ডইয়ার, নিউইয়ার, ক্রস্‌মাস, বিডার, সেলমাষ্টার, রাইটার, বুক্‌কিপার, খুদেবর, যুবাবর, বরগণ, বেহারা, ক্রায়ার, ষড়্‌ঋতুর নায়কগণ, কিপার, পশুশালার রঙ্গদার-গণ (বৃষ, গর্দ্দভ, বানর, ভেড়া, হাড়গিলে ও ভালুক), বিউগেল-বাদক, হ্যাণ্ডবিল-ওয়ালাগণ ইত্যাদি।

স্ত্রী

সভ্যতা, ভবতারিণী, বিশ্বেশ্বরী, কুমুদিনী, কুলাঙ্গনাগণ, ষড়্‌ঋতুর নায়িকাগণ, কিপারেস্, পশুশালার রঙ্গিনীগণ (গাভী, বানরী ও ভালুকী), ফিমেল ক্রেতাগণ, বৃদ্ধা, পরীগণ ইত্যাদি।

প্রথম দৃশ্য

সভ্যতার বাটী

সভ্যতা।

সভ্যতা। (গীত)

আমার মুখে হাসি, চোখে ফাঁসী ভুবনমোহিনী।
শাদকতা, প্রবঞ্চনা চিরসঙ্গিনী ॥
অনাচার—আমার কণ্ঠহার,
দাসী হ'য়ে চরণ সেবা করে ব্যভিচার,
আমি মধুমাখা কথা ক'য়ে, আগে ভোলাই কামিনী ॥
হৃদাসনে সযতনে পুজি অহঙ্কার,
সে যে প্রাণপতি আমার,
আমার হৃদয়-রতন, যতনের ধন, জোর করি তো তার,
আমি তার গরবে গরবিনী, আদরে আদরিণী ॥

(পুরাতন-বর্ষের প্রবেশ)

সভ্যতা। গুডমর্ণিং ওল্ড ইয়ার! নিউ ইয়ার কে হবে, কিছু ঠিক ক'র্‌লে ?

পু-বর্ষ। আজ্ঞে, আপনি দেখে শুনে নিন্, মনের মত তো কারুকে ঠেকে না, মহাত্মা নব্বই সাল, একানব্বই, বিরানব্বই, তিরানব্বই সাল, যে সকল বঙ্গের উন্নতি সাধন ক'রে গিয়েছেন, তার ত আর তুলনাই হয় না। বিধবা-বিবাহ, স্ত্রী-স্বাধীনতা, বাল্য-বিবাহ রহিত, কন্‌সেণ্টঅ্যাক্ট প্রভৃতি মহা মহা কীর্ত্তি স্থাপন ক'রে গিয়েছেন ; আমি যথাসাধ্য চেষ্টা ক'রে—রোদ্, বৃষ্টি, হিম স'য়ে—সে সকল কীর্ত্তি যে বজায় রাখ্‌তে পেরেছি, আজও যে আপনার নামে কলঙ্ক অর্পণ করিনি, এতেই আপনাকে ধন্যবাদ দি। কাজে আন্‌তে পারি বা না পারি, হিঁদুর ডাইভোর্স অ্যাক্ট সম্বন্ধে কথা উত্থাপন ক'রেছি।

সভ্যতা। না, তুমি খুব উপযুক্ত—খুব উপযুক্ত!

পু-বর্ষ। এখন আমার দারুণ চিন্তা হ'য়েছে, কে যে পঁচানব্বই সালত্ব গ্রহণ ক'র্‌বে, তা কিছু ঠিক ক'র্‌তে পার্‌ছিনে, দেখ্‌ছি সব ছেলেমানুষ, এ হিন্দু ডাইভোর্স অ্যাক্ট যে চলিত ক'র্‌তে পার্‌বে, এমন ত আমার ঠেকে না।

সভ্যতা। স্থাথ, তুমি ভেব' না, এই তুমিও তো ছেলেমানুষ ছিলে, তোমায় আমার সম্মান কে শেখালে! আমারই তো সহচরীরা—প্রবঞ্চনা, মাদকতা, অনাচার, ব্যভিচার—এরাইতো তোমায় শিখিয়ে-পড়িয়ে মানুষ ক'রেছে? ওরির ভেতর একটা সেয়ানা সট্ট ছোঁড়া দেখে নাও।

পু-বর্ষ। একটা ছোঁড়া নিতান্ত মন্দ নয়, সে যা ক'র্‌বে ব'ল্‌ছে—যদি পারে, ছোঁড়াটা নাম রেখে যাবে, কিন্তু তার কথায় বিশ্বাস হ'চ্ছে না। সে সব ফটোগ্রাফ্‌ এনেছে, চমৎকার চমৎকার ব'ল্‌ছে, সে এই সব পারবে।

সভ্যতা। তুমি এ সব অবিশ্বাস ক'র না। তোমার পূর্ব্ব পূর্ব্ব মহাত্মারা কি কাজ না ক'রে গেছেন, আর তুমিইবা কি না ক'র্‌লে? একি কেউ সম্ভব ভেবেছিল?—হিঁদুতে মুর্‌গী খাবে? বামুন খৃষ্টান হবে? কুলের বধূ মেম সেজে হাওয়া খাবে, পূজায় সাহেবের খানা হবে, বাপ-ব্যাটায় গার্ডেন পার্টি ক'র্‌বে, বেশ্যার সঙ্গে স্ত্রীর আলাপ ক'রে দেবে, বাপ-মাকে পৃথক ক'রবে? তুমি তো সব জান,—তোমায় আর কি ব'লবো! আর ধর না, তুমিই যখন ফটোগ্রাফ দেখিয়েছিলে, তিরানব্বই সাল কি না ব'লেছিল? যে 'ও ছেলে মানুষ—পেরে উঠ্‌বে না।' তুমি হিন্দু ডাইভোর্স অ্যাক্ট কল্পনা ক'র্‌লে, আর যার বাড়া নাই, রামায়ণ মহাভারতকে অশ্লীল প্রমাণ ক'র্‌লে।

পু-বর্ষ। তা পারে, ভাল। দেখুন, ঐ আস্‌ছে, আমি বুড়ো হ'[illegible]ীতে আর দাঁড়াতে পার্‌ছিনে, এই ক'টা দিন কাজ ক'র্‌ছি, পয়লা থেকে আমায় ছুটী দেবেন।

সভ্যতা। অবিশ্যি! কালগর্ভে তোমার জন্য যশের মন্দির হ'য়েছে, পেন্‌সেন্‌ নিয়ে সেখানে গে বিরাম ক'রো। তবে যদি কখন' কোন নূতন বৎসরে তোমার কীর্ত্তির কোন নজীর দরকার হয়, তা এক্‌ একবার এ'সে সাক্ষী দিয়ে যেও।

পু-বর্ষ। তা আমায় সাক্ষী দিতে আস্‌তে হবে না, রাজবাড়ী থেকে কুটীর পর্য্যন্ত আমার নজীর প'ড়ে আছে, আমার শীল মোহর করা। তা অনুমতি হয় তো আসি।

সভ্যতা। স্থাথ, এই ক্রিষ্টমাস আস্‌ছে, এই কীর্ত্তি রেখে যাবার দিন; এ সময় আলস্য ক'রনা।

পু-বর্ষ। হাঁ, তা কি হয়!

সভ্যতা। গুড্‌ ডে।

[পুরাতন-বর্ষের প্রস্থান।

(নব-বর্ষের প্রবেশ)

নব-বর্ষ। গুডমর্ণিং লেডি!

সভ্যতা। তুমি কি নূতন সাল হবার প্রার্থনা কর?

নব-বর্ষ। ইয়েস্‌, ধ্রুবং, নিশ্চয়, জরুর্‌! আমার এই চারখানা ফটোগ্রাফ্‌ দেখুন। এম্‌নি কাজ ক'রে যশের মন্দিরে গে শোব, ইচ্ছে ক'রেছি। এর সজীব ছবি আমার আছে, দেখ্‌তে চান্‌—দেখ্‌বেন আসুন।

সভ্যতা। এ সব তুমি পার্‌বে?

নব-বর্ষ। আজ্ঞে হাঁ। না পারি, কাজ দেবেন না। চুরানব্বই আমায় বিশ্বাস ক'র্‌ছেন না, আচ্ছা উনি দেখুন, ওঁর চক্ষের উপর দেখাই। আমি নাম চাই নি, এই ক্রস্‌মাসেতে ওঁর কদ্দূর মুখ উজ্জ্বল করি।

সভ্যতা। আচ্ছা, তুমি কাজ আরম্ভ কর। এক একটা কাজ ক'রে, আমায় খবর দিও, আমি দেখে নেবো। যাও, কাজে যাও।

নব-বর্ষ। যে আজ্ঞে।

[সভ্যতা ও নব-বর্ষের প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য

চৌরঙ্গীর রাস্তা।—(বেঙ্গল ক্লাবের সম্মুখ)

(এক জন বিউগেল-বাদক ও ছয়জন হাণ্ডবিল ওয়ালার প্রবেশ)

বিউ-বাদক। ক্রস্‌মাসের দিন সাতপুকুরে বরের নীলেম হবে। যে যেমন চাও—তেম্নি পাবে, এই হাণ্ডবিল নিন, আর গান শুনুন, নেচে গাই।

(গীত)

হবে নূতন নীলেমে, নূতন বরের আমদানী।
হর রকম বর পাওয়া যাবে, বুড়ো, যুবো বাচ্‌কানী॥
বিকুবে হায়েষ্ট্‌ বিডারে,
ক্যাস্‌ প্রাইসে—পাবে না ধারে,
পয়সা ফেল, হাত ধ'রে নাও, পছন্দ যারে;
হররকম প্যাটেনের গড়ন, বে-প্যাটেন নাই একখানি।
আড়ংছাঁটা, টেরিকাটা ফিট্‌,
ফ্যাসানেবল্‌ ড্রেসকরা নিট্‌,
সভ্য ভব্য ব্রেক করা চিট্‌,
হবে না সিক্‌ অর্‌ সরি, আড়্‌লে দিও চাব্‌কানী॥

(প্রথম হ্যাণ্ডবিলওয়ালার হ্যাণ্ডবিল পাঠ)

নিউ অক্‌সন! নিউ অক্‌সন!! নিউ অক্‌সন!!!
সেভেন্‌ ট্যাক্কস্‌ ভিলা!
এক্‌স মাস্‌ ডে—টোইণ্টী ফিফ্‌ত্‌ ডিসেম্বর,
এইটিন্‌ নাইণ্টী ফোর,
টু বি সোল্ড টু দি হায়েষ্ট বিডার,
ফার্ষ্ট ক্ল্যাস ব্রাইড গ্রুমস্‌!
ওয়েল ড্রেষ্ট, সিভিলাইজ্‌ড-ডোসাইল, এণ্ড টেম!
কাম ওয়ান্‌ এণ্ড অল্‌!
নূতন নীলেম! নূতন নীলেম!! নূতন নীলেম!!!
সাতপুকুর বাগানে।
বড় দিন, ২৫শে ডিসেম্বর, ১৮৯৪ সাল।
হায়েষ্ট বিডারে বিক্রি!
প্রথম শ্রেণীর ভাল বর! ভাল পোষাক।
সভ্য—নিম্ন—পোষমানা!
এস একজন ও সকলে!

[সকলের প্রস্থান।

তৃতীয় দৃশ্য

ভবতারিণীর বাটী

(ভবতারিণী ও বিশ্বেশ্বরীর প্রবেশ)

ভব। এস, এস, অনেক দিনের পর দেখা হ'ল। পাঁচ ঝঞ্ঝাটে আর হাওয়া খেতে যেতে পারি নি, দেখাও হয় না, তবে কি মনে ক'রে?

বিশ্বে। ভাই; নেমন্তন্ন ক'র্‌তে এসেছি।

ভব। কি, পার্টি টার্টি কি কিছু আছে নাকি?

বিশ্বে। না, তা নয়, কন্যা যাত্রের।

ভব। বে, কার?

বিশ্বে। কেন, কিছু শোন নি? বক্তৃতাও পড়' নি? অ্যাড্‌ভার্‌টাইজ্‌মেণ্টও দেখনি?

ভব। আর ভাই, পাঁচ ঝঞ্ঝাটে কি আর কিছু দেখ্‌তে শুনতে পাই! হাওয়া খেতে তো যেতে পারিই নি, একদিন যে জিমন্যাসিয়েমে যাব, তাও হ'য়ে ওঠে না। কার বে?

বিশ্বে। আমার।

ভব। বটে বটে, ইস্‌, তাই তো!

বিশ্বে। তোমায় ভাই যেতেই হবে!

ভব। ভাই, তাইতো ভাব্‌ছি!

বিশ্বে। না, ও ভাব্‌ছি না।

ভব। আমার কি ভাই অসাধ? আমি তোমার কোন্‌ বে তে, কন্যাযাত্রী যাই নি বল? প্রথমকার বে তে বাসর জাগি, দ্বিতীয় বে তে—তেরাত্তির ছিলুম, যদি না ঝঞ্ঝাটে প'ড়্‌তুম, তুমি জোড়ে ফিরে আসা অবধি তোমাদের বাড়ীতে থাক্‌তুম। তুমি কি ভাই, আমার পর?

বিশ্বে। এত ঝঞ্ঝাট্‌টা কিসের বল দেখি?

ভব। সে কথা আর তোমায় কি ব'ল্‌লো বল! এই ভোরে ওঠা, টিথ্‌ বুরুশ দিয়ে দাঁত মাজা, গোষলখানায় যাওয়া, ছোট হাজ্‌রে বড় হাজ্‌রে খাওয়া—কর্ত্তার সঙ্গে ব'সে খেতে হয়, কর্ত্তা একলা খায়না—টিফিন্‌, ডিনার, তিনবার ড্রেস করা, তারপর মেয়েকে বৌকে পড়ান।

বিশ্বে। কেমন—শিখ্‌ছে কেমন?

ভব। মেয়ে আমার পেটের, বি-এ পাস ক'রেছে। রাইডীং, বক্‌সীং, জিম্‌ন্যাস্‌টীক্‌ পর্য্যন্ত শিখেছে। তবে বৌটা, মানুষ হ'ল না। আমি বারণ ক'রেছিলুম যে ছোট ঘরের মেয়ে এন না, কর্ত্তা শুন্‌লে না। সে সেই আইবুড়ীর মত ঘোম্‌টা দেবে, ছেলের সঙ্গে বেড়াতে যাবে না, ঘোড়া চ'ড়বে না, গাউন প'রবে না, ৩'পাত ইংরেজিও প'ড়্‌বে না।

বিশ্বে। তবে তো বউ টা ব'য়ে গেল।

ভব। তা গেল বই কি! আসুক ছিষ্টিধর বিলেত থেকে আসুক, ব'লছে মেম্‌ বে ক'রে আস্‌বে। তদ্দিনে

ডাইভোর্স অ্যাক্টও পাস হবে, উ'রই মধ্যে দেখে-শুনে বৌটার একটা বে দেব।

বিশ্বে। দেখ, ঘর-ঘরকন্নার কাজ-কর্ম্মতো আছেই, কাল একবার ফুরসুত ক'রে শুভদৃষ্টির সময় গিয়ে দাঁড়িও।

ভব। ভাই, একটু ফুরসুত নেই, কাল কর্ত্তার শ্রাদ্ধ।

বিশ্বে। সে কি? আস্‌বার সময় তো দেখ্‌লুম, তিনি গাড়ীতে উঠ্‌ছেন।

ভব। হ্যাঁ ডেথ্ রেজেষ্ট্রী ক'র্‌তে গেল।

বিশ্বে। বটে! তোমার কি বে দেবেন?

ভব। না, তা না। কি জান, ছিষ্টিধর পরশু মেলে বিলেত যাবে, ঘেসেড়াগিরী শিখ্‌বে। কাজটা বড় শক্ত, ব্যারিষ্টারী ডাক্তারী নয় যে, দু'এক বছরে হবে; এসে ঘেসেড়ার আফিস্ খুল্‌বে। সেখানে অন্তত বছর দশেক শিখ্‌তে হবে, অ্যাদ্দিনে কর্ত্তার ভালমন্দ হোক, শেষ কি ব্যাটা থাক্‌তে, ব্যাড়া আগুনে পুড়্‌বে, না জ্ঞাতে শ্রাদ্ধ ক'র্‌বে? তাই পুরুৎঠাকুর পরামর্শ দিয়েছেন, আজ ছিষ্টিধর মুখ-অগ্নি ক'রে কাচা নিয়ে থাক্‌বে, কাল্ সকালে শ্রাদ্ধ ক'রে, প'র্‌শু মেলে উঠ্‌বে।

বিশ্বে। বটে? তবে ভাই আর তোমায় কি ব'ল্‌বো!

ভব। তোমারও বে শুন্‌ছি, তোমায়ই বা কি ব'ল্‌বো! তা নইলে—একবার শ্রাদ্ধ-টাদ্ধ দেখে যেতে। তা সকাল সকাল ত বে চুকে যাবে, একবার তোমার নিউ ডিয়ারকে নিয়ে এদিকে আস্‌তে পার্‌বে না?

বিশ্বে। দেখি, কদ্দূর হয়—ব'ল্‌তে পারিনি।

ভব। হ্যাঁ, ভাল কথা মনে হ'লো, কর্ত্তা ডেথ্ রেজেষ্ট্রী ক'রে এলেই—আমায় কাঁদ্‌তে হবে; কখন'ত স্বামী মরে নি, কি ক'রে কাঁদ্‌তে হয়—জানি নি, অসভ্য কান্নাও কাঁদ্‌তে পার্‌বো না।

বিশ্বে। ও সোজা। আমার স্বামী ম'র্‌তে, রুমালে একটু ওডিকলন দিয়ে মুখে দিলুম, ওডিকলনের ঝাঁজে চোক্ দে জল প'ড়তে লাগ্‌লো, আর ফোপাতে লাগ্‌লুম।

ভব। থ্যাঙ্ক ইউ—বড় বাধিত হ'লেম!

বিশ্বে। তবে ভাই, এখন চ'ল্লুম। আমার দাঁড়াবার জো নেই, এখুনি ক'নে দেখ্‌তে আস্‌বে।

ভব। একটু দাঁড়াও, আর একটা পরামর্শ জিজ্ঞাসা করি। কর্ত্তা ব'ল্‌ছে যে, মরণ-বাঁচনের কথা তো কিছু বলা যায় না, এক সঙ্গে মুখ-অগ্নিটা ক'রে রাখ্‌বে।

বিশ্বে। তা মুখ-অগ্নি কর—ক'র্‌বে, খবরদার! শ্রাদ্ধটা ক'র্‌তে দিও না।

ভব। কেন বল দেখি, কেন বল দেখি?

বিশ্বে। না, আর একটা বে আগে হোক।

ভব। তেমন কি কপাল দিদি, তেমন কি কপাল,—কর্ত্তা কি আর সত্যি সত্যি ম'রতে পার্‌তো না—তা কই? রাজি হয় কই! দুটো বে আমার বরাতে নেই, আমি বুঝেছি।

বিশ্বে। কেন, কর্ত্তার শ্রাদ্ধ হ'লেই তুমি বে ক'র্‌তে পার্‌বে, আইনে বাধ্‌বে না।

ভব। তা তুমি বে থা ক'রে এসো, এ গোলমালগুলো চুকে যাক্, তারপর যা হয় পরামর্শ ক'র্‌বো।

বিশ্বে। তবে আসি?

ভব। এস দিদি, এস।

[বিশ্বেশ্বরীর প্রস্থান।

এই যে কর্ত্তা আস্‌ছেন।

(নীলাকান্তের প্রবেশ)

কি গো! এত দেরী?

নীলা। কি ক'র্‌বো বল, রেজিষ্টার ব্যাটা আহাম্মুক্, কোন রকমেই রেজেষ্ট্রী ক'র্‌তে চায় না। আর সে ব্যাটার যে কথা, কে ম'রেছে, কিসে ম'লো, ব্যাটা যখন চোট্‌পাট্ শুন্‌লে, তখন থ হয়ে রইল।

ভব। তুমি কি ব'ল্লে, তুমি কি ব'ল্লে?

নীলা। ব'ল্লেম, আমি ম'রেছি—চুরুট খেয়ে।

ভব। তা এইতে এত দেরি?

নীলা। না, আর পাঁচজন বন্ধুবান্ধবকে নেমন্তন্ন ক'রে এলুম, ছিষ্টিধর ব'লেছে, শ্রাদ্ধর পর গার্ডেন-পার্টি হবে।

ভব। বল কি। তবে আমারও তো দু'পাঁচ জন বন্ধু-বান্ধবকে ব'ল্‌তে হবে, আমি এই বেলা বেরিয়ে পড়ি।

নীলা। দাঁড়াও, পুরুৎ ঠাকুর আসুন, তিনি ব'লেছেন—তোমার মুখ-অগ্নির পর তোমার শ্রাদ্ধ বন্ধ থাক্‌বে না।

ভব। তুমি কি আমারও ডেথ্ রেজেষ্ট্রী ক'রে এসেছ নাকি?

নীলা। ক'রলুম বই কি! এবারে বড় রেজেষ্টার ব্যাটা

জব্দ হ'ল। মুদ্দফরাশকে কিছু দিয়ে, একটা কলেজের মুদ্দর দেখিয়ে ব'ল্লুম, এই আমার স্ত্রী।

ভব। ছিঃ তুমি বড় অসভ্য! আমি চ'ল্লুম, আমি কাটিয়ে আসি গে, আমি কি ওম্‌নি অসভ্য মরণ ম'র্‌বো?

নীলা। তুমি আমায় তেম্‌নিই পেলে বটে! দেখে এস গে, এখনো লাস জ্বলে নি, আগে গাউন প'রিয়ে তবে লাস দেখিয়েছি।

ভব। তাই তো বলি, তাই তো বলি, তুমি কি এমন অসভ্য কাজটা ক'র্‌বে!

(পুরোহিতের প্রবেশ)

পুরো। কি গো, তুমি আবার কি অমত ক'রছো? মুখ-অগ্নির পর কি শ্রাদ্ধ বন্ধ থাকে? শ্রাদ্ধ ক'র্‌তেই হবে।

ভব। তা যা ভাল বোঝেন, কিন্তু আমার একজন বন্ধুর বড় অমত, সে বলে আর একটা বের পর, তবে তোমার শ্রাদ্ধ ক'রো।

পুরো। তা, শ্রাদ্ধের পরও বে চ'ল্‌বে।

ভব। তাহ'লে আর আমার আপত্তি নেই।

পুরো। তা এস, ছিষ্টিধর আস্‌ছে, মুখ-অগ্নিটে এখন সেরে যাই। ভাব্‌ছি, আজ রাত্রেই শ্রাদ্ধটা সার্‌বো। কাল আবার একটা বে দিতে হবে।

(ছিষ্টিধরের প্রবেশ)

ছিষ্টি। বাবা! বাবা! প্যাসেজ্‌ এন্‌গেজ ক'রে এলুম।

ভব। পুরুৎঠাকুর ব'ল্‌ছেন, আজই তোমায় শ্রাদ্ধটা সারতে হবে।

ছিষ্টি। বেশ কথা, কাজটা সেরে রাখাই ভাল। পাঁচ-জন বন্ধু-বান্ধবের সঙ্গে দেখা ক'র্‌বার কাল ফুরসুৎ পাব।

পুরো। তবে মুখ-অগ্নি ক'র্‌বে এস।

ছিষ্টি। এই খানেই হোক্‌ না, আমার ঠেঁয়ে লুসিফার ম্যাচ্‌ আছে।

পুরো। তবে দু'টো জ্বালো, দু'জনের মুখে দাও।

(ছিষ্টিধরের তথা করণ)

তবে কাচা গলায় দিয়ে বাইরে এস।

ছিষ্টি। আর কাচা গলায় দিতে হবে না, আমার ঠেঁয়ে কালো ফিতে আছে।

পুরো। ওঃ! "উদ্যোগী পুরুষো সিংহ" এমন নইলে ব্যাটা? তবে বাইরে এস, শ্রাদ্ধটা সেরে যাই। তোমাদের আর কি, মুখ-অগ্নি হ'য়ে গিয়েছে, যে যার কাজে যাও। ব্রাহ্মণ-ভোজনের উজ্জুগ কর'গে।

[পুরোহিত ও ছিষ্টিধরের প্রস্থান।

নীলা। গিন্নি, একটা কথা ভাব্‌ছি।

ভব। আমিও ভাব্‌ছি।

নীলা। কি বল দেখি?

ভব। তুমি বল দেখি?

নীলা। ভাব্‌ছি, ফ্যান্‌সি-বাজারে যাব।

ভব। ভাব্‌ছি, বরের নীলেমে যাব।

নীলা। বরের নিলেমে যাবে কি ক'ত্তে?

ভব। তুমি ফ্যান্‌সি-বাজারে যাবে কি ক'ত্তে?

নীলা। তুমি কি বর কিন্‌বে?

ভব। হুঁ। তুমি কি ক'নে কিন্‌বে?

নীলা। হাঁ।

ভব। বেশ কথা।

নীলা। বেশ কথা। তবে এস, দু'জনে কাঁদি।

ভব। নাও, এই এসেন্স চোখে দাও। (উভয়ে রোদ

নীলা। হ'য়েছে?

ভব। অনেকক্ষণ। আমি চোখের রুমাল খুলেছি।

নীলা। আবার কি ভাব্‌ছো?

ভব। ভাব্‌ছি, আইনে বাধ্‌বে কি না।

নীলা। না বাধ্‌বে না, ডেথ্‌ রেজেষ্ট্রী হ'য়ে গিয়েছে।

ভব। ঠিক্‌!—গুড্‌ বাই।

[উভয়ের সেক্‌হ্যাণ্ড ও প্রস্থান

চতুর্থ দৃশ্য

ওল্ড কোর্টহাউস ষ্ট্রীট বা লালদিঘীর ধারের রাস্তা

কুলাঙ্গনাগণ।

(গীত)

ফ্যান্‌সি হ'য়েছে, যাব ফ্যান্‌সি-বাজারে।
ফ্যান্‌সি ধঁাজে, ফ্যান্‌সি কাজে, ফ্যান্‌সি বাহারে॥
ফ্যান্‌সি আছে যার,
দেখ্‌তে আসে সে ফ্যান্‌সি বাজার,
ফ্যান্‌সি দরে কিনে নেবে ফ্যান্‌সি ফুলের হার,—
ফ্যান্‌সি কার্পেটের জুতো দেব, ফ্যান্‌সি হয় যারে॥
ফ্যান্‌সি হেসে কেউ যদি সই, ফ্যান্‌সি কথা কয়,
ফ্যানসি চোখে দেখ্‌বো চেয়ে, ফ্যান্‌সি যদি হয়,
ফ্যান্‌সি নইলে নয়,—
ফ্যান্‌সি প্রাণে সয় কি লো সই,
যে না ফ্যান্‌সির ধার ধারে॥

পঞ্চম দৃশ্য

বিবাহ-সভা।

(সর্ব্বেশ্বর, শশিভূষণ ও দিনুর প্রবেশ)

সর্ব্বে। ম'শায়, নসিরামবাবুর মাতুল ?

শশী। আজ্ঞে হ্যাঁ, আর ইনি আমার বন্ধু।

দিনু। ইনি ব'ল্‌লেন, চল কন্যে দেখে আসি, এলেম সঙ্গে। পাত্রীটি আপনার কে মশাই ?

সর্ব্বে। আজ্ঞে, আমার পরিবার।

শশী। ওহে, কি বলে কি ?

দিনু। আরে, কথার ভাব বোঝনা, ভদ্রলোকের সঙ্গে কথা কইতে দাও! উনি ব'লছেন, আমার পরিবারস্থ। তবে বুঝি, পাত্রী[illegible]নাই ?

সর্ব্বে। আজ্ঞে না, তিনি আজ্‌ ত্রিশ বৎসর পরলোক গমন ক'রেছেন।

শশী। ওহে, কি বলে, কি এ ?

দিনু। তুমি বৈবাহিক, তোমার সঙ্গে পরিহাস ক'চ্ছেন। আমরা ওসব বুঝি। মশাই, এ সব আয়োজন কি দেখ্‌তে পাচ্ছি ?

সর্ব্বে। আজ্ঞে, নান্দীমুখের আয়োজন।

দিনু। দেখ শশিভূষণ, আমি বুঝ্‌তে পেরেছি, ইনিই তোমার বৈবাহিক। লোকটা দেখ্‌ছি সুরসিক, তোমার সঙ্গে পরিহাস ক'চ্ছে।

সর্ব্বে। আপনি কি ব'ল্‌ছেন মশাই ? পরিহাস ক'র্‌ছি কি ? নসীরামবাবু আপনাদের কিছু বলেন্‌ নি ?

দিনু। নসীরাম আমাদের কন্যা দেখ্‌তে পাঠিয়েছে। তা যাক্‌, ও সব কথা থাক্‌, কন্যাটীর পরিচয় কি ম'শাই ?

সর্ব্বে। পরিচয় অতি আশ্চর্য্য! ইনি বিন্দাবন বিশ্বাসের কন্যা, তিরিশ বছরে বিধবা হন, আজ দশ বৎসর আমার প্রণয়িনী, আজ শুভদিনে নসীরামবাবুর হস্তে অর্পণ ক'র্‌বো।

শশী। ওহে দিনু, বলে কি ?

দিনু। মস্করা ক'চ্ছে—মস্করা ক'চ্ছে! বোধ হয় পাত্রীটি এঁর শালী টালি হবে! তা বেশ মশাই, পাত্রীটি আনুন।

সর্ব্বে। তিনি আস্‌ছেন।

(বিশ্বেশ্বরী ও কুমুদিনীর প্রবেশ)

(উভয়ের গীত)

দোজ্‌ পক্ষের ভাতার ইটি চমৎকার।
আমার হাফ্‌ সেয়ার, আর হাফ্‌ সেয়ার পেয়েছে—
এই মাইডিয়ার সিস্‌টার॥
এম্নি ভাতার পেলে পরে পর,
বছোর বছোর সাজ্‌বো ক'নে, পাব নতুন বর,
গুণের নিধি ভাতার খুব জবোর ;
এমন মুরুব্বি ভাতার আর কি আছে কার ?
ভাতারের শুধ্‌বো কিসে ধার॥

দিনু। দেখ্‌ছো দেখ্‌ছো, ব'লেছিলেম,—এঁরা সব সুরসিক লোক। এ দু'টো কি নর্ত্তকী ?

সর্ব্বে। কি! এঁরা আমার পরিবার।

দিনু। তা বটে।

শশী। ও দিনু, আজ বিভ্রাট দেখ্‌ছি।

দিনু। আঃ ছিঃ! তুমি মস্করা বোঝ না ?

সর্ব্বে। বড় ডিয়ার!

বিশ্বে। হাফ্‌ ডিয়ার!

সর্ব্বে। ইনি তোমার মামাশ্বশুর, এঁর সঙ্গে সেক্‌হ্যাণ্ড কর।

বিশ্বে। গুড্ মর্ণিং! আর হাফ্ ডিয়ার, ইনি কে?

সর্ব্বে। উনি ওঁর বন্ধু।

কুমু। সিস্টার ডিয়ার!

বিশ্বে। সিস্টার ডিয়ার!

(উভয়ের আলিঙ্গন)

শশী। ওহে দিনু, চলো,—বড় বিভ্রাট!

দিনু। দাঁড়াও দাঁড়াও, অভিনয়টা দেখি। এ দু'টী কি থিয়েটার থেকে আনা হ'য়েছে?

সর্ব্বে। কি! আমার পরিবারের সাম্নে অশ্লীল কথা আপনি উচ্চারণ করেন?

শশী। কেন মশাই, থিয়েটার কি অশ্লীল কথা হ'লো?

সর্ব্বে। খুব অশ্লীল! আপনি যদি নসীরামবাবুর মাতুল না হ'তেন, তো টের টা পেতেন।

দিনু। শশি, বুঝ্লে, এও একটী অ্যাক্টার।

সর্ব্বে। মশাই, বড় শক্ত শক্ত ব'ল্ছেন আমায়?

দিনু। না বাপু, না, নাচ্ গাওনা কি ক'র্বে কর। ওগো বাছারা, তোমরা অভিনয় সুরু কর।

সর্ব্বে। বড় ডিয়ার! আমি এ উজ্বুকের কথায় খুব রাগ্ছি।

বিশ্বে। রেগো না, প্রাণনাথ, রেগো না।

সর্ব্বে। আচ্ছা রাগ্বো না, আমি গম্ খেয়ে বসি।

দিনু। হাঁ বাছা, তোমাদের পালাটা কি?

বিশ্বে। বিবাহ পালা।

শশী। ওহে, পালাই চলো। বুঝ্ছো না—এই বেটাই ক'নে!

বিশ্বে। পালাবেন কেন? যদি অনুগ্রহ ক'রে এসেছেন, বে দিয়েই ঘরে নিয়ে চলুন।

(নেপথ্যে ঐক্যতান বাদন)

সর্ব্বে। বড় ডিয়ার! বুঝি তোমার বর আস্ছেন।

কুমু। উলু—উলু—উলু—উলু—

দিনু। হ্যাঁগা, এঁর এ বেশ কেন?

সর্ব্বে। উনি ঘোড়ায় চ'ড়্তে যাবেন।

দিনু। ইনি কি সার্কাস করেন?

সর্ব্বে। ছোট ডিয়ার! খুব রাগ্ছি।

কুমু। তুমি ভারি ষ্টুপিড, তাই রাগ্ছো। আমিতো সার্কাস ক'র্বোই, তবে সিস্টার ডিয়ারের বে, এই জন্যেই এতক্ষণ বাড়ীতে আছি।

(নসীরামের প্রবেশ)

শশী। ও দিনু, এ যে আবাগের ব্যাটা ন'সে হে!

দিনু। বাঃ বাঃ! বর ঠিক সেজেছে!

শশী। আর সেজেছে কি?—সেই আবাগের বেটা দেখ্চ না?

নসী। হাজরা ম'শায়! ক'নে তো দেখিয়েছেন, শীগ্গির সম্প্রদান করুন।

দিনু। ওহে শশি, আমি কিছু বুঝ্তে পার্চি নে।

শশী। আর বুঝ্বে কি আমার গুষ্টীর পিণ্ডি! ও বেটা এ বুড়ীকে বিয়ে ক'র্বে তবে ছাড়্বে! ও আবাগের বেটা, তুই এই মাগীকে বিয়ে ক'র্বি নাকি?

নসী। মামা, তার আর সন্দেহ রাখ?

দিনু। ও বাবু, ও হাজরা ম'শায়! এখন আমি সব বুঝেছি। তুমি বড় মাগ্টার বে দেবে? আর ছোটটির?

কুমু। আমি বরের নীলেম থেকে একটা দেখে-শুনে নিয়ে আস্বো।

দিনু। ও বাছা, এদিকে এস তো, এদিকে এস তো! বরের নীলেমটা কি শুনি?

নসী। দেখ্তে যাবেন, আপনাকে টিকিট্ দেবো।

শশী। ঐ নসে বেটা নীলেম ক'রেছে। আমি বলি—কিসের নীলেম!

দিনু। তবে চল আর কি, চূড়োন্ত হ'লো!

নসী। মামা, যেওনা যেওনা, আর বেশী দেরি নাই, উনি পাঁচ মিনিটের ভেতর নান্দীমুখ সেরেই কন্যা সম্প্রদান ক'র্বেন। এই যে পুরুৎ মশাই এয়েছেন।

(পুরোহিতের প্রবেশ)

দিনু। ম'শায় বুঝি এই বিবাহের পুরোহিত?

পুরো। কেন, আপত্য কি?

দিনু। এ রকম বিবাহ আর ক'টি দিয়েছেন?

পুরো। আপনি আমার সঙ্গে ব্যঙ্গ ক'র্ছেন? আমায় চেনেন্ না, আমি স্মৃতিরত্ন, নূতন স্মৃতি ক'রেছি, তাতে সম্পূর্ণ ব্যবস্থা আছে যে, কন্যা সম্প্রদান ক'র্তে পারে, এক বাপ্—আর স্বামী।

নসী। মামা, মামা, ইনি বড় উঁচুদরের পণ্ডিত, ইনি বড় উঁচুদরের পণ্ডিত, এঁর সঙ্গে তামাসা না।

দিনু। তবে পুরোহিত ম'শায়! স্বামী কন্যাকর্ত্তা হ'লে, বরের সঙ্গে কি সুবাদ হবে?

পুরো। অতি আশ্চর্য্য সম্বন্ধ।—এরূপ সম্বন্ধ কেউ কখন' শোনেনি, ভায়রাভাই শ্বশুর।

দিনু। পুরুৎ ম'শাই, আপনি বেঁচে থাক্‌বেন তো?

শশী। এরা কেউ ম'র্‌বে না-কেউ ম'র্‌বে না! তা তুমি দেখো।

পুরো। তুমিতো দেখ্‌চি খুব মেধাবী! তুমি একটা কাজ কর, আমার ব্রাহ্মণীকে বিবাহ কর,—তুমিও অমরত্ব পাবে, দেশে দেশে যশ ক'র্‌বে। এ সব নতুন কারখানা, কোন দেশে নাই।

দিনু। এইটি ভট্‌চাজ্যি মশাই ঠিক্ ব'লেছেন! হিন্দু, মুসলমান, খ্রীষ্টানে এ আইন নাই।

পুরো। এই হিন্দুর ভেতর চলন ক'ল্লেম আমি।

শশী। ওহে, চল চল।

দিনু। আরে দাঁড়াও, তোমরা মামা-ভাগ্‌নেতে ক'নে জোটালে, আমার অদৃষ্টে কি হয় দেখি!

কুমু। তোমার অদৃষ্টেও ক'নে জুট্‌তে পারে।

দিনু। তা কই, জুটুক্ না।

কুমু। যদি স্বীকার পাও, তিন দিনের ভেতর ম'রবে, আমি তোমার ক'নে হ'তে স্বীকার।

পুরো। ম'শাই ম'শাই, স্বীকার পান, স্বীকার পান, ম'লেনই বা? খুব নাম রেখে যা'বেন।

নসী। আর ম'র্‌তে কোন ক্লেশ হবে না, আমি ইলেক্‌ট্রিক্ ব্যাটারি দে আপনাকে মার্‌বো।

সর্ব্বে। উঃ, আপনার দেখ্‌চি ভারি অদৃষ্ট! আপনার বৈজ্ঞানিক মৃত্যু হবে!

দিনু। তোর সাতগুষ্টীর হোক্! ওঠ হে ওঠো।

পুরো। কেন, আপনারা যাচ্চেন কেন?

দিনু। যাচ্চি মতিচ্ছন্ন হ'য়েছে, আর কেন!

সর্ব্বে। সেকি সেকি, যখন পদার্পণ ক'রেছেন, কিঞ্চিৎ জলযোগ ক'রে যেতে হবে।

দিনু। ভোরপুর আনন্দ হ'য়ে গিয়েচে বাবু, ভোরপুর আনন্দ হ'য়ে গিয়েচে! যে সব কথা শুন্‌লেম, তিন দিন আর খেতে হবে না।

কুমু। আপনি আমায় ইন্‌সাল্ট ক'র্‌ছেন! যদি না বসেন, আপনাকে চাব্‌কে দেব।

শশী। ও দিনু, ব'সো, ব'সো, ব'সো। ছুঁড়ী সত্যি চাব্‌কাবে। আগে পালাতে তো—পালাতে, ও মাগী তেড়ে চাবুক মার্‌বে।

পুরো। ম'শাই রাজি হোন্, আমি ব্রাহ্মণীকে ডেকে পাঠাই, এক দিনে তিনটে শুভ-বিবাহ সম্পন্ন হোক্।

শশী। নে নে নসে, কি ক'র্‌বি কর, আমরা ব'সে আছি। পুরুৎ-ঠাকুর, একটা বে সারুন্, তারপর কাল আমাদের বে দেবেন।

পুরো। আচ্ছা, না করেন ভাল; এতে জোর নেই,—একটা নাম রেখে যেতে পার্‌তেন। ব'সো হে নসীরাম! বিশ্বেশ্বরি, এস, নাও, এখন হাতে হাতে সঁপে দাও, আমি একটু ব্যস্ত আছি, কাল এসে, নান্দামুখ ক'র্‌বো। নিদে, এ গুলো এখন সরিয়ে রাখ্।

(নিদের প্রবেশ ও দ্রব্যাদি লইয়া প্রস্থান।)

বলো, এতদিন এ বড় ডিয়ার আমার ছিল, আজ তোমার হ'ল।

(ভবতারিণীর প্রবেশ)

ভব। বিশ্বেশ্বরি! ভাই, আমার শ্রাদ্ধ হ'য়ে গিয়েছে, আমি এসেছি।

বিশ্বে। তবে দাঁড়াও হাফ্ ডিয়ার! এখন হাতে হাতে সোঁপো না! আমার ফ্রেণ্ড ভবতারিণী সাক্ষী হবে।

(নীলাকান্তর প্রবেশ)

নীলা। সর্ব্বেশ্বর বাবু, আমার শ্রাদ্ধ হ'য়ে গিয়েছে, আমি এসেছি।

ভব। কি, তুমি ফ্যান্‌সি-বাজারে গেলে না?

নীলা। না, বরযাত্রের নেমন্তন্নটা সেরে যাব। তুমি বরের নীলেমে গেলে না?

ভব। আমি কন্যাযাত্র সেরে যাব।

পুরো। আপনারা দু'জন বর-ক'নে আন্‌তে যাবেন না কি?

নীলা। আজ্ঞে হাঁ।

নসী। কি, ম'শাইদের বিবাহ ক'র্‌বার ইচ্ছে আছে ?

ভব। আছে।

নসী। ম'শাই, অনুগ্রহ ক'রে আমার একটা কাজ ক'র্‌তে হবে। আমার নীলেমে তিনটা লাটের অভাব। অ্যাড-ভারটাইজ ক'রে ফেলেছি, না বর জোটাতে পার্‌লে বড় অপমান হ'তে হবে। মামা, আপনি আর এই ভদ্রলোককে আমার এই উপকারটা ক'রতেই হবে।

পুরো। না, আপনি এই খানেই বিবাহ করুন। আপনি আপনার দ্বিতীয় পরিবারটা ছাড়ুন। আপনি ভবতারিণীকে নিন্, আপনি কুমুদিনীকে নিন্, রাজচটক হবে।

নসী। তবে আমার বরের কি হবে ?

পুরো। ঐ তো তোমার মামা আর উনি রইলেন।

(বঙ্কিনাথের প্রবেশ)

বঙ্কি। ছিষ্টিধর বাবুকে কুমুদিনী শুঁই, মিনেজারিতে টেনে নিয়ে গেল, তা'নইলে তিনি আস্‌তেন কি ? বরের দরকার, তা আমি আছি, ভয় কি নসীরামবাবু ?

শশী। ও দিনু, ধরে যে !

দিনু। ধরে ধরুক, আমিও মরিয়া হ'য়েছি, তুমিও মরিয়া হও।

শশী। আচ্ছা, মরিয়া হ'লেম।

পুরো। বেশ বেশ, তবে আপনারা বে করুন, আহা, রাজচটক হবে—রাজচটক হবে।

(শশী ও দিনু ব্যতীত সকলে)—বেশ, বেশ, বেশ ! আপনি তবে মন্তর্ পড়ান।

পুরো। তোমরা আপ্‌না আপ্‌নি মন্তর্ প'ড়ে নাও।

দিনু। সে কি হয় ! আপনি মন্তর্ পড়ান।

পুরো। এ বের এই মন্তর !

দিনু। এই কথাটি ঠিক্ ব'লেছেন।

(সকলের নৃত্য-গীত)

কারখানা জমকাল—
এখন চলন হ'লে খুব ভাল।
এই ম'লো তো এই ম'লো, বে হ'লো তো বে হ'লো,
খুব সোজা ওর বোঝা এ নিলে,
খুব মজা ফের বোঝা এ দিলে,
ক্যা জুৎ, ক্যা পুরুৎ, ক'নে-বর মজ বুৎ,
উমেদার বর আবার, বাঙ্গলা হ'লো উজ্জলো, মুখ্ আলো।

ষষ্ঠ দৃশ্য

রাস্তা

(ওল্‌ড ইয়ার, নিউ ইয়ার ও ক্রস্‌মাসের প্রবেশ ও নৃত্য)

(সভ্যতার প্রবেশ)

সভ্যতা।— (গীত)

তোম্ তোম্ ফার্ষ্ট ক্লাস্ নিউইয়ার !
তোম্‌সে কাম্ চলেগা বেহেতর্
ওল্ড ইয়ার নো ফিয়ার !
এ তোমরা কাম্, মেরা বাড়েগা নাম,
তোম্‌কো দেগা এনাম ;
বাড়্‌তে রহো, কাম কর্‌তে রহো,
বাংলা চায়েন কর, বাংলা মেরি ডিয়ার !
দেখো কৃষ্টমাস্ ভেরি মেরি,
মেরি ময়রি ভেরি
তোম্ পিয়ারা মেরা, মেরি ল্যাড চেরি !
দিয়া বাংলা তুঝেমে,
খেলো মজে মে,
কেক্কো কেয়ার, খেল্‌তে রহো হিয়ার।

সপ্তম দৃশ্য

সাতপুকুরের বাগান

নীলাম ঘর

বিডার (নসীরাম), সেলমাষ্টার, রাইটার, ক্রায়ার, বুক্‌কিপার, বেহারা, বৃদ্ধা, ফিমেল ক্রেতাগণ, বিশ্বেশ্বরী, বরগণ ইত্যাদি।

ক্রায়ার। লাট সাবুন্টীওয়ান। নিয়ে আয়,নিয়ে আয়। ও দাঁত দেখ্‌ছেন কি ?—পঁচিশের উর্দ্ধ বয়স নয়। পা দেখ্‌তে হবে না, বেশ নাচ্‌তে পারে, থিয়েটারে ক্লাউন সাজ্‌তো, মাঝখানে সিঁতে, গালে জুল্‌পি, পাজীর পাজী, রোজ দু'তিন ঘা লাথি মার—তাতে রাজী। হাওয়া খেতে নিয়ে যাবার সাথী, আর এমন পাবেন না। সিগারেট ধরিয়ে দেবে, পাইপ টান্‌বে, যে কিন্‌বে, তারে মনিব জান্‌বে।

১মা স্ত্রী। আট আনা।

বিডার। গোইং, গোইং, এইট্ অ্যানাজ্—এইট্ অ্যানাজ।

বৃদ্ধা। টেন্ অ্যানাজ্।

বিডার। বাড়ুন বাড়ুন, দশআনায় এমন মাল্টা বিকিয়ে যাচ্চে।

৩য়া স্ত্রী। এগার আনা।

১মা স্ত্রী। ইলেভেন হাফ্।

বৃদ্ধা। ইলেভেন অ্যানাজ্ থ্রি পাই।

বিডার। পৌনে বার আনায় যাচ্চে, পৌনে বার আনায় যাচ্চে। ডাকুন ডাকুন, ইলেভেন অ্যানাজ্—থ্রি পাই, ইলেভেন্ অ্যানাজ—থ্রি পাই, ইলেভেন অ্যানাজ—থ্রি পাই। (বিড)

রাইটার। আপনার নাম কি ?

বৃদ্ধা। ধনমণি পোদ্দার।

রাই। কুমারী না বিধবা ?

বৃদ্ধা। সধবা।

রাই। তা বুঝি হাওয়া-টাওয়া খাওয়ার মতন নিলেন্ ?

বৃদ্ধা। তা বই কি।

রাই। এই টিকিট নিন্, ক্যাসঘরে টাকা জমা দিন্‌গে, রসিদ পাঠিয়ে দেবেন—মাল ডিলিভারি দেব।

বৃদ্ধা। দাঁড়াও, আমি আরো মাল কিন্‌বো, একেবারে টাকা জমা দেবো। কি জানেন, পাঁচটি স্বামী আমার মারা গিয়েছে, গোটা পাঁচ ছয় কিনে রাখি, য'টা মরে, য'টা থাকে।

রাই। তা নিন্ না, য'টা নেবেন, মালের অভাব কি !

ক্রায়ার। লাট সাবুণ্টী টু। জেতে চাষা, বড্ড পোষা, জুতো বুরুষ্ করে খাসা। ফুলগাছে জল দেবে, ফুলের তোড়া ক'র্‌বে, আর চাবুক বা লাথি য'ঘা মার, তা খাবে।

১মা স্ত্রী। ফাইভ্ অ্যানাজ।

বৃদ্ধা। টেন্ অ্যানাজ্।

৩য়া স্ত্রী। ওয়ান রূপি।

বৃদ্ধা। টু রূপিজ্।

বিডার। টু রূপিজ্, টু রূপিজ্, টু রূপিজ্। (বিড)

যুবা। ওরে মেধো! এই যে বুড়ী বেটাই সব কিন্‌চেরে! ওগো, ও খদ্দের! শোনো না, তুমি আমায় কিনো, আমি বড় খাসা বর।

১মা স্ত্রী। দাঁড়াও, তুমি আগে লাটে ওঠো, তারপর বিবেচনা।

যুবা। দোহাই বাবা! ও বুড়ীবেটী না কিনে নেয়।

ক্রায়ার। লাট সাবুণ্টী থ্রি। বয়েস আটাশ, খাট্‌বে এটা ওটা ফাই-ফরমাস, গান গাবে, হারমোনিয়ম্ শেখাবে, জ্যুয়লোজিকেল গার্ডেন দেখাবে। আর হাই সার্কেলে ইণ্ট্রোডিয়ুস্ ক'রে দেবে।

বৃদ্ধা। টু রূপিজ্।

১মা স্ত্রী। থ্রি রূপিজ্।

বৃদ্ধা। সিক্স্।

বিডার। সিক্স্ রূপিজ্, সিক্স্ রূপিজ্ সিক্স্ রূপিজ্। (বিড)

যুবা। মেধো! তুই থাক্‌তে হয় থাক্, আমি আর বরগিরি ক'র্‌বো না।

বেয়ারা। এই চোপ্!—

ক্রায়ার। লাট সাবুণ্টী ফোর! দেখ্‌তে বুড়ো, কিন্তু আটে পিটে দড়। খোঁপা বেঁধে দেবে, সেজ সাজাবে, ছার-পোকা মারবে, মশারি সেলাই ক'র্‌বে। আর যদি কেউ ভদ্দর লোক দেখা ক'র্‌তে এসে, তখনি সেখান থেকে স'র্‌বে।

১মা স্ত্রী। টু পাইস্।

৩য়া স্ত্রী। থ্রি পাইস।

১মা স্ত্রী। থ্রি হাপ্।

৩য়া স্ত্রী। ফোর।

বিডার। গোইং, গোইং ফোর্। ফোর্ পাইস, ফোর পাইস। মাই ডিয়ার! বড় সস্তাদরে যাচ্চে, তুমিই ডেকে রাখ।

বিশ্বে। না মাই ডিয়ার!

বিডার। আরে বোঝো না, ডেকে রাখ,—মালটা লাভে ছাড়তে পা'র্‌বে।

বিশ্বে। না মাই ডিয়ার! ও রদ্দি মাল আমি রাখ্‌ব না।

বিডার। তবে বোঝো। ফোর পাইস্। (বিড)

রাইটার। আপনার নাম ?

৩য়া স্ত্রী। মনোমোহিনী কুণ্ডু।

রাইটার। সধবা না বিধবা ?

৩য়া স্ত্রী। বিধবা।

রাইটার। ভালই হ'য়েছে। উনিও তেজ পক্ষের।

৩য়া স্ত্রী। কি, ওঁর দুই স্ত্রী মারা গিয়েছে নাকি?

রাইটার। মারা কেউ যায় নি। একটী সার্কাস ক'র্‌তে বর্ম্মায় গিয়েছে, আর একটি বেম্ম বিবাহ ক'রেছে। তবে আর ব'ল্‌ছি কি, মাল বড় ভাল মাল, আপনি যদি থিয়েটার ক'র্‌তে যান্, ম্যানেজারকে রেকমেণ্ড ক'রবে। ক্যাস্-ঘরে পয়সা জমা দিন, রসিদ পাঠাবেন, মাল ডিলিভার দেব।

ক্রায়ার। লাট্ সাবুণ্টীকাইভ্। এটির বয়েস পাঁচ বচ্ছর, হুইস্কী টানে খুব জবোর, কথা কয় হেসে হেসে, যে কি'নবে—তুলে রে'খো গেলাস্-কেশে!

ক্ষুদে-বর। (গীত)

হাম্‌টী ডাম্‌টী টম্‌টী টম্।
কাম্ লেডি কাম্, খাসা বর্ হায় হাম্,
লালু লালা, তারা রারা তারা রারা তারা রারা রা।
টেক্ মাই হ্যাণ্ড ওল্ড, লেডী ফেয়ার,
হুয়া ক্যাসা, খাসা পেয়ার,
লেট্ আস্ বি জলি, কাম ওল্ড পলি,
কিস্‌মি কুইক্ নো ডিলিড্যালি,
লালু লালা, সা নি ধা পা নি সা সা,
তারা রা রা রা তারা রা রা রা॥

ক্রায়ার। এ বরের বড় বেশী দর। বড় বেশী দর। পঞ্চাশ টাকা বাঁধা, বিট্ তার ওপোর। তা দেখুন, আপনারা সব শেয়ারে নিন্, এক এক উইক্, এক এক জন গেলাস্-কেশে রেখে দিন।

ফিমেলগণ। লাটে চড়াও, লাটে চড়াও।

বৃদ্ধা। কি, বিড্ ক'র্‌বে? পা'র্‌বে না।

ফিমেলগণ। আমরা শেয়ারে নেব, আমরা শেয়ারে নেব।

বৃদ্ধা। আচ্ছা, লাটে উঠুক, আমার বিড্, সিক্স্‌টী রূপিজ্।

ফিমেলগণ। হাণ্ড্রেড্।

বৃদ্ধা। বড্ড বেশী দর হ'লো।

বিডার। গোইং গোইং, হাণ্ড্রেড্, হাণ্ড্রেড, হাণ্ড্রেড। (বিড্)

ক্ষুদে-বর। আমি যাব না। আমি একে ছেড়ে যাব না। এ খুব হুইস্কী খায়।

১ম ফিমেল। এস যাদু এস! আমি কেক্ দেব।

ক্ষুদে-বর। না, ফাউল্, রোষ্ট আর হুইস্কী।

২য় ফিমেল। এই নাও। আমার ফেটিংয়ে ব'সো গে।

ক্ষুদে-বর। আর লেগ্ মটোন্।

৩য় ফিমেল। এই নাও।

ক্ষুদে-বর। আর ডাইনীং নাইফ, ডাইনীং ফর্ক, কর্ক স্ক্রু।

৪র্থ ফিমেল। এই নাও।

ক্ষুদে-বর। আর টাম্‌ব্লার গেলাস্।

৫ম ফিমেল। এই নাও।

ক্ষুদে-বর। আর সোডাওয়াটার।

৬ষ্ঠ ফিমেল। এই নাও।

বৃদ্ধা। এর বয়েস কত?

যুবা-বর। যত হোক্ না, তোর বাবার কি? খবরদার, গায়ে হাত দিস্ নি। তোর বরগিরীর মুখে মারি বিশ্ লাথি!

বেহারা। চোপ্ চোপ্।

যুবা-বর। চোপ রাও। ওস্কো হটায় লেও। হাম কামড়ায়েগা।

বেহারা। আরে চোপ্ রাও, চোপ্ রাও।

যুবা-বর। আজ খুনোখুনি হব। নেই রহেঙ্গে! ছোড় দেও—ছোড় দেও!

[ষ্টল কাঁধে করিয়া পলায়ন।

বেহারাগণ। পা'কড়ো, পা'কড়ো। (পশ্চাদ্ধাবন)

ফিমেলগণ।— (গীত)

খেংরা মারো অক্‌সানে—
কে জানে আস্‌তো কে এখানে;
মালগুলো পালালো, সয় বল কার প্রাণে।

ক্ষুদে-বর। মাইড্রিয়ার ডোণ্টক্যার এই আছি!

ফিমেলগণ। এই কাচ, বখরাদার এর আবার,

বিডার। কে বিডার? আমরা ফ্রেস্ লট্ এবার;

সেলমাষ্টার। সেলুমাষ্টার,

বুক্‌কিপার। বুক্‌কিপার,

বেয়ারার। বেয়ারার,

বিশ্বে। কে শোনে, এ রাদমাল কে কেনে?

মহিলাগণ। ভারি খেদ, ছেল জেদ,
পাঁচটা লাট্ বিট দেবো—মাল নেবো,
সাজিয়ে রাখ্‌বো বাগানে—
কেটিনে নিয়ে যাব ময়দানে।

অষ্টম দৃশ্য

রাস্তা

ক্রস্‌মাস্, ওল্ডইয়ার ও নিউইয়ার।
(বড়দিনের খেল্)

নবম দৃশ্য

গ্রীষ্ম ঋতু

(নায়ক-নায়িকার গীত)

টলে লালরবি, টলে লাল রবি,—
লাল তোমারি বদন-ছবি ॥
লাল আভা নয়নে, গগনে লাল মেঘদল,
রবি টলে, ট'লে ট'লে ঢলে জলে ;
চাহি ফটিকজল চাতক কাতর,
থাকি থাকি, পাখী সকরুণ বোলে,
'দে জল দে কত নিদয় হবি !'
পাখী কহিছে ছলে,
চাহ ফটিক জল, দারুণ তৃষা কেন সহ ;
চূতলতিকাদল, ধীর সমীরে দোলে,
ডাকি কহে পাখী ছলে,—
পিও পিও বারি মোহন মোহিনী,
হের মোহিনী মাধুরী মাধবী।

(রঙ্গদার-রঙ্গদারণীর প্রবেশ ও রঙ্গ)

বর্ষা ঋতু

(নায়ক-নায়িকার গীত)

গভীর মেঘদল গরজে,—
বাজে বাজে প্রাণে, থেকনা, থেকনা,
থেকনা, থেকনা দূরে,
চাহি চুমিতে মুখ-সরোজে।
চমকি চাকিচুকি, চমকি চমকি লুকি
চপলা, মন উতলা,
নীরদ ঢালিছে ধারা তর তর ঝর ঝর,
চমকি শিহরি ঘন, নয়ন-নীর-ধারা নেহার,
কাতর কুলিশ কঠোর কত বাজে।
বাজে বাজে, না জেনে না বুঝে, তোরি প্রেমে মজে।

(রঙ্গদার-রঙ্গদারণীর প্রবেশ ও রঙ্গ)

শরৎ ঋতু

(নায়ক-নায়িকার গীত)

মেঘে আর চাঁদ ঢাকে না,—
বদনখানি আর ঢেক' না!
চাও হে চাও —দেখি আঁখি,
ফুট্‌লো কলি ঐ দেখনা।
সোহাগে কইছে কথা তরুলতা,
কেন ব্যথা দাও বলনা ?
ছলনা আর ক'র' না,
রাগের ভরে আর থেকনা,
ক'র'না পর ক'র'না,
সাধের শরত বাদ দেখনা।
হাস্‌বে কমল হেরে হাসি,
শশীর হাসির মান রেখনা ॥

(রঙ্গদার-রঙ্গদারণীর প্রবেশ ও রঙ্গ)

হেমন্ত ঋতু

(নায়ক-নায়িকার গীত)

তোরই আশে,—
হের বেশভূষা পরি দাঁড়ায়ে র'য়েছে উষা,
হেরিতে সাধ তব রঞ্জিত অধরে,
আদরে এখন' দাঁড়ায়ে উষা তোরই তরে,
তোরই আশে,—
প্রাণ-মন মম আশে বিলাসে, ভাসে ভাসে
নীহার-হার পরি, ঝর ঝর তর তর
ঝরিছে মুকুতা পাঁতি,
রঞ্জিত কুসুমিত রমিত মোহিত বনরাজি ;
হেমন্ত-হিল্লোলে, হেম-শীর্ষ দোলে,
প্রান্তরে তরঙ্গমালা,
হেলা দোলা, অঙ্গ তরঙ্গিত,
হেরিতে পিয়াস বিভোলা ;
কপোত-কপোতী কত, সোহাগে কহিছে কথা,
ব্যাকুল খেলিতে ভাসিতে সমীরে,
হেম-কিরণ মাখি সাজি ;
পাখী জাগে,—
মাতি তরুণ রাগে গাইছে,
পবন কাকলি বহে,
গাহিছে পাখী অনুরাগে ;
হৃদয়ে তোমারে ধরি, বদন-রাগ হেরি,
নয়নে নয়ন অভিলাষে।

(রঙ্গদার-রঙ্গদারণীর প্রবেশ ও রঙ্গ)

শীত ঋতু

(নায়ক-নায়িকার গীত)

হের ধূসর দিশা,—
ধূসর ধূসরাশি নিবিড় কুয়াসা—
আদরে করিছে মানা,
যেওনা যেওনা নিশা,
যুবক-যুবতী সাধ রহিল,
রহিল তোমারি বিধুমুখ-সুধা-পান-তৃষা।
বরিষা ঈরিষা করি ধূসর বেণু কত উড়িছে ঝরিছে,
কিশোর অরুণ কর বারিছে ;
লোহিত সিত পীত তরে তরে ফুল-কলি,
তারকা মেঘ-ঢাকা ;
না হেরি উষা ব্যাকুল পাখী,
শাখী-শিরে বসি, রহি রহি বোলে,
চুত-মুকুল দোলে কিরণ চুম্বন আশা ;
চঞ্চল চিত মম নয়ন-কিরণ তব চুমিতে পিপাসা।

(রঙ্গদার-রঙ্গদারণীর প্রবেশ ও রঙ্গ)

বসন্ত ঋতু

(নায়ক-নায়িকার গীত)

স্বরে তোর মন মেতেছে, কোকিলে ওই কুহরে,—
গাঁদা গোলাপ হার গেঁথেছে,
চেয়ে আছে তোর অধরে।
কিশলয় কাঁপিয়ে মলয়,
তোর কথা কয় আমোদ ভরে,
বয় ধীরে সৌরভ ব'য়ে,
গা ছুঁয়ে তোর যায় আদরে।
গুঞ্জরে ঐ ভ্রমরা ফুলে, ট'লে ধায় বিভোরে,
চায় তোরে মন বিভোরা,
আঁখি বিভোর হেরে তোরে॥

(রঙ্গদার-রঙ্গদারণীর প্রবেশ ও রঙ্গ)

দশম দৃশ্য

পশু-শালা

(কিপার, কিপারেস প্রভৃতির গীত)

সকলে। তামাসা চল্‌তা হায় বহুৎ উম্‌দা।
হোগা ফায়দা, দেখো হিঁয়া ক্যাসা জুদা কায়দা॥
পুরুষগণ। জানি মস্তি হুয়া,
স্ত্রীগণ। কেত্‌না কুত্তী কিয়া,
সকলে। ট্রাপেজ্‌ প্যারালেল্‌ বারমে কা। কহে তুমে,
উল্‌টি পাল্‌টি লট্‌ লট্‌ লুটী তব ছুটী,
স্ত্রীগণ। উনে কিরা খায়া,
পুরুষগণ। জানি না হায়রাণ ভয়া,
স্ত্রীগণ। যেসা সেঁইয়া পেয়ারা,
পুরুষগণ। পিয়ারি যেসি জানি মেরা,
সকলে। খেলে গা জানোয়ার মাদি-মরদা।

কিপার। আমাদের প্রথম তামাসা—সংস্কারক বৃষ ও গাভী।

(বৃষ ও গাভী লইয়া বেহারার প্রবেশ)

গাভী। মাইডিয়ার বুল, তুমি আর ঘাস খেওনা।

বৃষ। মাইডিয়ার কাউ, তুমি আর হুদ্‌ দিওনা।

গাভী। না, হুদ্‌ দেব না, তুমি বল—ঘাস খাবে না?

বৃষ। না।

গাভী। প্রতিজ্ঞে?

বৃষ। প্রতিজ্ঞে।

গাভী। এসো সেক্‌হ্যাণ্ড করি। মাইডিয়ার বুল, তুমি উলঙ্গ ষাঁড় দেখ্‌লে গুঁতিও।

বৃষ। মাইডিয়ার কাউ, তুমিও উলঙ্গ গাভী দেখ্‌লে গুঁতিও।

গাভী। প্রতিজ্ঞে?

বৃষ। প্রতিজ্ঞে।

গাভী। এস সেক্‌হ্যাণ্ড করি। মাইডিয়ার বুল, জবাই হুইও, অম্‌নি ম'রো না।

বৃষ। মাইডিয়ার কাউ! তুমিও জবাই হইও, অম্‌নি ম'রো না।

গাভী। না।

বৃষ। না।

গাভী। প্রতিজ্ঞে ?

বৃষ। প্রতিজ্ঞে।

গাভী। এস সেক্‌হ্যাণ্ড করি। মাইডিয়ার বুল্, এখন ত ম'লে, আর কি ক'র্‌বে ?

বৃষ। মাইডিয়ার কাউ, তুমিও তো ম'লে, আর কি ক'র্‌বে ?

গাভী। তাই তো !

বৃষ। তাই তো !

গাভী। প্রতিজ্ঞে ?

বৃষ। প্রতিজ্ঞে।

(উভয়ের গীত)

রিফর্‌মার আম্‌রা দু'জনে,—
দু'জনে প্রথম দেখা ময়দানে।
তর্ক প্রথম অব্‌ সিনিটী নে,
তার পর কোর্ট-সিপ্‌ ক'রে বে,
তার পর শুন্‌লে প্রতিজ্ঞে ;
শুন্‌লেন তো গুণ, এখন মানুন না মানুন,
যত ষাঁড় আছে আর গরু আছে,
আমাদের খুব জানে, খুব মানে।

কিপার। আমাদের দ্বিতীয় তামাসা—অধ্যাপক গর্দ্দভ।

(গর্দ্দভ লইয়া বেহারার প্রবেশ)

গর্দ্দভ। আমার এমন সুশ্রী গড়ন ছিলনা। মাথাটা গোল, মুখখানা চেপ্‌টা, দু'পায়ে হাঁট্‌তুম, গায়ে মাছি ব'স্‌লে একটা লেজ নেই যে তাড়াই।

কিপার। আচ্ছা, তবে এমন সুঠাম চেহারা হ'লো কিসে ?

গর্দ্দভ। ছেলে বয়সে এক বোঝা বই মাথায় চাপালে, মাথাটা চেপ্‌টে গেল। চড়িয়ে মুখ লম্বা ক'র্‌লে। তারপর পিঠের ওপর দু' ছালা বই দিতেই হুম্‌ড়ি খেয়ে প'ড়লুম, চার পায়ে হাঁট্‌তে শিখ্‌লুম। কান্ দুটো টেনে টেনে লম্বা হ'লো, আর লেজ্‌ বেরুলো আপ্‌নি।

কিপার। ডাক্‌তে শিখ্‌লে কি ক'রে ?

গর্দ্দভ। ও লেজও বেরুনো, ডাকও খোলা !

কিপার। এখন কি ক'রবে ?

গর্দ্দভ। ট্রেনিং স্কুল।

কিপার। তারপর ?

গর্দ্দভ। যারা ভর্ত্তি হবে, তারা ঠিক্ আমার মতন হ'য়ে বেরুবে।

কিপার। তারা কি ক'রবে ?

গর্দ্দভ। ঘাস খাবে, ধোপার বোঝা বইবে, আর বেয়াড়া ডাক্ ডাক্‌বে।

(গীত)

কে আস্‌বে আমার স্কুলে,—
যাবে তিন দিনে তার লেজ ঝুলে।
আমার এম্‌নি ক'সে টান্,
এক্‌টানে তার লম্বা হবে কাণ ;
চ'ল্‌বে চারটি খুরে,
গলাবাজী ক'র্‌বে জোরে
ফুলে ফুলে ঘাড় তুলে।

কিপার। আমাদের তৃতীয় তামাসা—স্মার্ত্ত বানর-বানরী।

(বানর-বানরী লইয়া বেহারার প্রবেশ)

বানরা। প্রত্যেক বানর ও বানরী কি মানুষের অনুকরণ ক'রতে বাধ্য ?

বানর। বাধ্য। কারণ, বিজ্ঞান-মতে তারা স্বজাত।

বানরী। চুরি ক'র্‌তে বাধ্য ?

বানর। বাধ্য।

বানরী। বড় বানরের লেজ ধ'রতে বাধ্য ?

বানর। বাধ্য।

বানরী। ঝগড়া ক'র্‌তে বাধ্য ?

বানর। বাধ্য।

বানরী। দাঁত খিঁচুতে বাধ্য ?

বানর। বাধ্য।

বানরী। আঁচ্‌ড়াতে কাম্‌ড়াতে বাধ্য ?

বানর। বাধ্য।

বানরী। বানরী বানরকে লাথি মার্‌তে বাধ্য ?

বানর। বাধ্য।

বানরী। ডাইভোর্স অর্থাৎ ফারখৎ কর্‌তে বাধ্য ?

বানর। বাধ্য।

বানরা। এখনই বাধ্য ?

বানর। বাধ্য।

বানরী। তবে যাও।

বানর। আচ্ছা চ'ল্লুম, দেখি এমন বাঁদর কোথা পাও।

বানরী। আরে নাও নাও, তোমার মতন ধাড়ী বাঁদর গণ্ডা গণ্ডা। যে দিকে চাও, দেখে নাও, আমি দেখ্‌বো, কোথা বাঁদরী পাও।

বানর। অভাব কি? রাস্তায়, ঘাটে, মাঠে—

বানরী তবে ডাইভোর্স?

বানর। ডাইভোর্স।

(উভয়ের গীত)

দু'জনে ছিলাম রেতে দু'ডালে,—
হ'লো শুভ-দৃষ্টি সকালে।
দুপুর বেলা এক ডালে ব'সে,
সজ্‌নে পাতা ঠুসেছি ক'সে,
কিচি কিচি দুপুর থেকে—
ফারখৎ হ'লো বিকেলে।

কিপার। আমাদের চতুর্থ তামাসা—ভলেণ্টীয়ার ভ্যাড়া।

(ভ্যাড়া লইয়া বেহারার প্রবেশ)

কিপার। তুমি লড়্‌বে?

ভ্যাড়া। লড়্‌বো।

কিপার। কার সঙ্গে?

ভ্যাড়া। কারু সঙ্গে না, আপনা আপনি।

কিপার। ঘোড়া চ'ড়্‌বে?

ভ্যাড়া। চ'ড়বো।

কিপার। কি ঘোড়া?

ভ্যাড়া। কাটের ঘোড়া।

কিপার। বন্দুক ছুড়বে?

ভ্যাড়া। ছুড়বো।

কিপার। কি ক'রে?

ভ্যাড়া। চোক্ বুজে।

কিপার। ঘোড়া থেকে প'ড়্‌বে?

ভ্যাড়া। প'ড়বো।

কিপার। কখন?

ভ্যাড়া। বন্দুক ছুড়বো যখন।

কিপার। যদি কেউ লড়াই ক'র্‌তে এসে?

ভ্যাড়া। তা আমার কি? দৌড় মার্‌বো ক'সে।

কিপার। তোমার মত ভ্যাড়া ভলেন্‌টীয়ার ক'টী আছে?

ভ্যাড়া। এক' পাল ভ্যাড়া, এম্‌নি সিং মোচড়া, এম্‌নি রোকে, এম্‌নি তাল ঠোকে, যদি কারু সাড়া পায়, এম্‌নি চার পা তুলে পালায়।

কিপার। দাঁড়াও দাঁড়াও, একটি গান গাও।

ভ্যাড়া।— (গীত)

শেম শেম, কাউয়ার্ড নেম,
রাখ্‌বো না আর ভ্যাড়ার পাল।
তোব-দান বাঁধা বন্দুক-কাঁধা,
ভারি মিলিটারি চাল,—
রাগে ফাটি, বাটী বাটী আমানি খাই সাঁজ সকাল।
ল'ড়্‌তে এলে বন্দুক ফেলে চার পা তুলে
পেরুই থাল,—
হর্‌দম্ হর্‌দম্ রেগে লাল, পুরু ছাল।

কিপার। আমাদের পঞ্চম তামাসা—হাড়্‌গিলে কমিসনার।

(হাড়গিলে লইয়া বেহারার প্রবেশ)

কিপার। যখন এসেছ, পরিচয় দাও, তুমি হেথায় কেন?

হাড়গিলে। আমায় চেন?—আমায় জান?—আমি হাড়গিলে।

কিপার। নামটি কোথা পেলে?

হাড়গিলে। সায়েবদের এঁটো হাড় গিলে গিলে।

কিপার। কোথায় থাক?

হাড়গিলে। টেক্সর বিলে।

কিপার। কেন এয়েছ?

হাড়গিলে। কমিসনার হব ব'লে।

কিপার। তা হেতায় এয়েছ কি ক'র্‌তে?

হাড়গিলে। ভোট নিতে।

কিপার। কমিসনার হয়ে কি ক'র্‌বে?

হাড়গিলে। দেখ্‌ছো দুটো ঠোঁট্?

কিপার। দেখ্‌ছি।

হাড়গিলে। শুনেছ খাই এটো হাড়?

কিপার। শুনেছি।

হাড়গিলে। এখন রেয়োতের হাড়-মাস খাবো।

কিপার। তা পারো—পারো।

হাড়গিলে।—

(গীত)

আজ ভোট দিয়ে, কাল ওপারে যেও উঠে, -
বাজাবো ঠোঁটে ঠোঁটে, নেব লুটে পুটে।
বলি ভালোয় ভালোয়,
পালাও আলোয় আলোয়,
নইলে মুস্কিল, রোজ ব'স্‌বে শীল,
চাটী ভিটে মাটি, থাক্‌বেনা ঘটী বাটী,
পালাতে হবে ছুটে, এক ছুটে।

কিপার। আমাদের ষষ্ঠ তামাসা—পূজরি ভালুক ও যজমানি ভালুকী।

(ভালুক-ভালুকী লইয়া বেহারার প্রবেশ)

ভালুকী। ইস্, তুমি ভারি ট'ল্‌ছো।

ভালুক। তুমি যে থাবা থাবা মৌউ খাইয়েছ, তাতে নেশা হ'য়েছে।

ভালুকী। নৈবিদ্দি ক'র্‌বো কোন্ ঠাকুরের ?

ভালুক। তা ব'ল্‌তে পারিনি, নৈবিদ্দি সাজাও।

ভালুকী। পূজা হবে কার ?

ভালুক। তা বল্‌তে পারিনি, ফুল দাও।

ভালুকী। মন্তর প'ড়ছো কি ?

ভালুক। তা ব'ল্‌তে পারিনি, তুমি শাঁক বাজাও।

ভালুকী। কেন পূজো ক'র্‌ছো ?

ভালুক। তা ব'ল্‌তে পারিনি, আমায় ধর।

ভালুকী। কেন, ধ'রবো কেন ?

ভালুক। তা ব'ল্‌তে পারিনি, একটু শোবো।

ভালুকী। তবে মরো।

ভালুক। তা ব'ল্‌তে পারিনি, ঘুমবো।

ভালুকী। যজমান বাড়ী যাবে না ?

ভালুক। তা ব'ল্‌তে পারিনি, ডোরা টান্‌বো।

ভালুকী। পোড়ার মুখো! দু' থাবা মৌও খেয়ে চেত্তা মার্‌বি ?

ভালুক। তা ব'ল্‌তে পারিনি, কুস্তী ল'ড়বো।

ভালুকী। কুস্তী লড়বি কার সঙ্গে ?

ভালুক। তা ব'ল্‌তে পারিনি, নাচ্‌বো।

ভালুকী। নাচ্‌বি কার্ সঙ্গে ?

ভালুক। তা ব'ল্‌তে পারিনি, তোমার সঙ্গে, তোমার সঙ্গে, তোমার সঙ্গে।

(উভয়ের গীত)

নাচি ঠুম্‌কী ঠুম্‌কী, নাচি ঠুম্‌কী ঠুম্‌কী,—
আমরা চাঁদমুখো আর চাঁদমুখী।
পিরীত মাখামাখি, দু'জনে মেতে থাকি.
ঝরে ধুঁকি, আর মৌও চাকি,
পিরীত বাধ্‌লো যখন, আমরা খোকা-খুকী।
ভোরে হাওয়া খেতে, পিরীত বাধ্‌লো পথে,
এখন জানাজানি, ছিল লুকোলুকী।

একাদশ দৃশ্য।

পরী-স্থান।

(পুরাতন-বর্ষ, নব-বর্ষ ও সভ্যতার প্রবেশ)

পু-বর্ষ। এ খুব চালাক ছোক্‌রা।

সভ্যতা। তুমি একেই কাজ-কর্ম্ম দেখিয়ে শুনিয়ে দাও। পয়লা জানুয়ারিতে তুমি ছুটী নিও, উনি কাজে ব'স্‌বেন। পঁচানব্বই সালত্ব বাপু, আমি তোমায় দিলুম, এ দিকে এস।

নব-বর্ষ। দেবীর কৃপা, দেবীর কৃপা!

সভ্যতা। মন দিয়ে কাজ ক'রো।

নব-বর্ষ। আজ্ঞে তার ত্রুটী পাবেন্ না, ত্রুটী পাবেন্ না। যেরকম নমুনা দিলাম, এই রকম একশোটি কাজ দেখাব।

সভ্যতা। তা হ'লেই তোমার খুব যশ থাক্‌বে।

(গীত)

সকলে। বাহবা কি কায়দা বোঝা ভার,
দু'দিন এসে বাংলা দেশে, খুব গুজার কি বাহার।

পরিগণ। জয় জয় জয়, সভ্যতার জয়,
আরো কত হয়, যে সে নয়—
জাহাজ চ'ড়ে এসেছে, ধ্বজা গেড়ে ব'সেছে,
আর কি ভয়;

সকলে। একচোট্ ওলোট্ পালোট্,
চোট্পাট্ কি জোটাজোট্,
একাকার মজাদার।

পরিগণ। জয় জয় জয়, সভ্যতার জয়,
আরো কত হয়, যে সে নয়!
সেঁ'ধুবে কারদানির জোরে, ছোট বড় সকল ঘরে,
আর কি ভয়!

সকলে। চটুকে তুল্‌লে চুড়ো, চাগ্‌লো ছেলে-বুড়ো,
মাগীরা জবর সবার, আর কি কার ধারে ধার।

পরিগণ। জয় জয় জয়, সভ্যতার জয়,
আরো কত হয়, যে সে নয়,
সহর দেখে মুচ্‌কে হেসেছে, সহর ভাল বেসেছে,
আর কি ভয়!

যবনিকা

লীলা

(উপন্যাস)

["নাট্য-মন্দির" মাসিক পত্রিকায় (১ম বর্ষ, ১৩১৭ সাল) প্রথম প্রকাশিত।

১

প্রাণকুমার গঙ্গোপাধ্যায় বাল্যকালে একবার ক্রিশ্চান হইতে যান,—আত্মীয়েরা মিসন-হাউস হইতে ফিরাইয়া আনেন। তদবধি তাঁহারা একরূপ এক-ঘরে হইয়াছিলেন। অবশ্য যদি বিশেষ আগ্রহের সহিত ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত বিদায় করিয়া পাড়া-প্রতিবাসীর নিকট গলবস্ত্র হইয়া দ্বারে দ্বারে ফিরিয়া ভোজ দিয়া, ব্যক্তিবিশেষকে ঋণ দিয়া চেষ্টা করা হইত, তাহাতে সম্ভবতঃ সমাজে ঠেলা থাকিতেন না। কিন্তু প্রাণকুমারের বাপের সেরূপ সঙ্গতিও ছিল না, এবং সমাজে উঠিবার জন্য বিশেষ আগ্রহেরও অভাব ছিল। যাঁহারা প্রথমে ইংরাজি পড়িয়া 'Young Bengal' বলিয়া পরিচিত হন, প্রাণকুমারের পিতা তাঁহাদের মধ্যে একজন শিক্ষিত ব্যক্তি। বাহ্যিক দৃশ্যে হিন্দুয়ানি রাখিতে হয়—রাখিতেন, পরিচয় ছিল হিন্দু, কিন্তু অন্তরে সকল ধর্ম্মের প্রতি অনাস্থা ছিল। বিশেষতঃ হিন্দুধর্ম্ম—কপটাচারী ব্রাহ্মণের গঠিত, এই ধারণাই তাঁহার মনে দৃঢ়রূপে অঙ্কিত হয়। পুত্র প্রাণ-কুমার একবার অন্ধকার হইতে আলোয় যাইবার চেষ্টা করিয়া ফিরিয়া আসিলে পর, পিতৃ-উপদেশে তিনিও বুঝিয়াছিলেন, মরিলেই ফুরায়, ঈশ্বর কল্পনা মাত্র। বিদ্যাচর্চ্চা করো, অর্থ উপার্জ্জন করো, সুখে-স্বচ্ছন্দে থাকো,—এইমাত্র জীবনের উদ্দেশ্য। এরূপ ধারণার বশবর্ত্তী হইয়া পিতৃ-বিয়োগেরপর তিনি যখন উপার্জ্জনে প্রবৃত্ত হইলেন, এরূপ দৃঢ় সংকল্পে কার্য্য আরম্ভ হইল —যে অচিরে ব্যবসায়দ্বারা বিপুল অর্থের অধিকারী হন।

এখন আর পল্লীর লোক তাঁহাকে একঘরে করিতে চাহেন না; কিন্তু সকলকে তিনি এক প্রকার এক-ঘরে করিয়া রাখিলেন। যেরূপ সম্পত্তির অধিকারী হইলেন, রাজ-দরবারেও তাঁহার সেইরূপ সম্মান। রাজপুরুষদের ভোজ তাঁহার বাটীতে নিত্য নৈমিত্তিক ক্রিয়া। সুতরাং অনেকেই তাঁহার প্রত্যাশাপন্ন হইল। তিনিও মধ্যে মধ্যে এর ওর চাকরী করিয়া দিলেন, কখনও বা কাহাকে কিছু সাহায্য করিতেন; ক্রমে তিনি সমাজের একজন প্রধান ব্যক্তি হইলেন। ইংরাজি-বিদ্যায় তিনি যথেষ্ট পারদর্শী ছিলেন, মাঝে মাঝে সমাজ-সংস্কার সম্বন্ধে লেক্‌চার দিতেন; লেক্‌চারে তাঁহার বড় যশ। বিধবা-বিবাহ, বাল্যবিবাহ-রহিত, জাতিভেদ-রহিত, স্ত্রীশিক্ষা —স্বাধীনতা—এই সমস্ত তাঁহার লেক্‌চারের বিষয় ছিল। কেবল লেক্‌চার দিয়া তিনি ক্ষান্ত ছিলেন না। উপর্য্যুপরি তাঁহার দুইটি কন্যা হয়, তাহাদের শিক্ষিতা করিয়াছিলেন ও বায়ুসেবনের নিমিত্ত ফেটনে সঙ্গে লইয়া বেড়াইয়া আনিতেন। কেবল তাঁহার গৃহিণী সভ্যা হইতে পারেন নাই,—কুসংস্কার সহজে যায় না ভাবিয়া—প্রাণকুমার ক্ষান্ত থাকিলেন, কিছু বলিলেন না। দুইটী কন্যার পর, নয় বৎসর আর কোনও সন্তানাদি হয় নাই; নয়বৎসর পরে দৈবাধীন আর একটি কন্যা জন্মিল। এদিকে প্রথমা ও দ্বিতীয়া কন্যার অবিবাহিতা অবস্থাতেই স্ত্রীচিহ্ন প্রস্ফুটিত হইয়াছে,—গৃহিণীর নিতান্ত অনুরোধে পাত্র খুঁজিতে বাধ্য হইলেন, নচেৎ এখনও বিবাহ দেওয়া তাঁহার অভিপ্রেত নয়। কিন্তু কুৎসিত প্রথামত বিবাহ দেওয়া হইবে না। বিবাহের পূর্ব্বে বর-ক'নে পরস্পর পরিচিত হওয়া উচিত। বাপ মা ধরিয়া বিবাহ দিলে যোগ্য পাত্রে যোগ্য স্ত্রী হয় না, যেমন তাঁহার হয় নাই। তিনি সম্পূর্ণ সভ্য, তাঁহার স্ত্রী সম্পূর্ণ অসভ্যা,—এই কুৎসিত প্রথানুসারে অনেক সময়েই যোগ্য রমণী উপযুক্ত স্বামী পায় না। বাপ মা ধরিয়া বিবাহ দেয়, তাহাতে মনোনীত বর

পছন্দ করিয়া লইবার অবকাশ পায় না, সুতরাং কোন হতভাগ্যের হাতে পড়িয়া দুঃখ পায়। তাঁহার কন্যাদ্বয়ের এরূপ যন্ত্রণা যাহাতে না হয়, তাহার উপায় করা আবশ্যক। তিনি সেই জন্য কতকগুলি যুবা পুরুষকে নিমন্ত্রণ করিয়া রাত্রে একত্রে ভোজন করিতেন, কন্যাদ্বয়ও বাপের সঙ্গে বসিয়া টেবিলে খাইত। এইরূপে যুবতীদ্বয় যুবকবৃন্দের সহিত একত্রে আলাপ করিবার সুযোগ পাইত। নানা বিষয়ে তর্কবিতর্ক হইত। যুবকবৃন্দ শিক্ষিত, যুবতীদ্বয়ও শিক্ষিতা, যে বর মনোনীত হয়, তাহাকে বিবাহ করিবে।

সর্ব্বাপেক্ষা শান্ত একটি যুবা প্রাণকুমারের জ্যেষ্ঠা কন্যার নিমিত্ত মনোনীত হইল। যুবক অতি ধীর, অতি শান্ত, কোনরূপ দোষের ছায়াও তাহাতে স্পর্শে নাই; যদিচ পরীক্ষায় উচ্চশ্রেণীতে পাশ হয় নাই, কিন্তু বিদ্যার প্রকৃত গভীরতা তাহাতে জন্মিয়াছে। সেই গভীরতাই নিম্নশ্রেণীতে পাশ হইবার কারণ। কেন না, এক প্রকার বুদ্ধিহীন পরীক্ষকেরা অন্যান্য ছাত্রের মৌলিকতাশূন্য উত্তর, পুস্তকের সহিত মিলাইয়া অধিক নম্বর দেয়। এ যুবার প্রত্যেক উত্তরেই মৌলিকতা—তাহা শিক্ষকের কঠিন মস্তিষ্কে প্রবেশ করে না। ক্রমে আনন্দের সহিত দেখিলেন, জ্যেষ্ঠা কন্যাও ঐ যুবার পক্ষপাতী। দ্বিতীয়া কন্যারও তাঁহার মনোনীত পাত্রের প্রতি অনুরাগ দেখিলেন। ক্রমে যুবাদ্বয় কন্যাদ্বয়ের পশ্চাৎ পশ্চাৎ ছায়ার ন্যায় ফিরিতে লাগিল। প্রেমের তো সম্পূর্ণ লক্ষণ দেখা যাইতেছে। ধুমধামের সহিত দুই কন্যার শুভবিবাহ সম্পন্ন হইল। উভয় পাত্রই প্রায় নিঃস্ব, তাহাতে ক্ষতি কি? তিনি অতুল ঐশ্বর্য্যের অধিকারী, দুই জামাতার জন্য অট্টালিকা নির্ম্মাণ করিয়া দিলেন এবং প্রত্যেককে পঞ্চাশ হাজার টাকা যৌতুক প্রদান করিলেন। প্রত্যেক কন্যার অলঙ্কারও প্রায় বিশ হাজার টাকা। অবশ্য জামাতার সম্পত্তি নয়, কন্যার সম্পত্তি বলিয়া লেখাপড়া করিয়া দিলেন।

প্রাণকুমার মনে মনে স্পর্দ্ধা করিতে লাগিলেন যে, তাঁহার দৃষ্টান্তে কুসংস্কারের ভিত্তি উৎপাটিত হইবে। কিন্তু কুসংস্কার বড় দৃঢ়মূল, এ দৃষ্টান্তে তাহা উৎপাটিত না হইয়া মূলের দৃঢ়তার অধিকতর প্রমাণ করিল। তাঁহার সংস্কার যে ভিত্তিশূন্য, তাহা তিনি ধীরে ধীরে বুঝিতে লাগিলেন। অচিরে বুঝিলেন, তিনি প্রতারিত হইয়াছেন। কন্যাদ্বয়ও বুঝিতে পারিল যে, যে পাত্রেরা বিবাহের পূর্ব্বে তাহারা চলিয়া গেলে বুক পাতিয়া দিতে পারিত, এখন তাহাদের সহিত গভীর রাত্রে একবার সাক্ষাৎ হয়, কোন দিন বা হয় না, অনেক দিন বন্ধুর বাড়ী ভোজে রাত্রি প্রভাত করিয়া আসেন। নিত্য টাকার প্রয়োজন, এইরূপে দিন কাটিতে লাগিল।

জ্যেষ্ঠা কন্যা যখন গর্ভবতী, স্বামীর দুর্ব্ব্যবহারে পিত্রালয়ে আসিতে বাধ্য হইল। প্রাণকুমারের গৃহিণী অবস্থা শুনিয়া বুঝিলেন যে, কোন প্রতারক প্রেমের ভাণে অর্থলোভে কন্যার মন ভুলাইয়া সর্ব্বনাশ করিয়াছে। বেশ্যাসক্ত মাতাল শিষ্ট-শান্ত পরিচ্ছদ ধারণ করিয়া প্রাণকুমারের চক্ষু অন্ধ করিয়াছিল। হৃদিভঙ্গে সূতিকাগারে জ্যেষ্ঠাকন্যার মৃত্যু হইল। ইহার পর দ্বিতীয়া কন্যাও নিঃস্ব অবস্থায় উন্মাদরোগ প্রাপ্ত হইয়া পিত্রালয়ে স্থান পাইল। কিছুদিন যন্ত্রণা ভোগের পর তাহারও মৃত্যু হইল।

যে সময় উক্ত কন্যাদ্বয়ের কোর্টসিপ চলিতেছিল, তখন তৃতীয়া কন্যা লীলা বালিকা। তাহার ভগ্নীদ্বয় দুইটী যুবার দ্বারা কিরূপে আরাধিত হইত, তাহা দেখিয়াছিল। পরে তাহাদের প্রতি অনাস্থা, হৃদিভঙ্গে উভয় ভগ্নীর মৃত্যু, লীলার হৃদয়ে দৃঢ়ভাবে অঙ্কিত হইল। এই সময়ে তাহার পিতা মৃত্যুশয্যায়। একদিন সকলকে গৃহ হইতে বাহির করিয়া দিয়া, লীলাকে শয্যায় বসাইয়া ধীরে ধীরে বলিতে লাগিলেন, —"লীলা, আমার মৃত্যু নিকট, এই মৃত্যু-শয্যায় আমার নিকট একটী শপথ করো,—তুমি কখনো বিবাহ করিও না।" লীলারও মনে বহু দিন হইতে সেই সঙ্কল্প উঠিতেছিল। পিতার নিকট শপথ করিল।

প্রাণকুমারের মৃত্যু হইল। সম্পত্তিতে তাঁহার স্ত্রীর জীবনসত্ব, পরে সমস্ত সম্পত্তিই কন্যার। তাঁহার স্ত্রী পরম-পবিত্রা ছিলেন, হিন্দুর গৃহে যেরূপ থাকা উচিত, সেইরূপ। তিনি লীলার বিবাহ দিবার উদ্যোগ করায় লীলা তাহার শপথের কথা বলিল;—এবং ইহাও প্রকাশ করিল যে, যদি সে পিতার নিকট সত্যে বদ্ধ না থাকিত, তথাপি সে বিবাহ করিত না। পুরুষ অতি কপট—তাহার ধারণা জন্মিয়াছে। এই সংস্কার দূর করিবার জন্য, তাহার মাতা বিশেষ বুঝাইতে লাগিলেন। বুঝাইলেন,—সংসার প্রেমেই চলিতেছে, দুই একটী বিপরীত দৃষ্টান্তে প্রেমহীন সংসার ধারণা করা অনুচিত। লতা যেরূপ আশ্রয় ব্যতীত থাকে না, বনিতাও সেইরূপ

নিরাশ্রয় অবস্থায় থাকিতে পারে না। সংসার প্রলোভনময়, বিবাহ বা ব্রহ্মচর্য্য ব্যতীত ধর্ম্মনষ্টের সম্ভাবনা। কিন্তু কন্যা কিছুতেই বোঝে না। শোকে তাপে লীলার মাতা জীর্ণা হইয়াছিলেন। কন্যার এরূপ দৃঢ়পণে ও নানা দুশ্চিন্তায় তিনিও মৃত্যুশয্যায় পতিতা। মুমূর্ষু অবস্থায় শুশ্রূষারত-কন্যাকে বলিলেন, "মা, তুমি আমার যন্ত্রণা দূর করিবার নিমিত্ত শুশ্রূষা করো, কিন্তু যদি তুমি অবিবাহিতা অবস্থায় থাকো, মৃত্যুর পরও আমার যন্ত্রণা দূর হইবে না।" লীলা বলিল, "মা, আমি বিবাহ করিব।" দুই এক দিনেই লীলার জননী, যথায় কর্ত্তব্যপরায়ণা সাধ্বীরা অবস্থান করেন, সেই লোকে গমন করিলেন। শ্রাদ্ধাদি যথানিয়মে সম্পন্ন হইল।

২

এখন লীলা স্বাধীনা। যেরূপ সুশিক্ষিতা, বিষয়-কর্ম্মেও সেইরূপ নিপুণা ছিল। সম্পত্তি রক্ষণেও সম্পূর্ণ পারক। কিন্তু এক প্রবল চিন্তা তাহার মনকে আন্দোলিত করিতে লাগিল। পিতা ও মাতার নিকট তিনি বিপরীত কার্য্য করিতে প্রতিশ্রুত। পিতৃবাক্য রক্ষা করার প্রতি তাহার আন্তরিক অনুরাগ। তিনি পুরুষকে ঘৃণা করেন। ভগ্নীদ্বয়ের অবস্থা দেখিয়া তিনি সকল পুরুষকেই কপট বলিয়া জানেন। এইরূপ কপটাচারিগণকে শাস্তি দেওয়াই তাঁহার জীবনের এক উদ্দেশ্য হইল।

তিনি এক সুন্দর উপবন প্রস্তুত করিলেন, কৃত্রিম পর্ব্বত, কৃত্রিম নির্ঝর শোভিত দেশী বিদেশী পুষ্প, শীতোষ্ণপ্রদেশ হইতে নানাবিধ বৃক্ষলতাদি, নানা দেশ হইতে যে সকল ব্যক্তি উপবন প্রস্তুতে নিপুণ, তাহারা তাঁহার কার্য্য করিতে লাগিল। নাম 'নন্দন-কানন' রাখিলেন। আবার সেই উপবনে নানাবিধ পক্ষী, নানাবিধ জীবজন্তু পালিত হইতে লাগিল। মধ্যে সুন্দর অট্টালিকা, পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ শিল্পী দ্বারা নির্ম্মিত নানা কারুকার্য্যে শোভিত। যে বস্তু যথায় রাখিলে নয়নসুখকর হয়, কলাবিদ্যায় যত প্রকার শোভা বর্দ্ধিত হইতে পারে, অট্টালিকা সেই শোভার আধার হইল। ভোগের নিমিত্ত যে যে বস্তুর প্রয়োজন, সকলই সেই ভবনে রহিল। অট্টালিকা সুন্দর, উপবন সুন্দর, লীলা সুন্দরী, সুন্দরী সহচরী পরিবেষ্টিতা। নানা সুন্দর যানে সুসজ্জিতা হইয়া সহচরীর সঙ্গে নানা স্থানে ইচ্ছামত ভ্রমণ করেন,

যুবকবৃন্দের প্রাণ চমকিল। সতীশ, যতীশ, শিরীশ, নগেন্দ্র, সুরেন্দ্র, ধীরেন্দ্র, গগন, ধরণী, যামিনী প্রভৃতি যুবকবৃন্দ—সকলেরই মনে মনে কল্পনা, কিরূপে এ সুন্দরী আয়ত্বাধীন হইবে। লীলার সহিত আলাপ করিবার উপায় অতি সহজ, উদ্যানে ভ্রমণ করিতে অনায়াসে যাওয়া যায়, বেশভূষা করিয়া তথায় গেলে সুন্দরী পরিচারিকা আসিয়া অভ্যর্থনা করে। কখন' লীলার সহিতও দেখা হয়। ক্রমে কোন কোন ধনাঢ্য যুবার সহিতও আলাপ হইল। লীলা গান করেন, যন্ত্র বাজান—তাহাও শুনিবার সুযোগ হইল। ধীরে ধীরে যেন এক প্রকার হৃদ্যতা জন্মিল। হাস্যপরিহাসও চলিতে লাগিল। সতীশ নামে একজন যুবক প্রেমকথা কহিবারও সুযোগ পাইলেন। আকার-ইঙ্গিতে তিনি অনেক দিন মনের জ্বালা ব্যক্ত করিয়াছেন। আজ একাকী পাইয়া কথায় তাহা প্রকাশ করিলেন। এ দিক্ ও দিক্, এ কথা সে কথার পর বলিলেন, "লীলা, আমি তোমায় ভালবাসি।" লীলা উত্তর করিলেন, "বটে, এ আমার সৌভাগ্য। আমার তো আপনার কেহই নাই, আমায় ভালবাসিবার তো জগতে কাহাকেও দেখি না। আপনার ন্যায় ব্যক্তি যে আমায় ভালবাসেন, ইহাতে আমি পরম বাধিত।" অতি মধুর স্বরে, মধুর ভঙ্গীতে উত্তর প্রদত্ত হইল, কিন্তু যে ভাবের উত্তর যুবা প্রত্যাশা করিয়াছিলেন, সে ভাবের উত্তর নয়। যুবা পুনর্ব্বার বলিলেন,—"বিশ্বাস করো লীলা, আমি তোমায় বড় ভালবাসি, আমি শপথ করিয়া বলিতেছি, তুমি আমার প্রাণ অপেক্ষা প্রিয়। তুমি বিশ্বাস করো।"

লীলা। শপথের প্রয়োজন কি, আপনি ভদ্রলোক, কেন আমায় মিথ্যা বলিবেন?

সতীশ। তবে—

লীলা। তবে আর কি?

সতীশ। তুমি কি আমায় একটু ভালবাসিতে পারিবে?

লীলা। আমি তো মনে করি ভালবাসি, নচেৎ কেন আপনাকে নিমন্ত্রণ করিয়া আনিব, কেন আপনার সহিত একত্রে বসিয়া কথোপকথন করিব?

সতীশ। তবে কি আমি আশা করিতে পারি, এক দিন তুমি আমার হইবে? আমি কি পৃথিবীতে স্বর্গ পাইব?

লীলা। বুঝাইয়া বলুন—আপনার হইব কি? আপনার

হওয়া কাকে বলে ? আপনিই বা স্বর্গ পাইবেন কি, আমি বুঝিতে পারিতেছি না।

সতীশ। লীলা, তুমি কি আমার প্রাণের আবেগ বুঝিতে পারিতেছ না ?

লীলা। মনের আবেগ তো আপনি আমায় জানাইয়াছেন, আপনি আমায় ভালবাসেন।

সতীশ। তুমি কি সত্যই বুঝিয়াছ—আমি ভালবাসি ?

লীলা। কেন বুঝিব না, এ তো বুঝা কঠিন নয়।

সতীশ। তবে তুমি আমার অন্তর্জ্বালা নিবারণ করো, তুমি আমার হও।

লীলা। ভালবাসেন তো ভাল, এতে আবার অন্তর্জ্বালা কি ?

সতীশ। লীলা, আমার প্রাণ রাখ, আমায় বিবাহ ক'র।

এই বলিয়া সতীশ লীলার চরণ ধরিতে আসিতেছিলেন, লীলা সত্বর সরিয়া গিয়া রুষ্টভাবে বলিলেন, "এই জন্য শপথ করিয়া বলিতেছিলেন, 'ভালবাসি !' এই জন্য পুনঃ পুনঃ বলিতেছিলেন, 'বিশ্বাস করো—ভালবাসি !' এখন বুঝিলাম, আপনি ভালবাসেন না।"

সতীশ। কেন, কেন,—কি হইলে বুঝিবে—আমি ভালবাসি।

লীলা। আপনি যে ভালবাসেন না, আপনার কথাই তাহার প্রমাণ। আপনি ভালবাসেন না, বাঁদী করিতে চান। স্বাধীন আছি, আপনার অধীন করিতে চান। যদি সত্য ভালবাসিতেন, আমার ভালতেই আপনার ভাল হইত। আমি যাহাতে সুখী হই, সর্ব্বদা তাহারই চেষ্টা করিতেন। আপনার ভালবাসা নয়—পাশবীয় পিপাসা !

লীলা প্রস্থান করিলেন, যুবা বাক্‌হীন হইয়া দণ্ডায়মান। লীলার চরিত্র কিছুই বুঝিতে পারিলেন না। তিনি মনে ভাবিলেন, কেহ কি লীলাকে সতর্ক করিয়া দিয়াছে, তাঁহার বিবাহিতা পত্নী মৃত, তাঁহার ভালবাসার পাত্রী অপর স্থানে ছিল! তিনি স্বার্থপর, লীলাকে বিবাহ করিলে তাঁহার স্বার্থ চরিতার্থ হইবে, এই জন্য তাঁহার প্রেমের প্রস্তাব !—লীলা ইহা কিরূপে বুঝিল !—নিজ বাটীতে ফিরিয়া গেলেন, কতকটা উপেক্ষা সহ্য করিয়াও দুই এক দিন লীলার নিকট আসা বন্ধ করিলেন না। কিন্তু ক্রমে লীলার ভাব দেখিয়া তিনি নিরাশ হইয়া চলিয়া গেলেন।

সকলে দেখিতে লাগিল, যদি লীলার কাহারও উপর টান থাকে তো ধীরেন্দ্রের উপর। ধীরেন্দ্র সুপুরুষ, সুরসিক, সঙ্গীতবিদ্যা ও যন্ত্রবিদ্যায় পারদর্শী, বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধিধারী ও ধনবান। যে যখন লীলার বাটীতে আসে, ধীরেন্দ্র ও লীলা একত্রে বসিয়া কথাবার্ত্তা কহিতেছে দেখিতে পায়। উদ্যান-ভ্রমণের সময় কখনও লীলার পশ্চাতে ধীরেন্দ্র, কখনও ধীরেন্দ্রের পশ্চাতে লীলা,—যুবক-যুবতী যেন পরস্পর সঙ্গ পরিত্যাগ করিতে চায় না। ধীরেন্দ্রের সৌভাগ্যে অনেক যুবাই ঈর্ষ্যান্বিত। ধীরেন্দ্রও মনে মনে গর্ব্বিত। ধীরেন্দ্র ভাবিতেন, আমি অগ্রে কোন কথা বলিব না, লীলা আরও অগ্রসর হোক্। যাবে কোথা,—আজ না হয় কাল—লীলা তাহার সম্পূর্ণ অধীন হইবে। দিন গেল, কিন্তু লীলা আর এক পদও অগ্রসর নয়। ধীরেন্দ্র বুঝিলেন, ইহা রমণীর সহজাত লজ্জা,—তিনি প্রস্তাব করিবেন।

পূর্ণিমার চন্দ্র উদয় হইয়াছে, পুষ্পগন্ধে উপবন আমোদিত, পাপিয়া প্রভৃতি পাখীর তান উঠিতেছে। লীলার সহিত ধীরেন্দ্র কোন নিভৃত কুঞ্জে বসিয়া আছেন। ধীরেন্দ্র যেন অন্যমন, লীলা হাসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "আজ এ ভাব কেন ? স্ত্রীর সহিত কলহ হইয়াছে নাকি ?" ধীরেন্দ্র গম্ভীর ভাবে উত্তর করিলেন,—"তুমি কি আমার হৃদয়াগ্নিতে ঘৃতাহুতি দিবার নিমিত্ত এ কথা বলিলে ?" লীলা ব্যগ্র হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কেন কেন, যদি আমার কথায় আঘাত পাইয়া থাকেন, মার্জ্জনা করুন। আমি না জানিয়া অপরাধ করিয়াছি।" ধীরেন্দ্র উত্তর করিলেন,—"লীলা, তোমার কথায় আমার আরও যন্ত্রণা বৃদ্ধি হইতেছে ; তুমি কি সত্যই—আমার কি যন্ত্রণা জানো না ? আমি যে অহর্নিশি দগ্ধ হইতেছি, তাহা কি তুমি বুঝিতে পারো নাই ?"

লীলা। আমি কিরূপে জানিব, আপনি তো কখনও আমায় বলেন নাই। আপনি আসেন, আমোদ করেন, গান-বাজনা করেন, আপনার যে কোন অসুখের কারণ আছে, তাহা কিরূপে জানিব ?

ধীরেন্দ্র। লীলা, তুমি অতি কঠিনা !

লীলা। কেন মহাশয় ! কি করিলাম, যদ্যপি কোন অপরাধ হইয়া থাকে—মার্জ্জনা করুন, আমি পুনরায় মার্জ্জনা প্রার্থনা করিতেছি।

ব্যাকুল ভাবে ধীরেন্দ্র বলিতে লাগিলেন,—"লীলা, লীলা,

তুমি কি সত্যই জান না—যে তোমার অলৌকিক রূপলাবণ্যে আমার হৃদয় ভরিয়া গিয়াছে। তুমি ধ্যান, তুমি জ্ঞান, তুমি আমার হৃদয়সর্ব্বস্ব! যতক্ষণ তোমার নিকট থাকি, ততক্ষণ সমস্ত সংসার আলোকময়, তুমি নিকটে না থাকিলে ঘোর তমাচ্ছন্ন হই। ভাবিয়াছিলাম, তুমি একদিন আমার মনোভাব বুঝিবে। ভাবিয়াছিলাম তোমার সহানুভূতি পাইব, তুমি আমায় দয়া করিবে। কিন্তু এত দিনে যে তুমি আমার মনোভাব বুঝ নাই, এ অপেক্ষা আমার মনোবেদনার কারণ কি অধিক হইতে পারে!" লীলা গাত্রোত্থান করিয়া বলিলেন, "ধীরেন্দ্রবাবু, এতদিনে আমার চক্ষু খুলিল, এতদিনে আমার সহিত আপনার আলাপ, আমার প্রতি যত্ন সম্পূর্ণ বুঝিতে পারিলাম। আপনার মনোবেদনা—আমি আপনার উপপত্নী হই নাই। আপনি প্রতারক, বিবাহিতা স্ত্রী আছেন, আমার সহিত প্রেম কথা কহিতেছেন। আপনি একজন অবলার সর্ব্বনাশ করিয়া ক্ষান্ত নন, অপর একজনের সর্ব্বনাশ করিতে চাহেন। আপনার সহিত আলাপ রাখিলে পাপগ্রস্ত হইতে হয়।" এই বলিয়া লীলা প্রস্থান করিল। যেরূপ রুষ্টস্বরে লীলা কথা কহিয়া গেলেন, তাহার পর ধীরেন্দ্র আর লীলার বাটীতে যাইতে সাহস করিলেন না।

গগন নামে যুবা বিবাহ করেন নাই, তাঁহার জীবনের উদ্দেশ্য—ফুলে ফুলে মধুপান করিবেন। খুব সৌখীন,—খুব রসিক, লীলাকে প্রেম জানাইয়া বলিলেন,—"একি দারুণ শৃঙ্খলে আমায় আবদ্ধ করিয়াছ! আমি চির জীবনের জন্য তোমার ক্রীতদাস। আমায় চরণে স্থান দাও।" যুবা লীলার কঠিন পায়ে স্থান পাইলেন না।

কেহ লীলাকে না পাইলে দেশান্তরে চলিয়া যাইবেন, কেহ আত্মহত্যা করিবেন, কিন্তু স্বাধীন লীলা, যাহার যাহা ইচ্ছা—করিবার নিমিত্ত স্বাধীনতা দিলেন। দেশান্তরে যাইবার নিমিত্ত বা আত্মহত্যা করিতে বাধা প্রদান করিলে না।

অনেক যুবাই পরীক্ষিত হইল। কিন্তু বেণীমাধব নামে এক যুবা—তাঁহার আজও পরীক্ষা হয় নাই। যুবা সর্ব্বগুণসম্পন্ন, অতি সুপুরুষ, অতুল ঐশ্বর্য্যশালী,—তাঁহার অকৃত্রিম দয়ার প্রশংসা ঘরে ঘরে, তাঁহার সকল প্রকার সখ—গাওনা বাজনার সখ, কবিতার সখ, পাখীর সখ, ফুলের সখ সর্ব্বাপেক্ষা অধিক। লীলার সহিত লীলার উপবনে ফুল লইয়াই কথাবার্ত্তা হইত। কখনও কোন ফুলগাছের কলম করিয়া লইতে অনুমতি চাহিতেন, লীলার আপত্তি ছিল না। আবার তিনি এমন ফুলের চারা লীলাকে দিতেন যে, লীলার বহু অর্থে সংগৃহীত উপবনে সে ফুলের চারা নাই। তিনি অদ্ভুত বিদ্যাবলে এরূপ ফুল ফুটাইতেন যে, তাহা নূতন ফুল বলিয়া গণ্য হইত। উদ্ভিদ-বিদ্যায় তিনি অসামান্য ব্যক্তি। কখনও কোন উৎকৃষ্ট গায়ক আসিলে লীলার বাগানে আনিয়া লীলাকে গান শুনাইয়া যাইতেন। কবিতা বা রচনা করিলে তাহাও শুনাইতেন। দরিদ্রের অবস্থা লইয়া লীলার সহিত কথাবার্ত্তা হইত। কিন্তু লীলা বিস্তর সুযোগ দিয়া দেখিলেন যে, আকার-ইঙ্গিতে বা কথায় বেণীমাধব প্রেম প্রকাশ করেন নাই; বরং একত্রে কিয়ৎক্ষণ বসিলেই বাহিরে আসিতে চাহিতেন। যেন লীলার সহিত একসঙ্গে তিনি নির্জ্জনে থাকিতে ভালবাসেন না:—বরং সুরো নামে লীলার একজন পরিচারিকা ছিল, তাহার সহিত বেণীমাধব গোপনে কখনও কখনও দু'একটা কথা কহিতেন। বেণীমাধবের ভাব, লীলা কিছুই বুঝিতে পারেন না। বেণীমাধব অবিবাহিত, কিন্তু তাঁহার শত্রুর মুখেও কোন নিন্দা নাই। যত দিন যায়, বেণীমাধবের চরিত্রে লীলা ততই বিস্মিত!

৩

সুরো লীলার বাল্যসখী। নাম সুরবালা,—আদর করিয়া লীলার মা 'সুরো' বলিতেন। সুরোর ঠাকুরদাদা ও লীলার ঠাকুর দাদা জ্ঞাতি-সম্পর্কে ভাই ছিলেন, কলিকাতায় এক পাড়ায় বাস। সুরোর পিতা, সুরোর ঠাকুরদাদা জীবিত থাকিতেই পরলোক-গত হন। কন্যার সমবয়সী দেখিয়া লীলার মাতা একপ্রকার সুরোকে প্রতিপালন করিয়াছিলেন। সুরোর দুই তিনবার বিবাহের কথা উত্থাপিত হয়; কিন্তু একবার পিতৃবিয়োগ, একবার মাতৃবিয়োগ এবং একবার ঠাকুরদাদার গঙ্গালাভ হওয়ায় বিবাহ হয় নাই। লীলার মাতার মৃত্যুসময়ে সুরোর ঠাকুরদাদার মৃত্যু হয়। তদবধি লীলা সুরোকে ভগ্নীর ন্যায় আদর করিয়া নিজ গৃহে স্থান দিয়াছিলেন। লীলার দৃষ্টান্তে সুরোরও বিবাহে বিদ্বেষ ছিল, কিন্তু লীলার ন্যায় বিদ্বেষ দৃঢ়মূল নয়। লীলা যখন পুরুষজাতিকে শঠ, কপট, লম্পট, বলিয়া গালি দিতেন, সুরো কখন কখন তাহার প্রতিবাদ করিয়া বলিত,—"সকল পুরুষ ওরূপ হইলে কি সংসার চলিত?" লীলা সুরোর মন পরীক্ষা করিতে বলিতেন, "তবে তুমি কেন বিবাহ কর না?" সুরো বলিত, "না দিদি, আমি তোমার ছোটভগ্নী,

তোমার চিরসঙ্গিনী, তোমার দাসী।" কথা শুনিয়া লীলা "তুমি আমার আদরের ভগ্নী" বলিয়া সস্নেহে আলিঙ্গন দিতেন।

লীলা দেখেন, দিন দিন বেণীমাধবের সহিত সুরোর ঘনিষ্ঠতা বৃদ্ধি হইতেছে। উভয়েই যেন উভয়কে অনুসন্ধান করে। বেণীমাধবের মুখে সুরোর কথা, সুরোর মুখে বেণীমাধবের কথা অনেক সময়েই উত্থাপিত হয়। ক্রমে লীলার মনে ধারণা হইল যে, উহাদের পরস্পরের অনুরাগ জন্মিয়াছে। একদিন সুরোকে বিরলে লইয়া গিয়া একথা ওকথা তুলিয়া পরে আগ্রহের সহিত জিজ্ঞাসা করিলেন, "সুরো, তুই আমায় প্রকাশ করিয়া বল,—তুই কি বেণী-মাধবকে ভালবাসিস্?" সুরো বলিল—'হ্যাঁ'। লীলা সাগ্রহে জিজ্ঞাসা করিল, "তোর কি বিবাহ করিবার ইচ্ছা হইয়াছে?" এ কথা শুনিয়া সুরো উচ্চহাস্য করিয়া উত্তর করিল, "তোমার কি মনে ধারণা হইয়াছে যে, আমরা গোপনে প্রেমকথা কহি?" লীলা অকপটে বলিল, "হাঁ—আমার এইরূপ ধারণা হইয়াছে বটে।" সুরো বলিল, "তবে দেখিবে এসো, তোমার সংস্কার দূর হইবে।" সুরো লীলাকে তাহার ঘরে লইয়া গিয়া একখানি ছবি হইতে কারুকার্য্যখচিত রেশমের আবরণ উন্মুক্ত করিল। লীলা দেখিল—সে ছবি তাহারই প্রতিমূর্ত্তি। জিজ্ঞাসা করিল,—'এ কি, আমারই ছবি?' সুরো বলিল, 'হ্যাঁ'।

লীলা। ইহাতে আমি কি বুঝিব?

সুরো। আমার ছবি আঁকিবার বড় সখ।

লীলা। ভাল, তারপর?

সুরো। এইখানি আমার আদর্শ, এই দেখিয়া আঁকিবার চেষ্টা করিতেছি।

লীলা। এ আদর্শ কোথায় পাইলে?

সুরো। বেণী বাবু দিয়াছেন।

লীলা কিয়ৎক্ষণ নিস্তব্ধ হইয়া রহিলেন। পরে জিজ্ঞাসা করিলেন,—'দেখি, তুমি কিরূপ আঁকিয়াছ?'

সুরো। এখন দেখাইব না।

লীলা। কেন?

সুরো। বেণী বাবু বলিলেন, এখনও ঠিক হয় নাই। বেণী বাবু যতদিন 'ঠিক হইয়াছে' না বলেন, ততদিন আমি কাহাকেও দেখাইব না।

লীলা। কতদিনে ঠিক হইবে?

সুরো। বেণী বাবু বলেন,—অনেকটা হইয়াছে, চোখের ভাব আনিতে পারিলেই ঠিক হইবে। কিন্তু দেখিতেছি, তাহা আনা কঠিন।

লীলা। আমার ছবি লইয়াই কি তোমরা বিরলে কথাবার্ত্তা কও?

সুরো। নচেৎ আমার সহিত গোপনে অন্যের আর কি কথাবার্ত্তা আছে?

লীলা। এ ছবি কে আঁকিয়াছে জান? বেণী বাবু কি?

সুরো। জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম, বেণী বাবু বলেন, "না, তাঁহার এক বন্ধু আঁকিয়াছেন।"

লীলা আর কিছু বলিলেন না, বাহিরে চলিয়া গেলেন। তাঁহার মনে নানা কথা উদয় হইতে লাগিল। কিছুই বুঝিতে পারিলেন না,—কে এ ছবি আঁকিয়াছে? বেণী বাবু যে চিত্রনিপুণ, তাহার পরিচয় তিনি পাইয়াছেন। সম্ভবতঃ বেণী বাবুই আঁকিয়াছেন; কিন্তু কিরূপে আঁকিলেন, তাঁহার ফটোগ্রাফ নাই, প্রতিমূর্ত্তি নাই, কখনও ছবি আঁকিবেন বলিয়া—তাঁহাকে বসিতে অনুরোধও করেন নাই। হঠাৎ মনে হইল, বেণী বাবু কি আমায় ভালবাসেন! সেদিন লীলা বেণী বাবুর কথাই ভাবিতে লাগিলেন। বেণী বাবু বলিয়াছেন, তাঁহার বন্ধু ছবি আঁকিয়াছেন। এ কি মিথ্যা কথা? যদি সত্য হয়—কে সে বন্ধু? সেদিন কিছুই মীমাংসা হইল না। ভাবিলেন, বেণী বাবুকেই জিজ্ঞাসা করিব।

পরদিন বেণী বাবু আসিলেন, কিন্তু জিজ্ঞাসা করিতে লজ্জা হইল। সুরোকেই তত্ত্ব লইতে বলিলেন। সুরো যদিচ বেণীবাবুর নিকট শুনিয়াছিল, যে বেণী বাবুর বন্ধু আঁকিয়াছে, কিন্তু তাহার ধারণা অন্যমত। বেণী বাবু আঁকিয়াছেন, তাহার নিশ্চয় বিশ্বাস। সুরো বলিল, "জিজ্ঞাসা কি করিব? বেণী বাবুই ছবি আঁকিয়াছেন।" লীলা বলিল,—'কিরূপে আঁকিলেন?' সুরো উত্তর দিল, "দিদি! তুমি এত জান, কিন্তু যে আঁকিতে জানে, সে তাহার ধ্যানের মূর্ত্তি আঁকিতে পারে, ইহা জান না? তুমি কি এতদিনে বোঝ নাই যে, তুমি বেণী বাবুর হৃদয় সম্পূর্ণ অধিকার করিয়াছ। যে মুখের ভাব আমি এতদিন তোমার নিকট থাকিয়া লক্ষ্য করি নাই, যে চক্ষের চাহনি আমি এতদিন বুঝি নাই, বেণী বাবু কয়দিন আসিয়া তাহা

আমায় বুঝাইয়া দিলেন। বেণী বাবু তোমায় ভালবাসেন, একথা কেন বুঝিয়াও বুঝিতেছ না। আমার মনে হয়, তুমি চলিয়া গেলে বেণী বাবু তোমার পদচিহ্ন চুম্বন করিতে প্রয়াস পান।" লীলা বলিলেন—"ও কথা রাখ্, তুই বড় বাচাল হইয়াছিস্।" কিন্তু সুরো অপেক্ষা তাহার মন অধিক বাচাল হইয়া উঠিল। বেণী বাবুর ব্যবহার তিনি আদ্যোপান্ত আলোচনা করিতে লাগিলেন। বেণী বাবুর প্রতি কার্য্যে তাঁহার প্রতি বিশেষ লক্ষ্য হইল। যাহা তাঁহার সন্তোষজনক, বেণী বাবু তাহা প্রাণপণে করেন। কি তাঁহার প্রিয়, সকলই বেণী বাবু যত্ন করিয়া জানিয়াছেন। লীলা ভাবিলেন, এও কি পুরুষের কপটতা?

সেদিন অনেক রাত্র পর্য্যন্ত লীলার নিদ্রা হইল না। পিতার নিকট প্রতিশ্রুত আছেন, বিবাহ করিবেন না। মাতার নিকট বিবাহ করিতে প্রতিশ্রুত, এই কথা পুনঃপুনঃ মনে উঠিতে লাগিল। নিদ্রা না হওয়ায় শয্যা ত্যাগ করিলেন; বাহিরে আসিলেন, বায়ু সেবনের নিমিত্ত বেড়াইতে বেড়াইতে বাগানের একদিকে গেলেন,—অকস্মাৎ তথায় কে? এ কি—বেণী বাবু যে! চমৎকৃত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—'এ কি, বেণী বাবু এখানে?' বেণী বাবু উত্তর করিলেন, "হ্যাঁ,—আমি একটী সুন্দর ফুলের চারা আনিয়াছি,—তাহা সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বে রোপণ করিতে হয় এবং অরুণোদয়ের পরই ছায়ায় রাখা প্রয়োজন, এই জন্য আমি কল্য রাত্রে যাইবার সময় দ্বারবানকে বলিয়া গিয়াছিলাম যে, আমি বহু প্রত্যূষে আসিব। দরোয়ান সেইমত ফাটক খুলিয়া দিয়াছে। কিন্তু আপনি এ সময় শয্যা ত্যাগ করিয়া বাগানে আসিয়াছেন কেন?" লীলা বলিলেন, "সে তো ভালই হইয়াছে, এ সময়ে আপনি তো আসেন না। আসুন না, অরুণ উদয় দেখিতে দেখিতে কথাবার্ত্তা কহি।"

নানা কথা হইতে লাগিল। প্রভাত-শোভা, ফুলের কথা, পাখীর গানের কথা, এ কথা—সে কথার পর হঠাৎ লীলা জিজ্ঞাসা করিল, "বেণী বাবু, আপনি বিবাহ করেন নাই কেন? বেণী বাবু বলিলেন, "মার্জ্জনা করুন, ও কথা থাক্।" লীলা বলিলেন, "আপনাকে বলিতেই হইবে। আমি কেন বিবাহ করি নাই, আপনাকে বলিব।" বেণী বাবু বলিলেন, "যদি নিতান্তই শুনিবেন, শুনুন,—আমার দুই ভাই ছিল, উভয়েই সুন্দরী স্ত্রীর দ্বারা প্রতারিত হইয়া হৃদিভঙ্গে মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছেন।" বেণী বাবু চুপ করিলেন। লীলা বলিলেন, "আমি কেন বিবাহ করি নাই—শুনিবেন?"

বেণী। আপনি তো বলিতে প্রতিশ্রুত।

লীলা। আমি উভয় সঙ্কটে পড়িয়াছি। পিতার নিকট প্রতিশ্রুত, বিবাহ করিব না, মাতার নিকট বিবাহ করিব অঙ্গীকার করিয়াছি। আমি ইতিকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া দিবারাত্র চিন্তা করি।

বেণী। কিছুই স্থির করিতে পারেন নাই?

লীলা। না।

বেণী। চিন্তাই করিয়াছেন। স্থির করিবার চেষ্টা করিলে করিতে পারিতেন।

লীলা। কিরূপে?

বেণী। অবশ্যই কোন বিশেষ কারণবশতঃ আপনার পিতা বিবাহ করিতে নিষেধ করিয়া থাকিবেন। বোধ হয় স্বামীভাবে পুরুষের সহিত আলাপ করা তাঁহার অভিপ্রেত ছিল না। কিন্তু আপনার মাতা সংসারের নিয়মানুসারে আপনাকে বিবাহ করিতে অনুরোধ করেন। এ অবস্থায় অনায়াসে উপায় করিতে পারেন।

লীলা। কিরূপ?

বেণী। সহজ উপায়। বিবাহ করিলে মাতৃআজ্ঞা-পালন হইবে, কিন্তু এমন সর্ত্ত করিয়া কোন দীনব্যক্তিকে বিবাহ করুন যে, সে বিবাহ করিয়া কিছু টাকা লইয়া চলিয়া যাইবে। লিখিয়া দিবে,—আপনার সহিত তাহার আর কোন সম্বন্ধ থাকিবে না, তাহা হইলেই উভয় দিক বজায় রহিল।

লীলা হাসিয়া বলিলেন, "এরূপ দীনব্যক্তি কোথায় পাইব?"

বেণী। কেন, আমি ঘটককে বলিয়া এরূপ ব্যক্তি সহজেই জোগাড় করিয়া দিতে পারিব। কুলের কোনও কলঙ্ক হইবে না, সে ব্যক্তি বিবাহ করিয়া চলিয়া যাইবে, আপনার পিতার কথাও রক্ষিত হইবে।

কথা শুনিয়া লীলা গম্ভীর হইলেন। সন্তুষ্ট বা অসন্তুষ্ট হইয়াছেন, কিছুই প্রকাশ পাইল না। কিছু পরে উভয়ে উভয়ের নিকট বিদায় লইলেন। লীলা গৃহে প্রবেশ করিলেন। বেণীবাবু বাড়ী যাইতেছেন, এমন সময় সুরো আসিয়া তাঁহার হাত ধরিল। বেণী বাবু বলিলেন, "কি সুরো?" সুরো

বলিল,—"কে ছবি আঁকিয়াছে, তাহাকে আমায় দেখাইতে হইবে।" বেণীবাবু উত্তর করিলেন,—"আমার বাড়ী যাইও, দেখাইব।" সুরো বলিল, "আমি দিদিকে বলিয়া আজই আপনার বাড়ীতে যাইব, আপনার বন্ধুকে থাকিতে বলিবেন।" "উত্তম"—এই কথা বলিয়া বেণীবাবু চলিয়া গেলেন।

সুরো লীলার নিকট আসিল; দেখিল—লীলা অতি বিষণ্ণ। সুরোকে দেখিবামাত্র লীলা বলিলেন, "তুই না বলিয়াছিলি, বেণীবাবু আমায় ভালবাসেন? পুরুষের মন বুঝিবার তোর অনেক দেরী। বেণীবাবুর হৃদয়ে ভালবাসা স্পর্শ করে না। কলাবিদ্যাই তাঁহার জীবন, কলাবিদ্যা লইয়াই থাকেন। আমি এরূপ পুরুষ কখনও দেখি নাই।" এই বলিয়া লীলা নিস্তব্ধ হইলেন। সুরো সে কথার কোনও উত্তর না দিয়া প্রার্থনা করিল, "দিদি, আজ আমি বেণাবাবুর বাড়ীতে যাইব। সমস্তদিন সেইখানে থাকিব মনে করিয়াছি।" লীলা বলিলেন, "আচ্ছা যাও।"

সুরো চলিয়া গেল। সেদিন আর লীলার কিছুই ভাল লাগিতেছে না। মনোমধ্যে কি এক বিকার উপস্থিত হইয়াছে। ভাবিলেন, বেণীবাবু যে উপায় বলিয়াছেন, সেই উপায় অবলম্বনই উচিত। সত্যই দুই দিক রক্ষা হইবে। তাহার পর তিনি—যেমন আছেন সেইরূপ থাকিবেন। না—সেরূপ থাকা অসম্ভব। দিন একরকমেই কাটিতেছে, তাহা আর ভাল লাগেনা। তরু, লতা, ফুল, পাখী,—কিছুরই আর সে ভাব নাই। অনেক পুরুষের সহিত ছল করিয়াছেন, সে খেলা আর ভাল লাগে না। নানাদেশ দেখিবেন, নূতন নূতন স্থান দেখিবেন, সে একরূপ নূতন হইবে। যাক্—যেরূপ হয় হইবে, আর ভাবা যায় না। ভাবনা ঝাড়িয়া ফেলিতে চান, ভাবনা ছাড়ে না।

সুরো বেণীবাবুর বাড়ী উপস্থিত—"কই—আপনার বন্ধু কই, দেখান?" বেণীবাবু বলিলেন,—"এই দেখ। আমি আসিতেছি, তোমরা কথাবার্ত্তা কও।" সুরো দেখিল, একটী শ্যামবর্ণ যুবাপুরুষ বসিয়া ছবি আঁকিতেছেন। সুরোকে দেখিয়া জড়সড় হইয়া দাঁড়াইয়া উঠিলেন। যুবাকে যদিও সুন্দর বলা যায় না, কিন্তু মুখের ভাব হৃদয়-আকর্ষণকারী। পরিচ্ছদ যদিচ বেণীবাবুর বন্ধুর যোগ্য বটে, কিন্তু তাহাতে কোন যত্ন নাই; কেশবিন্যাস নাই। লীলার সঙ্গে থাকিয়া সুরোর পুরুষকে ভয় ছিল না। তাহার সহিত প্রথম সেই কথা আরম্ভ করিল,—"আপনি কি ছ আঁকেন?" বন্ধু হেঁটমুখে মাথা চুলকাইতে লাগিল, কি উত্তর করিলেন না। সুরো ছাড়ে না,—জামায় হাত দি বলে, "এ যে বেশ সিল্কের জামা; বোতাম খুলিয়া রাখি ছেন কেন? বোতাম দিন।" বন্ধু আরও জড়স সুরো বোতাম পরাইয়া দিতে লাগিল। বন্ধুর ঘোর বিপ সেখানে চিরুণী—ব্রশ্ ছিল। সুরো বলিল, "চুলগু ওরূপ তো ভাল দেখায় না।" জোর করিয়া চেয়া বসাইয়া সিঁথি কাটিয়া দিল। বন্ধু যত জড়সড় হন, সুরো ততই আমোদ বাড়ে। বন্ধু একটীমাত্র কথা অস্পষ্ট বলিয়াছেন—"আপনি কি করেন!" ঘাড় তুলিয়া একবার সুরোকে দেখিয়াছেন, তাহার পর অধোবদ আছেন। মন্মথের আশ্চর্য্য নিয়ম, এই জড়ের ন্যায় ব্যক্তি সহিত রঙ্গ করিয়া সুরোর মন আকৃষ্ট হইয়াছে। অনে পুরুষ দেখিয়াছে, কিন্তু এরূপ সংসারজ্ঞানশূন্য সরলপ্রকৃতি লোক দেখে নাই। প্রকৃত বালকের ন্যায় ভাব। সুরো মনে সাধ যদি তাঁহার সঙ্গে থাকিতে পারে, তাঁহাকে ম করে। পুরুষ কপট—আজন্ম শুনিতেছে, কিন্তু ইহাকে দেখি সে ভাব যেন একেবারে মুছিয়া গেল; ভাবিল যে-আধারে কপটতা একেবারেই সম্ভব নয়। জিজ্ঞাসা করি "নাম কি?"—নাম কালীপদ, কিন্তু যুবক 'কা'—বলিয়া চুপ করিল।

হঠাৎ বেণীবাবু ফিরিয়া আসিলেন। একখানি প হাতে, বলিলেন,—"সুরো, তোমার দিদির যে বিবা হইবে। আমায় তিনি পাত্র ঠিক করিতে বলিয়াছেন, পা ঠিক হইয়াছে। কাল শুভদিন আছে, তিনি সম্মত হইয়া বিবাহ হয়।" এই কথা বলিতে বলিতে ভৃত্য আর একখ পত্র লইয়া আসিল। বেণীবাবু পত্র পড়িয়া বলিলেন, "সুরো, কালই বিবাহ।" সুরো প্রথমে ভাবিল, উ পরিহাস করিতেছেন। কিন্তু লীলাকে লইয়া উনি কখ পরিহাস করেন না। বেণীমাধব বলিলেন, "বিবি হইতেছ কেন? সত্যই বিবাহ।"

পরদিন পুরোহিত, ঘটক, উকীল ও একজন কন্যাক ব্রাহ্মণকুমার রজনীযোগে লীলার বাড়ীতে উপস্থিত হইল ব্রাহ্মণকুমারের নাম উমাচরণ; এই উমাচরণই বা বর হ্যাকা-হ্যাকা জড়ানে কথায় বলিল, "শীগ্‌গির

...রে আমায় টাকা দাও না, আমি খুড়ীর বাড়ী মদ খাব, ...র নক্‌স' খেলবো। আমি সই ক'র্‌তে জানি, কিসে সই ...র্‌বো বল ?"

বিবাহকার্য্য সম্পন্ন হইবার পর পঁচিশ হাজার টাকা ...ওয়া হইল। বর উকীলের বাড়ী ফারখৎ সহি করিয়া ..., লীলার সঙ্গে তাহার সম্বন্ধ রহিল না। বর বলিল, ...াড়াও—আমি আস্‌চি, এসে টাকা নেব।" বহুক্ষণ ...তীত হইল, বর টাকা লইতে ফিরিল না। টাকা না ...য়া কোথায় গেল ? কেহ কিছু সন্ধান পাইল না। এমন ...য় বেণীমাধববাবু আসিলেন। লীলা বলিলেন, "সে ...ক্তি টাকা ফেলিয়া কোথায় গেল ?" বেণীবাবু বলিলেন, ...াকা ফেলিয়া আর কোথায় যাইবে ?" কিন্তু বর সত্যই কোথায় গিয়াছে। অসাবধানে পুষ্করিণীতে পড়িয়াছে ভাবিয়া ...দিন জাল ফেলা হইল, কোনই সন্ধান নাই। দ্বারবান বাহিরে যাইতেও দেখে নাই। বহু সন্ধানেও বরের তত্ত্ব কোথাও পাওয়া গেল না।

৪

কালীপদ বেণীবাবু অপেক্ষা অনেক ছোট। কালীপদর পিতার মৃত্যুর সময়ে বেণীবাবুকে তাঁহার যৎকিঞ্চিৎ সম্পত্তির একজিকিউটার করিয়া যান। বেণীবাবুর পিতা, মাতা, ভ্রাতা কেহই ছিল না, বিবাহ করেন নাই, কালীপদকে অত্যন্ত ভালবাসিতেন, কালীপদরও তাঁহার প্রতি প্রগাঢ় শ্রদ্ধা ছিল। চিত্র-বিদ্যায় কালীপদর অনুরাগ দেখিয়া বেণীবাবু স্বয়ং তাহাকে শিক্ষা প্রদান করিতেন। সেই শিক্ষার সময় সুরোর সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ। সুরো কালীপদর নিকট প্রায়ই আসে যায়, রঙ্গ ভঙ্গ করে। যেদিন সুরো না আসে, বেণীবাবুই কালীপদকে সঙ্গে করিয়া লীলার বাড়ীতে যান। যদিচ সুরোর সহিত ভাল করিয়া কথাবার্ত্তা কহিতে পারে না, তথাপি সুরো আসিবার সময় তাহার প্রতীক্ষা করে, আসিতে বিলম্ব হইলে চঞ্চল হয়। যেদিন বেণীবাবু সঙ্গে লইয়া যান, বোবার মত নিঃশব্দে পিছু পিছু যায়, এ দিকে ও দিকে দেখিতে থাকে—সুরো কোথায়। সুরোও হাসিয়া হাত ধরিয়া নিজগৃহে টানিয়া লইয়া যায়।

কিন্তু সুরোর এক আশ্চর্য্য পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে, সুরো কালীপদ ও বেণীবাবু ব্যতীত অপর কোনও পুরুষের সম্মুখে যায় না। লীলার সহিত গাড়ী করিয়া বেড়াইতে যাইতে অসম্মত হয়। পাল্কীর দোর বন্ধ করিয়া বেণীবাবুর গৃহে যায়। দিন দিন সুরোর আচার-ব্যবহার লজ্জাশীলা কুলস্ত্রীর ন্যায় হইয়া উঠিল। কোন পুরুষেই ক্রমে তাহার মুখ দেখিতে পায় না, তাহার কণ্ঠস্বর শুনিতে পায় না, কিন্তু কালীপদর সহিত তাহার ব্যবহার সম্পূর্ণ বিপরীত। তাহার নিকট সম্পূর্ণ লজ্জাহীনা, গায়ে-মাথায় কাপড় আছে কি না, দৃষ্টি রাখে না।

একদিন কালীপদকে আসিতে লিখিয়া সকাল হইতে দুই ছড়া মালা সুরো গাঁথিয়া রাখিয়াছে। কালীপদ আসিবা মাত্র তাহাকে টানিয়া ঘরে লইয়া চলিয়া গেল। কালীপদও মন্ত্রমুগ্ধের ন্যায় সঙ্গে গিয়াছে। সুরো একটি ক্লিয়োপেট্রা কৌচে কালীপদকে বসাইল, আর নিকটে বসিয়া জিজ্ঞাসা করিল,—"তুমি ঈশ্বর মানো" ? কালীপদ এখন দুই একটি কথা কয়, বলিল—"মানি।" সুরো বলিল,—"আমিও মানি। শুধু মানি না—তিনি এইখানে আছেন, মানি। আমরা যাহা করিতেছি, তাহা তিনি দেখিতেছেন—মানি।" কালীপদ অস্ফুটস্বরে হুঁ দিল। "তবে দেখ, আমি তোমার গলে মালা দিলুম।"—কালীপদ ফ্যাল্ ফ্যাল্ করিয়া মুখ তুলিয়া চাহিয়া বলিল,—"কেন ?"

সুরো। তুমি এই মালা আমার গলায় দিবে বলিয়া।

কলের পুতুলের ন্যায় কালীপদ তাহার আজ্ঞাপালন করিল—গলায় মালা দিল। সুরো বলিল,—"আমার গলা ধরিয়া চুম্বন কর।" কালীপদ স্পন্দনহীন, কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম হইতেছে। সুরো বলিল, "দাঁড়াইয়া রহিলে যে ? যাহা বলি করো।" কালীপদ তথাপি জড়ের ন্যায় দণ্ডায়মান। সুরো বলিল, "তুমি জানো না, আমি তোমায় শিখাইয়া দিই।" এই বলিয়া গলা ধরিয়া চুম্বন করিতে যাইতেছে, এমন সময় সহসা লীলা তথায় উপস্থিত হইয়া বলিল, —"সুরো, ও কি করো ?"

সুরো। কেন, এই বোকাটাকে চুম্বন করিতে শিখাইতেছি।

লীলা। সুরো, তোমার এ কিরূপ আচরণ ? তুমি ইদানীং ভাণ করো, যেন তুমি লজ্জাশীলা কুলকামিনা। পুরুষের মুখ দেখিতে কুণ্ঠিতা, কিন্তু তুমি ইহার সহিত যেরূপ ব্যবহার করিতেছ, তাহা বারনারীও করে কি না—সন্দেহ। তুমি কি তোমার এইরূপ আচরণের আবরণ স্বরূপ লজ্জা-

শীলার ভাণ করো? আমি কয়দিন হইতে তোমার আচরণ দেখিয়া চমৎকৃত হইয়াছি। কিন্তু তুমি এতদূর বাড়াইবে, তাহা আমি স্বপ্নেও অনুভব করি নাই। এরূপ লজ্জার আবরণ দিতে তুমি কোথায় শিখিলে?

সুরো। কেন, এই বাড়ীতে আসিয়া শিখিয়াছি।

লীলা ক্রুদ্ধা হইয়া বলিলেন, "কি বলিস্? আমার নিকট শিখিয়াছিস্?" সুরো বলিল,—"না, আমাদের স্বর্গগতা জননীর নিকট শিখিয়াছি। যতদিন কুমারী ছিলাম, ততদিন তোমার সহিত বেড়াইতাম, কাহাকেও লজ্জা করিতাম না। কিন্তু এখন আমি কুলকামিনী, পতিকে লজ্জা করি না, আর সকলকে লজ্জা করি।" এই সকল কথাবার্ত্তা হইতেছে, ইতিমধ্যে কালীপদ কাঁপিতে কাঁপিতে পলায়ন করিল। সুরো একা, অন্য কেহ গৃহে নাই দেখিয়া অতি মধুরস্বরে লীলা বলিলেন,—"সুরো, তুমি আপনি আপনাকে প্রতারণা করিতেছ?" সুরো বলিল, "না দিদি, আমি প্রতারিত হই নাই। আমি ক্ষণপূর্ব্বে ঈশ্বরকে সাক্ষী করিয়া আমার প্রাণেশ্বরের গলে মালা প্রদান করিয়াছি।"

লীলা। মালা দেওয়ায় কি বিবাহ হইল? আজ যেন কালীপদ, তুমি যেরূপ মনে করো, ভালমন্দ কিছুই জানে না, কিন্তু ইহার পর কি তোমায় পত্নী বলিয়া গ্রহণ করিবে? গলায় মালা দিয়া গান্ধর্ব্ব-বিবাহ পুরাণে হইত, এখনকার কপট পুরুষেরা শালগ্রাম সম্মুখে রাখিয়া সর্ব্বসমক্ষে বিবাহ করিয়াও পত্নীকে বর্জ্জন করে। কালীপদ বলিলেই হইল, 'আমি বিবাহ করি নাই;' তখন লোকে তোমায় কি বলিবে? যাহা বলিবে,—ভাবিলে হৃদয় কম্পিত হয়।

সুরো লীলার গলা ধরিয়া বলিল,—"দিদি, তুমি স্নেহ-বশতঃ এরূপ আশঙ্কা করিতেছ, সে আমার, আমি আমার প্রাণ দিয়া তাহা বুঝিয়াছি। তাহার মুখ দেখিয়া—চোখ দেখিয়া—অঙ্গস্পর্শ করিয়া—অঙ্গস্পর্শে পুলকিত হইয়া—মুখ দেখিয়া মুগ্ধ হইয়া—চোখে চোখ মিশাইয়া বিভোর হইয়া, সরল অন্তরে সরল অন্তরের ভাব বুঝিয়া জানিয়াছি যে, সে আমার। কায়মনোবাক্যে আমার—জীবনে আমার—মরণে আমার—অনন্ত কালে আমার,—আমারই প্রাণেশ্বর, অন্য কাহারও হইবার সম্ভাবনা নাই।" বলিতে বলিতে সুরো এক অপূর্ব্ব মূর্ত্তি ধারণ করিল। বদনে নয়নে যেন স্বর্গীয় জ্যোতিঃ নির্গত হইতে লাগিল। লীলা নিস্তব্ধ—সুরো নিস্তব্ধ! উভয়ে উভয়ের মুখপানে চাহিয়া রহিল।

এমন সময় হঠাৎ বেণীবাবু হাসিতে হাসিতে আসিয়া উপস্থিত। বেণীবাবু বলিলেন,—"কি হইতেছে? শুনুন—আমি আবার ঘটকালী করিতে আসিয়াছি। সুরোর বের ঘটকালী—আপনি কালীপদের সহিত সুরোর বিবাহ দিন—এই প্রস্তাব করিতে আপনার নিকট আসিয়াছি।" লীলা একটু রুক্ষস্বরে বলিলেন, 'এ কাজ কতদিন আরম্ভ করিয়াছেন?" বেণীবাবু ঈষৎ হাসিয়া উত্তর করিলেন,—"তা তো আপনি জানেন, এই আমার দ্বিতীয়বার ঘটকালী আর এই ঘটকালীই আমার শেষ।" লীলা তীব্রস্বরে উত্তর করিলেন,—"বেণীবাবু, আপনি কপট কি সরল, তাহা আমি আজও বুঝিতে পারিলাম না, বোধ হয় আপনি কৌশল করিয়া পুরুষ-নারী একত্রে মিশাইয়া সরলা অবলার সর্ব্বনাশ করিয়াছেন। দেখিতেছি, সুরো উন্মত্ত, যাহা হইবার হইয়াছে, আর উপায় নাই। ভাল, প্রকাশ্য বিবাহই হউক, কবে বিবাহ—দিন স্থির করুন।"

বেণী। বর-ক'নে সম্মত, আপনি সম্মত হইলে আজই বিবাহ হয়।

লীলা। আমি তো বলিয়াছি, আমি সম্মত, ভাল আজই বিবাহ হোক্। কিন্তু বেণীবাবু, দায়িত্ব আপনার সম্পূর্ণ। বোধ হয় কালীপদ আপনার শিক্ষামত সুরোর মন ভুলাইবার জন্য জড়ের ন্যায় অবস্থান করিত। সুরো সত্যই বুঝিয়াছে, কালীপদ তাহাকে ভালবাসে। সুরো মজিয়াছে।

বেণী। সুরো মজিয়াছে কি না তাহা আমি জানি না, সুরো আপনার শিক্ষিতা আপনি জানেন, কিন্তু ভালবাসার যে সব লক্ষণ কবি-বর্ণনায় পাঠ করিয়াছি, কালীপদতে সে সমস্ত লক্ষণই বিদ্যমান। সুরো ধ্যান—সুরো জ্ঞান—শয়নে-স্বপনে তার সুরো। স্বপনে সে সুরোর সহিত ক্রীড়া করে। সুরো তাহার হৃদয় সম্পূর্ণ অধিকার করিয়াছে। একথা আপনি না বুঝিতে পারেন, আমি বুঝিয়াছি। ভাল, আর অধিক কথায় প্রয়োজন নাই, আজই বিবাহ হোক্।

সেই রাত্রে সুরোর সহিত কালীপদর বিবাহ হইল। বিবাহে কোন ধুমধাম হইল না। বর কন্যা, পুরোহিত আর বেণীবাবু বরযাত্র—আর লীলা কন্যাযাত্রী। বিবাহের পর বেণীবাবু বাহির হইয়া যাইতেছেন, লীলা তাঁহাকে ডাকিলেন।

বলিলেন,—"একটা কথা শুনুন।" বেণী বাবু বলিলেন, "রাত্রি অধিক হইয়াছে, কাল সকালে আসিয়া শুনিব।" লীলা বলিলেন, "অধিক কথা নয়, আপনার সহিত আমার একরূপ কথা ফুরাইয়া আসিয়াছে। এ কথার জন্য কাল প্রাতে আসিবার প্রয়োজন নাই, এখনই কথা শেষ হইবে।" কোন উত্তর না দিয়া বেণীবাবু লীলার সহিত বসিবার গৃহে উপস্থিত হইলেন। লীলা বসিবার আসন নির্দ্দেশ করিয়া বেণীবাবুকে বলিলেন,—"বসুন।" বেণীবাবু বলিলেন, "বসিব না, আমারও হেথায় বসা শেষ হইয়াছে, কি বলিবেন বলুন।" লীলা বলিলেন, "আর কিছুই নয়, বিবাহ তো দিলেন, জানিতাম সুরোর কিছুই নাই, আমার নিকটেই প্রতিপালিত হইতেছিল, কালীপদর কি আছে না আছে জানি না, এখন উহারা কোথায় থাকিবে, কিরূপ করিবে, তাহা কিছু স্থির করিয়াছেন?" বেণীবাবু উত্তর করিলেন, "এ নিমিত্ত আপনার কোন চিন্তা নাই, কালীপদ নিঃস্ব নয়, তাহার যা সম্পত্তি আমার নিকট আছে, কাহারও মুখাপেক্ষী না হইয়া সুখস্বচ্ছন্দে চলিবে। এক্ষণে সুরোও নিঃস্ব নয়, আমার যে বাগান-বাড়ী দেখিয়াছেন, সেই বাগান-বাড়ী সুরোকে যৌতুক দিব ভাবিয়া লেখা-পড়া করিয়া আনিয়াছি দেখুন। যৌতুক আমার হইয়াই আপনি দিবেন।" পকেট হইতে বেণীবাবু উকীলের বাড়ী হইতে লেখাপড়া করা একখানি কাগজ লীলার হস্তে দিবার জন্য বাহির করিলেন। লীলা বলিলেন, "কাগজ আপনার নিকট রাখুন, কিন্তু আপনার কোন্ বাগানের কথা বলিতেছেন?"

বেণী। এই লেখাপড়া দেখিলেই বুঝিতে পারিবেন। এ বাগানে আমার প্রতি অনুগ্রহ করিয়া আপনি অনেকবার গিয়াছেন।

লীলা। যে বাগান আপনার বড় সখের বাগান বলিতেছেন? সে বাগান কেন দিবেন?

বেণী। সখের জন্য।

লীলা। এ তো বহুমূল্য বাগান।

বেণী। হ্যাঁ, যখন সখে প্রস্তুত করিয়াছি, বহুমূল্য বটে।

লীলা। অন্ততঃ চারি লক্ষ টাকা ইহার মূল্য নিশ্চয়।

বেণী। ইহার অর্থ মূল্য নহে—ইহার মূল্য সখ। সখে প্রস্তুত হইয়াছে, সখে যৌতুক দিতেছি।

লীলা। কালীপদ আপনার কে?

বেণী। কেহই নয়, কেহ হইলে আর সখ কি! আমি কি সখে বাগান প্রস্তুত করিয়াছি জানেন না, তাই বুঝিতে পারিতেছেন না।

লীলা। যদি অনুগ্রহ করিয়া বলেন, আমি সুরোর অভিভাবিকা, আমার শুনিবার অধিকার আছে।

বেণী। আমার বলিবার আপত্তি নাই, কিন্তু আপনার বিরক্তি জন্মিবে না তো?

লীলা। না, বাগাড়ম্বর ত্যাগ করিয়া বলুন।

বেণী। আমার সখ প্রেমিকের, যেরূপ গৃহ প্রস্তুত করিলে প্রেমিক-প্রেমিকার উপযোগী হইবে, সেইরূপ গৃহ প্রস্তুত করিয়াছি। যেখানে যে বৃক্ষ, যে লতা, যে কুঞ্জ—প্রেমিকের সুখকর হইবে, সেই তরু, সেই লতা, সেই কুঞ্জ সেইখানে প্রস্তুত করিয়াছি। প্রাতঃকালে কোথায় বসিয়া প্রেমিক-প্রেমিকা উষার ঘটা দেখিতে দেখিতে ক্রমে অন্তরবাহ্য আলোকিত হইয়া পরস্পর কথাবার্ত্তা কহিবে, সেইরূপ পুষ্পশোভিত কুঞ্জ প্রস্তুত আছে। মধ্যাহ্নে বিরাম স্থান, সায়ংকালে বেড়াইবার স্থান, নিশায় শয়নের স্থান বাগানে আছে। কোন্ ঋতুতে কোন্ স্থান সুখকর, সেই ঋতুর উপযোগী সুখকর স্থান প্রস্তুত আছে।

লীলা। প্রেমিক-প্রেমিকা কিরূপে সুখী হইবে, আপনি কিরূপে জানিলেন?

বেণী। শিক্ষা করিয়াছি।

লীলা। কোথায় শিখিলেন?

বেণী। এ শিক্ষা অন্তরের, কাহারও নিকট কেহ শিখে না, চেষ্টা করিয়া কেহ শিখাইতে পারে না। যদি শিক্ষা হয়, তাহা আপনা আপনি হয়।

লীলা। শিক্ষা হইয়াছে, ইহার পরীক্ষা কি?

বেণী। শিক্ষার ন্যায় সে পরীক্ষা অন্তরে অন্তরে। অন্তর আপনাকে পরীক্ষা করিয়া বুঝে—তাহার প্রণয়ীই তাহার জগৎ, জগৎ আর স্বতন্ত্র নয়, তাহার নিকট ভূত-ভবিষ্যৎ নাই, সমস্তই বর্ত্তমান। বুঝিতে পারে, সে অবস্থার অধীন নয়, বিশ্বধ্বংশ হইলে তাহার ভাবান্তর ঘটিবে না, জগতে আর কিছুই দেখিতে পায় না, কেবল প্রেমের স্রোত দেখে। তাহার দৃষ্টিতে প্রেমের জগৎ, প্রেমভিন্ন পদার্থই নাই। এই প্রেমে অমৃতলহরী অহোরাত্রিই খেলিতেছে, প্রেমিক-হৃদয়

সেই তরঙ্গে অহোরাত্রই ভাসমান। বিরাম নাই,—এক স্রোতেই দিবারাত্রি চলে।

লীলা। দেখিতেছি, আপনার স্মরণশক্তি অতি প্রখর। নটের ন্যায় কণ্ঠস্থ ভূমিকা অতি সুন্দর আবৃত্তি করিলেন।

বেণী। পরিহাস করিবেন না, হৃদয়ের শিক্ষা হৃদয় শিখাইয়াছে; যদি তাহা না হইত, যদি হৃদয়ের আভ্যন্তর-ভাষা না শুনিতাম, সুরোর সহিত কালীপদর প্রেম বুঝিতাম না। সখের বাগানও সখ করিয়া যৌতুক দিতাম না।

বেণী বাবু চলিয়া গেলেন। ক্ষণকাল লীলা স্তম্ভিত হইয়া রহিলেন, বসিয়া পড়িলেন, অবিরল নয়নধারা বহিতে লাগিল, যেন বুঝিলেন, বেণীবাবু গড়া কথা বলিয়া গেলেন না, যেন সত্য কথা; এ কথা যেন কোথায় শুনিয়াছেন, যেন স্বপ্নে কে তাঁহাকে পূর্ব্বে বলিয়াছিল। ভাবিতে ভাবিতে ভোর হইয়া গেল—দাস-দাসীর কলরবে লীলা চমকিয়া উঠিলেন, মনে করিলেন,—কি মিছা ভাবিতেছি। সুরোর বিবাহ হইয়াছে, তাহার এক দায়িত্ব কাটিল। উপস্থিত সুরোকে কিছু দেওয়া আবশ্যক; তাঁহার আপনার কেহই নাই, বাল্যকাল হইতে তিনি সুরোকেই জানেন; ঐশ্বর্য্যের অভাব নাই, যাহা যখন ইচ্ছা করিবেন। অনেক সৎকার্য্য করিবার সঙ্কল্প আছে, সে সকল কার্য্য করিয়া যাহা বাকী থাকিবে, মরিবার সময় সুরোকে দিয়া যাইবেন। উপস্থিত কালীপদকে তিনি লক্ষ টাকা যৌতুক দিবেন। সন্দিহানচিত্তে মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন, ইতিপূর্ব্বে দুই ভগ্নীর প্রেম দেখিয়াছেন, তাহার শোচনীয় পরিণাম তাঁহার হৃদয়ে এখনো মলিন হয় নাই, ভাবিলেন—কে জানে সুরোর পরিণাম কি হইবে!

বিবাহের পর কিছুদিন গত হইল, বেণীবাবু আর আসেন না। লীলা শুনিলেন, তিনি কোথায় গিয়াছেন। তাঁহারও কিছু ভাল লাগে না, ভাবিলেন, তিনি তীর্থ-পর্য্যটনে যাইবেন। যাইবার দিন স্থির হইয়াছে, সমস্ত উদ্যোগ হইতেছে, এমন সময় তাঁহার একজন পরিচারিকা একখানি অদ্ভুত পত্র তাঁহার হস্তে দিল। পত্রের লেখক আমাদের পূর্ব্বপরিচিত গগনবাবু; পত্রের মর্ম্ম এই—যদিও লীলার তিনি প্রণয়ভাজন হইতে পারেন নাই,—লীলার মূর্ত্তি দিবানিশি তাঁহার ধ্যান। লীলা ইহা বিশ্বাস না করেন, তাহাতে তাঁহার ক্ষতি নাই। উপস্থিত পত্র লিখিবার উদ্দেশ্য এই যে, লীলাকে সতর্ক করা, লীলার বিপদ উপস্থিত। তাঁহার কোন এক বন্ধু-উকীলের নিকট একজন দীন কদাকার ব্রাহ্মণকুমার আসিয়া বলে যে, "আমি লীলার স্বামী, স্ত্রীর উপর স্বামীর যে অধিকার, লীলার উপর সেই অধিকার আমি প্রার্থী; লীলা সে অধিকার স্বীকার করে না, সেই জন্য আমি নালিশ করিব।" একথা শুনিয়া বন্ধু-উকীল অবজ্ঞা করিয়া তাহাকে তাড়াইয়া দিতেছিল, এমন সময়ে সেই দানব্যক্তি হাজার টাকার খুচরা নোট উকীলের টেবিলে রাখিয়া বলিল, এই আপনার খরচা নিন,—আপনি লীলাকে চিঠি দেন,—আমার সহিত তাহার সত্য বিবাহ হইয়াছে কি না বুঝিতে পারিবেন। গগন বাবু পত্রের শেষে লিখিয়াছেন, "অনেক কথা, সমস্ত বিবৃত করার স্থান পত্রে নাই, লীলা যদ্যপি তাঁহাকে দেখা করিতে অনুমতি দেন, সাক্ষাতে সমস্ত কথা বিস্তারিত বলিবেন।"

লীলা প্রথমে ভাবিলেন, এ আবার কি কৌশল! তাহার পর মনে হইল—যে তাঁহার বিবাহের কথা গগন কিরূপে জানিলেন—গোপনে বিবাহ হইয়াছে। অবশ্য বিবাহের পর তাঁহার স্বামীর খোঁজ হইয়াছিল, কিন্তু তাঁহার যে বিবাহ হইয়াছে, একথা তো কেবল পুরোহিত, উকীল ও বেণীবাবু জানেন। যদি গগন সংবাদ পাইয়া থাকে, তাহা হইলে ইহা-দেরই একজনের নিকট পাইয়াছে। কিছুই বুঝিতে পারিলেন না। পত্রের উত্তরে গগনকে দেখা করিতে বলিলেন।

নির্দ্দিষ্ট সময়ে গগনবাবু আসিয়া উপস্থিত হইলেন। এখন আর তাঁহার পূর্ব্বের বেশের পারিপাট্য নাই, কেশের অবস্থায় বোধ হয় যেন চিরুণী বহুদিন স্পর্শিত হয় নাই, বদন মলিন—ওষ্ঠ তাম্বুলরাগহীন। লীলা বসিতে বলিলে অবনত মস্তকে বসিলেন। লীলা জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি বলিবেন?" গগন বাবু ধীরে ধীরে আরম্ভ করিলেন যে, সেই দীন ব্রাহ্মণ এক অদ্ভুত গল্প রচনা করিয়াছে। সে বলে, "আপনার সহিত তাহার বিবাহ হইয়াছে। উকীলের বাড়ী লেখাপড়া হইয়াছিল যে, সে পঁচিশ হাজার টাকা পাইবে, আপনার সহিত তাহার আর স্ত্রী-পুরুষের সম্বন্ধ থাকিবে না।" এই সর্ত্তে সে সহি করিয়াছিল বটে, কিন্তু সে টাকা গ্রহণ করে নাই, বিবাহের পূরেই চলিয়া আসিয়াছে। আপনি অনেক অনুসন্ধান করিয়াছিলেন, তাঁহাকে খুঁজিয়া পান নাই। ইতিপূর্ব্বে যেরূপ বর্ণিত হইয়া একজন ব্রাহ্মণ-কুমারের স[ন্ধান] দিলে পারিতোষিক দেওয়া হইবে বিজ্ঞাপিত হইয়াছি[ল]

আমার উকীল বন্ধু বলেন, এ ব্রাহ্মণেরও আকার প্রকার সেইরূপ। আর এক কথা, আমার উকীলবন্ধু বলিয়াছেন না কি—বেণীবাবুর মাতুল আপনার পিতার উকীল ছিলেন, তাঁহারই দ্বারা আপনার পিতা উইল প্রস্তুত করান ও আপনার নামে কি একখানি পত্র তাঁহার নিকট রাখেন। ব্রাহ্মণের সহিত বিবাহের সময় যে উকীল আপনার নিকট উপস্থিত ছিলেন, বেণীবাবুর মাতুলের মৃত্যুর পর সেই উকীলই অফিসের অধিকারী হন। আপনার পিতা আপনার নামে যে পত্র লিখিয়া রাখিয়াছিলেন, সেই পত্র নাকি উকীল বেণীবাবুকে দিয়াছিলেন। সেই ব্রাহ্মণের সম্মুখে এই সকল কথাবার্ত্তা হইয়াছিল। ইহা অপেক্ষা আরও আশ্চর্য্য কথা, বেণীবাবুর উত্তেজনায়, বেণীবাবুর নিকট খরচা লইয়া ব্রাহ্মণ মকদ্দমা করিতে আসিয়াছে। আমার উকীল বন্ধু আমারই কথা অনুসারে আপনাকে ব্রাহ্মণের পক্ষ হইয়া পত্র লিখিবেন। আমি বুঝিলাম, টাকা পাইলেই যে উকীলের কাছে ব্রাহ্মণ যাইবে, সেই এ কাজ করিবে। অন্য উকীলের দ্বারা কার্য্য হইলে আমি আর কোন সংবাদ পাইব না এবং যদি আমার দ্বারা আপনার কোনও কার্য্য হয়, তাহারও সম্ভাবনা থাকিবে না। এই তো অবস্থা, সত্য মিথ্যা আপনি বুঝুন। লীলা জিজ্ঞাসা করিলেন, "এ কথা কেন আপনি বলিতে আসিয়াছেন?" "কেন?" এই কথা বলিয়া হৃদয়াবেগে গগন বাবু যেন কি কথা বলিতে যাইতেছিলেন, আত্মসংবরণ করিয়া ধীরে ধীরে বলিলেন, "যদি আপনার সামান্য কার্য্যে প্রাণ দিতে পারি, আমার জীবন সার্থক জ্ঞান করিব। আমার করজোড়ে এইমাত্র অনুরোধ, যদি কখনও কোন প্রয়োজন হয়, অনুগ্রহ পূর্ব্বক আমায় জানাইবেন।" গগনবাবু লীলার উত্তর প্রতীক্ষা না করিয়াই চলিয়া গেলেন। বাগানের বাহিরে গিয়াই দেখেন যে কে এক ব্যক্তি তাঁহার জন্য অপেক্ষা করিতেছে। দেখিয়া গগন জিজ্ঞাসা করিলেন "কি রে রেধো, বেণী কোথায়—কিছু খবর পেলি?"

রেধো। না।

গগন। তোর মুনিবকে জিজ্ঞাসা ক'র্‌তে পারিস্ না?

রেধো। আর কাহাকে জিজ্ঞাসা করিব, আমার জবাব হইয়াছে।

গগন। কি জন্য জবাব হইল?

রেধো। আমি এর ওর তার মকদ্দমার কাগজ-পত্র চুপি চুপি পড়িয়া বিপক্ষকে সংবাদ দিই, এ কথা, আমি একদিন একটা বাক্সর চাবি খুলিয়া কাগজ পড়িতেছি দেখিয়া বুঝিয়াছে।

গগন। তুই এখানে এসেছিস্ কেন?

রেধো। কথা আছে।

'চল্' বলিয়া রেধোকে গাড়ীতে লইয়া গগনবাবু চলিয়া গেলেন। রাধুর পরিচয় পাঠক পশ্চাতে পাইবেন।

গগনের কথায় লীলা ঘোর চিন্তায় নিমগ্না হইলেন। এ কি, এ যে আনুপূর্ব্বিক সমস্ত সংবাদই জানে। মনে হইল—বেণীই অনর্থের মূল। বেণীর মাতুল যে লীলার পিতার উকীল ছিলেন, তাহাও লীলা জানিতেন; গগন বলিয়াছে যে, বেণীর মাতুলের স্থানীয় উকীল বেণীকে লীলার নামে তাহার পিতৃলিখিত কি পত্র দিয়াছে,—কথা কি সত্য? সত্য। তাহার পিতার কোনও শেষ কথা,—এরূপ অনেকেই লিখিয়া রাখিয়া যান। বেণীই তাহার শত্রু, কিন্তু বেণী তাহার শত্রু হইল কেন? বেণী তাহার শত্রু—সুরোর শত্রু—জগতের শত্রু—বেণী অতি মন্দ লোক,—তাহারই পরামর্শে ব্রাহ্মণ বিবাহ করিয়া টাকা না লইয়া চলিয়া গিয়াছে, সেই-ই ব্রাহ্মণকুমারকে গোপনে বাগানের বাহির করিয়া দিয়া পরক্ষণে হাসিতে হাসিতে উপস্থিত হইয়াছিল। সেই-ই পরামর্শ দিয়া নালিস করাইতেছে। আবার ভাবিলেন—না নালিস করা—মিথ্যা কথা, গগন কোনরূপে বিবাহের ঘটনা জানিয়াছে, পুরোহিত, উকীল বা বেণীর নিকটেই শুনুক; কিন্তু বিবাহের পর সে ব্রাহ্মণ কোথায় গেল? কেন তাহার তত্ত্ব পাওয়া গেল না? বেণীরই যদি ষড়যন্ত্র হয়, তবে এতদিন কেন বেণী মোকদ্দমা করায় নাই। ঘোর চিন্তায় কিছুই স্থির হইল না। এমন সময় উকীলের বাড়ীর চিঠি আসিল, যেরূপ চিঠি আসিবে, গগন আভাস দিয়াছিল, উকীলের চিঠির মর্ম্ম সেইরূপ।

উমাচরণের পক্ষ হইয়া উকীল লিখিতেছে যে, লীলা উমাচরণকে স্বামী বলিয়া গ্রহণ করিতে সম্মত হউন, নচেৎ আদালতের সাহায্যে উমাচরণ স্বামীর স্ত্রীর উপর যে অধিকার, তাহা লইবেন। তিন দিন সময় দেওয়া আছে, তিন দিনের মধ্যে লীলা সম্মত হন ভাল, নচেৎ পুনর্ব্বার লীলাকে না জানাইয়া নালিস রুজু করিতে বাধ্য হইবেন। পত্রপাঠে

লীলার মনে আর ইতস্ততঃ রহিল না, নিশ্চয় ধারণা জন্মিল,—বেণীই তাহার সর্ব্বনাশের মূল।

৫

বেণীমাধব-প্রদত্ত বাগানে সুরো একটি বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করিবে। লীলার নিমন্ত্রণ হইয়াছে। বাগান বেণীবাবুর; অবশ্য তিনি সুরোকে যৌতুক দিয়াছেন,—সে বাগানে যাইবেন কি না, লীলা ইতস্ততঃ করিতে লাগিলেন; শেষে যাওয়াই স্থির হইল। সুরো ও কালীপদ কিরূপ অবস্থায় আছে, তাহাও দেখিতে পাইবেন। সুরো তাঁহার বাড়ীতে আসে, কালীপদও আসে, কিন্তু লীলা কখনো তাহাদের বাড়ী যান না। তাঁহার নিশ্চয় ধারণা ছিল, কালীপদ সুরোকে শীঘ্রই পরিত্যাগ করিবে। কালীপদর সুরোকে ভালবাসা প্রদর্শন, সুরোর মনহরণ—বেণী বাবুর কৌশলেই হইয়াছে। বেণীবাবুর কি কুটিল-অভিসন্ধি, তাহা বোঝেন নাই; হয় তো লীলার যেমন পুরুষের মনে বেদনা দেওয়া অভ্যাস ছিল, বেণীবাবুরও সেইরূপ স্ত্রীলোকের মনে বেদনা দেওয়া সঙ্কল্প। কেন না, তিনি বেণীবাবুর নিকটেই শুনিয়াছিলেন যে, বেণীবাবুর দুই ভ্রাতা রমণী-কর্ত্তৃক প্রতারিত হইয়া মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছিল, সেই নিমিত্ত তিনি বিবাহ করেন নাই। বেণীবাবুর কুটিলতার কারণ এই। সুরো বেণীবাবুর কৌশলে নিশ্চয় মজিতে বসিয়াছে! তিনি দেখিলেই বুঝিতে পারিবেন, এখন সুরোর সঙ্গে কালীপদ কিরূপ ব্যবহার করে। এক একবার তাহারা লীলার বাটীতে আসে, তাহাতে কিছু বোঝা যায় না। তাহাদের বাটীতে গিয়া সমস্ত অবস্থা দেখিলে, তাহার অনুমান সত্য কি না, বুঝিতে পারিবেন। অনুমান ঠিকই করিয়াছেন, তবে চক্ষুকর্ণের বিবাদ ভঞ্জন উচিত,—এখনো সুরোকে সতর্ক করিলেও করিতে পারেন। তিনি সুরোকে যাহা যৌতুক দিয়াছেন, বোধ হয় তাহা খরচ হইয়া যায় নাই। গিয়া থাকে—গিয়াছে, সুরোকে ফিরাইয়া আনিবেন; তাঁহার যথেষ্ট সম্পত্তি আছে, তাহাতে সুরোকে স্থিতি করিতে পারিবেন। সুরোর নিমন্ত্রণ গ্রাহ্য করিলেন। কথা ছিল, সুরোর বাড়ী হইয়া মন্দির-প্রতিষ্ঠা দেখিতে যাইবেন; তাঁহার কোচম্যান সুরোর বাড়ী জানিত। গাড়ী করিয়া গিয়া লীলা সুরোর বাড়ীর দোরে নামিলেন। সুরোর বাড়ী দেখিয়াই মনে করিলেন, যাহা ভাবিয়াছিলাম তাই,—গৃহস্থের ন্যায় ক্ষুদ্র দ্বিতল বাড়ী। যদিচ সম্মুখে একটি ক্ষুদ্র বাগান আছে, কিন্তু তাহাতে সৌখিন ফুলের কেয়ারি নাই,—জবা, করবি, সেফালি, অপরাজিতা লতা, যূঁই, বেল, মল্লিকা, গোলাপও আছে, কিন্তু সকলই দেশী ফুল। তবে বাগানটি পরিস্কার পরিচ্ছন্ন। বাগানের ফটক হইতে সদর দোর পর্য্যন্ত একটী ক্ষুদ্র পরিসর রাস্তা বাগানকে দুইভাগে বিভক্ত করিয়াছে। রাস্তার দুইধারে বেল, সেই রেলে বিবিধ দেশী লতা প্রস্ফুটিত হইয়া রহিয়াছে। ইংরেজী ফ্যাসানের বাড়ী নয়, সদর মহল, অন্দর মহল আছে; সদরে তিন ফুকুরে পূজার দালান, আসবাব পত্র যদিও পরিস্কার পরিচ্ছন্ন, কিন্তু গৃহস্থের মতই সমুদায়। তাঁহার একরূপ স্থির হইল যে, সুরোর টাকাকড়ি অনেক নষ্ট হইয়াছে। তাঁহার অভ্যর্থনার নিমিত্ত কালীপদ দোরে দাঁড়াইয়াছিল, অতি যত্নের সহিত বাড়ীর ভিতরে লইয়া যাইল। তিনি ভিতর বাড়ী যাইবামাত্র দেখেন, সুরোর চক্ষে ধোঁয়া লাগার চিহ্ন। রন্ধনগৃহ হইতে আসিয়া মহানন্দের সহিত তাঁহার সমাদর করিল। বলিল, "দিদি আসিয়াছ, একটু জল খাও, বুঝিতে পারিবে—আমি কেমন স্বহস্তে রন্ধন করিতে শিখিয়াছি। তোমার জল খাওয়া হইলে বিগ্রহ-প্রতিষ্ঠা দেখিতে যাইব।" লীলা আশ্চর্য্য হইলেন। সুরো তাহার হীনাবস্থায় কিছু মাত্র লজ্জিত নয়। গৃহে গৃহে ঘুরিয়া ঘুরিয়া দেখাইতে লাগিল, "এই গৃহে আমরা শুই, এইখানে ওঁকে জল খাইতে দিই, এইখানে ও ছবি আঁকে—এইখানে পড়ে,—আমি নিচে বসিয়া শিল্পকার্য্য করি।" সুরোর আনন্দ ধরে না। সুরো যাহা জলখাবার দিল, সকলই একটু একটু খাইয়া দেখেন, অতি সুস্বাদু। তাঁহার যে বেতনের পাচক-দ্বারা সেরূপ সুস্বাদু বস্তু কখনো প্রস্তুত হয় নাই। জল খাইবার সময় লীলা সুরোকে খাইতে বলিলেন। সুরো বলিল, "না দিদি, ঠাকুর-প্রতিষ্ঠা হইবার পর আমি জল খাইব।" লীলা বলিলেন, "কালীপদও কি ততক্ষণ উপবাসী থাকিবে?" সুরো বলিল—"হ্যাঁ।" লীলা জিজ্ঞাসা করিলেন, "সুরো, তুই কি রাঁধিস্?" সুরো বলিল, "হাঁ দিদি, আমি রাঁধিলে ও ভাল করিয়া খায়।" লীলা সকল আসবাবই দেশী দেখিয়াছিলেন, কিন্তু রান্নাঘরের আসবাব সমস্ত বিলাতীর মতন। সুরো দেখাইল, "কালীপদ এই উনান প্রস্তুত করিয়াছে, ইহাতে রন্ধনের কোনও ক্লেশ নাই। অনেক দ্রব্য সামগ্রীই একেবারে প্রস্তুত করা যায়, এবং

অগ্নির উত্তাপ ... দ্রব্যে যে পরিমাণে আবশ্যক হয়, সেই পরিমাণে উত্তাপ দিবার ব্যবস্থা আছে।" লীলা জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুই কি পাচক রাখিস্ না?" সুরো উত্তর করিল, "এই ব্রাহ্মণের কন্যাটি পরিবেশন করে। রন্ধনের নিমিত্ত ও নিযুক্ত করিয়াছিল, কিন্তু আমি রাঁধিতে দিই না, আমি নিজে হাতে সমস্ত করি, তবে মানুষটি সুবোধ, আমার দেখিয়া সকল রকমই শিখিয়াছে।" লীলা বুঝিলেন যে, সুরো আপনার জেদে রাঁধে, সুরোর শ্রম লাঘব হইবে বলিয়া কালীপদ উনান, রন্ধনের অন্যান্য আসবাবপত্র ও রন্ধনশালার সুব্যবস্থা করিয়াছে। কালীপদ এখন দুই একটি কথা কয়। লীলাকে বলিল, "আপনি ওঁকে বলুন, এত খাটে কেন? বামুনঠাকরুণ তো এখন বেশ রাঁধিতে শিখিয়াছে।" সুরো বলিল, "দিদি, ওঁকে বলো, ও এত খাটে কেন?" লীলা বুঝিল,—এ কি! এখনো তো পরস্পরের টান দেখিতেছি! তবে এদের অবস্থার পরিবর্ত্তন কেন?

সকলে মিলিয়া বিগ্রহ-প্রতিষ্ঠা দেখিতে চলিলেন। লীলার গাড়ীতে কালীপদ ও সেই বামুনঠাকুরাণীর সঙ্গে অপর গাড়ীতে দোর বন্ধ করিয়া সুরো পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিলেন। ঠাকুর প্রতিষ্ঠার স্থান—লীলার পরিচিত। পূর্ব্বে বলিয়াছি, ইহা বেণীবাবুর প্রদত্ত বাগান, সেই বাগানের প্রত্যেক স্থান প্রত্যেক পুষ্পকুঞ্জের সহিত লীলার একটি না একটি স্মৃতি আছে। কোথাও বেণীবাবুর সহিত বসিয়া উদ্ভিদ্ সম্বন্ধে কথা হইয়াছে, কোথাও বসিয়া অনুবীক্ষণে দেখিয়াছেন যে, দৃষ্টির অগোচরে প্রকৃতি অতি ক্ষুদ্র পুষ্পোদ্যান প্রস্তুত করিয়াছে। কোন পুষ্পবৃক্ষে সেই ফুলের রংএর প্রজাপতি ঝাঁকে ঝাঁকে বসিতে দেখিয়াছেন, যেন তাহারা নিজের রংএর সহিত মিলাইয়া বসে। কোথা হইতে বা দূরবীক্ষণে সূর্য্যবক্ষে কৃষ্ণচিহ্ন লক্ষ্য করিয়াছেন, কোন কুঞ্জে বসিয়া কবিতার আলোচনা করিয়াছেন, কোন কুঞ্জ বা তাঁহাদের কণ্ঠস্বরে প্রতিধ্বনিত হইয়াছে। লীলার দীর্ঘনিশ্বাস পড়িল। সুরোর বাড়ীর অবস্থা গৃহস্থের মত, কিন্তু বাগানের অবস্থা বেণীবাবুর অধিকারে যেরূপ ছিল, তাহা অপেক্ষা উন্নত। বিগ্রহ স্থাপনের জন্য স্বতন্ত্র মন্দির নির্ম্মিত হয় নাই। যে রাজ-অট্টালিকা-লাঞ্ছিত বৈঠকখানাবাড়ী ছিল, তাহাতেই কৃষ্ণমূর্ত্তি বিগ্রহ বসিয়াছে। কতকগুলি কিশোর বালক, কেহ পুষ্পচয়ন করিতেছে, কেহ নৈবেদ্য সাজাইতেছে, কোন না কোন কার্য্য লইয়া সকলেই আছে, সকলেই উৎসাহ ও আনন্দে পরিপূর্ণ। পূর্ব্বে বাগানে অন্দর বাটী ছিল না, সুন্দর অন্দরবাটী প্রস্তুত হইয়াছে। লীলা ভ্রমণ করিয়া দেখিতে লাগিলেন। সুরো অন্দরবাটীতে প্রবেশ করিয়াছে, সেরূপ কুলকামিনীর কর্ত্তব্য। কালীপদ চতুর্দ্দিকে তত্ত্বাবধান করিয়া বেড়াইতেছে, মাঝে মাঝে সুরোকে কি বলিয়া যাইতেছে। সুরো ও কালীপদ উভয়েরই আনন্দ।

লীলা দেখিলেন, কৃষ্ণ মূর্ত্তিবিগ্রহ স্থাপিত হইয়াছে কিন্তু রাধা নাই। প্রথমে ভাবিলেন, বুঝি রাধামূর্ত্তি প্রস্তুত হইয়া উঠে নাই, আবার ভাবিলেন, তবে বিগ্রহ স্থাপনের এত তাড়া কেন? সুরোকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমার বিগ্রহ-স্থাপনের অভিপ্রায় কি?" সুরো বলিলেন, "দিদি, এই বহু-মূল্য বাগান বেণীমাধববাবু স্নেহবশতঃ আমাদিগকে দিয়াছেন, কিন্তু আমরা গৃহস্থ, আমাদের এত বড় বাগানে প্রয়োজন কি? দেব-সেবায় নিযুক্ত হোক।" জিজ্ঞাসা করিলেন, "কৃষ্ণমূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিয়াছ, রাধা নাই?" সুরো বলিল, "না, মাধব রাধা আপনিই আনিবেন।"

লীলা। মাধব কি?

সুরো। উপস্থিত বিগ্রহের নাম 'মাধব' রাখিলাম। ঠাকুরবাড়ীর নাম মাধবের ঠাকুরবাড়ী রহিল। মাধবের রাধা জুটিলে রাধামাধবের বাগান বলিব।

লীলা বুঝিলেন, বেণীমাধবের নিকট বাগান পাইয়াছে, কৃতজ্ঞতা চিহ্নের স্বরূপ—বিগ্রহের নাম 'মাধব'। কিন্তু "রাধা জুটিবে," ইহার অর্থ বুঝিতে পারিলেন না। জিজ্ঞাসা করিলেন, "রাধা জুটিবে কি? রাধা কি প্রস্তুত করিতে দিয়াছ?" সুরো বলিল, "কেন দিব? মাধবের গুমর না ভাঙ্গিলে, আমি রাধার সহিত সাক্ষাৎ করাইব না। দেখি না—কতদিন আর একলা থাকে।"

লীলা। বিগ্রহের গুমর ভাঙ্গিবে কি?

সুরো। তুমি জানো না দিদি, মাধব বড় গুমরে। ওঁর ইচ্ছা, রাধা গায়ে পরা হইয়া আসিয়া পাশে দাঁড়াক্। রাধার এত গুমর সহ্য হইবে কেন? একলা কেঁদে কেঁদে গুমর ভাঙ্গুক, তারপর ত রাধা আসিবে।

লীলা। তুই কি বলিতেছিস?

সুরো। কি জান দিদি, মাধব মনে করে, আমি তো রাধাকে ভালবাসি, রাধা কেন বোঝে না? বুঝিয়া কেন

আমার পাশে আসিয়া দাঁড়ায় না? আমি বলি, যদি ভালবাসো, সেধে পেড়ে কেন কাছে ল'য়ে এসো না? তা ওঁর যদি না গরজ থাকে, আমার কি অত দায়?

লীলা। কি পাগ্‌লের মতন ব'ল্‌ছিস?

সুরো। দেখো দিদি, পাগলামো নয়, যা ব'ল্‌ছি, তা ঠিক।

লীলা। এ কিশোর বালকেরা কে?

সুরো। ওরা লীলাময়ী-আশ্রমে থাকে।

লীলা। লীলাময়ী-আশ্রম কি?

সুরো। তাড়াতাড়ি চলিয়া আসিলাম, তোমায় দেখাইতে পারি নাই,—আমাদের বাড়ীর পার্শ্বে ব্যারিকের মতন যে এক বাড়ী করিয়া দিয়াছি, তাহাতে ঐ বালকগণ বাস করে,—উহারা সব বিদেশী। ঐখানে থাকিয়া পড়িতে যায়।

লীলা। লীলাময়ী-আশ্রম কি?

সুরো। ও বাড়ী যে তোমার টাকায়। তোমার টাকায় আশ্রম চলে, তাই তোমার নামে আশ্রমের নাম দিয়াছি।

লীলা। তোমাদের কিরূপে চলে? কালীপদর পৈত্রিক সম্পত্তি হইতে?

সুরো। না দিদি, তার সে টাকায় দীননাথ আশ্রম চলে। আমার শ্বশুরের নাম দীননাথ, সেই নামে আশ্রম।

লীলা বুঝিলেন, কালীপদর পিতার নাম দীননাথ। বলিলেন,—"দীননাথ-আশ্রমে কি হয়?"

সুরো। যারা নিতান্ত উপায়হীন অশক্ত ব্যক্তি, তাহারা তথায় থাকিবার স্থান পায়।

লীলা। তবে তোমাদের কিরূপে চলে?

সুরো। কেন দিদি—তুমি তো জানো, ও যে ছবি আঁকে। ওঁর ছবি খুব দরে বিকোয়, তাতে আমাদের বেশ চলে।

লীলা স্তম্ভিত হইয়া শুনিলেন। মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন, এ যদি সুখের সংসার না হয়, তাহা হইলে সুখের সংসার জগতে নাই। তাঁহার মাতা যে তাঁহাকে বুঝাইতেন যে, জগৎ প্রেমে সৃজিত, প্রেমে জগৎ চলিতেছে, সে কথা তো সত্য! এই তো প্রত্যক্ষ দৃষ্টান্ত! হায়, আমি এ সুখে বঞ্চিত রহিলাম। বেণীমাধবের সহিত আমার কি দারুণ শত্রুতা ছিল। আমি স্ত্রী[illegible] আমার [illegible] একটা পশুর বিবাহ দিয়াছিল। অনেকক্ষণ নিস্তব্ধ হইয়া রহিলেন, তাহার পর হঠাৎ বলিলেন, "সুরো, বেণীবাবুকে জিজ্ঞাসা করিতে পারিস, আমি তাহার এত শত্রু কিসে? আমি তাঁহার নিকট কি এত অপরাধ করিয়াছি, আমার সহিত একটা পশুর বিবাহ দিয়া নিশ্চিন্ত নয়; আবার আমাকে জব্দ করিবার জন্য, সংসারে সকলের হাস্যাস্পদ করিবার জন্য, সেই পশুকে দিয়া আমার নামে নালিস করাইতেছে?" লীলা অশ্রু সংবরণের চেষ্টা করিলেন, এক ফোঁটা অশ্রু পড়িল। ব্যগ্র হইয়া সুরো জিজ্ঞাসা করিল,—"সে কি?" লীলা আদ্যোপান্ত সকল ঘটনা বিবৃত করিলেন। শুনিয়া সুরো কোন উত্তর দিল না; লীলাও আর কিছু বলিলেন না।

সন্ধ্যার পর আরতি দেখিয়া লীলা বাড়ীতে ফিরিয়া আসিলেন। শয্যা-গৃহে প্রবেশ করিলেন। পরিচারিকাগণকে বিদায় দিয়া বলিলেন, "আমি শুইব, তোরা যা—উপস্থিত কোন কাজ নাই।" কিন্তু তিনি শয্যায় যাইলেন না। তাঁহার মনে তরঙ্গের উপর তরঙ্গ উঠিতে লাগিল। বেণীবাবুর সহিত আলাপ হওয়া অবধি এ পর্য্যন্ত বেণীবাবুর ব্যবহার তাঁহার মনে উঠিতে লাগিল। ভাবিলেন—পুরুষ কতদূর কপট হইতে পারে! প্রথম হইতে বেণীবাবু যেন তাঁহার মন বুঝিয়া সামান্য অভিপ্রায়ও—ভৃত্য যেরূপ প্রতিপালন করে, সেইরূপ করিয়াছেন। তিনি কিসে সুখী হন, তাহা অনুসন্ধান করিতেন, প্রাণপণে সেই কার্য্যসাধনের চেষ্টা ছিল। তাঁহার প্রতি যেরূপ যত্ন দেখাইতেন, এরূপ যত্ন কেহ কখনো করিতে পারে না। তবে এরূপ বিবাহ সংঘটন কেন করিল! আবার কেন তাহার দ্বারা নালিস করাইতে যাইতেছে! বুদ্ধিভ্রমে বিবাহের উপদেশ দিতে পারে, তাহা মার্জ্জনা করা যায়, কিন্তু এ শত্রুতা কেন? সত্যই কি এ বেণীবাবুর শত্রুতা! নচেৎ আর কার? বিবাহের কথা অন্যে কে জানে? যাহার সহিত বিবাহ হইয়াছে, সে বেণীবাবুরই লোক। সমস্তই বেণীবাবুরই শত্রুতা! আবার কালীপদ ও সুরোর পরস্পর ব্যবহার—স্বচক্ষে দেখিয়া আসিয়াছেন,—দুই জনে এক প্রাণ—এক মন, কায়া মাত্র ভিন্ন! সুরোর আচরণেরই বা কি আশ্চর্য্য পরিবর্ত্তন! সুরোকে তিনি তরল[illegible]

জানিতেন, কিন্তু দেখেন নাই, স্থির গম্ভীর প্রকৃতি, এরূপ চরিত্র কেবল তাঁহার মাতার দেখিয়াছিলেন। হিন্দু মহিলারা যাহা কর্ত্তব্য বিবেচনা করে, সুরো সেইরূপ কর্ত্তব্যপরায়ণা, তাহার প্রতিকার্য্যে তাঁহার মাতার কার্য্য মনে পড়িতে লাগিল। মনে করিলেন, তাঁহার পিতামাতায় কখনো কলহ হয় নাই। তাঁহার মাতা কখনও তাঁহার পিতার অবাধ্য হন নাই। কেবল একদিন যেন তাঁহাদের একটা কথান্তর হইয়াছিল—স্মরণ হয়। তাঁহার পিতা স্ত্রী-স্বাধীনতার পক্ষপাতী হইয়া সেই স্বাধীনতা গ্রহণ করিতে তাঁহার মাতাকে বলেন, তিনি অস্বীকৃতা হন। তিনি বলেন,—"তুমি পরম গুরু সত্য, কিন্তু কুলাচার, লোকাচার—আমি তোমার কথায়ও পরিত্যাগ করিব না। বাল্যকাল হইতে অন্দরে বাস করিতে শিখিয়াছি, পরপুরুষের বাতাস পর্য্যন্ত অস্পর্শীয়, তাহা ধারণা জন্মিয়াছে। মাতার দৃষ্টান্তে জানিয়াছি, পতির ভোজনান্তে ভোজন করা কর্ত্তব্য, বাল্য-সংস্কার পরিবর্ত্তন কিরূপে করিব।" সুরো যেন তাঁহার মাতার গঠনে গঠিতা হইয়া তাঁহার মাতার সমপ্রকৃতি হইয়াছে। ভাবিতে ভাবিতে লীলার চক্ষে আবার জল আসিল;—মনে হইল, আমি কেন এরূপ হইলাম! পিতৃ-আজ্ঞা ছিল, বিবাহ নাই করিতাম। কুমারী অবস্থায় তো থাকে, আমিও কুমারী থাকিতাম। কুলকামিনীর ন্যায় থাকিলে বেণীর সহিত দেখা হইত না, এ অবস্থায় পতিত হইতাম না। চতুর্দ্দিকে দেখেন, সংসারে স্ত্রীলোকের কেহ না কেহ আপনার আছে,—কাহারও পিতা, কাহারও ভ্রাতা, কাহারও স্বামী, কাহারও পুত্র, অভিভাবক স্বরূপ আছে; কিন্তু তাঁহার কেহই নাই, লোকে তাঁহার কুলটা অপবাদ দেয় কি না জানেন না, কিন্তু সকলে যে তাঁহাকে ঘৃণা করেন, ইহা বুঝিতে পারেন। পরোক্ষে তাঁহার পরিচারিকারাও যে "বিবি বিবি" বলিয়া ব্যঙ্গ করে, তিনি স্বকর্ণে শুনিয়াছেন। যে বৎসর প্লেগ হয়, তিনি দ্বিগুণ মূল্য দিয়াও তাঁহার রাজানীকে রাখিতে পারেন নাই, সে তাহার স্ত্রীকে লইয়া বাড়ী যাইবে। টাকার প্রলোভন অগ্রাহ্য করিয়া বলে,—"টাকা বড় না ইজ্জত বড়! এখানে থাকিলে আমার ঘরের আদমিকে বেইজ্জত করিবে, একটু অসুখ হ'লে হাঁসপাতালে টানিয়া লইয়া যাইবে।" দরিদ্র ব্যক্তিদেরও তাহাদের স্ত্রীর প্রতি এত যত্ন, তাহার স্ত্রীর আবরণের প্রতি এত লক্ষ্য! কিন্তু স্বেচ্ছায় তিনি আবরণ পরিত্যাগ করিছেন। জগতে তাঁহাকে আপনার বলিয়া যত্ন করিবার কেহই নাই। একবার মনে হইল, যে ব্রাহ্মণ-কুমারের সহিত তাহার বিবাহ হইয়াছে, সে যখন তাহাকে চায়, তাহাকে লইয়া ঘর করিতে দোষ কি? সে তো স্বামী বটে—এমন মূর্খ স্বামীও তো লোকের হয়। তাহার পর বলিলেন, ছিঃ, পিতৃ-আজ্ঞা লঙ্ঘন করিয়া এই বর্ব্বরকে লইয়া ঘর করিবেন; ইহা অপেক্ষা মৃত্যু ভাল। যাহাই ভাবেন, শেষ বেণীবাবুর কথাই উপস্থিত হয়; দুই একবার মনে হইল, যেন বেণীবাবু সাম্‌নে দাঁড়াইয়া হাসিতেছে, —একবার যেন ব্যঙ্গ করিয়া বলিতেছেন—"পুরুষকে ঘৃণা করো!" ভাবিতে ভাবিতে রাত্রি পোহাইল! বসিয়া রাত কাটিয়াছে, দাসদাসীরা গৃহ-কার্য্যে বিব্রত, কলরব শুনা যাইতেছে; তাঁহার কাণে যেন প্রবেশ করিল, যে তাঁহার নিজের পরিচারিকা বলিতেছে, "ঠাকরুণ ঘুমাইতেছেন, এখন আমি পত্র দিতে পারিব না।" কি পত্র জানিতে লীলা বাহিরে গেলেন।

৬

বেণীবাবু কোন দূর তীর্থস্থানে অপরিচিত ভাবে একটি আশ্রম স্থাপন করিতে ব্যস্ত আছেন, তিনি কোথায় গিয়াছেন, কালীপদ ও সুরো ভিন্ন কেহ তাহা জানে না। তিনি প্রাতঃকালে বায়ু সেবন করিয়া ফিরিতেছেন, ডাক-ওয়ালা পথে তাঁহাকে একখানি পত্র দিল। পত্রপাঠে বেণীবাবু অতিশয় উদ্বিগ্ন হইলেন। আহারাদিরও বিলম্ব না করিয়া স্বদেশ যাত্রা করিলেন। দুর্গম পথ, দশ ক্রোশ হাঁটিয়া তবে ঘোড়া পাওয়া যায়, ঘোড়াতে বিশ ক্রোশ যাইতে হয়, তাহার পর টোঙ্গা পাওয়া যাইবে। পথে চাউল, ছাতু, আটা পাওয়া যায়। তিনি ছাতু খাইতে খাইতে চলিলেন। জ্যোৎস্নারাত্রে সমস্ত রাত্রি ঘোড়-সোয়ার হইয়া আসিয়া টোঙ্গার আড্ডায় পঁহুছিলেন,—রেলওয়ে-ষ্টেশন তথা হইতে পনের ক্রোশ। এক্কাওয়ালাকে পাঁচ টাকার স্থলে পঞ্চাশ টাকা কবলাইয়া বলিলেন, "যদি সন্ধ্যার রেল ধরাইয়া দিতে পারো, আরও দশ টাকা দিব।" সে অবাক্, বেণীবাবুর বিলম্ব সয় না, ঘোড়া আপনি বাহির করিলেন। রাত্রি দশটার সময় রেলওয়ে ষ্টেশনে পঁহুছিলেন,

কিন্তু মালগাড়ী ভিন্ন সে রাত্রে আর কোন গাড়ী যাইবে না। প্রথম শ্রেণীর ভাড়া দিলে মালগাড়ীতে ব্রেকভানে যাওয়া যায়। ব্রেকভ্যানে কয়েক ষ্টেশন ছাড়াইয়া জংসনে পৌঁছাইয়া দেখিলেন, যাত্রীদের গাড়ী দাঁড়াইয়া, কিন্তু আর টিকিট লইবার সাবকাস নাই। হুইসিল দিয়াছে, লম্ফ দিয়া প্রথম শ্রেণীতে উঠিয়া পড়িলেন; এবং দুই দিবস পরে কলিকাতায় আসিয়া পঁহুছিলেন। আসিয়াই তাঁহার বিশ্বস্ত দরোয়ানের হস্তে একখানি চিঠি দিলেন, চিঠি রেলগাড়ীতে লিখিয়া রাখিয়াছিলেন। দরোয়ান উর্দ্ধশ্বাসে ছুটিল, তিনি বৈঠকখানায় উঠিলেন। স্থির হইতে পারেন না, বসেন—বেড়ান, রাস্তার ধারে বারান্দায় যান, খানসামা কাপড় ছাড়াইবার জন্য দাঁড়াইয়া আছে, তাহাকে বলিলেন,—"এখন যাও, আমি ডাকিব।" বারান্দা হইতে দেখেন, দূরে একখানি ঠিকা গাড়ী আসিতেছে, কোচবাক্সে তাঁহার দারোয়ান। বৈঠকখানায় আসিয়া বসিলেন। একটু পরে চাকর আসিয়া সংবাদ দিল, রাধুবাবু আসিয়াছেন। "আসিতে বল" বলিয়া এক খানা খবরের কাগজ তুলিয়া লইলেন। রাধুবাবু আমাদের পূর্ব্বপরিচিত রাধু, যাহাকে পূর্ব্বে গগনবাবুর সহিত দেখিয়াছি। রাধু আসিবামাত্র বলিলেন, "রাধু, তোমার দুই পথ আছে। এক জেলে যাওয়া, আর অপর কিছু টাকা রোজগার করা। অন্যের নিকট যাহা রোজগার করিবে, আমার নিকট তাহার দ্বিগুণ পাইবে। কিন্তু ঘুণাক্ষরে আমার সহিত যদি তোমার ছলনা দেখিতে পাই, তাহা হইলে তোমার দ্বীপান্তর! আর আমার সহিত যদি ঠিক ঠিক ব্যবহার কর, তুমি যে তোমার ভাজের বিরুদ্ধে জাল করিয়াছ, তাহা লইয়া গোল উঠিবে না। যদিচ জাল বলিয়া আপত্তি উঠিয়াছে ও অনায়াসেই প্রমাণ হইবে, কিন্তু সে জাল কাগজ ফাইল হইতে বাহির করিয়া লইলেই চুকিয়া যাইবে। বাহির করিয়া লইতেও কষ্ট পাইতে হইবে না। আর টাকা রোজগারের কথা ত বলিলাম।

জাল উইল কি, পাঠক জানেন না। রাধু তাহার ভাজকে একখানি ছোট বাড়ী ফাঁকি দিবার নিমিত্ত জাল উইল তৈয়ারী করিয়াছিল। ভাজকে বাড়ী হইতে তাড়াইয়া দেয়, ভাজ বেণীবাবুকে আসিয়া ধরে। বেণীবাবু তাহার পক্ষ হইয়া উকীল নিযুক্ত করিয়া দিয়াছেন। উকীল বেণীবাবুকে পত্র লিখিয়াছিলেন যে, ভগ্নীর দলিল জাল প্রমাণ হইবে। রাধু সার্ভিং ক্লার্কের কাজ করিয়া তাহা কতকটা বুঝিয়াছিল। ভাজের সহিত রফা করিতে যায়, উকীলের পরামর্শে রফা হয় নাই। ভাবিয়াছিল, কোনও রূপে রফা করিয়া লইবে। ভাজের যাহা কিছু ছিল, তাহা বাহির করিয়া মকর্দ্দমা রুজু করিয়াছে, কিন্তু মকর্দ্দমা চালাইবে কি করিয়া? রাধুর মকর্দ্দমা একটা ছোট উকীলের দ্বারা চলিতেছে ও চলিবে। কিন্তু তাহার ভাজ দুই একটা মৎফরেক্কা মকর্দ্দমা হইলেই নাতোয়ান হইয়া পড়িবে। এখন দেখে যে, বেণীবাবু বিপক্ষ, তবে তো ঘোর বিপদ! বেণীবাবুর পায়ে জড়াইয়া ধরিল। বলিল,—"আমি আপনার গোলাম, আপনি যা বলিবেন, তাহাই করিব।" বেণীবাবু বলিলেন, "যেরূপ বলি, সেইরূপ করিলে তোমার কোন ভয় নাই।"

বেণীবাবু আহারাদি করিয়া বিশ্রাম করিতেছেন, এমন সময় আবার চাকর আসিয়া বলিল, "রাধু বাবু আসিয়াছে।" রাধুর সহিত দেখা করিতে বৈঠকখানায় গেলেন।

৭

লীলা যে পত্র পাইয়াছিলেন, সে পত্র গগন বাবুর। গগন বাবু অনুনয় বিনয় করিয়া লিখিতেছেন, "আমার পরামর্শ আপনি গ্রাহ্য করিবেন কি না, জানি না; কিন্তু আমার পরামর্শ, সেই ব্রাহ্মণকুমারকে কোনওরূপে বশীভূত করা। টাকার লোভে মকদ্দমা করিতে আসিয়াছে। যদি যুক্তি বিবেচনা করেন, আমি তাহাকে আমাদের বাগানে ডাকাইব, এবং সাম্‌নে টাকা ধরিয়া দিলে উপস্থিত টাকার লোভ ছাড়িবে না। তাহাকে একটু নেসা করিয়া দিয়া যেরূপ লিখিয়া লওয়া কর্ত্তব্য, উকীলের সহিত পরামর্শ করিয়া, সেইরূপ লিখিয়া সহি করান যাইবে। পত্রের উত্তর প্রতীক্ষায় রহিলাম, যদ্যপি আপনার এই সামান্য কার্য্য করিতে পারি। আমার জীবন সার্থক জ্ঞান করিব। আপনি দেবী, দিবারাত্র আপনাকে ধ্যান করিয়া আমার অন্তরের মালিন্য ঘুচিয়াছে, আমার নমস্কার গ্রহণ করুন।"

পত্র পাঠ করিয়া লীলা বহুক্ষণ চিন্তা করিতে লাগিলেন। শেষে উত্তর পাঠাইলেন। উত্তরের উত্তর আসিল। পর লীলা গাড়ী করিয়া বাহির হইলেন।

...নবাটীতে বসিয়া আছেন, আমাদের পূর্ব্ব পরিচিত সতীশ, যতীশ, শিরীশ, নগেন্দ্র, সুরেন্দ্র, ধীরেন্দ্র, ধরণী, যামিনী প্রভৃতি লীলার প্রণয়াকাঙ্ক্ষীরা সকলেই উপস্থিত। একটু একটু মদও চলিতেছে। এমন সময় গাড়ী-বারাণ্ডায় লীলার জুড়ি আসিয়া লাগিল। গগন ব্যতীত সকলেই স্থানান্তরে চলিয়া যাইল। গগন যে বেশবিহীন-মূর্ত্তিতে লীলার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়াছিল, সেই বেশহীন অবস্থায় গালে হাত দিয়া কি ভাবিতেছে। এমন সময়ে এক জন ভৃত্য লীলাকে লইয়া উপস্থিত হইল। লীলাকে দেখিয়া সাগ্রহে গগনবাবু উঠিলেন। সাগ্রহে লীলাকে অভ্যর্থনা করিয়া বসাইলেন। সম্মুখে উকীলের বাড়ীর লেখা কাগজ ছিল;—লীলাকে বলিলেন, "দেখুন দেখি, বোধ হয় এ কাগজে সহি করাইয়া লইলে আর কোনও উৎপাত থাকিবে না। সেই দীনব্রাহ্মণ উকীলের বাড়ী আছে। তাহাকে সঙ্গে লইয়া উকীল এখনি আসিবে।"

লীলা জিজ্ঞাসা করিলেন, "কত টাকা দিতে হইবে? পঁচিশ হাজার টাকা দিবার কথা ছিল, আমি পঞ্চাশ হাজার টাকা লইয়া আসিয়াছি।" গগন বলিল, "দুই এক হাজার টাকা দিলেই কার্য্য নির্ব্বাহ হইবে। তবে পঁচিশ হাজার টাকা দিবার কথা আছে, তাহাই দিন, আর অধিক কেন? —আপনার টাকায় সংসারের অনেক উপকার হইবে। কাগজ পড়িয়া দেখুন।" লীলা এক মনে কাগজ পড়িতেছেন, এমন সময় পশ্চাৎ হইতে কে আসিয়া মুখ চাপিয়া ধরিল, ক্লোরাফর্ম্মে ভিজান রুমাল নাকের গোড়ায় দিল, লীলা চীৎকার করিবার উপক্রম করিল, চীৎকার আসিল না। সংজ্ঞা লোপ হয় প্রায়, এমন সময় যেন অনেক লোকের দ্রুত পদশব্দ তাঁহার কর্ণে প্রবেশ করিল,—তাহার পর সংজ্ঞাহীন হইয়া পড়িলেন।

৭

সুরোর শয্যাগৃহে লীলা ...স্থিত, পার্শ্বে সুরো। লীলা ধীরে ধীরে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আমি কিরূপে ...য়া আসিলাম?" সুরো বলিল, "দিদি, স্থির হও, এখন ও সব কথা নয়, ডাক্তার মানা করিয়াছেন।" লীলা বলিলেন, "তুমি বলো, ডাক্তার মানা করুন, আমি না শুনিলে স্থির হইতে পারিব না।" যদিও ডাক্তার নিষেধ করিয়াছিলেন, কিন্তু

সুরোর মনের ধারণা, যতদূর সুরো জানে, সমস্ত বলা উচিত। লীলা তাহার গৃহে অচেতন অবস্থায় পড়িয়া কখনও "রক্ষা করো—রক্ষা করো" বলিয়া চীৎকার করিয়া উঠিয়াছেন, কখনও কেন এতক্ষণ মৃত্যু হইতেছে না, এ জন্য চঞ্চল হইয়াছেন। সুরো ডাক্তারের মানা উপেক্ষা করিয়া বলিল, —"আমি ইতিপূর্ব্বে কি হইয়াছে জানি না, সপ্তাহ পূর্ব্বে শয়ন করিয়াছি, এমন সময় সদর দোরে আঘাত শুনিলাম, ও (অর্থাৎ কালীপদ) ব্যস্ত হইয়া নীচে গেল, এবং 'শীঘ্র আইস' বলিয়া আমায় ডাকিল। আমি নীচে গিয়া দেখি, একটা টেবিলের উপরের তক্তা টেবিল হইতে তুলিয়া লইয়া তাহার উপর শয্যা, শয্যায় তুমি অচৈতন্য অবস্থায় পতিতা। দুইজন শিক্ষিত দাই তোমার নিকটে; দাইয়ের নিকট শুনিলাম যে গগন বাবুর বাগান-বাটীতে তুমি মূর্চ্ছিতা হও, সেইখানেই ডাক্তার আনীত হয়, ও তাহারাও আইসে, তথায় বাবুরা ছিলেন, দাই তাহাদের চেনে না, সেই বাবুদের যত্নে তুমি হেথায় আনীত হইয়াছ। কিন্তু আমরা যখন তথায় উপস্থিত হইলাম, সেই বাবুরা ছিলেন না। তাহারা আমাদের দুয়ার পর্য্যন্ত পঁহুছিয়া দিয়া কোথায় চলিয়া গিয়াছেন। তাহার পর তোমায় ধরাধরি করিয়া আমার বিছানায় আনিয়াছি, তোমায় আমার বিছানায় শোয়াইলাম, এমন সময়ে ডাক্তার নিতাইবাবু, ঔষধপত্র ও দুই জন দাই সঙ্গে লইয়া উপস্থিত হইলেন। তোমার শুশ্রূষার জন্য চারিজন দাই নিযুক্ত করিয়া দিলেন, দুই জন দিবসে, দুইজন রাত্রে, তোমার শুশ্রূষার নিমিত্ত থাকিবে।" লীলা জিজ্ঞাসা করিলেন, "ইহাদের খরচ পত্র কে দিলেন?" সুরো বলিল, "আমি নিতাইবাবুকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম, ইহাদের রোজ কিরূপ লাগিবে?" নিতাইবাবু উত্তর করিয়াছিলেন, "সে সকল বন্দোবস্ত হইয়াছে।" লীলা জিজ্ঞাসা করিলেন, "আমি যে মূর্চ্ছিতা হইয়াছিলাম, নিতাই-বাবু কিরূপে জানিলেন?" সুরো বলিল, "আমি তাহা নিতাইবাবুকে জিজ্ঞাসা করি, তাহার উত্তরে তিনি যাহা বলেন, তাহা এক বিস্ময়কর ঘটনা। শুনিলাম, তোমার প্রতি অত্যাচার হইবে, এসংবাদ পুলিস পায়, পুলিস তোমার রক্ষার্থ তথায় উপস্থিত হয়। যাহারা তোমার প্রতি অত্যাচারে প্রবৃত্ত হইয়াছিল, তাহারা পলায়ন করিল, পুলিস কাহাকেও ধরিতে পারে নাই। তাহার পর নিতাইবাবু

সংবাদ পান, এবং শিক্ষিত দাইদের লইয়া আসেন। তথায় তোমার চৈতন্য করিবার চেষ্টা করেন, কিন্তু তোমার চৈতন্য হয় নাই। তাহার পর কতকগুলি ডাক্তারি শিক্ষার্থী ছাত্র লইয়া আমাদের বাড়ীতে তোমাকে লইয়া আসিয়াছিলেন।” লীলা জিজ্ঞাসা করিলেন, “নিতাইবাবু কাহার নিকট সংবাদ পাইয়াছিলেন, তাহা শুনিলে?” সুরো উত্তর করিল, “ঐটিই বিস্ময়কর ঘটনা, একজন কুরূপ কদাকার ব্রাহ্মণ, তাহার নাম উমাচরণ”—এই সকল কথাবার্ত্তা হইতেছে, এমন সময় নিতাইবাবু আসিয়া উপস্থিত। নিতাইবাবু সুরোকে কতক তিরস্কার করিয়া বলিলেন, “আপনি ইহাকে কি বলিতেছেন?”

সুরো বলিল,—“আদ্যোপান্ত সমস্ত ঘটনা।”

নিতাই। অমি আপনাকে বিশেষরূপে নিষেধ করিয়াছিলাম।

সুরো। হাঁ, আপনি নিষেধ করিয়াছিলেন, কিন্তু আমি সপ্তাহই উহার কাণে কাণে বলিতাম, “দিদি, তোমার ভয় নাই, তুমি আমার বাড়ীতে আছ, তোমার কোন চিন্তার কারণ নাই। অত্যাচারীরা তোমার কোন অনিষ্ট করিতে পারে নাই।” এই সমস্ত আমি নিত্যই বলিতাম। আর সেই সময় অত জ্বরের তাড়না, তথাপি কিঞ্চিৎ চৈতন্যের সঞ্চার দেখিতাম।

নিতাই। আপনি ভাল করেন নাই, এখন আপনি যান, আর অধিক উৎসাহিত করিবেন না।

সুরো করযোড়ে বলিল, “ডাক্তারবাবু, আপনার ন্যায় সুযোগ্য চিকিৎসাশাস্ত্রবিৎ ডাক্তার দ্বিতীয় নাই; কিন্তু আপনি স্ত্রীলোকের মন জানেন না, দৈহিক আঘাতই বুঝিয়াছিলেন, কিন্তু মানসিক আঘাত বোঝেন নাই। অজ্ঞান অবস্থায় বিহ্বল থাকিয়া যাহা বকিয়াছেন, তাহা আপনি কিছুই বোঝেন নাই,—যদিচ দিদি স্বাধীনা, পাশ্চাত্য প্রদেশের স্ত্রীলোকের ন্যায় পুরুষের সহিত মিশিতেন, কিন্তু পুরুষের অপবিত্র ভাবের স্পর্শ যে অঙ্গারবৎ, তাহা হিন্দুরমণীর হৃদয় হইতে দূর হওয়া কোনরূপে সম্ভব নয়। দস্যুরা তাঁহাকে স্পর্শ করিয়াছে, এই চিন্তায় সপ্তাহকাল তাঁহার চৈতন্য হয় নাই; মন হইতে এ চিন্তা না দূর হইলে দিদিকে রোগমুক্ত করিতে পারিবেন না। এই নিমিত্ত আপনাকে বিনীতভাবে অনুরোধ, আপনি যাহা যাহা জানেন—সমস্ত বলুন, কোনও বিষয় গোপন রাখিবেন না।” নিতাইবাবু একটু চিন্তা করিয়া বলিলেন, “আপনি যথার্থই অনুমান [illegible]ছেন।” [illegible] লক্ষ্য করিয়া বলিতে লাগিলেন—“শুনুন, আপনাকে ক্লোরা-ফর্মের রুমাল মুখে দিয়া মূর্চ্ছিতা করিয়াছিল, কিন্তু সেই সময়ে পুলিস যাইয়া তথায় উপস্থিত হয়।” লীলা জিজ্ঞাসা করিলেন, “পুলিস তাহাদের চালান দিল না কেন?” নিতাইবাবু বলিলেন, “আমার বিবেচনায় পুলিস্ অতি সদ্যুক্তির কার্য্য করিয়াছে, পুলিস্ রিপোর্ট লিখিয়াছে বটে, তাহারা পলাইয়াছিল, গ্রেপ্তার করিতে পারে নাই, কিন্তু আপনি যদি ইচ্ছা করেন, এখনই তাহাদের গ্রেপ্তার করা যায়, কিন্তু সেরূপ কার্য্য যুক্তিযুক্ত নয়।”

লীলা বলিলেন—“কেন?”

নিতাই। দুর্জ্জনেরা নানাপ্রকার রটনা করিবে, আদালতে নানান্ কথা উঠিবে, সংবাদপত্রে বাহির হইবে। যাহা হইবার হইয়াছে, তাহা লইয়া বেশী বাড়াবাড়ি করা যুক্তিসঙ্গত নয়।

লীলা। আপনি একটা কথা বলুন, পুলিস কিরূপে সংবাদ পাইল?

নিতাই। তাহা আমি জানি না, পুলিসের নিকট তত্ত্ব লইয়াছি, উমাচরণ নামে একজন ব্রাহ্মণযুবা তাহার সংবাদদাতা।

লীলা। শুনিলাম, আপনাকেও কে ব্রাহ্মণ ডাকিয়া আনিয়াছিল?

নিতাই। সম্ভবতঃ সেই ব্রাহ্মণই বটে।

লীলা। তাহার কিরূপ বেশ?

নিতাই। তাহার সামান্য দরিদ্রের ন্যায় বেশ।

লীলা। তাহার কথায় আপনি আসিলেন কেন?

নিতাই। আমাদের যে ডাকে, তাহার কথাতেই আমি আসিয়া দেখিলাম, যেরূপ বর্ণনা করিয়াছিল,—তাহা সত্য।

লীলা। আপনার ফি কে দিলে?

নিতাই। আপনি আমার অপ[illegible]তা ন'ন, আপনার [illegible] নিকট এত ফি পাইয়া[illegible] সে সময় আপনাকে [illegible] ভিন্ন [illegible] কথা আমার মনে উঠে নাই। এখন[illegible] উঠিত না, আপনি স্মরণ করিয়া দেওয়াতে উঠিল। আপনি আরাম হ'ন, ফি'র বিল পাঠাইব।

ডাক্তারবাবু উপযুক্ত বন্দোবস্ত করিয়া চলিয়া গেলেন, কিন্তু তাঁহার বর্ণনায় লীলা কিছু বুঝিতে পারিলেন না

লীলা ভাবিলেন, কে আমায় নিরাশ্রয় অবস্থায় আশ্রয় দিয়াছিল,—ব্রাহ্মণ যুবা—তাহার নাম যেন স্মরণ হইতেছে—উমাচরণ। তবে কি আমার সহিত যাহার বিবাহ হইয়াছিল —সেই; আমার বিপদ-সংবাদ কিরূপে পাইল? গগন যাহা বলিয়াছিল, তাহা কি সত্য? সে ব্রাহ্মণ কি উকীলের বাড়ী ছিল? উকীলের সহিত আসিয়া আমার বিপদ দর্শনে এইরূপ সাহায্য করিয়াছে? না গগনের সমস্তই ছল! লীলা কিছুই স্থির করিতে পারিলেন না। যে আমার এরূপ উপকারী, সে কেন আমায় অপদস্থ করিবার জন্য আদালতে উপস্থিত হইয়াছে! সত্যই কি সে আমায় চায়? তবে টাকা পাইলে মিটাইবে কেন বলিয়াছিল? এতই যদি তাহার টাকার লোভ, বিবাহের রাত্রে কি নিমিত্ত পঁচিশ হাজার টাকা ত্যাগ করিয়া গেল? সে কি জীবিত আছে? তবে সে রাত্রে কোথায় পলাইল,—কেন কেহ তাহার সন্ধান পাইল না? এইরূপ নানা চিন্তায় লীলার মন অধীর হইল। হয় তো বেণীমাধব তাহার সন্ধান জানিতে পারে, অবশ্যই পারে! কিন্তু বেণী তো তাহার শত্রু, সেই তো তাহাকে মজাইয়াছে। তাঁহার সমস্ত আপদের কারণই তো বেণী! কি আশ্চর্য্য! অমন সরল মূর্ত্তি, অন্ত[illegible]দানবীয় কুটিলতা নিহিত। নানা প্রকার চিন্তায় কিছু[illegible]হইল না।

৮

নিতাইবাবু স্বরূপ বর্ণনা করিয়াছিলেন, যে সময় লীলার প্রতি আক্রমণ হয়, লীলা মূর্চ্ছিত হইবার পূর্ব্বে যে অনেক লোকের দ্রুত পদধ্বনি শুনিয়াছিলেন, তাহা পুলিস কর্ম্মচারিগণের। তাহারা লীলাকে উদ্ধার করিল। লীলার প্রতি যাহারা অত্যাচার করে, পুলিস তাহাদিগকে প্রহার করিয়াছিল, কিন্তু সকলেই পুলিসের হাত ছাড়াইয়া পলাইয়াছে;—স্ত্রীলোককে রক্ষা করিবার জন্য পুলিসের ব্যস্ততা বশতঃই হোক বা অভ্যন্ত[illegible] অত্যাচারীগণের পলাইবার সুযোগ থাকা প্রযুক্তই হোক, [illegible]ণই হোক, একজনও গ্রেপ্তার হয় নাই। এখন তাহারা সেই [illegible] ভা[illegible] এ কি হইল! কিরূপে পুলিস সংবাদ পাইল! তাহাদের বহুদিনের মন্ত্রণা বিফল কে করিল! সর্ব্বাপেক্ষা না কি রাধুর প্রতি প্রহার অধিক হইয়াছিল,—সে ফাটকের কাছে চৌকি দিতেছিল! পুলিসের কোপ তাহার প্রতিই বিশেষ পড়ে! কে সংবাদ দিল, ভাবিয়া কিছুতেই স্থির করিতে পারে না, কিন্তু সতীশের কুটিল মস্তিক হইতে লীলাকে জব্দ করিবার একটা উপায় আবিষ্কৃত হইল। পুলিস যে তাহাদের ধরিতে পারিত না, এরূপ নহে। যেই সংবাদদাতা হোক, অবশ্যই পুলিসের প্রতি উপদেশ ছিল—যেন কাহাকেও না ধরে। তাহার কারণ লীলার প্রতি এরূপ অত্যাচার হইয়াছে, তাহা আদালতে প্রকাশ পাইবে, লীলার কলঙ্ক রটিবে, এইজন্যই পুলিস কাহাকেও ধরে নাই। এখন লীলার নামে তাহাদের নালিস করিলে হয় না? তাহাই বা কিরূপে হয়, লীলার নামে নালিস করিতে হইলে পুলিসের নামে নালিস করিতে হয়।

বিফলমনোরথ ঈর্ষ্যায় বিদগ্ধ অবিবেকী যুবকবৃন্দ ভাবিতে লাগিল, পুলিসের নামেই চার্জ্জ দিব, তাহাতে দোষ কি? পুলিস বিরূপ হওয়ায় তাহাদের যে ক্ষতি হয় হোক, লীলার তো অপবাদ হইবে। মকদ্দমা এইরূপে সাজান যাইতে পারে,—গগনের সহিত লীলার আস্‌নাই ছিল, গগন অন্য রমণীর প্রতি অনুরক্ত হওয়ায় লীলা ঈর্ষ্যাবশতঃ তাহার বাগানে আসিয়াছিল, তাহারই লোক পুলিসকে ডাকিয়া আনিয়াছে, তাহারই শিক্ষিত লোক তাহার নাকে ক্লোরাফরম ধরিয়াছিল। এইরূপ মকদ্দমা চলিলে লীলার অপবাদে সহর ভরিয়া যাইবে। এইরূপ করাই স্থির হইল। উকীল আসিল, কিন্তু উকীল তিনদিন পরে তাহাদের জানাইলেন যে, যেরূপ পুলিসের রিপোর্ট, তাহাতে পুলিস ইচ্ছা করিলেই তাহাদের ধরিয়া চালান দিতে পারে। লীলার অপবাদ হইবে, এই আশঙ্কায় তাহাদের ধরে নাই, তবে যদি কেবল অপবাদ রটানই তাহাদের উদ্দেশ্য হয়, তাহা একজন সংবাদপত্রের সম্পাদকের সাহায্যে অনায়াসেই হইতে পারে। এমন সংবাদপত্র অনেক আছে যে, কুৎসা প্রকাশ করাই তাহাদের কাজ। সেই সংবাদপত্রের স্তম্ভে লীলার কুৎসা প্রকাশ হইলেই, লীলার নিন্দা সহরের ঘরে ঘরেই হইবে। কিন্তু তাহার কেবল নিন্দাতে যুবাবৃন্দের কি তৃপ্তি হইবে? বেণীমাধবের সহিত তো অনেক নিন্দাই রটিয়াছে। লীলার চা[illegible]সী পর্য্যন্ত নিন্দা করে, তাহাতে আর অধিক কি হইবে? তবে প্রতিহিংসা তৃপ্তির এক উপায় আছে। নিশ্চয় বেণীর প্রেমে লীলা আবদ্ধ। সেই জন্য সকলের ভালবাসা উপেক্ষা করিয়াছে। সুচতুর বেণী বিবাহিতা স্ত্রী

বলিয়া একটা আবরণ দিয়াছে। যদি গর্ভ হয়, তাহাতে লীলার কলঙ্ক হইবে না, এই অভিপ্রায়। যাহার সহিত বিবাহ হইয়াছে, সে বেণীর পেটোয়া কোন ব্যক্তি। বেণীর অনিষ্ট করিতে পারিলে লীলার উপেক্ষার প্রতিশোধ হয়। হাঁ হাঁ—বেণীর কি অনিষ্ট করা যায়, সকলেই এক কথা বলিতে লাগিল। কিন্তু গগন গম্ভীর হইল, সে কোন কথাই বলিল না। শিরঃপীড়ার ভাণ করিয়া শুইতে গেল। এ দিকে যুবাবৃন্দের দলে মদ চলিতে লাগিল। মদের স্তরে স্তরে যেরূপ বিকৃতি হইতে হয়, সেইরূপ হইতে লাগিল। অনেকেই সংজ্ঞাহীন হইয়া পড়িল।

কিন্তু শয্যা-গৃহে আসিয়া গগন নিদ্রিত হইল না। লীলার রূপ তাহার মজ্জায় মজ্জায় প্রবেশ করিয়াছে, বিফল মনোরথ হওয়ায় হুতাশনে ঘৃত পড়িয়াছে। বেণী,—বেণীর মূর্ত্তি তাহার মনে পড়িতে লাগিল, বেণীর অপরূপ কান্তি তাহাকে বিষবৎ দগ্ধ করিতে লাগিল, বেণীর অমৃতোপম হাব-ভাব ঈর্ষ্যানল উদ্দীপিত করিল,—ঈর্ষ্যায় দেখিতে লাগিল, বেণীর ওষ্ঠে লীলার ওষ্ঠ মিলিত, বেণীর বাহুদ্বয়ে লীলা বেষ্টিতা, লীলার বাহুবন্ধনে বেণী! মদনোন্মত্ত যুবা অধীর হইয়া উঠিল। বেণী কোথায়—কিরূপে তাহাকে পাইবে—নিশ্চয় তাহার প্রাণবধ করিবে। শুনিয়াছি, বেণী বিদেশে গিয়াছে, কিন্তু লীলাকে ছাড়িয়া কতদিন থাকিবে, অবশ্য আসিবে, বেণীমাধবের প্রাণবধ করা গগনের দৃঢ়সঙ্কল্প হইল।

৯

সুরোর অক্লান্ত শুশ্রূষায় লীলা এখন আরোগ্য লাভ করিয়াছেন, তাঁহার উকীলের পত্রে বুঝিয়াছেন যে, তাঁহার স্বামীর তাঁহার নামে নালিস করিবার কথা সম্পূর্ণ মিথ্যা। বেণীবাবুর সহিত দেখা করিতে তাঁহার নিতান্ত ইচ্ছা হইল। সে ব্রাহ্মণকুমার আর কে—তাঁহারই স্বামী। বেণী ব্যতীত তাঁহার সন্ধান কিরূপে পাওয়া যায়? কিন্তু সে ব্রাহ্মণ তাঁহার হিতৈষী হইলেও যুবাবৃন্দের কুটিল ষড়যন্ত্র কিরূপে ভেদ করিয়াছিল! গগনের বাড়ী যাইবার সম্বন্ধে আভাস কি সুরোকে জানাইয়াছিলাম!—কিছুই তো স্মরণ নাই। এখন লীলা নিজবাটীতে আসিয়াছেন। সুরোকে ডাকাইলেন। সুরোকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুই কিছু জানিস্—এ ঘোর বিপদে কে আমায় উদ্ধার করিল?"

সুরো। না দিদি।

লীলা। তোর কি মনে হয়?

সুরো। কি মনে করিব, কিছুই আমি বুঝিতে পারিতেছি না।

লীলা। কালীপদকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলি?

সুরো। করিয়াছিলাম।

লীলা। সে কি বলে?

সুরো। দিদি, আমি কি বলিব, তাহার বেণী বাবুর উপর অসীম ভক্তি,—সে সমস্ত কার্য্যই বেণীবাবুর দেখে।

লীলা। তাহার ভ্রম, বেণী আমার শত্রু। আমার বোধ হয় কালীপদ কোনরূপে জানিয়া আমায় উদ্ধার করিয়াছে।

সুরো। না দিদি, সে আমার নিকট কদাচ মিথ্যা বলিত না। আর যদি সে হইত, তবে কেনই বা গোপন করিবে?

লীলা। বেণী এখন কোথায় জানিস্ কি?

সুরো। আমি তাঁহাকে আসিতে পত্র লিখিয়াছিলাম, কিন্তু কোথায় তাহা জানি না।

সুরো সত্যই জানে না। বেণীবাবু একদিন মাত্র নিজ-গৃহে আসিয়াছিলেন; তাহার পর যে কোথায় আছেন,—সুরো, কালীপদ তাহা জানে না। তিনিও কোন পত্র দেন না। তবে এইমাত্র কালীপদর প্রতি আদেশ আছে, যদি তাঁহাকে পত্র লিখিবার আবশ্যক হয়, পোষ্টমাষ্টারের নিকট পত্র দিলে তাঁহার ঠিকানায় পাঠাইয়া দিবে।

লীলা। তুই পত্র লেখ্, আমার বিশেষ অনুরোধ, আমার সহিত সাক্ষাৎ করেন।

সুরো পত্র লিখিল।

গগনও বেণীর কোন সন্ধান পায় নাই। লীলাকে জব্দ করিবার আর এক উপায় তাহার মস্তিষ্কে উদয় হইল। লীলার চাকর, দাসী, সহিস্, [illegible]য়ান—[illegible] অর্থদ্বারা বশীভূত করিবেন, [illegible]লা যদি বেড়াইতে যায়, [illegible]য়ানি তাহা[illegible]শিক্ষিত তাহার নির্দ্দিষ্ট স্থানে লীলাকে লইয়া গিয়া উপস্থিত করিবে। দাসদাসীকে অর্থ দিবার প্রয়োজন এই যে, লীলার শয্যাগৃহে কোনরূপে প্রবেশ করিবে। কিন্তু কিরূপে এ কার্য্য সম্পন্ন হয়! কোন ইয়া[illegible] বন্ধুর সহিত পরামর্শ করা হইবে না। তাহাদের মধ্যে

কেহ না কেহ তাহার দুরভিসন্ধি প্রকাশ করায় লীলা উদ্ধার লাভ করিয়াছে। গগন এখন কাহারও সহিত মেশে না। গগন কোথায় থাকে, কেহ সন্ধান পায় না। বাড়ী থাকিলেও চাকর বাকরদের প্রতি আদেশ—বাড়ী নাই বলিয়া বিদায় দিবে। ইয়ার বন্ধুরা যদি নিষেধ না মানিয়া বইসে, চুপি চুপি অন্ত দ্বার দিয়া বাহির হইয়া চলিয়া যায়। গগনের দিবারাত্র চিন্তা—লীলা ও বেণী। গগন ভাবিল, বেণী যেখানেই থাকুক, যদি সংবাদ পত্রে, বেণী ইনসল্‌ভেণ্টে যাইতেছে প্রকাশ হয়, বেণীকে আসিতেই হইবে। সংবাদ-পত্র ছাপিবে কেন? আমি স্বয়ং নাম দিব। বেণীর দেখা পাইলে খুন করিব। যাহা হইবার হইবে, সংবাদপত্রে সংবাদ পাঠাই। আর কি হইবে—তাহার নামে ড্যামেজ আসিতে পারে—এই পর্য্যন্ত; সে দেখা যাইবে। কিন্তু লীলা,—লীলাকে কিরূপে পাই! লীলার মূর্ত্তি মনে হইলে তাহার শিরায় শিরায় উষ্ণ রক্তস্রোত ধাবিত হইতে থাকে, চক্ষুকর্ণ হইতে জলন্ত অঙ্গারের উত্তাপ বাহির হয়, নিদ্রা হয় না, সমস্ত রাত্রি পায়চারী করিয়া যায়। লীলাকে কি উপায়ে নষ্ট করিবে! এক উপায় আছে, লীলার দাসীকে যদি বশীভূত করিয়া লীলার শয়নগৃহে লুকাইয়া থাকিতে পারে, রজনীযোগে আক্রমণ করিবে। তাহাতেও যদি বিফল মনোরথ হয়, তাহার নাসিকা ছেদন করিয়া মুখকান্তি বিকৃত করিয়া দিবে, তাহাতে কতক হৃদয়-তাপ দূর হইবে।

সংবাদপত্রে অর্থের দ্বারা অনুরোধ করিয়া সংবাদ প্রকাশ করিল, সম্পাদককে বলিল, যদি ড্যামেজ স্যুট আসে, আমার নাম ইচ্ছা করিলে প্রকাশ করিতে পার, অথবা যে কুৎসা প্রকাশ করিবে, তাহাতে মকদ্দমা বাধিলে তোমার কাগজের গ্রাহক সংখ্যা বৃদ্ধি হইবে। কি কারণে বেণীবাবুকে ইনসল্‌ভেণ্টে যাইতে হইবে, সংবাদপত্রে তাহা বর্ণিত আছে। [illegible] স্বাধীনা[illegible]র প্রেমে পড়িয়া, যে স্বাধীনাকে সকলেই জানে, যে স্বাধীনা [illegible] চড়িয়া হাওয়া খাইয়া বেড়ায়, যুবাবৃন্দকে গৃহে আনিয়া [illegible]হিত আ[illegible] করে, সেই কুলটার প্রেমে আবদ্ধ হইয়া বেণী বাবুকে সর্ব্বস্বান্ত হইতে হইয়াছে। কুটিল গগন বুঝাইয়া দিল এবং কুৎসা-[illegible] সম্পাদকও বুঝিল যে নালিস হওয়া দূরে থাক, [illegible] মিথ্যা, ইহা লিখাইবার জন্য অর্থ লাভেরই সম্ভব।

গগনের এক প্রজ তো হইল। এখন লীলার দাসীর সহিত কিরূপে সাক্ষাৎ করিবে—এই জন্য লীলার বাগান বাড়ীর নিকট সর্ব্বদাই ভ্রমণ করে, কেহই সন্ধান পাইল না, কিন্তু রাধু বিশেষ সন্ধান জানিতে পারিল—গগন কি করে—কোথায় যায়। সংবাদপত্রে কুৎসা প্রচারের পরই রাধু বিশেষ-রূপে গগনের তত্ত্ব করিয়া গগনের গতিবিধি সমস্তই জানিল।

১০

বেণীমাধব বাড়ী ফিরিয়া আসিয়াছে, লীলা সংবাদ পাইবা মাত্র তথায় উপস্থিত হইলেন। বেণীমাধব মহাসমাদরে বসিতে অনুরোধ করিলেন। লীলা বসিলেন না, বেণীমাধব দণ্ডায়মান—লীলাও দণ্ডায়মানা। লীলা বলিতে লাগিলেন, "বেণীবাবু, আমার সর্ব্বনাশ কেন করিয়াছ? আমার সর্ব্বনাশ করিয়া তোমার কি ইষ্টসাধন হইয়াছে? এত কুটিলতা কিরূপে আবরণ করিয়া আমার সহিত আলাপ করিয়াছিলে? সকলে তোমার সুখ্যাতি করে, কিন্তু তুমি এরূপ কপট, এরূপ নীচ প্রকৃতি! একজন অবলাকে মজাইতে কিছুমাত্র সঙ্কুচিত হইলে না?"

বেণী। আপনার কি অনিষ্ট করিয়াছি?

লীলা। কি নিমিত্ত আমায় ভুলাইয়া বিবাহ দিয়াছ? কাহার সহিত বিবাহ দিয়াছ? সে কোথায়?

বেণীবাবু এ সকল কথার উত্তর না দিয়া নিকটে একটী বাক্স হইতে শীলমোহরকরা একখানি পত্র বাহির করিয়া লীলার হাতে দিলেন। বেণীমাধব বলিতে লাগিলেন, "এই পত্র পাঠে বুঝিতে পারিবেন যে, আপনার পিতা আপনার বিবাহ দিতে আমায় অনুরোধ করেন। তাঁহার অনুরোধ ছিল, যদি আপনাকে কেউ ভালবাসে, আমি জানিতে পারি, তাহা হইলে তাহার সহিত যেন আমি আপনার বিবাহ সংঘটন করি। এ সমস্ত কথা পত্রেই ব্যক্ত আছে, পাঠ করিয়া দেখুন। পত্র খুলিবার অগ্রে দেখুন, আপনার পিতার শীলমোহর কিনা, শিরোনামা তাঁহার হস্তাক্ষরে কিনা দেখুন,—তাহার পর পত্রে দেখিতে পাইবেন, তাঁহার হস্তাক্ষর, তাঁহার স্বাক্ষরও চিনিতে পারিবেন।" লীলা দেখিলেন, তাঁহার পিতার শীলকরা পত্র বটে। সমস্ত পত্র তাঁহার পিতার হস্তলিখিত, তাঁহার পিতার স্বাক্ষর রহিয়াছে। পত্র—লীলাকেই সম্বোধন করিয়া। পত্রে লেখা,—"লীলা, আমি তোমায় বিবাহ করিতে নিষেধ করিয়া যে কুকার্য্য

করিয়াছি, তাহা মৃত্যুকালে বুঝিতে পারিলাম। সেই জন্য আমার পুত্রস্থানীয় বেণীমাধবকে অনুরোধ করিয়াছি যে, বেণী যদি তোমার প্রতি কাহারও যথার্থ অনুরাগ দেখিতে পায়, তাহার সহিত যেন তোমার বিবাহ দেয়। বেণীকে আমার পুত্রস্থানীয় জানি, সেই জন্য তাহার উপর এই গুরুভার অর্পণ করিলাম। বেণীর নির্ব্বাচিত পাত্রকে তুমি বিবাহ করিলে তোমার পিতৃ-আজ্ঞা লঙ্ঘন করা হইবে না। তোমার স্নেহময় পিতা।"

লীলা বহু চেষ্টা করিলেন, চক্ষের জল সম্বরণ করিতে পারিলেন না। বেণীর প্রতি আরও রোষ বৃদ্ধি হইল। বলিলেন, "বেণীবাবু, যিনি আপনাকে পুত্রের ন্যায় দেখিতেন, তাঁহার আদেশ কি আপনি এইরূপে পালন করিয়াছেন?"

বেণী। আমার কি ক্রটী দেখিলেন?

লীলা। এক জন চরিত্রহীন, দীনদরিদ্রের সহিত বিবাহ দিয়াছ?

বেণী। আপনার পিতার আদেশ, যে আপনার প্রতি যথার্থ অনুরাগী, তাহার সহিত বিবাহ দিব।

লীলা। ভাল, যা হবার হইয়াছে, সে কোথায় জানেন কি? যদি সে আমার প্রতি অনুরাগী, আমার সহিত সাক্ষাৎ করে না কেন?

বেণী। সে এখন সাক্ষাৎ করিতে চাহে না। সে আমায় জানাইয়াছে, যে দিন আপনি বুঝিতে পারিবেন যে, আপনার প্রতি তাহার কিরূপ ভালবাসা, সেই দিন আপনার নিকট আসিবে। আপনি তাহাকে গ্রহণ না করেন, তাহাতে সে ক্ষুব্ধ হইবে না। সে যে আপনাকে ভালবাসে, ইহা আপনার হৃদয়ে ধারণা জন্মে, এই মাত্র তাহার আকিঞ্চন।

লীলা কোন উত্তর করিলেন না, নীরবে গৃহে ফিরিয়া গেলেন। কিছু পরে বেণীবাবুর সহিত রাধুর সাক্ষাৎ হইল, বেণীবাবু বাটীর বাহির হইলেন।

অনেক চেষ্টায় লীলার পরিচারিকার সহিত গগন সাক্ষাৎ করিয়াছেন। একটি নিভৃত বটবৃক্ষতলে উভয়ের কথাবার্ত্তা হইতেছে, তথায় কেহই নাই, কেবল এক জন ভিখারী খোঁড়াইতে খোঁড়াইতে তথায় আসিল। ভিখারী যখন নিকটবর্ত্তী হইল, তখন গগন পঞ্চাশ টাকা পরিচারিকাকে দিয়াছে। গগন দ্রুতপদে [illegible] গেল, টাকা ঠিক কি না, পরিচারিকা পরীক্ষা করিয়া দেখিতেছে, এমন সময় ভিখারী আসিয়া কিছু চাহিল, পরিচারিকা দূর করিয়া দিতে চায়, ভিখারী বলে, "কিছু না দাও, আমার নিকট কিছু লও।" পরিচারিকা ভাবিল—পাগল না কি! ভিখারী বলিল, "যাহা পাইয়াছ, তাহার দ্বিগুণ পাইবে, আর যদি আমার অবাধ্য হও, ঐ জমাদার পাহারাওয়ালা লইয়া দাঁড়াইয়া আছে, এখনই তোমায় ধরাইয়া দিব। তোমার কর্ত্রীর বাড়ীতে রাত্রে চোর আনিবে—তাহার পরামর্শ করিয়াছ, পুলিস এখনি তোমায় বাঁধিয়া লইয়া যাইবে। চোরের নিকট টাকা লইয়াছ, টাকা শুদ্ধ ধরা পড়িবে।" পরিচারিকা সভয়ে বলিল,—"না বাবা—না বাবা—চোর না বাবা!" ভিখারী বলিল, "ও তোমায় কি বলিয়াছে, সমস্ত বল।" পরিচারিকা বলিতে লাগিল, "এ রাত্রে দীনবেশে এই বাবুটি আসিবেন, আমি আমার ভাই বলিয়া বাড়ীতে লইয়া আসিব, তাহার পর চুপি চুপি কর্ত্রীর শয়ন-ঘরে লইয়া যাইব। তিনি আমায় পাঁচশত টাকা দিবেন, আমি দেশে চলিয়া যাইব।" ভিখারী বলিল, "আমি তোমায় হাজার টাকা দিব, যদি আমি যেরূপ বলি, সেইরূপ করো; কিন্তু যদি আমার সঙ্গে প্রতারণা করো, তাহা হইলে তোমায় বাঁধাইয়া দিব।" পরিচারিকা ভিখারীর কার্য্য করিতে সম্মত হইল।

১১

স্বরোর সহিত কালীপদর বড় বাগ্‌যুদ্ধ হইতে লাগিল। স্বরো বলে, "ব্রাহ্মণকুমার আর কে—বেণীবাবু।" কালীপদ বলে, "তুমি পাগল, বেণীবাবু পরিহাস করিয়া মিথ্যা কথা কহেন না।" স্বরো বলে, "তুমি তুলি পেলে তুমি অরসিক, প্রেমের কথা কি বুঝিবে? বেণীবাবু অভি-মানী, অভিমান বুঝ্‌তে পার না? দিদি কেন তার পায়ে গড়াইয়া পড়ে না, এই তাঁর অভি[illegible]।" কালী[illegible] রাগিয়া বলিল, "ঐ তো[illegible]এক কথা। সকলের [illegible] [illegible]চরণের [illegible] তার বিবাহ হইল।"

স্বরো। বিবাহ তো হইল, তারপর টাকা [illegible] কোথায় গেল?

কালো। নেসাখোর, নেসার ঝোঁকে কোথায় [illegible] গেল।

সুরো [illegible] দেখা পাওয়া গেল না কেন ?

কালী। মরিয়া গিয়াছে, না কি হইয়াছে, কে জানে!

সুরো। যাও, আহাম্মকের সঙ্গে বকাবকি করিতে পারি না। এ কথা কি তোমার মস্তিষ্কে প্রবেশ করে না যে, বেণীবাবু নিয়ত দিদিকে রক্ষা করিতেছেন? ব্রাহ্মণ-কুমার তো মরিয়া গিয়াছে, তবে দিদির ঘোর সঙ্কটে তাহাকে কে রক্ষা করিল? কোন্ ব্রাহ্মণকুমার পুলিসে খবর দিয়াছিল? কোন্ ব্রাহ্মণকুমার ডাক্তার বাবুকে খবর দিয়াছিল? তুমি ছবির গাছ, ছবির মানুষ আঁকিতে জানো, প্রকৃত মানুষ চেনো না।

কালীপদর গোল বাধিল; এমন সময় একখানি পত্র ও একখানি সংবাদপত্র লইয়া চাকর আসিল। পত্র বেণীবাবু সুরোকে লিখিয়াছেন; সংবাদপত্রের নাম "জগদানন্দ পত্রিকা।" তাহার একস্থানে লাল কালীর দাগ দেওয়া। সেই স্থান পড়িতে গিয়া কালীপদর চক্ষু রক্তবর্ণ হইয়া উঠিল। কালীপদ অস্থির হইয়া ঘর হইতে বাহির হইলেন। সুরো কালীপদর ভাব দেখে নাই, সুরোও বেণীবাবুর পত্র পড়িয়া দাসীকে পাল্কী আনিতে বলিল। পত্রে বেণীবাবু বিশেষ করিয়া অনুরোধ করিয়াছেন, যে উপায়ে হোক, সেদিন রাত্রে যেন লীলাকে সুরোর বাড়ীতে হোক্, বাগানে হোক্, ঠাকুর বাড়ীতে মাধব উদ্যানে হোক্ আনিয়া রাখে, কোনওরূপে তাহার গৃহে থাকিতে না দেয়, গৃহে থাকিলে তাহার বিপদ হইবার সম্ভবনা। পাল্কী আনিতে বলিয়া সুরো কালীপদকে খুঁজিল, কালীপদ বাড়ী নাই। লীলাশ্রমের বালকগণকে পত্র লিখিল যে, বাগানে প্রথম রাত্রে হরি-সংকীর্ত্তন করিতে হইবে, তাহার পর সর্ব্বাপেক্ষা উত্তম কীর্ত্তনীয়া নিযুক্ত করিয়া মাধবকে কীর্ত্তন শুনাইবে।

পাল্কী আসিলে সুরো লীলার বাড়ীতে গেল। সুরো লীলাকে বলিল, "[illegible] তোমাকে আজ মাধবের বাগানে [illegible] কীর্ত্তন শুনিতে [illegible] 'না' বলিলে শুনিব না, চলো।" লীলা জিজ্ঞাসা করিলেন, "[illegible] হঠাৎ [illegible] আয়োজন কেন?" সুরো বলিল, "তাহার গুরুদেবের আদেশে।" লীলা সম্মত হইলেন।

জগদানন্দ পত্রিকার সম্পাদক বসিয়া আছেন, সহসা [illegible] কালীপদ যাইয়া উপস্থিত। কালীপদ সংবাদপত্রে লাল কালী চিহ্নিত স্থান দেখাইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "ইহা আপনার লেখা?" সম্পাদক দম্ভ করিয়া উত্তর করিল, "হাঁা, আমারই লেখা, আপনারা ইচ্ছা করেন, আমার নামে নালিস করিতে পারেন।" কালীপদ বলিলেন, "না, আমরা নালিস করিব না, আপনাকেই পুলিসে নালিস করিতে হইবে। কারণ যত লাইন লেখা,—হাতের বেত দেখাইয়া বলিলেন, তত ঘা এই বেত্রাঘাত আপনাকে করিব।" সম্পাদক পলাইতে চায়, কালীপদ বাম হস্তে দৃঢ়মুষ্টিতে তাহার হস্ত ধরিয়া বেত্রাঘাত করিতে উদ্যত হইল। সভয়ে সম্পাদক বলিল,—"বাবু রক্ষা করো—বাবু রক্ষা করো!" কালীপদ জিজ্ঞাসা করিল, "কত কাগজ বিলি করিয়াছ?"

সম্পাদক। এখনও বিলি করি নাই। দুইখানি মাত্র কাগজ ডাকে পাঠাইয়াছি; একখানি আপনাকে, একখানি বেণীবাবুকে।

কালী। বিলি করো নাই কেন?

সম্পাদক। ভাবিয়াছিলাম, আপনারাই সমস্ত কাগজ কিনিয়া লইবেন এবং যাহাতে ইহা আর বিলি না করি, তজ্জন্য টাকা দিবেন।

কালী। এরূপ লিখিয়াছিলে কেন?

সম্পাদক। গগন বাবুর কথায়। গগন বাবুর সহিত যাহা যাহা হইয়াছিল, সম্পাদক অকপটে বলিল।

কালী। গগনবাবু যে এরূপ বলিয়াছেন, তাহার প্রমাণ কি?

সম্পাদক। গগনবাবুর চিঠি দেখাইল, চিঠিতে গগন বাবু কুৎসা-প্রচারের দায়িত্ব গ্রহণ করিয়াছেন। কুৎসা-প্রচারের জন্য পত্রের সহিত অর্থ প্রেরণ করিয়াছেন।

কালীপদ বলিল, "তোমার সমস্ত সংবাদপত্র এখনই পুড়াইয়া ফেল। গগনবাবুর পত্রখানি আমায় দাও।" সভয়ে সম্পাদক সেরূপই করিল। কালীপদ জিজ্ঞাসা করিল, "কত টাকা চাও?" সম্পাদক ভয়ে ভয়ে এক শত টাকা চাহিল। কালীপদ দুই শত টাকা দিয়া গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিল।

১২

রাত্রি নয়টা বাজিয়াছে। গগন লীলার বাড়ীর দোরে আসিয়া উপস্থিত। দাসী একখানি কাপড় দিয়া বলিল,

"এই কাপড় মেয়েমানুষের মত পরিয়া আপনি বাগানে প্রবেশ করুন। এই গিন্নীর শোবার ঘরের চাবি নেন।" গগন জিজ্ঞাসা করিল, "গিন্নী কোথায় ?" দাসী উত্তর করিল, "বেড়াইতে গিয়াছেন, এখনই আসিবেন।" গগন উদ্যানে প্রবেশ করিল, কেহ নিষেধ করিল না, লীলার শয়নগৃহে প্রবেশ করিয়া খাটের নীচে লুকাইল,—সঙ্গে সুরা ছিল, একটু একটু পান করিতে লাগিল, ক্রমে নেসার ভরে অভিভূত হইয়া পড়িল। যখন নেসার ঘোর ভাঙ্গিল, দেখে ভোর হয় হয়। এমন সময়ে সহসা দরোয়ান আসিয়া 'শালা চোট্টা' বলিয়া স্ত্রীবেশী গগনকে ধরিল। গগনের নিকট ছোরা ছিল, দরোয়ানকে আঘাত করিল। "খুন কিয়া—খুন কিয়া" বলিয়া দরোয়ান চীৎকার করিয়া উঠিল। দুই তিনজন দরোয়ান আসিয়া পড়িল। গগনের নিকট হইতে ছোরা কাড়িয়া লইল এবং গগনকে নির্দ্দয় প্রহার করিল। গগন মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িল এবং মুখ দিয়া শোণিত নির্গত হইতে লাগিল।

সুরো বেণীবাবুর নিকট সংবাদ পাঠাইল, এবং কালীপদ, সুরো ও লীলার সহিত লীলার বাগানে আসিয়া পঁহুছিল। নিতাইবাবুর নিকট সংবাদ গিয়াছে, নিতাইবাবু আসিয়া উপস্থিত। ডাক্তার নিতাইবাবু দেখিলেন, গগনের অবস্থা বড়ই শোচনীয়, বহু যত্নে গগনের চৈতন্য হইল। কিন্তু তথাপি তাহার সঙ্কট অবস্থা। অষ্টাহের পর গগনের জীবনের আশা হইল।

গগনের জীবনের আশা হইয়াছে, কিন্তু উঠিবার শক্তি নাই। জিজ্ঞাসা করিল, "আমি কোথায় ?" সমস্ত অবস্থা অবগত হইয়া লীলাকে দেখিতে চাহিল। ধীরে ধীরে বিষণ্ণ মনে লীলা তথায় উপস্থিত হইলেন। লীলাকে দেখিয়া গগন মৃদুস্বরে বলিতে লাগিল, "আসিয়াছ—এসো—তোমার কার্য্য দেখ। প্রথম যখন তোমার সহিত আমার দেখা, হয় তো স্মরণ হইতে পারে ; আর এখন দেখ, তখনও চরিত্রবান ছিলাম না, যৌবনে অনেকেই থাকে না, এখনও নই। কিন্তু তখন আসিয়াছিলাম, তোমার প্রেমাকাঙ্ক্ষায়, তোমার মন যোগাইয়া তোমায় বশীভূত করিব, এই আশায়। তুমি আমার হইবে, এই ধ্যানে উন্মত্ত ছিলাম, তোমার [illegible] কত আনন্দ কল্পনা করিয়াছিলাম। অ[illegible]ন্দ্রী প্রেম নয়—আমি মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করি, কিন্তু সংসারে প্রেম কোথায়—প্রেম কল্পনা মাত্র। যদি সত্যই প্রেম থাকে তো এই বৃহৎ পৃথিবীতে দুই একটা ; আমার ধারণা [illegible], বাতুলের কল্পনা, কিন্তু দৈহিক আকর্ষণই সংসারে দেখিতে পাই। আমিও সেই আকর্ষণে তোমার নিকট আসিয়াছিলাম। সেই আকর্ষণে আজ আমি মৃত্যুশয্যায় তোমারই গৃহে আবদ্ধ। তুমিই আমার সর্ব্বনাশের হেতু, তোমায় শাস্তি দিব ভাবিয়াছিলাম, কিন্তু পারিলাম না। এক শাস্তি দিতে এখনো পারিলে পারিতে পারি। দেখি, যদি তুমি নিতান্ত প্রস্তরে গঠিতা না হও, তোমার অন্তরে বিঁধিলে বিঁধিতে পারে। শাস্তি এই—তুমি আমার মৃত্যুর কারণ হইলে, ইহাতে তোমার উল্লাস হয় হোক্,—তোমার সহিত কথা শেষ হইয়াছে—যাও।" লীলা বলিলেন, "গগনবাবু, আমার অপরাধ কি ?" তখন গগন তর্জ্জন করিয়া বলিতে লাগিল, "তোমার অপরাধ কি ? অপরাধ কাকে বল ? গল্পে পড়িয়াছিলাম, সমুদ্রবক্ষ হইতে মায়াদ্বীপ সৃজন করিয়া নিশাচরীরা তথায় সুবেশ ধারণপূর্ব্বক নৃত্য করে, বংশীরব করে, অসতর্ক মানব মায়ামুগ্ধ হইয়া অতল সমুদ্রে মজ্জমান হয়। তুমি সেই নিশাচরীর প্রধানা।"

লীলা অতি কাতর স্বরে বলিলেন, "গগনবাবু, আমায় তিরস্কার করিবেন না, আমি বড় দুঃখিনী, আমায় মার্জ্জনা করুন।" গগন আরও রুক্ষস্বরে বলিল, "তোমায় মার্জ্জনা, তোমার মার্জ্জনা নাই, জ্ঞানকৃত পাপের মার্জ্জনা হয় না। আমরা বাঙ্গালী, গৃহমধ্যে মাতা ভগ্নী স্ত্রী আত্মীয়স্বজনকে দেখিয়াছি, যে সকল স্ত্রীলোকের তাঁহাদের মত আচরণ, সেই স্ত্রীলোকগণকে কুলস্ত্রী জ্ঞান করি। আমাদের স্ত্রী-স্বাধীনতা নাই, বিলাতের ন্যায় স্বাধীনা রমণী দেখিতে পাই না। স্বাধীনা দেখিলে কুলটা মনে হয়। তোমার স্বাধীনতা দেখিয়া, হাবভাব দেখিয়া, তোমায় কুলটা হইতে প্রভেদ করিতে পারি নাই, এখনও তুমি কুলটা কি না জানি না,—তোমার প্রণয়পাত্র কেহ আছে কি না জানি না। যদি না থাকে, তুমি কুলটা অপেক্ষা ভীষণা। তুমি আলুলায়িত কেশে, অর্দ্ধ আবরিত বক্ষে, কখন[illegible] অর্দ্ধশায়িত [illegible] যুবাবৃন্দের সহিত আলাপ[illegible]তে,—যে অবস্থা দর্শনে [illegible] অ[illegible]মানও বিচলিত হয়। কখনও বেণীবন্ধন পূর্ব্বক সুবেশী হইয়া, হাস্যপরিহাস সহকারে প্রেমকথার তরঙ্গ তুলিতে, গান করিতে করিতে কটাক্ষপাত করিতে,—যুবা-হৃদয় উন্মত্ত হইয়া উঠিত। কোন্ পরিচ্ছদে তোমার রূপের অধিক বিকাশ হয়, তাহা তুমি সম্পূর্ণরূপে জানো,—সেইরূপ নিত্য নানা পরিচ্ছদ

ধারণ করিয়া হাবভাব দেখাইতে, আমায়ও দেখাইয়াছ। আমি যে উন্মত্ত হইয়াছিলাম, ইহা আমার দোষ নয়—তোমারই দোষ,—আমার যে সর্ব্বনাশ করিয়াছ এবং এরূপ যে শত শত ব্যক্তির সর্ব্বনাশ হইয়াছে, তাহার স্মৃতিই তোমার শাস্তি হোক্" বলিতে বলিতে গগন আবার মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িল। এমন সময় তথায় নিতাই বাবু উপস্থিত। গগনের শুশ্রূষা করিতে লাগিলেন। লীলাকে বলিলেন, "আপনি সরিয়া যান।"

লীলা গৃহের বাহিরে যাইতেছেন, এক অপরিচিতা রমণী তাহার পথরোধ করিল। রমণী অকথ্য কথায় লীলাকে তিরস্কার করিতে লাগিল। যে সকল কথা একজন কুলটা অপর কুলটাকে প্রয়োগ করে, সেই সকল কথা। বক্ষে করাঘাত করে আর বলে—"কুলটা, আমার সর্ব্বনাশ করিয়াছিস্, আমার প্রাণের প্রাণ, জীবনের জীবনকে হত্যা করিতে বসিয়াছিস্"—বলিতে বলিতে ছুটিয়া গিয়া গগনের পদপ্রান্তে পতিতা হইল। নিতাইবাবু বিরক্ত হইয়া তাহাকে দূর করিবার চেষ্টা করিলেন, কিন্তু রমণী জোড়করে তাঁহাকে অনুনয়-বিনয় করিয়া বলিতে লাগিল, "বাবু, আমায় তাড়াইয়া দিবেন না। আমার সর্ব্বস্ব হেথায়, আমায় তাড়াইবেন না। কুলটা লীলা প্রতারণা দ্বারা আমার বক্ষ ছিন্ন করিয়া আমার হৃদয়মণি অপহরণ করিয়াছে। আমায় তাড়াইবেন না—আমায় তাড়াইবেন না, ও যদি মরে, আমি এখনই মরিব। এই কুলটার ছলে আমার নিকট যায় না, আমার মুখদর্শন করে না, আমি নিকটে যাইলে বিরক্ত হয়। তথাপি আমি ওর চরণের দাসী, ওর জীবনে আমার জীবন। ডাক্তার বাবু, আমায় তাড়াইবেন না।" এমন সময় গগনের চৈতন্য হইল। গগন বলিল, 'কে চারুবালা? মৃত্যুকালে আমায় মার্জ্জনা করো।"

এ ঘটনা লীলা দোরের পার্শ্ব হইতে সমস্ত অবগত [illegible] বেণী [illegible] গৃহে আছেন জানিতেন। বেণীবাবুর গৃহে চলিলেন।

১৩

যে ভিখারী, গগনের সহিত লীলার দাসীর কথা শেষ হইলে দাসীকে ভয় দেখাইয়া গগনের বিরুদ্ধাচরণ করিতে বলে, সে ভিখারী নয়—ছদ্মবেশী রাধু। সেই সন্ধান করিত—গগন কি করিয়া বেড়ায়। দাসীকে রাধুই উপদেশ দিয়াছিল, যেন গগনকে সে চোর বলিয়া গ্রেপ্তার করাইয়া দেয়। দ্বিপ্রহরে এই ঘটনা হইয়াছে, রাধু বেণীবাবুকে এই সংবাদ দিতে যায়, বেণীবাবু গৃহে ছিলেন না, পত্র লিখিয়া আসে। বৈকালে পত্র পাইয়া, বেণীবাবু মহা উদ্বিগ্ন; লীলার দরোয়ানেরা বেণীবাবুর বিশেষ সম্মান করিত; অর্থ দিয়া বেণীবাবু তাহাদের বলিয়া আসেন যে, আজ যদি শান্তি ঝি তাহার ভাইকে বাড়ীতে আনে, কদাচ প্রবেশ করিতে না দেয়। দারোয়ানও শান্তি ঝিকে বলে, "আজ তোমরা ভাইকে মৎ আনো, ঘুসনে নেই দেগা।" দাসী সেই জন্য স্ত্রীবেশে গগনকে লইয়া আসিয়াছিল। তাহার পর যখন বেণাবাবু মারামারির কথা শুনিলেন, তাঁহার বড়ই উদ্বেগ জন্মাইল; মহা অনিষ্ট হইয়াছে, তাঁহার আত্ম-তিরস্কার আসিল। কেন তিনি রাধুকে নিযুক্ত করিয়াছিলেন। গগনের ষড়যন্ত্র লীলাকে প্রথমেই স্পষ্ট করিয়া জানাইয়া দিলেই হইত। কিন্তু রাধু ব্যতীত কে তাহাকে ষড়যন্ত্রের সন্ধান দিত! যাহা হউক, যাহা হইবার হইয়াছে,—তাঁহার দিবারাত্র চিন্তা—লীলাকে কিরূপে নিরাপদ করিবেন। কিছুই স্থির করিতে পারেন না। রাধু আসে যায়, রাধু এক মিথ্যা সংবাদ আনিল। সংবাদ এই যে, গগনের বন্ধুরা লীলার নামে নালিস করিবে যে, লীলা গগনকে দরোয়ান দিয়া নির্দ্দয় করিয়া মারিয়া ফেলিয়া রাখিয়াছে। বেণীবাবু বুঝিলেন, সংবাদ মিথ্যা। রাধুকে বলিলেন, 'রাধু, তুমি যাও, তোমায় নিযুক্ত করিয়াছিলাম, সে আমার বুদ্ধিভ্রম। বুঝিতে পারিয়াছ, কুটীল পথাবলম্বনে কখনও কাহারও শ্রেয়ঃ-লাভ হয় না। তুমি যাও, আমার সহিত সাক্ষাৎ করিও না। তোমার পুরস্কার আমি তোমার বাসায় পাঠাইয়া দিব।"

রাধু চলিয়া গেল, পূর্ব্ব হইতেই বুঝিয়াছে যে লোকাপবাদ সত্য, বেণী লীলার জন্য মরে। বেণীর নিকট বেশ দুই পয়সা আদায় হইতেছিল, তাহা তো বন্ধ হইয়া গেল। এখন কি উপায়! ভাবিতে ভাবিতে রাধু চলিল।

বেণীবাবু গাঢ় চিন্তায় নিমগ্ন, এমন সময় উন্মাদিনীর [illegible] লীলা তথায় উপস্থিত। লীলা বলিতে আরম্ভ করিলেন, "আমা[illegible]পিতা তোমায় পুত্রের ন্যায় জ্ঞান করিতেন। তুমি বক্ষে হস্ত দিয়া কি বলিতে পারো—তুমি পুত্রের কার্য্য করিয়াছ?"

বেণীবাবু বলিলেন, "হইতে পারে, আমি অনেক সময় ভ্রান্ত হইয়াছি, কিন্তু যাহাতে তোমার মঙ্গল আমার অনুমান হইয়াছিল, তাহা আমি প্রাণপণ চেষ্টায় করিয়াছি।"

লীলা। প্রাণপণ চেষ্টায় করিয়াছ? আমি অবলা স্ত্রীলোক, কুবুদ্ধিবশতঃ যুবাবৃন্দকে প্রতারিত করিবার জন্য, তাহাদের হৃদয়ে ব্যথা দিবার জন্য, কুলনারীর অনুপযুক্ত কার্য্য করিয়া হাব-ভাব দেখাইতাম। যদি তুমি আমার ভাই হইতে, তাহা হইলে কি সহ্য করিতে? আমি কুলাঙ্গনা, কুলাঙ্গনার আচারে থাকিলে আমার কি বিপদ ঘটিত? তোমারই বা কেন প্রাণপণে আমার মঙ্গল সাধন করিতে হইবে; এ কথার তুমি কি উত্তর দাও? তুমি কি আমার পিতার শেষ অনুরোধ রক্ষা করিয়াছ?

বেণী। আপনি যে কথা বলিয়াছেন, সে কথা সত্য। আপনার ভাই হইলে আমি অবশ্যই আপনাকে নিবারণ করিতে চেষ্টা করিতাম। কিন্তু আমি ভাই নই,—স্মরণ করিয়া দেখুন, আমি যত স্নেহ দেখাইয়াছি, আপনি স্নেহ না বুঝিয়া অন্য যুবার সহিত যেরূপ আচরণ করিতেন, সেই-রূপ করিয়াছেন। অন্য যুবারা যেরূপ আপনার সহিত প্রেম-প্রস্তাব করিত, সেইরূপ প্রেম-প্রস্তাব করিবার সাবকাশ আমায় দিতেন। কিন্তু আমি যতদূর বুঝাইয়া বলিতে পারি—বলিতাম যে আপনার সহিত এরূপ একত্রে থাকা আমার পক্ষে ভাল নয়। তাহাতে আপনারও বুঝা উচিত ছিল যে, আপনারও ওরূপ করা ভাল নয়। আমায় তিরস্কার করিয়া এইমাত্র বলিলেন যে, আমি বক্ষে হস্ত-প্রদান করিয়া বলিতে পারি কি যে, আমি আপনার পিতার আজ্ঞা পালন করিয়াছি? আপনিও বক্ষে হস্তপ্রদান করিয়া বলুন যে, আমি যদি নিবারণ করিতাম, আপনি শুনিতেন কি?

বেণীবাবু নীরব হইলেন। লীলাও নীরবে বাড়ী ফিরিলেন।

গৃহে প্রত্যাগমন করিয়া লীলার প্রথম কার্য্য বেশভূষা পরিত্যাগ করা। ভাবিয়াছিলেন—দীর্ঘ কেশ কাটিয়া ফেলি-বেন, কিন্তু শুনিয়াছিলেন, তাহাতে স্বামীর অকল্যাণ হয়, কখনও সীমন্তে সিন্দূর পরেন নাই, স্বামীর মঙ্গলের জন্য, সিঁতায় সিন্দূর পরিলেন। আভরণ পরিত্যাগ করিয়া একগাছি লোহা আনিয়া হস্তে ধারণ করিলেন। ভাবিতে লাগিলেন, কোথায় সেই ব্রাহ্মণকুমার! সে [illegible] জীবিত আছে? বেণী বলিয়াছে যে, আমি যে দিন তাহার ভালবাসা বুঝিতে পারিব, সেইদিন আমায় দেখা দিবে। বেণী নিশ্চয় মিথ্যা বলিয়াছে, কিন্তু কোন্ ব্রাহ্মণকুমার আমার ঘোর বিপদে রক্ষা করিল, কে নিতাইবাবুকে ডাকিয়া দিল! নিতাইবাবু বলেন একজন ব্রাহ্মণকুমার। নিতাইবাবু কেন আমার সঙ্গে মিথ্যা কথা কহিবেন। তবে কি বেণী? না বেণী নয়। বেণী হইলে প্রকাশ করিবার কি দোষ ছিল। বেণী বলে—প্রাণপণে আমার মঙ্গল কামনা নিয়ত করে। একি ঘোর মনোদ্বন্দ্ব—কিছুই বুঝিতে পারি না, মস্তিষ্ক আচ্ছন্ন করে! যদি সে ব্রাহ্মণকুমারের দেখা পাই, তাহাকে গৃহে লইয়া আসি। সে কি আমার যত্নে ভুলিবে না! আমি কি যত্নের দ্বারা তাহার কুসংস্কার দূর করিতে পারিব না! সুরা পান করে করুক্, আমি সুরা ঢালিয়া দিব। সে পাগল, নচেৎ টাকা ছাড়িয়া যাইবে কেন? মরিয়া গিয়াছে—কিন্তু এখনও দ্বাদশবর্ষ অতীত হয় নাই, দ্বাদশবর্ষ অতীত হইলে আমি বৈধব্য আচরণ করিব। কিছুই বুঝিতে পারি না, ভাবিয়া কি উপায় হইবে! যাহা হইবার হইয়াছে, যাহা হইবার হইবে, আর ভাবিব না,—গৃহে থাকা অসম্ভব, তীর্থ-পর্য্যটনে যাই, দেখি যদি অশান্ত মন কোনরূপে শান্ত হয়। বিষয়-আশয় বন্দোবস্ত করিবার জন্য সুরো ও কালীপদকে ডাকাইয়া পাঠাইলেন।

১৪

গগনের শরীর দিন দিন সুস্থ হইতে লাগিল, কিন্তু মস্তিষ্ক-বৈকল্যের লক্ষণ দিন দিন লক্ষিত হইল। লীলা তাহার চিকিৎসার বন্দোবস্ত করিয়া তীর্থভ্রমণে গিয়াছেন। নিত্য নিতাইবাবু আসেন ও উপযুক্ত ব্যবস্থা করেন, কিন্তু বিকল মস্তিষ্কের উপশম না হইয়া উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। একদিন গভীরা রজনী[illegible] চারুবালা [illegible] শুশ্রূষায় নিযুক্ত আছে[illegible]গন বলিল, "চারুবালা, [illegible] [illegible]কারাগার হইতে উদ্ধার করো। ইহারা ষড়যন্ত্র করিয়াছে, আমায় চিরকারারুদ্ধ রাখিবে। বুঝিতেছ না, ঔষধ দিয়া পা[illegible] করিবার জন্য নিত্য ডাক্তার আসে। গগন যাহা [illegible] চারুবালার তাহা ধ্রুব-জ্ঞান। দাস-দাসীরা সকলে নিদ্রা[illegible] কর্ত্রীর অনুপস্থিতিতে গৃহের অবস্থা বিশৃঙ্খল, দারোয়া[illegible]

অসতর্ক... চারুবালা গগনকে লইয়া উদ্যানের বাহিরে আসিল। একজন দরোয়ান নিদ্রাবস্থায় বলিল,—"কোন্ হায়?" চারুবালা বলিল "আমি"। উহাতে দরোয়ান আবার নাক ডাকাইয়া দিল।

উদ্যানের বাহিরে আসিয়া বিকৃত মস্তিষ্ক গগন ভাবিল, লীলা বেণীর বাড়ীতে আছে; লীলার সহিত সাক্ষাৎ করিবে। তাহার এই উদ্দেশ্য চারুবালাকে বুঝিতে দেয় নাই, কোথায় যাইতেছে স্থির নাই; গগন যাইতে লাগিল, চারুবালাও পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিল।

পরদিন নিতাইবাবু আসিয়া দেখেন, রোগী নাই, কোথায় গেল—দাস-দাসীদের নিকট সন্ধান করিয়া জানিতে পারিলেন না। কথা প্রচার হইল, গগন নিরুদ্দেশ। দুষ্ট রাধু স্থির করিল, বেণীকে জব্দ করিবার উপায় পাইয়াছে। উপেক্ষিত যুবকবৃন্দ যথায় সুরাপান করিতেছে, তথায় উপস্থিত হইয়া বলিল, "এসো, লীলাকে জব্দ করা যাউক। লীলা গগনকে খুন করিয়াছে, পুলিসে এই সংবাদ দেওয়া হউক।" মত্ততা বশতঃ সকলেই বলিল,—"ক্ষতি কি!" সতীশ নামে এক জন যুবা বলিল,—"আমিই পুলিসে খবর দিব।" যাহাতে লীলার নামে ওয়ারেণ্ট বাহির হয়, উকীলের দ্বারা তাহার তদ্বির হইল। ম্যাজিষ্ট্রেটের নিকট দরখাস্ত করায় ম্যাজিষ্ট্রেট দুই তিন দিন বিলম্ব করিয়া ওয়ারেণ্ট দিতে বাধ্য হইলেন, কিন্তু এই আবেদনের কথা বেণীবাবুর নিকট সংবাদ পাঠাইলেন।

লীলা তীর্থভ্রমণ করিতেছেন। প্রত্যেক তীর্থে দীনদরিদ্রের সাহায্যার্থ আশ্রম করিয়া দিবার কল্পনা করিলেন, কিন্তু দেখেন যে, তথায় বেণীবাবু একটী ক্ষুদ্র আশ্রম করিয়াছেন,—যথায় কোন জনহিতকর কার্য্য, সেই স্থানেই বেণীবাবুর নাম। ইহাতে বেণীবাবুর উপর লীলার বিরক্তি দ্বিগুণ বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। লীলা ভাবেন—যেখানে যাই, সেইখানেই বেণীর নাম, সেইখানেই বেণীর সুখ্যাতি। প্রয়াগে পাণ্ডার বাড়ী লীলা বসিয়া আছেন, লীলা একদিকে পুলিস ইন্‌স্পেক্টার ও অপরদিক্ হইতে বেণী উপস্থিত। ইন্‌স্পেক্টার লীলাকে ওয়ারেণ্ট ধরাইতে যাইতেছেন, এমন সময় কালীপদ গগনকে লইয়া তথায় আসিল। ইন্‌স্পেক্টার বাঙ্গালী, কলিকাতায় থাকিতেন, গগনকে চিনিতেন। তথাচ বেণীবাবু বলিলেন, "ইন্‌স্পেক্টার সাহেব, মিথ্যা করিয়া শত্রুরা এই কুলস্ত্রীর নামে ওয়ারেণ্ট বাহির করিয়াছে। ইনিই গগনবাবু। ওয়ারেণ্ট ধরাইবার জন্য সতীশ তথায় গোপনে ছিল, হঠাৎ তাহার মনোরথ বিফল হইবার উপক্রম দেখিয়া সে বলিল, "ইন্‌স্পেক্টার, তুমি আসামীকে ধরো, এ গগন নয়।" গগন চীৎকার করিয়া উঠিল, "সতীশ, কেন মিথ্যা বলিতেছ? আমি সেই গগন। এই মনোমোহিনী রাক্ষসী আমায় পাগল করিয়াছে, আমি উহারই তত্ত্বে দেশে দেশে ঘুরিয়া বেড়াই, আমি উহাকে দেখিব বলিয়া হেথায় আসিয়াছি।" সতীশ তখনও বলে—"ধরো, সমস্ত বেণী সাজাইয়া আনিয়াছে।" এমন সময় একজন সোয়ার আসিয়া ইন্‌স্পেক্টার সাহেবের হাতে একখানি চিঠি দিল,—ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব লিখিতেছেন,—তিনি তারের দ্বারা সংবাদ পাইয়াছেন—অভিযোগ সমস্ত মিথ্যা, কুলকামিনীর না অপমান হয়। সতীশ দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া চলিয়া গেল। হঠাৎ চারুবালা আসিয়া গগনের হাত ধরিয়া টানিয়া লইয়া চলিল, তাহারও উন্মাদিনীর বেশ। অঙ্গে অলঙ্কার ছিল, তাহা বেচিয়া পথে গগনকে খাওয়াইয়াছে। এখন রুক্ষকেশা মলিনবেশা পাগলিনী। গগন যাইতে চাহে না, জোর করিয়া টানিয়া লইয়া চলিল। লীলাকেও যারপর নাই গালিগালাজ করিল। কালীপদ ও বেণীবাবু ব্যতীত সকলে চলিয়া গেল,—বেণীবাবুও চলিয়া যাইতেছেন, লীলা বলিলেন,—"বেণীবাবু, দাঁড়ান। শোন'—দোষ তোমার কি আমার—এ কথা আমি বলিতেছি না। কিন্তু এখন আমার আত্মঘাতিনী হওয়া ব্যতীত আর শান্তি নাই।" বেণীবাবু চলিয়া গেলেন।

লীলা মির্জ্জাপুরে বিন্ধ্যবাসিনীর এক পাণ্ডার নিকট প্রতিশ্রুত ছিলেন যে, তিনি বিন্ধ্যবাসিনী-দর্শনে যাইবেন। কালীপদকে বলিতে লাগিলেন, "তুমি আমার আশীর্ব্বাদ গ্রহণ করো, সুরোকে আমার আশীর্ব্বাদ দিবে। সুরোকে বলিবে, আমি অতি অভাগিনী—আমাকে যেন সে কখনও কখনও মনে করে।" কালীপদ মিনতি করিয়া বলিল, "আপনি আমার সঙ্গে বাড়ী চলুন, সে (অর্থাৎ সুরো) দেখিবার দেখিবার জন্য, বড়ই ব্যাকুল।" লীলা বলিলেন, "আমি বিন্ধ্যবাসিনী-দর্শনে যাইব।" লীলা তখনই বিন্ধ্যবাসিনী-দর্শনে যাইবার উদ্যোগ করিলেন।

বিন্ধ্যবাসিনী-দর্শন করিয়া লীলা পাণ্ডাকে বিদায় দিলেন।

পাণ্ডা বলিল "এসো মা, আমার বাসায়।" লীলা বলিলেন, "তুমি যাও, আমি পাহাড়ে একবার বেড়াইব।" পাণ্ডা আরও কিছু পাইবার আশায় সঙ্গে থাকিবার ইচ্ছা করিয়াছিল, কিন্তু লীলা বিরক্ত হওয়ায় পাণ্ডা নিজ কার্য্যে চলিয়া গেল। যাইবার সময় বলিল, "সাবধানে চলিবেন, মাঝে মাঝে ঝরণা বাহির হইয়াছে, তথায় পড়িয়া গেলে নিস্তার নাই, সম্প্রতি একজন মারা পড়িয়াছিল।" লীলা বলিলেন, "যান, চিন্তা করিবেন না।"

ক্রমে সন্ধ্যার ছায়া আসিয়া পড়িতে লাগিল, পাহাড় উচ্চ নয়, প্রশস্ত দীঘির পাড়ের মতন দেখায়—বহু দূর চলিয়া গিয়াছে। লীলা ধীরে ধীরে পাহাড়ে উঠিতে লাগিলেন, তাঁহার মনে মনে কল্পনা, তিনি পাহাড় হইতে পড়িয়া প্রাণত্যাগ করিবেন, কিন্তু কেহ না তাহার মৃতদেহ দেখে। পাহাড় তো বহুদূর চলিয়া গিয়াছে, এমন কোনও স্থান যথায় জনাগম নাই, তথা হইতে গভীর রাত্রে গড়াইয়া পড়িব। যেথান হইতে ঝরণা নির্গত হইতেছে, সেই স্থানে পড়িবেন স্থির করিয়া যাইতেছেন, এমন সময়ে পশ্চাতে পদশব্দ শুনিলেন। জ্যোৎস্না রাত্রি, ফিরিয়া দেখেন, মলিনবেশী কে এক ব্যক্তি আসিতেছে। ক্রমে সে নিকটে আসিল; জিজ্ঞাসা করিলেন—"কে তুমি?" ক্ষাকা ক্ষাকা স্বরে উত্তর শুনিলেন,—"আমি সেই উমাচরণ, তোমার সঙ্গে আমার বে হ'য়েছিল।"

লীলা। তুমি হেথায় কেন?

উমা। তোমার সঙ্গে ম'র্‌বো ব'লে।

লীলা। আমার সঙ্গে ম'র্‌বে কি?

উমা। তুমি যে ম'র্‌তে এসেছ, আমি তোমার সঙ্গে ম'র্‌বো।

লীলা। যদি ম'র্‌তেই এসে থাকি, তুমি আমার সঙ্গে ম'র্‌বে কেন?

উমা। আমি যে তোমায় ভালবাসি।

লীলা। তুমি আমায় ভালবাস? তবে আমার কাছে এসো নাই কেন?

উমা। তুমি যে আমায় ঘেন্না ক'র্‌বে।

লীলা। তোমায় ঘৃণা করিব কি[illegible] জানিলে?

উমা। তুমি যে সকল পুরুষ মানুষকে ঘেন্না করো, তুমি যে মনে করো, পুরুষ মানুষের ভালবাসা নাই।

লীলা। তুমিই কি আমায় [illegible] উদ্যানে [illegible] উদ্ধার করিয়াছিলে?

উমা। হ্যাঁ।

লীলা। তুমি ঐরূপ সঙ্কটে আমায় উদ্ধার করিয়া আমার নিকট আইস নাই কেন?

উমা। কেন আসি নাই জান?—বেণী জানে।

লীলা। কি জানে?

উমা। আমি তোমায় কত ভালবাসি। পুলিসে খবর দিয়েছিলুম, তাতে তুমি কি জান্‌বে—আমি তোমায় কত ভালবাসি। এখন তোমার সঙ্গে ম'র্‌তে এসেছি, এখন তুমি হয় তো বুঝবে, আমি কত ভালবাসি।

লীলা। কে তুমি?

উমা। কে আমি, এতদিনে তুমি চেনো নাই!

লীলা। কেমন ক'রে চিন্‌বো, আমি তো তোমার কিছুই পরিচয় জানি না।

উমা। সম্পূর্ণ জানো, দেখ আমি কে?

আর সে ক্ষাকা কথা নাই, মস্তক হইতে পরচুলা ও দাড়ী ফেলিয়া দিল। লীলা দেখিলেন—দেবমূর্ত্তি বেণীবাবু তাহার সম্মুখে। লীলার মস্তক ঘুরিয়া গেল, টলিয়া পড়েন—বেণীবাবু আলিঙ্গন করিলেন। লীলা বেণীমাধবের স্কন্ধে মস্তক রাখিয়া নয়নজলে তাঁহার গাত্র সিক্ত করিয়া কহিতে লাগিলেন,—"কেন তুমি আমায় এত দুঃখ দিয়াছ? আমি তোমার ভালবাসা বুঝিব না—এই তোমার আশঙ্কা? কিন্তু তুমিই আমার ভালবাসা বোঝ নাই। যেদিন প্রভাতে তুমি আমার উদ্যানে আইস, তাহার আগের রাত্রি আমি তোমার ধ্যানে কাটাইয়াছিলাম, একবারও নিদ্রা যাই নাই। পিতামাতার নিকট বিরোধী প্রতিজ্ঞায় আবদ্ধ, সে কথা তোমায় কাতর হইয়া জানাই। আমি তোমার ভালবাসার প্রত্যাশী হইয়া তোমায় অন্তরের কথা বলি, তুমি নিষ্ঠুর উত্তর দিলে। মিথ্যা বলিয়া বুঝাইলে—স্ত্রীলোকের উপর তোমার ঘৃণা। তখন কেন তু[illegible]য় আমার পিতার [illegible] [illegible]ম আমায় বলিলে না—যে তুমি আমারি ভালবাসা বুঝিয়াছ, কিন্তু ইহাও বুঝিলাম—পুরুষের ভালবাসা স্ত্রীলোকের ভালবাসা হইতে স্বতন্ত্র, আমি কঠিন হইবার চেষ্টা করিয়াছিলাম, কিন্তু তোমার মত কঠিন হওয়া রমণীর সাধ্য নয়।" বেণীবাবু বলিলেন,—"আমায় মার্জ্জনা করো।"

চন্দ্র ... শোভিত ... গগনতলে মুখে মুখে নীরবে লীলা মার্জ্জনা জানাইলেন।

উপসংহার

কয়েক দিন পরে মাধবের বাগানে ধুম পড়িয়া গিয়াছে, সুরো কালীপদর গালে ঠোনা মারিয়া বলিল—"বোকারাম, ব্রাহ্মণকুমার কে চিনিলে কি? আর যদি তুমি আমার সঙ্গে কোন বিষয় লইয়া তর্ক করো, আমি তোমার নাক মলিয়া দিব।" কালীপদ বলিল, "নাকমলা, কাণ মলা উভয়ই আমি আপনার হাতে খাইয়াছি।"

মহা ধুমধাম চলিতেছে,—মাধবের সোণার রাধা আসিয়াছে। রাধা প্রতিষ্ঠা হইবে, বাগানের নাম আর 'মাধবের' বাগান নয়—"রাধা-মাধবের" বাগান। মন্দিরের সিঁড়ির নিচে একখানি শ্বেত প্রস্তরে খোদিত লীলার নাম। লীলার অনুরোধে প্রস্তরখানি সিঁড়ির নিচে স্থাপিত। লীলা বলেন,—"আমি যে আচারভ্রষ্টা হইয়াছিলাম, তাহার অন্য প্রায়শ্চিত্ত নাই, হিন্দু কুলকামিনীরা সেই প্রস্তর মাড়াইয়া "রাধামাধব" দর্শন করিবে, তাহাতে "রাধামাধব" আমায় মার্জ্জনা করিবেন!"

সমাপ্ত।

অপ্রকাশিত নাটক

["গিরিশচন্দ্র"—প্রণেতা শ্রীযুক্ত অবিনাশচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় কর্ত্তৃক সংরক্ষিত এবং "রূপ ও রঙ্গ" সাপ্তাহিক পত্রে (শনিবার, ১১ই মাঘ, ১৩৩১ সাল) প্রথম প্রকাশিত]

প্রথম দৃশ্য

শিব-মন্দির

রঘুনাথ ও বাদল

বাদল। বাবাঠাকুর, অত ভাব্‌ছ কেন?

রঘুনাথ। আরে পাগল—তোর কি বল্, নেচে কুঁদে বেড়াচ্ছিস, সর্ব্বনাশ উপস্থিত!

বাদল। কিসের সর্ব্বনাশ বাবাঠাকুর? তুমি কিছু ভেবো না, ভেবো না,—বাবা আমায় স্বপ্ন দিয়েছেন—কিছু হবে না।

রঘুনাথ। হাঁরে, তোরে একশ'দিন বারণ ক'রে দিয়েছি, বাবার কাছে মিথ্যে কথা ক'সনে।

বাদল। মিছে কথা কি বাবাঠাকুর? আমি সব ঠিক ক'রে দিচ্ছি, দেখ না।

রঘুনাথ। ঠিক ক'র্‌বি কিরে—কি হ'য়েছে জানিস?

বাদল। জানি—জানি—গৌড়ের রাজা আর মগধের রাজা ঝগড়া ক'রেছেন। এ রাজা বলেন—আমার পূজা আগে হবে, ও রাজা বলেন,—আমার পূজা আগে হ'বে। তুমি সেদিন মাকে চুপি-চুপি ব'লছিলে, আমি খেতে খেতে সব শুনেছি।

রঘুনাথ। তবে তুই ঠিক ক'র্‌বি কিরে? তোর হাতে কি?

বাদল। আলতা,—নইলে রক্ত তুল[illegible]?

রঘুনাথ। রক্ত তুল্‌বি কিরে? [illegible]

বাদল। তুমি ভেবো না—ভেবো না, বাবার কৃপায় আমি সব ঠিক ক'রে দেবো।

রঘুনাথ। আর ঠিক ক'র্‌বি! এই—এই গৌড়েশ্বরের ডঙ্কা প'ড়লো, বোধ হয় তিনি স্বয়ং আস্‌ছেন।

[বাদলের প্রস্থান।

আহা ছেলেমানুষ, আমায় সাহস দিচ্ছিল, রাজা আস্‌ছে শুনে ভয় পেয়ে স'রে গেল। তা দেবদেবের মনে যা আছে হবে। উভয়েই তুল্যবল রাজা, এ রক্তস্রোত ব্যতীত মিট্‌বে না—আর বাবারও পূজার ব্যাঘাত হ'লো—তা বাবা, দাসের অপরাধ নিয়ো না। আমি বনের ভেতর তোমায় স্থাপিত ক'রেছিলুম, তোমার প্রসাদেই মন্দির হ'য়েছে, তোমার প্রসাদেই নাট-মন্দির, তোমার প্রসাদেই পুষ্পোদ্যান, তোমার প্রসাদেই জলাশয়, তোমার প্রসাদেই সম্পত্তি! তা ইচ্ছাময়, তুমিই হরণ ক'র্‌বে—কে প্রতিরোধ ক'র্‌বে?

(গৌড়-রাজ্যেশ্বর শালিবাহন এবং তাঁহার মন্ত্রীর প্রবেশ)

আস্‌তে আজ্ঞা হোক—আস্‌তে আজ্ঞা হোক।

শালিবাহন। শোন ব্রাহ্মণ, তোমার অভিপ্রায় কি শুনি। কাল চতুর্দ্দশী, আমাদের রাজ-সংসার হ'তে পূজা আস্‌বে, শুন্‌ছি মহারাজ মগধ-ঈশ্বরও পূজা পাঠাবেন, তোমার মন্দির আমার অধিকারস্থ, তিনি অন্যায় পূর্ব্বক বলেন, তাঁর অধিকারস্থ;—ন্যায় অনুসারে আমার পূজা অগ্রে হওয়া উচিত, তিনি দম্ভ করেন, অগ্রে পূজা দেবেন।

রঘুনাথ। মহারাজ, আমি পূজক [illegible]—আপনারা [illegible] প্রবল-প্রতাপশালী নরপ[illegible] গরীব ব্রাহ্মণের মিনতি, য[illegible] উপস্থিত হয়, উভয় পক্ষেই বলহানি হবে, রাজ্যলোলুপ শকেরা সুযোগপ্রয়াসী, তারা এই গৃহ-বিবাদে সুযোগ প্রাপ্ত হবে।

মন্ত্রী। তোমার অত উপদেশের প্রয়োজন নাই, তুমি কার পূজা অগ্রে ক'র্‌বে?

(বাদলের প্রবেশ)।

বাদল। ঠাকুর, রক্ষা করো—রক্ষা করো। (মন্দির-সম্মুখে পতন ও ভয়-প্রাপ্তির ভাণে) হুঁ—বেটা কে তোরে রক্ষা ক'র্‌বে ? আমি ব্রাহ্মণ-বেশে তোরে নিষেধ ক'রেছি যে মগধ-রাজকুমার ও গৌড়-রাজকুমারী মালা বদল ক'রে গন্ধর্ব্ব বিবাহ ক'চ্চে, সেই রাজকুমারের ঔরসে রাজকুমারীর গর্ভে দেবীর বরপুত্র জন্ম গ্রহণ ক'রবেন, সেই বরপুত্রের বাহুবলে ভারতবর্ষ হ'তে শক দূরীকৃত হবে। তোর হীনদৃষ্টিতে সেই পবিত্র-সম্মিলন দর্শন ক'রেছিস্। আজ আবার তোরে বালক দেখে, দয়াপ্রযুক্ত বাবার নিকট মার্জ্জনা চাইতে ব'লেছি, তাও তুই উপেক্ষা ক'রেছিস। আমার কোপে তোর আর নিস্তার নাই। তোর মুখ দে রক্ত তুলে মার্‌বো। আমি ভৈরব মানি না।

রঘুনাথ। বাবা রক্ষা করো—বাবা রক্ষা করো।

বাদল। এত বড় স্পর্দ্ধা!—খবরদার, আর অমন কাজ করিস নে, ব্রাহ্মণ বাবার সেবক—তারই প্রার্থনায় তোর মার্জ্জনা হ'লো। খবরদার আর এ কাজ করিসনে। (যেন প্রকৃতিস্থ হইয়া) বাবাঠাকুর রক্ষা করো—বাবাঠাকুর রক্ষা করো।

শালি। মন্ত্রি, এ কি ব'ল্লে ?

মন্ত্রী। আজ্ঞে মহারাজ, এ কিছুই তো বুঝ্‌তে পাচ্ছিনে! ব'ল্লে—মগধ-রাজকুমারের সঙ্গে আমাদের রাজকুমারীর গন্ধর্ব্ব বিবাহ হ'য়েছে ; ওকে সে স্থানে থাক্‌তে, কে এক ব্রাহ্মণ-বেশী নিষেধ ক'রেছিল, ও নিষেধ শোনে নাই, সেই অপরাধে ওর শাস্তি।

শালি। ব'ল্লে না, আমার কুমারীর পুত্রের দ্বারা শক ভারতবর্ষ থেকে দূরীকৃত হবে ?

মন্ত্রী। আজ্ঞে মহারাজ, সেইরূপই শুন্‌লুম।

শালি। অ্যাঁ—একি ? এতো কিছুই বুঝ্‌ছি নে!

মন্ত্রী। ও বা[illegible] ও বাপু, স্থির হও! তুমি কি দেখেছ ?

বাদল। আজ্ঞে না [illegible] কিছুই দেখিনি ম'শায়—দোহাই ম'শায়! একটা কে আমার [illegible]ছিল ম[illegible]

শালি। শোন—শোন—তোমার ভয় নাই—তুমি স্থির হও। আমি রাজা, আমি মহাদেবের সম্মুখে সত্য কচ্ছি,—তুমি স্বরূপ বল—তোমার কোন চিন্তা নাই। তুমি কি দেখেছ ?

বাদল। আজ্ঞে—দেখেছি।

শালি। হাঁ—দেখেছ। কি দেখেছ—বল না ?

বাদল। আজ্ঞে, এ ওর গলায় মালা—ও ওর গলায় মালা দিলে।

শালি। কার গলায় কে মালা দিলে ?

বাদল। আজ্ঞে ঝম্ ঝম্ ক'রে কে দু'টি মেয়ে ক'দিন পূজো দিতে আস্‌ছে, তার ভেতর যে নীল কাপড় পরা, সেই দিলে।

শালি। কার গলায় মালা দিলে ?

বাদল। আজ্ঞে দিলে।

মন্ত্রী। হ্যাঁ, কার গলায় দিলে ?

বাদল। ঐ যে দু'জন পূজো দিতো এসেছিল, তারা বাবার ফুলবাগানে বেড়াতে এসেছিল। তার এক জনের গলায় মালা দিলে।

মন্ত্রী। আর একজন কি ক'র্‌লে ?

বাদল। ঐ আর একটা মেয়েকে নিয়ে ফুলবাগানের দিকে চলে গেল।

মন্ত্রী। তারা কি ক'র্‌লে ?

বাদল। আজ্ঞে দেখি নাই।

শালি। তোমায় দেখ্‌তে কে নিষেধ ক'রেছিল ?

বাদল। এই এমন-এমন জটা, এমন গোছা পৈতে, লাল চেলির কাপড় পরা, কপালে রক্তচন্দনের ডোরা, রুদ্রাক্ষের মালা গলায়,—ব'ল্লে "ওদিকে যাস্‌নি—যাস্‌নি।"

শালি। তাকে আর কখনো দেখেছ ?

বাদল। আজ্ঞে, আজ আমায় ব'ল্‌ছিল—"বাবার কাছে অপরাধ মার্জ্জনা চাও ; আমি বল্লুম,—"বাবার কাছে কি ক'রেছি যে অপরাধ মার্জ্জনা চাইবো ?" এই আমায় তেড়ে এল।

শালি। মন্ত্রি, বিশেষ রহস্য আছে, বিশেষ রহস্য আছে।

মন্ত্রী। আজ্ঞে মহারাজ, দাসের কিছুই অনুধাবন হ'চ্চে না। (বাদলের প্রতি) আচ্ছা মালা বদল ক'রলে, উভয়ে কিছু বলাবলি ক'রলে ?

[illegible] ব'লেছিল।

মন্ত্রী। কি [illegible]ল ?

বাদল। সেই মেয়েটী ব'ল্লে,—"যদি প্রকাশ করো তো আমি লজ্জায় জলে ডুবে ম'র্‌বো।"

মন্ত্রী। পুরুষটা কি ব'ল্লে?

বাদল। ব'ল্লে—"আমার জীবন থাক্‌তে নয়। তবে মহারাজ আমার জন্য তোমায় প্রার্থনা ক'রলে এবং তোমার পিতা সম্মত হ'লে প্রকাশ্য বিবাহের পর, প্রকাশ হয়—হবে।"

শালি। না, কিছুই বুঝ্‌তে পাল্লুম না। কথাটা সত্য। ক'দিন আমার কন্যা তার সখীর সহিত জেদ ক'রে পূজা দিতে আস্‌ছে। চল, যদি সত্য হয়, তা'হলে ব্রাহ্মণ, আমাদের বিবাদ নাই।

[শালিবাহন ও মন্ত্রীর প্রস্থান।

বাদল। ও বাবাঠাকুর, তুমি আমার কাছে ব'সো বাবা ঠাকুর, আমার ভয় ক'চ্চে বাবাঠাকুর! (নেপথ্যে ডঙ্কাধ্বনি শুনিয়া) আর কি বাবাঠাকুর, তোমার তো সব আপদ-বালাই কেটে গেল? ঐ সব চলে গেল।

রঘুনাথ। ওরে, তুই কি কল্লি?

বাদল। মিছে কথা ব'ল্লুম। আর আল্‌তার লুটি মুখে রেখে মুখ দে রক্ত তুল্‌লুম।

রঘুনাথ। সর্ব্বনাশ ক'র্‌লি—সর্ব্বনাশ ক'র্‌লি। দুই রাজার কোপে প'ড়লি, তোর প্রাণ রক্ষা আমি কি ক'রে ক'রবো!

বাদল। বাবাঠাকুর, তুমি পায়ের ধুলো দাও, বাবা আমায় রক্ষে ক'র্‌বে, তুমি ভেবো না।

(মগধরাজ্যেশ্বরের নিকট হইতে জনৈক ব্রাহ্মণ-দূতের প্রবেশ)

রঘুনাথ। ম'শায়, আপনি কে?

ব্রাহ্মণ-দূত। তোমার বরাত ফিরে গেল—তোমার বরাত ফিরে গেল!—মগধ-রাজ তোমার মন্দির সোণায় মুড়িয়ে দেবে। বাবা, আমি সংবাদ দিলুম, হাত ঝাড়া যেন কিছু পাই। ওঃ তুমি কি ভাগ্যবান, তোমার এই মন্দিরে মগধ-রাজকুমার ও গৌড়-রাজকুমারীর গন্ধর্ব্ব বিবাহ হ'য়েছে।

বাদল। কেমন বাবাঠাকুর, বল্লুম তো বাবাঠাকুর—

রঘুনাথ। আরে চুপ কর বেটা,—

ব্রাহ্মণ-দূত। কুমারের বিবাহ ক'র্‌তে ইচ্ছা ছিল না। মগধরাজ তাতে ক্রুদ্ধ হ'য়েছিলেন, একমাত্র কুমার, বিবা[illegible] ক'র্‌বে না! রাজকুমার পিতাকে [illegible]রে এসেছিলেন যে ভ্রমণ করে এসে, যেরূপ হয় [illegible]র্‌বো। ভ্রমণ ক'র্‌তে এসে—হাঃ হাঃ হাঃ! দেখ' ভায়া, আমার বখ্‌রা যেন কিছু থাকে, আমি রাজদর্শনে চ'ল্লেম।

রঘুনাথ। যে আজ্ঞে—যে আজ্ঞে—নমস্কার।

[ব্রাহ্মণ-দূতের প্রস্থান।

হাঁরে, এ আবার কি?

বাদল। দেখনা বাবাঠাকুর, বাবা সব জোট-পাট ক'র্‌বে।

রঘুনাথ। কি তোর কথাটা শুনি?

বাদল। কথাটা আর কি বাবাঠাকুর, মগধ-রাজকুমার আর তার বন্ধু এদেশে বেড়াতে এসেছে, ঐ যে যারা বলে আমরা সদাগর, মাঝে মাঝে বাবার ফুল-বাগানে বেড়াতে আসে। ওরা সদাগর নয়। একজন মগধরাজকুমার, একজন তার বন্ধু।

রঘুনাথ। তুই কি ক'রে জ'ান্‌লি?

বাদল। বাবাজি ব'ল্‌লে—'সদাগর',—আর ধুমধাম ক'রে পূজো দিলে আর দক্ষিণে দিলে হাজার মোহর। ও পূজো, দক্ষিণে, পিঁপড়ে-টেপা সদাগর তো সদাগর, সদাগরের বাবাও পারে না। পাথরের আসনে ব'সে দু'জনে কথা কইতে লাগলো, আমি ফুল-গাছের আড়াল থেকে সব শুন্‌তে লাগলুম। ঐযে কুমারের বন্ধু, যে দিন তার বে হবে, সে দিন তার বাপ মরে, আর ক'নের মা-ও সেদিন মরে। তাই তাদের বে হ'লো না, সেই ক'নের বাপ সেই ক'নেকে তার আর তার একটা ছোট ছেলেকে নিয়ে কোথায় চ'লে গেল! আমি ঠিক বুঝ্‌লুম—মগধ রাজকুমার আর তার বন্ধু।

(শালিবাহনের পুনঃ প্রবেশ)

শালি। কোথায় সেই বালক—কোথায় সেই বালক?

রঘুনাথ। এই সর্ব্বনাশ ক'র্‌লে!

বাদল। আজ্ঞে—এই যে আমি।

শালি। বাবা, এই তুমি আমার গলার হার নাও। ব্রাহ্মণ, মগধরাজের পূজাই তুমি আগে ক'র্‌বে। বাবার মন্দির আমি সুবর্ণ-মণ্ডিত ক'র্‌বো। ব্রাহ্মণ, আনন্দ আমার আর হৃদয়ে ধ'র্‌চে না।

[illegible]নাথ। মহারা[illegible] তবে কি সংবাদ সত্য?

শালি। ব্রাহ্মণ, মগধরাজ স্বয়ং পত্র লিখেছেন, দূ[illegible] প্রেরণ ক'রেছেন। তবে দেখ, আমি একথা ভাঙ্‌বো না। যেমন আমার কন্যা-জামাতা আমার সঙ্গে প্রতারণা ক'রেছে—আমিও তেমনি উভয়কে একটু কষ্ট দেবো। বালক ঠি[illegible] ব'লেছে,—রাজকুমার আর তার বন্ধু সদাগর বেশে এ[illegible]

ক'চ্চে। (বাদলের প্রতি) বাবা, তুমি রাজসভায় যেয়ো, অন্তঃপুরে যেয়ো, তোমার কোনস্থানে যাবার বাধা নাই. যখন যা প্রয়োজন হবে, আমায় জানাবে, তুমি আমার পুত্রতুল্য।

[শালিবাহনের প্রস্থান।

বাদল। দেখ বাবাজি, দেখ বাবাজি, তুমি ভাব্‌ছিলে, বাবা সব ঠিক ক'রেছে।

রঘুনাথ। আরে এ কি ব্যাপারটা বল্ দেখি ?

বাদল। কেন বাবাজি, তুমি এই পূজার ঝগড়া নিয়ে ভাব্‌ছ, আমি মনে মনে ঠাওরালুম, কি ফন্দি করি। যে দিন টের পেলুম যে মগধ-রাজকুমার এখানে বেড়াতে এসেছে, আর উপরি-উপরি রাজকন্যা আর তার সখী পূজো দিতে আস্‌ছে, আমি বাবার নাম ক'রে 'যা কর বাবা' ব'লে মগধ-রাজকে এক পত্র ঝেড়ে দিলুম—"রাজকুমার মালাবদল ক'রে গোপনে বিবাহ ক'রেছে, তারা শপথ ক'রেছে যে, যতদিন প্রকাশ্য বিবাহ না হয়, প্রকাশ ক'র্‌বে না। আপনি সমস্ত অবস্থা বর্ণনা ক'রে গৌড়েশ্বরকে পত্র লিখুন যে রাজকুমারের সহিত কন্যার বিবাহ দেন ; আর রাজা সম্মত হ'লেই আপনি বন্ধু-বান্ধব ল'য়ে গৌড়ে আগমন ক'র্‌বেন।" ঐ ব্রাহ্মণের কথায় বুঝ্‌লুম যে তিনি ঐরূপ পত্র লিখেছেন, আর গৌড়েশ্বরও সম্মতি দিয়েছেন, বুঝ্‌তে পার্‌লুম।

রঘুনাথ। এখন শেষরক্ষা হয় কিসে ?

বাদল। কেন ভাব্‌ছ, বাবা রক্ষা ক'র্‌বে।

রঘুনাথ। দেখ, বাবার ইচ্ছে।

[উভয়ের প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য

গৌড়—রাজ-অন্তঃপুর

গৌড়ের রাণী এবং গৌড়-রাজকুমারীর সখী অঞ্জলি।

রাণী। হ্যাঁরে, মগধ-রাজকুমারের সঙ্গে নলিনী বদল ক'রে বিবাহ ক'রেছে, তুই দেখেছিস্ ?

অঞ্জলি। চুপ কর মা, চুপ কর ;—শুন্‌লে রাগ ক'র্‌বে।

রাণী। তবে সত্যি ?

অঞ্জলি। চুপ কর গো—চুপ কর।

রাণী। তবে আমার সঙ্গে ভাঁড়াচ্চে কেন ?

অঞ্জলি। আঃ, চুপ কর গো, চুপ কর, এখনি আস্‌বে।

রাণী। কেন, আমায় ব'ল্‌তে দোষ কি ?

অঞ্জলি। ওগো স'রে যাও গো স'রে যাও—ঐ আস্‌চে। তোমায় দেখ্‌লে মনে ক'র্‌বে, আমি তোমায় কিছু ব'ল্‌চি।

রাণী। আচ্ছা আচ্ছা, আমি যাচ্চি, তুই—আমার মহলে যাস্, তুই আমার সাক্ষাতে চুপি চুপি যাস্, আমি কিছু ব'ল্‌বো না।

[রাণীর প্রস্থান।

(গৌড়-রাজকুমারী নলিনীর প্রবেশ)

নলিনী। মা বুঝি তোরে কিছু জিজ্ঞাসা ক'চ্ছিল ?

অঞ্জলি। কি জিজ্ঞাসা ক'রবে ?

নলিনী। কিছু শুনিস্ নি ?

অঞ্জলি। না।

নলিনী। একি বালাই বল দেখি ভাই !

অঞ্জলি। কি হ'য়েছে ?

নলিনী। আমি রাজকুমারকে গোপনে বিবাহ ক'রেছি।

অঞ্জলি। তা আর হ'য়েছে কি, রাস্তার লোক ধ'রে তো বে করনি।

নলিনী। ওলো না,—সত্যি ব'ল্‌ছি,—মগধরাজ বাবাকে লিখেছেন।

অঞ্জলি। তা যদি পত্রে লিখে থাকেন, তোমার এত ভাবনা কিসের ? অমন সুপুরুষ—অমন সুপাত্র আর কোথায় পাবেন ?

নলিনী। অবশ্য সুপুরুষ বটে, কিন্তু আমায় চতুরচাঁদ ব'লেছে—সে বড় লম্পট।

অঞ্জলি। তোমাদের মন্ত্রীর ছেলে ? সে বিট্‌লে, তার কথা শুনো না।

নলিনী। না না, তুমি যারে দেখতে পারো না, তার সবই মন্দ। বাবা বলেন—সে সত্যবাদী, জিতেন্দ্রিয়।

অঞ্জলি। সত্য-মিথ্যা পরীক্ষা করি এসো না। আমি আমার স্বামীকে পরীক্ষা করি, তুমি তোমার স্বামীকে পরীক্ষা কর।

নলিনী। আজ সব নূতন ঢংয়ের কথা। আমিও মালা বদল ক'রলুম, আর তোরও স্বামী মিল্‌লো দেখ্‌ছি।

অঞ্জলি। তা যদি বাবার কৃপায় মিলে থাকে ?

নলিনী। কি সব হেঁয়ালি ব'ল্‌ছিস ? তোর স্বামী কে ?

অঞ্জলি। রাজকুমারের সখা।

নলিনী। তুই যে ব'লেছিলি, তোর বে হয় নাই, তোর বে'র দিন তোর স্বামীর বাপ মারা গেল, আর তোর মা ম'রে গেল,—তোর শ্বাশুড়ী অলক্ষণা মেয়ে ব'লে তোর সঙ্গে বে দিতে চাইলে না। তোকে আর তোর ছোট ভাইটিকে কোন্ ব্রাহ্মণের বাড়ী রেখে এলো, তুইও আমার মতন রাতারাতি লোকের মুখে মালা বদল ক'রে বে ক'রেছিস্ না কি ?

অঞ্জলি। বাবা ব'লেছিলেন, যখন আমার সঙ্গে বে'র সব ঠিক হ'য়ে গেছে, তখন বিবাহ হোক আর না হোক—সেই আমার স্বামী। আমিও এতদিন সেই মূর্ত্তি ধ্যান ক'রে আস্‌ছি।

নলিনী। তারপর এতদিনে তোমার ধ্যান সফল হ'লো না কি ? তোমার স্বামী শূন্যে শূন্যে উড়ে এল না কি ?

অঞ্জলি। ঐ রাজকুমারের বন্ধু আমার স্বামী।

নলিনী। তুমি চিন্‌লে কেমন করে ?

অঞ্জলি। আমি অনেকবার তাঁকে আমাদের বাড়ীতে দেখেছি। আমার শ্বশুর আর আমার বাপ উভয়েই মগধ-রাজার পারিষদ ছিলেন। বাবা আমার স্বামীর গুণে তাঁরে ভালবাস্‌তেন, বাড়ীতে নিয়ে আস্‌তেন।

নলিনী। তোমাকে তোমার স্বামী চেনেন ?

অঞ্জলি। আমায় দু'একবার দেখে থাক্‌বেন। অনেক দিনের কথা ; বোধ হয় আমায় চেনেন না।

নলিনী। কি পরীক্ষা ক'র্‌বে শুনি ?

অঞ্জলি। মহারাজকে ব'লে চলো—আমরা আমাদের সাধের উপবনে যাই, সেইখানে তোমায় সব ব'ল্‌বো।

[উভয়ের প্রস্থান।

তৃতীয় দৃশ্য

শিব-মন্দির-সম্মুখস্থ পুষ্পোদ্যান।

(নির্ম্মল প্রসাদ ও সুরথলালের ভিন্ন দিক হইতে প্রবেশ)

সুরথ। তোমার যে ভারি ভক্তি হে ? এখানে আবার এসেছ কি ক'র্‌তে ?

নির্ম্মল। ওহে, পূজারী বামুন বেটা ত ভারী পাজী !

সুরথ। কেন বল দেখি ?

নির্ম্মল। মহারাজ পত্র লিখেছেন, যে তিনি কোন সাধু-ব্যক্তির পত্রে অবগত হ' য়েছেন, আমি এই গৌড়-রাজকুমারীর সঙ্গে মালা বদল ক'রে বিবাহ ক'রেছি, আমরা উভয়ে শপথ ক'রেছি, যতদিন প্রকাশ্য বিবাহ না হয়, ততদিন একথা প্রকাশ ক'র্‌বো না।

সুরথ। তবে আর কি ?—তোমার বরাত ফির্‌লো।

নির্ম্মল। নাও রেখে দাও—তোমার বরাত। আমি এখান থেকে সট্‌কাবো। এতে আমায় ত্যজ্য পুত্র করেন, —ক'র্‌বেন। দেখি নি, শুনি নি, জানি নি—তাকে বে ক'রতে হবে ?

সুরথ। তা পালাবে তো এখানে এলে কেন ?

নির্ম্মল। ব্যাপারটা কি জান্‌তে হবে, পুরুত বেটা রটিয়েছে কি—বাবা আমার বে দেবার জন্য কোন কৌশল ক'রেছেন।

(বাদলের প্রবেশ)

বাদল। ম'শায় ম'শায়, সহর বেড়াতে যাবেন ব'লে-ছিলেন, এক বাগান আপনাকে দেখিয়ে আনি।

নির্ম্মল। তোমাদের পূজারী কোথায় ?

বাদল। সে কোথায় বিদায় আনতে গেছে, কাল সকালে আস্‌বে।

নির্ম্মল। চল—কোথায় বেড়াতে নে যাবে।

[

কবিবর নবীনচন্দ্র

(শোক-প্রবন্ধ)

[১৩১৫ সাল, ২০শে মাঘ, মঙ্গলবার, ষ্টার থিয়েটারে নবীনচন্দ্রের শোক-সভায় পঠিত এবং পণ্ডিত সুরেশচন্দ্র সমাজপতি-সম্পাদিত উক্ত সালের মাঘ মাসের "সাহিত্যে" (১৯ ভাগ, ১০ম সংখ্যা) প্রথম প্রকাশিত]

আমার আক্ষেপ, পীড়িত হইয়া বন্দী-অবস্থায় গৃহে আবদ্ধ থাকায়, আমি নবীনচন্দ্রের শোকসভায় উপস্থিত হইতে পারিলাম না। কয়েক দিন পূর্ব্বে রামমোহন লাইব্রেরীর সভ্যগণের উদ্যোগে একটী শোকসভার অধিবেশন হইয়াছিল। তাহাতেও যোগদান করিতে বঞ্চিত হইয়াছিলাম। ইহা আমার সামান্য ক্ষোভের বিষয় নয়। নবীনচন্দ্র আমার পরম বন্ধু ছিলেন। যিনি সেই উচ্চচেতা কবির সহিত কখনও আলাপ করিবার সুযোগ পাইয়াছিলেন, তিনিই মুক্তকণ্ঠে বলিবেন যে, নবীনচন্দ্রের হৃদয় অমৃতের খনি ছিল,—সেই আলাপের দিন্ তিনি কখনও জীবনে বিস্মৃত হইবেন না।

এই মরালস্বভাব কবির চক্ষে কখনও কাহারও দোষ দৃষ্ট হইত না। তিনি রসাস্বাদী ছিলেন; রস আস্বাদন করিতেন, দোষ দেখিতে পাইতেন না। তাঁহার কবিত্বশক্তি তাঁহার ভাষাতেই কতক পরিমাণে বর্ণিত হয়,—

"সেই পিকবর-কল, উছলে যমুনা-জল,
উছলিত ব্রজে শ্যাম-বাঁশরী যেমন,—"

ভাষার ছটায় ভাব-ঘটায় নবীনচন্দ্রের কবিতা অতি উচ্চ-শ্রেণীর, সে পরিচয় দিবার যোগ্যতা ও আবশ্যকতা আমার নাই। [illegible]ও বঙ্গবাসী [illegible]হার সহিত পরিচিত, এবং ভাবুক-[illegible]গুলী অন্য তাহার পরিচয় [illegible]লে উপযুক্ত বক্তৃতায় প্রদান করিবেন,—সন্দেহ নাই। যে সময়ে নবীনচন্দ্রের [illegible] প্রথম প্রকাশিত হইল, তখন লোকে যেমন মাইকেলকে বাঙ্গালার মিল্‌টন বলিত, তেমনই নবীনচন্দ্রকে বাঙ্গালার বাইরণ নামে বর্ণনা করিত। কিন্তু আমি বলিতাম, নবীনচন্দ্র—নবীনচন্দ্র। তাঁহার ভাষা ও ভাবসমষ্টির সম্মিলন আমার অতুলনীয় জ্ঞান হইয়াছিল। সে সকল কথার উল্লেখ আমার পক্ষে নিষ্প্রয়োজন। নবীনের কাব্য বঙ্গভূমে নবীনকে চিরদিন নবীন রাখিবে। সময়ে রুচির স্রোত তরঙ্গিত হইয়া চলে। এক সময় উচ্চ তরঙ্গশিখরে নবীনের কাব্য উঠিয়াছিল; এক্ষণে অপর তরঙ্গের খেলা দেখিতে পাই; কিন্তু আবার যে সেই বৃহৎ তরঙ্গের উত্থান হইবে, তাহার আর সন্দেহ নাই। পূর্ণচন্দ্র মেঘে আচ্ছাদিত হইতে পারে, কিন্তু মেঘ স্থায়ী নয়—চন্দ্র স্থায়ী।

এই শোকসভায় নবীনচন্দ্র-বিরহে শোকার্ত্ত ব্যক্তি অনেকেই উপস্থিত আছেন। আমার ক্ষুদ্র হৃদয়ও তাঁহাদের ন্যায় শোকার্ত্ত। যে দিন নবীনচন্দ্রের সহিত আমার প্রথম আলাপ, সেই দিন হইতে তাঁহার সহিত যত দিন একত্র বসিয়াছি, প্রতিদিনই আমার স্মৃতিতে জাগরিত। তিনি যখন রেঙ্গুনে, তথা হইতে আমায় পত্র লিখিতেন; সে পত্রের মাধুর্য্য বর্ণনাতীত।* পীড়িত অবস্থায় তাহা পাঠ করিয়া কত দিন শান্তি উপভোগ করিয়াছি। আমি ভাবিতাম, যদি বৃদ্ধ বয়সে তাঁহার সহিত একত্র কালযাপন করিতে পারি, তাহা হইলে আমার বার্দ্ধক্য সুখে অতিবাহিত হইবে। আমার এই মনের সাধ পত্রের দ্বারা তাঁহাকে জানাইয়াছিলাম। তৎপূর্ব্বে তিনিও প্রস্তাব করিয়াছিলেন যে, আমাকে তিনি রেঙ্গুনে পাইলে দুই মাস আবদ্ধ রাখিয়া একখানি নাটক লিখাইয়া লইবেন। আমার মনে মনে কল্পনা ছিল যে, তাঁহার [illegible]খানি নাটক লিখিয়া তাঁহার নিকট উপস্থিত হইব। মানব-হৃ[illegible]আশার তরঙ্গ উঠে, আবার অতলে ডুবিয়া যায়। আমারও আশা অতলে ডুবিয়াছে, নবীনচন্দ্র আর নাই!

* শ্রীযুক্ত অবিনাশচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় প্রণীত "গিরিশচন্দ্র" দ্রষ্টব্য।

নবীনচন্দ্র বঙ্গের কবি, কিন্তু আমার আত্মীয়—পরম সুহৃৎ—শুভাকাঙ্খী। যতদিন তাঁহার সহিত একত্র বসিয়াছি, সে সমস্ত ঘটনা বর্ণনা করিলে বৃহৎ পুস্তক হইয়া উঠে। সে সমস্ত ঘটনাই তাঁহার মধুময় হৃদয়ের পরিচায়ক, কিন্তু তাহার বর্ণনায় আত্মশ্লাঘা প্রকাশ পায়। তিনি তো কাহারও দোষ দেখিতেন না। দেখা হইলেই আমার সুখ্যাতি করিতেন। আমি তাঁহার কাব্য শুনিতে চাহিতাম, তিনি আমার গান আবৃত্তি করিতেন। আমার সুপরিচিত যখন যাঁহাকে পত্র লিখিয়াছেন, তাঁহার নিকটেই আমার সংবাদ লইয়াছেন, এবং আমার সম্বন্ধে শত প্রশংসা-বাক্য লিখিয়াছেন। আমার উপর তাঁহার স্নেহের একটী পরিচয় দিই;—কোনও এক সময়ে আমি থিয়েটারে অভিনয় করিব, বিজ্ঞাপিত হয়; কিন্তু থিয়েটারের দিন প্রাতে বিজ্ঞাপন বাহির হইল যে, অসুস্থতা-নিবন্ধন আমি সে দিন অভিনয় করিতে পারিব না। নবীনচন্দ্র তখন কলিকাতায়। বেলা ৩টার সময় আমার বাড়ীতে আসিয়া উপস্থিত, অতি ব্যাকুল, চুপি চুপি নিম্নতলে ভৃত্যের নিকট সন্ধান লইতেছেন—কিরূপ আছি। আমি উপরে ডাকিলাম। আমি বসিয়া তাঁহার সহিত কথা কহিতেছি, কিন্তু তাঁহার উদ্বেগ শান্ত হয় না। এই কথা স্মরণ হয়, এবং মনে আবেগ উঠে যে, এমন বন্ধুর সহিত আমার শেষ দেখা হইল না।

প্রেমিক নবীন চিরদিন প্রেমে উন্মত্ত। নবীনচন্দ্র প্রেমিক বৈষ্ণব কবি। কৃষ্ণ-প্রেমে মগ্ন থাকিতেন। থিয়েটারে কোনও কৃষ্ণবিষয়ক প্রসঙ্গ হইলে উন্মত্ত হইয়া যাইতেন, নাটককারের প্রশংসা তাঁহার মুখে ধরিত না,—বলিতেন, নাটককার তাঁহাকে কৃতজ্ঞতা-পাশে আবদ্ধ করিলেন। তাঁহার নির্ম্মল হৃদয়ে কখনও বিষয়-আবর্জ্জনা পতিত হইত না। সংসারে মুক্ত পুরুষ, প্রেমই তাঁহার জীবন। হিংসা, দ্বেষ, ঘৃণা, উপেক্ষা—তাঁহার নির্ম্মল হৃদয়ে কখনও স্থান পাইত না। ভাবুক তাঁহার কাব্যে পত্রে পত্রে ছত্রে ছত্রে দেখিবেন,—প্রেমের অনন্তধারা প্রবাহিত হইতেছে। জন্মভূমির প্রতি তাঁহার যে প্রগাঢ় প্রেম ছিল, তাহা তাঁহার 'পলাশীর যুদ্ধে' প্রকাশ। যদিচ তাঁহার সিরাজ-চরিত্র [illegible], তথাপি সেই দুর্ভাগ্য যুবকের জন্য [illegible] প্রথম অশ্রুধারা বর্ষণ করেন। কারাগারে সিরাজের খেদোক্তিতে পাষাণ বিদীর্ণ হয়। মোহনলালের খেদ,—

"কোথা যাও, ফিরে চাও সহস্রকিরণ,
বারেক ফিরিয়া চাও অহে দিনমণি!
তুমি অস্তাচলে দেব করিলে গমন,
আসিবে ভারতে চির-বিষাদ-রজনী!"

ইত্যাদি বঙ্গভাষায় অতুলনীয়। জন্মভূমির জন্য অনেক শোকোক্তি দেখিতেছি, কিন্তু এরূপ গভীর মর্ম্মভেদী শোকধ্বনি বিরল। ন্যাসান্যাল থিয়েটারে অভিনয়ের নিমিত্ত তাঁহার "পলাশীর যুদ্ধ" নাটকাকারে পরিবর্ত্তিত করি। এক দিন তিনি অভিনয় দেখিতে যান। অভিনয়ান্তে তিনি বলেন, "দেখিতেছি, তুমি 'ধারাপাত' নাটক করিতে পার।" আমি উত্তর করিলাম, "হয় তো পারি, যদি নবীনচন্দ্র সে ধারাপাত লেখেন!"

নবীনচন্দ্র সঙ্গীত অতি অল্পই রচনা করিয়াছেন। কিন্তু যদি—

"কেন দুখ দিতে বিধি প্রেমনিধি গড়িল!
বিকচ কমল কেন কণ্টকিত করিল?
ডুবিলে অতল জলে, প্রেমরত্ন তবে মিলে,
কারো ভাগ্যে মৃত্যু ফলে, কারো কলঙ্ক কেবল।"

ইত্যাদি তাঁহার সঙ্গীত-রচনার আদর্শ হয়, তাহা হইলে তাঁহার সঙ্গীত যে কাব্যের ন্যায় উপাদেয় হইত, তাহার আর সন্দেহ নাই। এই গীতটি সম্বন্ধে আমার সিরাজদ্দৌলা নাটক-পাঠান্তে তিনি যে আমায় একখানি পত্র লেখেন, তাহার এক স্থলে উল্লেখ আছে,—"আমি নবযুবক সিরাজের পত্নীর মুখে শোক-সঙ্গীত প্রথম সংস্করণ 'পলাশীর যুদ্ধে' দিয়াছিলাম। শোকের সময় সঙ্গীত মুখে আসে কি না—বড় সন্দেহের কথা বলিয়া বঙ্কিম বাবু বলিয়াছিলেন। সেই জন্য আমি সঙ্গীত পরে উঠাইয়া দিয়াছিলাম। তুমি চিরদিন গোঁয়ার। দেখিলাম, তুমি সেই সন্দিগ্ধ পথ অবলম্বন করিয়াছ।"

নবীনচন্দ্র করুণ-রসে সি[illegible]ব ছিলেন। "ড্রামের [illegible]ব বিপুল ঝঙ্কার" ও শোনা যায়। সকল রসের উচ্ছ্বাস দেখিতে পাওয়া যায়, কিন্তু করুণ-রসে একবারে ভাসাইয়া লইয়া যায়। তাঁহার স্বর্গগমনেও সেই করুণ-প্রবাহ প্রধাবিত! যোগ্য ব্যক্তির পরলোকগমনে কর্ত্তব্যবোধে শোকসভার অধিবেশন হয়। কিন্তু নবীনচন্দ্রের বন্ধুগণের হৃদয়ে দারুণ

শোক-শেল বিদ্ধ। তিনি কীর্ত্তিমান, তিনি কবি,—তাঁহার যশঃসৌরভ অক্ষুণ্ণ থাকিবে,—কেবল এই সকল আন্দোলনে তাঁহার বন্ধুগণের হৃদয় শান্ত হইবে না। নবীনচন্দ্রের স্ত্রী-পুত্র পরিবারবর্গের ন্যায় তাঁহার বন্ধুবর্গেরও সেই আনন্দমূর্ত্তি সর্ব্বদা মানসক্ষেত্রে উদিত হইবে; তাঁহার অকপট সরল মধুর আলাপ ভুলিবার নয়; ইহজীবনে তাঁহারা ভুলিবেন না। তাঁহাদের নিকট নবীনচন্দ্রের প্রসঙ্গ সর্ব্বদাই উঠিবে। কাল সকলই হরণ করেন, কিন্তু যতদিন বঙ্গভাষা থাকিবে, নবীন-চন্দ্রের যশঃসৌরভ হরণ করিতে পারিবেন না। নবীনচন্দ্র গিয়াছেন, কত দিনে তাঁহার অভাব পূর্ণ হইবে—কে জানে!

(২)

[১৩১৫ সাল, মাঘ মাসের সাহিত্যে (১৯ বর্ষ, ১১সংখ্যা) প্রথম প্রকাশিত]

নবীনচন্দ্রের শোকসভায় উপস্থিত হইতে না পারায় আমি আক্ষেপ করিয়াছিলাম, এবং আক্ষেপ-উক্তি লিখিতে লিখিতে এই কবির সম্বন্ধে যাহা মনে উদিত হইয়াছিল, তাহাই বলিয়াছি। তাহা যে মুদ্রিত হইবে, আমার অনুমিত হয় নাই। সে ক্ষুদ্র পত্রে আমার হৃদয়ের কথা কিছুই বলা হয় নাই। সেই পত্রের শেষে নিম্নলিখিত শোকোচ্ছ্বাস যোগ করিয়া দিলে বাধিত হইব। সৌভাগ্যক্রমে আমার যতদিন এই কবিবরের সহিত একত্র বসিয়া আলাপ করিবার সুযোগ হইয়াছিল, তাহাতে তাঁহার মাহাত্ম্য বুঝিয়াছিলাম, এবং যত তাহা স্মরণ করি, হৃদয়ে আঘাত লাগে যে, কি প্রকৃত বন্ধু হারাইলাম! নবীনের আত্মজীবনবৃত্ত প্রাপ্ত হইয়া ভাবিয়াছিলাম যে, আমার বিদ্যাবুদ্ধি অনুসারে তাঁহার কাব্যের ও তাঁহার জীবনবৃত্ত সম্বন্ধে আমার বক্তব্য প্রকাশ করিব। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ তাহা ঘটিল না। আমি পীড়িত হইলাম, এবং বহুদিন রুগ্নশয্যায় অকর্ম্মণ্য হইয়া রহিলাম। তাঁহার সহিত আলাপ করিতে করিতে অনেক সময় তাঁহার কবিত্বশক্তির প্রশংসা করিবার চেষ্টা করিয়াছি, কিন্তু প্রতিবারেই সে চেষ্টা বিফল হইয়াছে। আমি প্রশংসা করিলেই তিনি বলিতেন, "তুমি যে আমার কবিতাপাঠে আনন্দ পাইয়াছ, ইহা অপেক্ষা আমার প্রশংসা কি করিবে!" এই বলিয়া বাধা দিতেন। ভাবিয়াছিলাম, পত্রে লিখিলে সে বাধা দিতে পারিবেন না। কিন্তু আমার সে কল্পনা রাবণের স্বর্গের সিঁড়ির ন্যায় কল্পনাতেই রহিয়া গেল।

কোনও কোনও সমালোচকের নিকট শুনিতে পাই, নবীন বাবুর "পলাশীর যুদ্ধ"ই ভাল, অপরাপর কাব্য তাদৃশ সুন্দর নয়। অবশ্য, সমালোচক তাঁহার রুচি অনুসারে বলিয়াছেন। হয় ত সাধারণ পাঠক নবীনের পলাশীর যুদ্ধের ন্যায় তাঁহার অন্যান্য কাব্যের আদর করেন না, কিন্তু তাহাতে তাঁহার অন্যান্য কাব্যের সমুচিত দোষগুণ বিচার হয় নাই। কবির জীবনে যদি একখানি কাব্যেরও আদর হয়, তাহা সামান্য ভাগ্যের কথা নয়। অনেক উচ্চ কবিরও বহু কাব্যের আদর নাই; কিন্তু নবীনের অপর কাব্যগুলি বঙ্গ-সাহিত্যে কোন্ স্থান অধিকার করিবে, তাহার মীমাংসা পরবর্ত্তী সময়ে হইবে, বর্ত্তমানে হইতে পারে না। কোনও উচ্চশ্রেণীর কাব্যের সম্যক্ আদর কবির জীবিত-অবস্থায় হয় না, হইতে পারে না। সাময়িক দৃষ্টির অতিরিক্ত দৃষ্টিশক্তি-সম্পন্ন ব্যক্তি ব্যতীত কবির উচ্চাসন প্রাপ্ত হন না। তাঁহার মনোভাব সময় অতিক্রম করিয়া যায়; তিনি সাময়িক স্রোতে চালিত নন। তাঁহার হৃদয়ে নব নব ভাব প্রস্ফুটিত হইতে থাকে। চিন্তাই তাঁহার জীবন। হৃদয়ের গভীর স্তর হইতে তাঁহার কবিতা-প্রস্রবণ উচ্ছ্বসিত হয়। সুতরাং সাধারণ পাঠকে সেই সুস্বাদু বারির আস্বাদনে সমর্থ হন না। হৃদয়ের গভীর স্তরে নামিয়া তাহা পান করিতে হয়। এ নিমিত্ত অনেক সময়েই উচ্চ কবির কাব্য অর্থশূন্য বলিয়া প্রথমে অগ্রাহ্য হইয়া থাকে। প্রকৃত কবির আর এক বাধা, ভাবুকমাত্রেরই রচনা একরূপ হয় না। নব রস সমান ভাবে আস্বাদন করিতে পারেন, এরূপ মহাত্মা উচ্চ কবির ন্যায় অতি অল্পই জন্মগ্রহণ করেন। অনেক ভাবুক, যে কাব্যের রস তাঁহার মনোমত নয়, তাহার আস্বাদ করিয়া তৃপ্তিলাভ করেন না। চক্ষুষ্মান্ ব্যক্তিমাত্রই প্রত্যেক সুন্দরীকে সুন্দরী দেখিয়া থাকেন, কিন্তু তাঁহার মনোমত সুন্দরী একজনমাত্র হয়। সকল সৌন্দর্য্য তাঁহার অনুভূত হয়, কিন্তু কোনও এক বিশেষ সৌন্দর্য্য তাঁহার হৃদয় অধিকার করে। সেই জন্য ভাবুকের মনোমত রসের কাব্য না হইলে, তিনি তাহার

যোগ্য প্রশংসা করেন না। তৃতীয় বাধা, প্রতিদ্বন্দ্বীর ঈর্ষ্যা, শ্রেণীবিশেষের পক্ষপাতী নীচতাপূর্ণ সমালোচনা। সকলের উপর বাধা, দোষ ধরিলেই বিজ্ঞ হওয়া যায়, এই প্রকার সামান্যচেতা সাধারণের ধারণা। কালে ধীরে ধীরে সেই উচ্চ কবির ভাব সকল ছড়াইয়া পড়ে; ভাবুক ব্যক্তির ব্যাখ্যাও তাহার সহায়তা করে। তখন আর সাহিত্যিকের ঈর্ষ্যাদ্বেষ নাই, নীচ সমালোচকও জলবুদ্বুদের ন্যায় কালস্রোতে বিলীন হইয়াছে। তখন সে কাব্যের আদরের আর সীমা থাকে না। কিন্তু সে আদরে কবির কিছু আসিয়া যায় না। তাঁহার আত্ম-প্রসাদ-লাভ হইয়াছিল, অবশ্য ইহা সাধারণ-ভাগ্য নয়; কিন্তু তাঁহার যশোলিপ্সা পূর্ণমাত্রায় তৃপ্ত হয় না। তিনি হৃদয়ে সত্যের মূর্ত্তি দর্শন করিয়াছেন বটে, এবং সত্যের মূর্ত্তি কালে গুপ্ত থাকিবে না, ইহাও তিনি মনে-জ্ঞানে জানিয়া যান; কিন্তু সেই উজ্জ্বল মূর্ত্তি তিনি সকলকে দেখাইয়া যাইতে পারিলেন না, ইহা ক্ষোভের বিষয়। তিনি আত্মপ্রসাদে তাহা উপেক্ষা করিতে পারেন, কিন্তু ক্ষোভ—তাহাতে সন্দেহ নাই। এ ক্ষোভ নবীনের হইয়াছিল কি না, জানি না; কিন্তু তাহার জন্য আমার ক্ষোভ আছে। যদি শক্তি থাকিত, তাঁহার কবিতা সমালোচন করিয়া সাধারণকে তাঁহার কাব্যের সৌন্দর্য্য দেখাইবার চেষ্টা করিতাম। কিন্তু যখন সে শক্তি আমার নাই, তখন আমার আক্ষেপ বৃথা। তবে প্রাণের উচ্ছ্বাসে দুই একটী কথা বলিতেছি। আমার মনে হয়, তাঁহার শ্রীকৃষ্ণ কবির গভীর ধ্যানের ছবি, তাঁহার ভক্তিস্রোতও—তাঁহার ধ্যানের কৃষ্ণের চরণ ধৌত করিবার উপযোগী নির্ম্মল। শ্রীকৃষ্ণের অর্জ্জুনের প্রতি উপদেশ নবীনের কাব্যে পাঠ করিতে করিতে কুরুক্ষেত্রে কপিধ্বজ রথে শ্রীকৃষ্ণ-সারথি পার্থ রথীকে গীতা বলিতেছেন, তাহার ছবি আমার মানসক্ষেত্রে উদিত হইয়াছিল। ভদ্রার্জ্জুনের প্রেমানুরাগ নির্ম্মল প্রেম-তুলিকায় চিত্রিত। শরশয্যায় যোগারূঢ় ভীষ্মদেব কবির কুহকে, স্বর্গীয় জ্যোতির্ম্মালায় মানস-ক্ষেত্রে উদিত হন। তাঁহার সকল চিত্রই প্রকৃত চিত্রকরের চিত্র। তাঁহার কাব্যের যে যে স্থান আমার মনোহর বোধ হইয়াছে, তাহা সমস্ত উদ্ধৃত করিলে 'সাহিত্যে' স্থান সঙ্কুলান হইবে না। তাঁহার ভাষা সম্বন্ধে আমার বক্তব্য যে, গভীর আধ্যাত্মিক ভাব সকল যে এরূপ সরল ভাষায় বর্ণিত হইতে পারে, তাহা নবীনের কাব্য পাঠ না করিলে আমি বিশ্বাস করিতাম না।

তাঁহার কাব্য-বর্ণিত আর্য্য ও অনার্য্য এবং কৃষ্ণদ্বেষী ব্রাহ্মণ লইয়া অনেক কঠোর লেখনী চালিত হইয়াছে। সে সম্বন্ধে আমার বক্তব্য এই যে, নবীনচন্দ্র বৈষ্ণব কবি, তাঁহার নিষ্ঠাভক্তি, তিনি শ্রীকৃষ্ণের মোহিনী মূর্ত্তি দর্শনে মুগ্ধ। তিনি শ্রীকৃষ্ণের শূলধারী মূর্ত্তির প্রতি দৃষ্টি করেন নাই। মুরলীধর তাঁহার ইষ্টদেব, অন্য মূর্ত্তি তাঁহার তৃপ্তিসাধন করিত না, এবং কৃষ্ণদ্বেষীকে ব্রাহ্মণ হইলেও চণ্ডালের ন্যায় হীন জ্ঞান করিতেন। ইহা বৈষ্ণব কবির দোষ নয়—গুণ, মহান্ত নরোত্তম দাস প্রভৃতির কবিতা পাঠে তাহা উপলব্ধ হয়। নিষ্ঠাভক্তি বৈষ্ণবের জীবন। পুরাণে শুনি, খগরাজ গরুড় নারায়ণের করে ধনু ছাড়াইয়া বাঁশী দিয়াছিলেন, এবং রুদ্রাবতার বীর হনুমান্ বাঁশীর পরিবর্ত্তে ধনু দিয়া হৃদয়ের তৃপ্তিসাধন করিয়াছিলেন। নিষ্ঠাবান্ নবীনচন্দ্র তাঁহার আর্য্য অনার্য্য লইয়া নিন্দা উচ্চপ্রশংসা-জ্ঞানে গ্রহণ করিয়াছিলেন, সন্দেহ নাই।

প্রেমিক নবীন জগৎপ্রেমে মগ্ন ছিলেন। ধরায় এক সংসার হউক, ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরের ন্যায় এক রাজার শাসনে থাকুক, হিংসাদ্বেষ পরিত্যাগ করিয়া মনুষ্য পরস্পরের বন্ধু হউক, 'একমেবাদ্বিতীয়ং' জ্ঞানে পরপীড়ন আত্মপীড়ন অনুভব করুক, ধরায় স্বর্গ বিরাজিত হউক, প্রেমিক নবীন—এই ধ্যানে বিভোর ছিলেন। আপনার বক্তৃতায় তাঁহার মৃত্যু-বর্ণনায় আমার বোধ হইয়াছিল যে, নবীনচন্দ্র সার্ব্বজনিক প্রেম লইয়া ইষ্টদেবদর্শনে গিয়াছেন। নবীন তাঁহার ইষ্ট স্থানে গিয়াছেন, কিন্তু তাঁহার বন্ধুবর্গ তাঁহার শোক ইহজন্মে ভু[illegible]না।

কর্ম্ম

['রামকৃষ্ণ' মিশনে-পঠিত ও উদ্বোধন পাক্ষিক পত্রে (১ম বর্ষ, মাঘ ও ফাল্গুন, ১৩০৫ সাল) প্রথম প্রকাশিত]

সিদ্ধ কবি গাহিয়াছেন,—"ভাল মন্দ দুটি কথা, ভালটি তার করা ভাল।" এ ছত্রের সার্থকতা সকল জীবনেই উপলব্ধি হয়। ভ্রমবশতঃ আমরা নিশ্চিন্ত হইবার চেষ্টা পাই; কিন্তু অসম্পূর্ণ অবস্থায় নিশ্চিন্ত হওয়া অপেক্ষা আর ক্লেশ নাই। আত্মদর্শনে যাঁহার চিত্ত স্থির হইয়াছে, যাঁহার মন সঙ্কল্প-বিকল্প-রহিত হইয়া নিষ্কম্প দীপের ন্যায় অবস্থান করে, তাঁহারই কেবল কর্ম্ম থাকে না। কিন্তু ইন্দ্রিয় সকল এরূপ চঞ্চল যে, তাঁহারও ইন্দ্রিয়ের কার্য্য ইন্দ্রিয়েরা করিতে থাকে, তবে সামান্য জীবে কিরূপে কর্ম্ম হইতে অবসর পাইবে? চঞ্চল মহামায়া বা প্রকৃতি বলুন, এক পলের জন্য স্থির নন; বিদ্যা বা অবিদ্যা-শৃঙ্খলে জীবকে আবদ্ধ করিয়া দিবানিশি চালাইতেছেন। এ শৃঙ্খল ছেদ ব্যতীত চঞ্চলতা দূর হইবে না। কার্য্য-শ্রমে ক্লান্ত হইয়া মনে হয়, কত দিনে নিশ্চিন্ত হইব? কিন্তু নিশ্চিন্ত হওয়া দূরে থাক, কিরূপে নিশ্চিন্ত হইব, এই দুশ্চিন্তা শত গুণে চঞ্চল করে। আবার যদি বিচার করা যায়, তাহা হইলে অনুভব হয় যে, আপেক্ষিক অবস্থায় নিশ্চিন্তের নাম মৃত্যু।

আমরা বলি, নিশ্চিন্ত হইব; মনে করি, নিশ্চিন্ত হইতে চাই, কিন্তু বস্তুত তাহা চাহি না, চাহি বিলাস। কিন্তু বিলাসীও স্থির নন, তাঁহারও অন্যের ন্যায় অনবরত পরিশ্রম করিতে হয়। জীবিকা নির্ব্বাহে যখন শ্রম করিতাম, তখন ভাবিতাম, যথেষ্ট অর্থ পাইলেই শ্রমের হাত এড়াইব, আনন্দে দিন যাইবে। কিন্তু অর্থোপার্জ্জনের পর দেখিলাম, শতগুণে দুর্ভাবনা ও শ্রম বৃদ্ধি হইয়াছে, শ্রমহারিণী নিদ্রাও ক্রমে ক্রমে পরিত্যাগ করিতেছেন; অর্থ উপার্জ্জন অপেক্ষা অর্থ রক্ষা করা দারুণ দুঃখের কারণ হইয়াছে। ভাবিলাম—না, যা হয়,—হবে, অর্থ না থাকে, কি করিব, আর ভাবিতে পারি না; এ অবস্থায়ও শ্রমের হাত এড়াইতে পারিলাম না। কিছু ত করিতে হইবে, কি করি, কি করি, এ এক বিষম দুশ্চিন্তা উপস্থিত হইল। আমোদ করি, সেও এক মহা বিপদ্; কাল যে সকল উপকরণে আমোদ হইয়াছে, আজ আর তাহাতে আমোদ পাই না—নূতন চাই। যেমন অন্নের অভাব ছিল, অন্নকষ্টে দিবারাত্রি পরিশ্রম করিতাম; আমোদের উপকরণ-অভাবও তদ্রূপ মহা যন্ত্রণাপ্রদ; কত পরিশ্রম করিব, সেইরূপই পরিশ্রম করিতে হয়, অভাবও রহিল। অন্নাভাব ছিল, ইন্দ্রিয়ের তাড়না তাদৃশ ছিল না, এখন ইন্দ্রিয়েরা শত-দন্তে দংশন করিতেছে, ভোগে ভোগ-তৃষা প্রবল হইয়া দিন রাত যন্ত্রণা দিতেছে।

একজন ধনাঢ্য ব্যক্তি আমায় বলিয়াছিলেন, "সকলে মনে করিয়া থাকে, আমরা সুখী, তা নয়; অপর অপর শত চিন্তা যদি দূর করিয়া দি, তথাপি কি করি, কি করি—ঘুচে না, ভোগপ্রয়াসে জীবন উপেক্ষা করিয়া, পর-গৃহে প্রবেশ; জেলখানা শিয়রে রাখিয়া, কুৎসিত চিন্তায় বিব্রত থাকিয়া অহরহ তুষানলে দগ্ধ হইয়া ভোগ অন্বেষণ করি, তৃপ্তি নাই, কেবলই যন্ত্রণা।" ধনীর এ বাক্যটী সম্পূর্ণ সত্য। দেখিতেছি, কার্য্যে পরিশ্রমের হাত এড়াইতে পারিলাম না। যন্ত্রণা কিঞ্চিৎ লাঘব করিবার কি উপায় আছে? ব্যাকুল-ভাবে নিজে নিজে এ প্রশ্ন করিলে প্রসন্নচিত্ত গুরু উপদেশ দিবেন, ধীরে ধীরে বিবেকীকে বুঝাইয়া দিবেন—অবিদ্যা এরূপ তীব্র যন্ত্রণা দিতেছেন, বিদ্যামায়ার শরণাপন্ন হও; এত দিন সুখ অন্বেষণে দুঃখ পাইয়াছ; আমার অভাব, আমার অভাব ভাবিয়াই দগ্ধ হইয়াছ, কু-আমার অভাব পূরণে ব্যস্ত না হইয়া অন্যের অভাব পূরণে যত্নবান্ থাক। অবিদ্যা-শৃঙ্খল-জড়িত জীব এ কথা বুঝে না। আমার অভাবের জন্য নয়, কার

অভাবের জন্য করিব? বিবেকী চিত্ত উত্তর করেন, এই ত যন্ত্রণা দেখিলে। এরূপ যুক্তিসঙ্গত কথা একেবারে ধারণা হয় না। মনে মনে নানা অবস্থার সৃষ্টি করিতে থাকি, প্রচুর অর্থ হউক—যেন দস্যু-ভয় থাকে না,—অতি ব্যয়ে যেন ক্ষয় না হয়, যাহা চাই, তখনই যেন তাহা পাই। অবিবেকী মন এই সুখের অবস্থা কল্পনা করে—যে কল্পনা অষ্টসিদ্ধি লাভে উপদেশ দেয়। আমি সে অবস্থা কল্পনা করিয়াছিলাম। বিবেক আমার মনে উদয় হইয়া উপদেশ দিয়াছেন যে, এ দৈত্যের অবস্থা, সখা-শূন্য সংসার। ভস্মাক্ষের ন্যায় একা বসিয়া স্বার্থচালিত শক্তির তাড়নায় ঘোর নরককুণ্ড হৃদয়ে কাটিতে হয়। যাহা চাই, তাহা পাই, এ সুখের বিষয় বটে, কিন্তু একটা দুর্জ্জয় অবস্থা আছে। কি চাই, জানি না; যাহা যাহা চাহিয়াছি, পাইয়াছি; আর নূতন কি চাহিব? এরূপ অবস্থা অষ্ট-সিদ্ধ কেন, অনেক ধনাঢ্য সভ্য প্রদেশে দেখা যায়। এই অভাবে চালিত হইয়া কত শত নরনারী অস্বাভাবিক পাপের সৃষ্টি করিয়াছেন, কিন্তু তৃপ্তি নাই, পাপই বৃদ্ধি হইয়াছে।

পূর্ব্বে আমি মনে করিতাম, অসুর দমনের নিমিত্ত ভগবান্‌কে এরূপ কষ্ট পাইতে হইয়াছে কেন? লীলা বলিয়া আমার মনে তৃপ্তি জন্মিত না। এ কথার উত্তর এখন মনে করি যে, কল্পতরু ভগবানের নিকট প্রার্থনা করিয়া অসুরেরা দুর্দ্দম হইত, অপরিমেয় শক্তি পাইত। সে শক্তি যদি স্বার্থ-চালিত না হইয়া নিষ্কামভাবে চালিত হইত, তাহা হইলে সে অসুর দেবত্ব প্রাপ্ত হইত, ভগবানে লয় হইত—ইচ্ছাময়ের ইচ্ছায় মিশাইয়া যাইত। কিন্তু অসুরেরা স্বার্থপর, ভগবান্ নিঃস্বার্থ। অসুর-তাড়নায় জীবের দুঃখে দয়াময় অবতীর্ণ হন, এবং কেবল অনিবার্য্য দয়াশক্তি-প্রভাবে বরপ্রদত্ত আসুরিক দুর্দ্দম শক্তি পরাভূত হইত। অবতারকে নিজশক্তির সহিত সংগ্রামে এরূপ ক্লেশ স্বীকার করিতে হয়।

বিচারে দেখা যায়, রিপুর তাড়নাই দুঃখ, স্বার্থ থাকিলে সে তাড়না ঘুচিবেই না। আবার কলুষিত মন কু-যুক্তি তুলে উপদেশ দেয়—কৈ আমার জন্য কি করিয়াছি, দুটি পেটের জন্য কে ভাবে? পুত্র-কলত্র ও আ[illegible]ক্তির নিমিত্ত ক্লেশ করি। মায়া-মুগ্ধ মন বুঝিতে [illegible] না যে, আমারই স্বার্থ শত মূর্ত্তি ধারণ করিয়াছে; আমার পুত্র, আমার স্ত্রী, আমার আশ্রিত, তাহাদের দুঃখে দুঃখ পাইব, এই নিমিত্ত তাহাদের হিত অন্বেষণ করি। পরের পুত্র মরিয়া যদি আমার মুমূর্ষু পুত্র বাঁচে, তাহা আমার সম্পূর্ণ আকাঙ্খা। যাহারা আমার—তাহারা সুখে থাকুক, আর সমস্ত পৃথিবী কেন ধ্বংস হউক না,—এই মহা স্বার্থ-সাধনকে পরকার্য্য বলি। কিন্তু যুক্তি পরাভূত হইলে মায়া পরাভূত হন না। অবিদ্যা বলিতে থাকেন, স্বার্থ অন্বেষণ করিয়া অন্ততঃ এক দিনও ত সুখ ভোগ করিয়াছ, নিঃস্বার্থ হইলে তাহাও ত হইত না। এরূপ মহা ভ্রমকল্পনা অবিদ্যা-মায়াই করিতে পারে। ভ্রমের উপর দুর্জ্জয় ভ্রম—নিঃস্বার্থ অবস্থায় আনন্দ নাই!

বিদ্যামায়া—যাহার অনুগত হইতে ভয় পাও, ভাব, কত কি কঠোর কার্য্য করিতে হইবে; অবিদ্যামায়ার বশীভূত হইয়া সেইরূপ কঠোর কার্য্য করিতেছ। মায়া-জয়-সঙ্কল্পে বিদ্যামায়াচালিত গৃহ-ত্যাগী সন্ন্যাসী দেখিয়া ভাব, এই দেখ—এ নিরাশ্রয়—উঃ, না জানি, আমার এ অবস্থা হইলে কি কষ্ট হইত। যদি ভাবিয়া দেখিতে, বুঝিতে, তাঁহাকে তরু-তলে দেখিয়া ভয় পাইয়াছ, কিন্তু গ্রামে গ্রামে : তরুতলে বসিয়া অর্থ উপার্জ্জন করিতেছ। বীরপুরুষ! রণ-ক্ষেত্রে ঐ সন্ন্যাসীর ন্যায় বারিধারা ঝঞ্ঝাবাত সহ্য করিয়াছ। ধনী ধন অন্বেষণে, মানী মানের দায়ে, ভোগী ভোগ-বাসনায় বহুদিন এই তরুতল আশ্রয় করিয়াছ, কেবল ঐ ত্যাগী সন্ন্যাসীর সহিত তোমার প্রভেদ এই যে, তিনি ঈশ্বরের উপর আত্মসমর্পন করিয়া তরুতলে আনন্দধাম করিয়াছেন, আর তুমি অবকাশ-মত তোমার বাবুইবাসা অট্টালিকায় বসিয়া ভ্রান্ত বুদ্ধি সহায় করিয়া বিপদসাগরে অকুল পাথার ভাবিয়াছ। দেখিতেছ, তৃতীয় প্রহর অতীত, সন্ন্যাসীর অন্ন নাই, তোমারও কাল সমস্ত দিন মকদ্দমায় বিব্রত থাকিয়া উদরে অন্ন যায় নাই, অন্যান্য দিন তোমারও অন্ন আইসে, তাহারও অন্ন আইসে। প্রভেদ, তাঁহার ঈশ্বরে নির্ভর, তুমি অন্ন-চিন্তায় কাতর। ধনরক্ষা-চিন্তা কেবল অন্ন-চিন্তার প্রতিরূপ মাত্র। কিঞ্চিৎ স্থির-চিত্ত হইলেই বুঝা যায় যে, এই [illegible]ত্যাগী মহাপু[illegible] সকল কষ্ট মনে মনে কল্পনা করিতেছি, তাহা অপেক্ষা শ[illegible] গুণে অধিক কষ্ট করি বা না করি, অন্ততঃ জীবন-যাত্রায় তত কষ্ট স্বীকার করিয়াছি ও করিতেছি। গুরু-সেবায় বিরক্তি, পুত্রের সেবা করিতেছি; ভগবানের উপাসনা না করিয়া রমণীর উপাসনা করিতেছি; তীর্থভ্রমণের পরিবর্ত্তে নানা দুর্গম স্থানে যাইতেছি; দেবদর্শনে অনাসক্ত হইয়া ভবে

আমাপেক্ষা শক্তিমানের দ্বারে ভিক্ষুকের ন্যায় যাইতেছি, ইহা অপেক্ষাও ঘৃণিত অবস্থা কখন কখন হয়। বেশ্যার উপাসনা, রাজ-পুরুষের তাড়না, শৌণ্ডিকালয়ে গমন, কারাগারে অবস্থান হইয়া থাকে। প্রভেদ এই, শান্তির পরিবর্ত্তে হৃদয়ে অশান্তির আগার করি।

যদি বিদ্যামায়ার সংসারে এখন যাহা করিতেছি, তাহাই করিতে হয়, তবে সে অবস্থায় শান্তি কোথায়? শান্তি আছে। এই সকল কার্য্যই করিতে হয় বটে, কিন্তু অপর উদ্দেশ্যে কার্য্য চালিত হয়। শীতকাল, একখানি বস্ত্র আছে; অবিদ্যামায়ার বশীভূত হইয়া আমি গাত্র আচ্ছাদন করিতে ইচ্ছা করি, এই নিমিত্ত অন্যের সহিত কলহ হয়। বিদ্যামায়ায়ও কলহ আছে,—অপরকে বলি, তুমি আমা অপেক্ষা শীতার্ত্ত হইয়াছ, অতএব তুমি এই বস্ত্রে অঙ্গ আবরণ কর, তিনিও সেইরূপ বলেন, কলহ হয়। পৌরাণিক গল্পে আছে,—শ্রীকৃষ্ণ সমভিব্যাহারে রাজা যুধিষ্ঠির কলি-যুগকে বন্ধনমুক্ত করিবার নিমিত্ত যাইতেছিলেন, পথে দেখেন, একজন ব্রাহ্মণের সহিত একজন কৃষক কলহ করিতেছেন; হলফলকে সুবর্ণ উঠিয়াছে; ব্রাহ্মণ বলিতেছেন, "তোমার শ্রমে উঠিয়াছে, তুমি এর অধিকারী।" কৃষক বলিতেছে, "কোথাকার ঠাকুর তুমি, আমি ব্রহ্মস্ব লইব? তোমার ক্ষেত্রের সোণা আমি লইব কেন?" তারপর যখন রাজা যুধিষ্ঠির কলিকে মুক্তি প্রদান করিয়া ফেরেন, দেখেন সেই কলহ। এখন উভয়ে বিপরীত কথা বলিতেছে, ব্রাহ্মণ বলে, "আমার ক্ষেত্র, আমার সোণা।" কৃষক বলে, "আমার শ্রমে উঠিয়াছে, আমিই অধিকারী।" অবিদ্যা ও বিদ্যার কলহ এই।

তবে কি করি, সন্ন্যাসী হই,—এ বৈরাগ্য অবিদ্যামায়ার। মায়াবী রাক্ষসী সুন্দরী সাজিয়াছে মাত্র। এ ভোগ-ইচ্ছায় সন্ন্যাস। গৈরিক পরিধান, জটা বা কেশ মুণ্ডন, সন্ন্যাসের প্রকৃত লক্ষণ নয়। বাসনার তাড়না যিনি অনুভব করিয়া বাসনা-দমনের চেষ্টা করিতেছেন, তিনিই ক্রমে সন্ন্যাসী হইতে পারিবেন, নতুবা গৈরিক-বসন বিড়ম্বনা। একটী থিয়েটারের লোক বলিয়াছিল, "দেখি আর দিন কতক দেখি, যদি প্রোপ্রাইটার ম্যানেজার করে ভাল, নচেৎ পরমহংসের দলে মিশিব।" বাসনা-জড়িত গৈরিক-বসনধারীও সেইরূপ। কামিনী-কাঞ্চনে চিত্ত সমভাবে আবদ্ধ রহিয়াছে, কিন্তু অভিমান শতগুণে বৃদ্ধি পাইয়াছে। পরমহংসদেব বলিতেন, "গৃহীর অভিমান কচু গাছের শিকড়, সহজেই উৎপাটিত হয়; কিন্তু সন্ন্যাস-অভিমান অশ্বত্থের মূল, কোন ক্রমে উৎপাটিত হয় না।" তবে কি করিব? জীবন্মুক্ত মহাপুরুষগণের উপদেশ গ্রহণ কর। গৃহী হও, সন্ন্যাসী হও, তাঁহাদিগের উপদেশ ধ্রুব-তারার ন্যায় পথ দেখাইয়া যাইবে। তাঁহারা বলেন, "গৃহী, যাহা করিতেছ কর, স্ত্রী-পুত্রের সেবায় যেরূপ নিযুক্ত আছ—সেইরূপই থাক, কেবল মনে মনে অনবরত চিন্তা কর, তুমি ঈশ্বরের দাস। যেমন পরগৃহে দাসী থাকিয়া পরের সন্তান লালন-পালন করে, তুমিও তাহাই করিতেছ, তোমার ঘর হেথা নয়, এরা সব তোমার নয়, এইটি হৃদয়ে নিশ্চিত করিবার চেষ্টা পাও; এ চেষ্টায় নিয়ত ঈশ্বর-চিন্তা থাকিবে, বিবেক উদয় হইবে, বিবেক প্রত্যক্ষ দেখাইয়া দিবে,—এ সকল তোমার নয়, অপরের পুত্রের সহিত তোমার পুত্রের প্রভেদ থাকিবে না। যে বিষয়-মোহ তোমায় আবদ্ধ করিয়াছিল, পঙ্ক হইতে পদ্মের ন্যায় কলুষিত হৃদয়ে প্রেম-কলিকা ফুটাইবে; স্থান ও ব্যক্তিতে তোমার মমতা আর আবদ্ধ থাকিবে না, তোমার দয়া জগদ্ব্যাপী হইবে; শত্রু মিত্র দুটি কথা ভুলিয়া যাইবে, অতি ক্ষুদ্র জীব তোমার দয়ার অধিকারী হইবে। শোক ও আকাঙ্খারহিত হইয়া ইচ্ছাময়ের ইচ্ছায় তোমার ইচ্ছা লয় হইবে, তখন তুমি সত্ত্বগুণের অধিকারী, গুণ-প্রভাবে গুণ-গরিমা দূর হইবে। তাঁহার কার্য্য তিনি করিতেছেন, তোমার অপেক্ষা নাই; তুমি না থাকিলে সে সমস্ত কার্য্য সমভাবে হইতে থাকিবে,—আমি ইহা করিব, এ সঙ্কল্প আর উদয় হইবে না। যাহা এতদিন ভাবিয়াছিলে—তুমি করিয়াছ, তাহা তিনি করিয়াছেন—দেখিতে পাইবে। আমি ও আমার গরিমা একেবারে পরাভূত হইবে। এই জীবন্মুক্ত অবস্থায় অবিচ্ছিন্ন ভাবে ঈশ্বরকে হৃদয়ে ধরিয়া রাখিবে। মৃত্যুঞ্জয় অবস্থায় জীবন মরণ সমান।

আবার মনে কুট-তর্ক উঠিতেছে, তবে ত সংসারই ভাল। এই যে গৈরিকধারী তরুতল-বাসী—ও ভণ্ড। বিবেক বুঝাইয়া দিবেন, তা নয়। উনি গৈরিক-বসন পরিধান করিয়াছেন, তাহার কারণ উনি আপন চিত্তের দুর্ব্বলতা বুঝিয়াছেন। আমার পুত্র আমার কু-ভগবানের, এ ধারণা নিয়ত রাখা কঠিন, এই বিচার করিয়া তিনি স্বতন্ত্র অবস্থান করিতেছেন। 'আমার' 'আমার' শব্দ সংসারে অনবরত হইতেছে। আমার

নয়, এরূপ ধারণা কিরূপে করিবেন? তাঁহাকে উমাচরণ বলিয়া ডাকিয়াছে, তিনি উমাচরণ হইয়াছেন; তাঁদের বাটী শুনিয়াছেন, তাঁদের বাটীই জানেন। এ সকল কথা মিছা, যদি তিনি জাগ্রত অবস্থায় সতর্ক থাকিয়া ধারণা করিতে চেষ্টা করেন, তথাপি নিদ্রায় দেখেন, সেই বাল্য-সংস্কার রহিয়াছে। দূরদেশে অবস্থান, আত্মগোপন, অনবরত চেষ্টা, তিতিক্ষা বিবেক ইহাতেও সংস্কারের দাগ ঘুচে না, তাই তিনি স্বতন্ত্র আছেন—দুর্ব্বলতা উপলব্ধি করিয়া স্বতন্ত্র আছেন, দুর্জ্জয় সংগ্রাম বোধে পলাইয়াছেন;—তিনি অভিমানী নন, ভীত! অর্থ নাড়িতে সাহস করেন না, রমণীর সঙ্গ সর্প-সহবাস জ্ঞান করেন। অশান্ত হৃদয় শান্তির অনুসন্ধান করিতেছে। পরমহংসদেব একদিন তাঁহার এক বালক শিষ্যকে বলেন,—"তোমার শরীরে যেরূপ লক্ষণ দেখিতেছি, তাহাতে তোমার প্রচুর ধন-লাভের সম্ভাবনা, তোমার নিকট ধন থাকিলে ভালই হয়, সদ্ব্যয় হয়, কি বল—ধনী হইবে?" বালক শুনিয়া আকুল,—চরণে ধরিয়া মিনতি করিতে লাগিল,—"ভগবান্ আমায় রক্ষা করুন, আমার যেন ধন না হয়। কামের তাড়নায় কেহ কেহ ঈশ্বরের শরণাপন্ন হইয়া প্রার্থনা করিয়া থাকেন—কিসে কাম যাইবে, কিরূপে কামিনীর কটাক্ষ হইতে পরিত্রাণ পাইবেন? অতি ব্যাকুলভাবে তাঁহার শরণাপন্ন হইয়া উপায় চাহিয়া থাকেন। সেই অর্থ-ভীরু—কামিনী-ভীরু লোকেরাই পরে সন্ন্যাসী হন। কুসুম-শয্যায় লালিত, স্বর্ণপাত্রে পালিত,—হয় ত তোমার আমার দ্বারে ভিক্ষা করিয়া বেড়ান—ভয়ে, অভিমানে নয়। ইহাঁদের ভণ্ড বলিলে অপরাধ হয়। তাঁহারা সন্ন্যাসী, তথাপি কার্য্য করেন। পরমহংসদেবের উপদেশমত আপনাদিগকে ঈশ্বরের দাস জানিয়া তাঁহারা জীবের শুশ্রূষায় ব্যস্ত থাকেন। নর-নারী ভগবানের নানা রূপ, এই ধারণায় তাঁহাদের সেবা করেন। ভিক্ষা-লব্ধ দুগ্ধ বুভুক্ষুকে দিয়া বুভুক্ষুর সেবায় অবকাশ পাইয়া দ্বারে দ্বারে মাধুকরী করিতে যান। অনবরত কর্ম্ম করিতেছেন, অলসহীন হইয়া কর্ম্ম করিতেছেন, জীবন উপেক্ষা করিয়া পরহিত-চিন্তায় নিযুক্ত আছেন। সুখ দুঃখ জীবন-ধারণে অনিবার্য্য অবস্থামাত্র জানেন, সুখে স্পৃহা, দুঃখে বিদ্বেষ আর নাই; তবে পরহিতে জীবন অর্পিত; অতএব সুখ দুঃখ পর-কার্য্যেই অনুভব করেন। শান্তিদেবী তাঁহাদের হৃদয়ে বসিয়া আছেন, যাঁহার দাস, তাঁহারই কার্য্য করিতেছেন, কার্য্যে শক্তি তিনিই দিতেছেন; আপনাকে দুর্ব্বল জানেন, সুতরাং যখন কোন মহৎ কার্য্য-সাধনে সক্ষম হন, ভগবানের হস্ত দেখিতে পান, আর অভিমান থাকে না। যদি কখন অশান্তি হয়, তাহার কারণ পরহিতে ব্যাঘাত। আপনাদিগকে সেতুবন্ধে কাষ্ঠ-বিড়াল জ্ঞান করেন, কার্য্যে অধিকারী হইয়াছেন, ইহাতে তিনি শত সহস্র ধন্যবাদ দেন। কার্য্যফল উপেক্ষা করিয়া কার্য্যই তাঁহাদের প্রিয়। পাকা ফলের ন্যায় যখন কার্য্য-বন্ধন খসিয়া পড়িবে, তখন ত্রিগুণাতীত হইবেন; এখন কার্য্য করেন, কিন্তু কোন আকাঙ্ক্ষা নাই। একদিন বিবেকানন্দ বলিয়াছিলেন, তিনি কর্ম্ম-যুদ্ধে প্রবৃত্ত, সেই যুদ্ধে মৃত্যু তাঁহার অভিলাষ, কর্ম্ম করিতে যেন তাঁহার শ্বাস-রোধ হয়। যিনি কর্ম্ম না করিয়া কর্ম্ম ত্যাগ করিতে চান, যাঁহার কর্ম্ম আপন হইতে ঘুচে নাই, অথচ কর্ম্মত্যাগী অভিমান করেন, তিনি ঘোর তমোগুণে আচ্ছন্ন। ভগবান্ রামকৃষ্ণের এরূপ কর্ম্মস্পৃহা বলবান্ ছিল যে, একদিন জাহ্নবী-জলে দেখেন, পিতৃলোকের তর্পণ করিতে গিয়া তাঁহার করপুটে জল থাকে না, কাঁদিয়া আকুল, যাকে তাকে কাতর হইয়া জিজ্ঞাসা করেন, এ আমার কি হইল? কর্ম্মক্ষয় করিয়াছেন, তথাপি কর্ম্ম করিতেন। অতি কঠোর কর্ম্ম—জীবন উপেক্ষা করিয়া জীবকে পরমার্থ দান। নির্ম্মল চরণ পাপীর স্পর্শে দগ্ধ হইয়া যাইত, তথাপি শ্রীচরণ সকলের নিমিত্ত ছিল। মুখ দিয়া শোণিত উঠিতেছে, শিক্ষাদানে বিরত নন। জীবের দুঃখে দুঃখিত, সঙ্কল্পরহিত মনে শত শত জন্মগ্রহণ সঙ্কল্প।

অবিবেকী মন, ভাবিতেছি, কি করিব?—সন্ন্যাসী হই। কিন্তু পরমহংসদেব বলিতেন, "যে মূঢ় বাসনা থাকিতে গৈরিক-বসন পরিধান করে, তার ইহকালও যায়, পরকালও যায়।" যুদ্ধক্ষেত্রে অর্জ্জুন শরাসন ত্যাগ করিয়া কমণ্ডলু ধারণ করিতে চান, কিন্তু ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাকে নিবারণ করেন। স্বামী বিবেকানন্দ ইহার একটী চমৎকার ব্যাখ্যা করিয়াছেন। অর্জ্জুন যখন যুদ্ধে বিরত হইতে চান, তখন তিনি তমোগুণে আবদ্ধ। তাঁহার কণ্ঠ শুষ্ক, মুখ অপ্রসন্ন, ভয়ে হৃদয় কম্পিত হইয়াছিল। এ সকল তমোগুণের লক্ষণ। ভগবানের উপদেশে তাঁহার তমঃ দূর হইল; রজোগুণে যুদ্ধ করিলেন। ভগবান্ তাঁহার ভয় নাশ করিবার জন্য তাঁহাকে বিশ্বরূপ দেখান। অর্জ্জুন তাহাতে দেখিতে পান যে, তাঁহার বিপক্ষেরা মৃত, যাহাকে তিনি মহাবলশালী বিপক্ষ জ্ঞান

করিতেন, যে অস্ত্রধারী বীরপুরুষগণকে দুর্জ্জয় জ্ঞান করিয়াছিলেন দেখেন, তাহারা হত হইয়া রহিয়াছে, আর তাহাদিগকে বধ করিতে হইবে না, তিনি নিমিত্ত মাত্র, তাঁহার চিত্ত-শুদ্ধির নিমিত্ত কার্য্য। কার্য্য ব্যতীত চিত্ত-শুদ্ধ হয় না, এই জন্যই কার্য্য, নতুবা প্রয়োজন নাই। গীতা শুনিয়া এ সমস্তের আভাস পাইয়াছিলেন, কার্য্য করিতে লাগিলেন; কর্ম্মে কর্ম্ম ক্ষয় হইয়া গোড়ো গোয়ালার নিকট কৌরববিজয়ী বিজয় পরাস্ত হইয়া নিশ্চিত করিলেন, শক্তি তাঁহার নয়, কৃষ্ণের শক্তিতে তিনি বিশ্ববিজয়ী ছিলেন। তাঁহার সত্ত্বগুণ উপস্থিত হইল, সন্ন্যাসের উপযুক্ত হইয়া মহাসন্ন্যাস গ্রহণ করিলেন।

আমি গৃহী, তমোগুণপূর্ণ, আলস্যে অভিভূত হইয়া ভয়ে নিঃস্বার্থপরতার ভাণ করিয়া সহজ-সন্ন্যাস স্বার্থ-তৃপ্তির নিমিত্ত যদি গ্রহণ করি, তাহা বিড়ম্বনা। ত্যাগী জ্ঞানে নরপতি-পদে শির নুয়াইবে, অর্থ দিবে, বিদ্যাধরীগঞ্জিনী রাজরাণী পদসেবা করিতে নিভৃতে রজনীযোগে আসিবে, সাধু ব্যক্তি প্রণাম করিবেন, এ সকল সহ্য করিবার শক্তি বাসনা-জড়িত ব্যক্তির নাই। ইহকালেই তাহার দণ্ড আরম্ভ হইবে। সমাজঘৃণিত, ধর্ম্মবর্জ্জিত কারামৃত্যুর সম্পূর্ণ সম্ভাবনা। ইহকাল পরকাল উভয়ই যাইবে। এ দৃষ্টান্ত চক্ষের উপর সকলেই দেখিতে পান। সংসারে ভণ্ডামি করিয়া বরং চলে, তাহার উপায় আছে, কিন্তু সন্ন্যাসীর ভাণে, ঈশ্বরের সহিত বঞ্চনা, চক্রীর সহিত চক্র, মূঢ় ব্যতীত এরূপ সাহস কেহ করে না। পৌরাণিক কথা আছে যে, শ্রীরামের সহিত সংগ্রামে কাতর হইয়া রাবণ অম্বিকার শরণাপন্ন হন, অম্বিকাও আশ্রয় দেন। কিন্তু মহাদেব বলিলেন, "দেবি, সরিয়া আইস।" রাবণ উত্তর করেন, "দেব-দেব, আমি ত চিরদিনই আপনার সেবক, আমার প্রতি বিরূপ কেন?" মহাদেব বলেন, "পাপিষ্ঠ, তুই যদি সম্মুখ-সমরে রামকে আবাহন করিয়া সীতা-হরণ করিতে যাইতিস, আমি শূল হস্তে লইয়া তোর সহায় হইতাম। দেবকন্যা, নাগকন্যা-হরণ করিয়াছিস্, আমারই বলে, ইহাতে আমি বিরূপ হই নাই; কিন্তু সন্ন্যাসীর ভাণ করিয়া কুলাঙ্গনা অপহরণ করিয়াছিস্,—তোর বিনাশ নিকট; তোর কার্য্যে সন্ন্যাসীকে আর গৃহস্থ বিশ্বাস করিবে না, তোর পূজা আর আমি গ্রহণ করিব না।"

সন্ন্যাসী না হইয়াও আমারও উপায় আছে। ধর্ম্মের নিমিত্তই ধর্ম্মের শরণাপন্ন হই, সাধ্যমত সৎকার্য্যের অনুষ্ঠান করি; আমি দুর্ব্বল বটে, ধর্ম্ম আমায় বল দিবেন। দেখাদেখি সন্ন্যাসের ভাণ করিব না, তাহা হইলে লাভে-মূলে সমস্তই হারাইব। একটী গল্প আছে—একজন কাঠুরিয়া নদী পার হইতে হইতে তাহার কুঠারখানি জলে পড়িয়া যায়, কাতর হইয়া বিশ্বকর্ম্মার নিকট প্রার্থনা করিল, "দেব, আমার জীবন-উপায় কুঠারখানি দাও।" একখানি রূপার কুঠার ভাসিয়া উঠিল। কাঠুরিয়া দেখিল, কুঠার তার নয়। সে তাহার দেবতাকে বলিল, "এ কুঠার আমার নয়, আমার খানি দাও।" রূপার কুঠার ডুবিয়া সোণার কুঠার ভাসিল। কাঠুরিয়া আবার সেইমত বলিল। অবশেষে আপনার কুঠারখানি ভাসিতে দেখিয়া পরম আনন্দে গ্রহণ করিল। বিশ্বকর্ম্মা সন্তুষ্ট হইয়া সেই স্বর্ণ-রৌপ্য-কুঠারও তাহাকে দিলেন। অপর একজন কাঠুরিয়া তাহা দেখিয়াছিল। তাহার কুঠারখানি জলে ফেলিয়া দিয়া বিশ্বকর্ম্মার নিকট প্রার্থনা করিল, রূপার কুঠার উঠিল, সোণার কুঠার উঠিল। লোভী কাঠুরিয়া আমার নয়, আমার নয়, বলিল। পরে তাহার নিজের কুঠার ভাসিয়া উঠিলে লইতে যায়, মনে ভাবিতেছে, অপর দুইখানিও পাইবে, তাহার কুঠারখানি ডুবিয়া গেল। দেখাদেখি সন্ন্যাসের এরূপই ফল হইয়া থাকে;—ফলাকাঙ্ক্ষার নির্ম্মল কার্য্য হয় না।

অবিদ্যা বারাঙ্গনার ন্যায় হাব-ভাব প্রকাশ করিতেছে। প্রকৃত বারাঙ্গনার হস্তে পরিত্রাণ আছে; যেখানে তাহারা থাকে, সে স্থান পরিত্যাগ করিলে হয়, হাব-ভাব না দেখিলে হয়, কুৎসিত রোগের ভয়ে, লোকলজ্জায়, ঘৃণায়—অনেকে পরিত্যাগ করিতে সক্ষম হয়; কিন্তু এ নটী তোমার বাসনা। দিবা-রাত্র যাহাকে ধ্যান করিয়াছ, নিদ্রার সময় যাহাকে ইষ্ট স্মরণ ত্যাগ করিয়া আদরে বক্ষে ধরিয়া নিদ্রা গিয়াছ, যাহার নিমিত্ত ভগবান মোক্ষ-প্রদ হইয়া সম্মুখে দণ্ডায়মান হইলে ভয়ে পলায়ন কর, এ নটী তোমার বাসনা, সুন্দর বেশ-ভূষা করিয়া তোমার সম্মুখে দাঁড়াইয়া আছে। আশা দূতীবেশে কত কথা কহিয়াছে, কল্পনা কতই সম্ভোগ রচনা করিয়াছে, তাহাকে পাইবার সমস্ত সুযোগ উপস্থিত, হাত বাড়াইলেই পাও, কিন্তু নটী দূরে দাঁড়াইল। ধরি ধরি, ধরা যায় না! ধরা দিলে দেখ, অতি কুৎসিতা। কিন্তু বহুরূপিণী আবার অন্য-মনোহারিণী রূপে সম্মুখে দণ্ডায়মানা। আবার ছুট, আবার ঐ ফল। ফলাকাঙ্ক্ষার অর্থই, কুৎসিতা বারাঙ্গনা

অবিদ্যা-মায়ার উপাসনা। ফল-কামনায় ধর্ম্ম কর—ধর্ম্ম বিশ্বাসঘাতক নন—মুটে বিদায় করিবেন। মনে কর, একবার ধন-কামনায় ধর্ম্ম করিয়াছ, ধন পাইবে, সংসারে ধন অতি অবিদ্যাবলশালী। ধন পাইয়াছ, আর ধর্ম্মের উপাসনা নাই। ইহাই নিত্য প্রত্যক্ষ দেখিতে পাও। দেখিতে পাও, অনেকেই ধনমদে ধর্ম্ম ভুলিয়াছেন। তোমারও ভুলিবার সম্ভাবনা। যাহাতে লোক মুগ্ধ থাকে, সেই সমস্ত তাহার সর্ব্বস্ব হয়, অন্য চিন্তা স্থান পায় না। এ কথাটি বালককেও যুক্তি দিয়া বুঝাইবার প্রয়োজন নাই। একদিন পরমহংসদেব আমায় বলেন যে, মাড়োয়ারীরা তাঁহাকে প্রলোভন দেখাইতে আসিয়াছিল। বলে, "টাকা দিতেছি, আপনি ভাণ্ডারা খুলুন, এ টাকা ত আপনার নিমিত্ত নিতেছেন না, তবে আপত্তি কি? এ কথা শুনিয়া পরমহংসদেব বলিলেন, আমি বল্লুম, 'না'। আমি বুদ্ধিমান্, জিজ্ঞাসা করিলাম, "মহাশয়, এতে আপত্তি কি?" তিনি ভঙ্গী করিয়া বলিলেন—যে ভঙ্গী তাহাতেই দেখিয়াছি, যে ভঙ্গী আর দেখি নাই, দেখিবও না, যে ভঙ্গী অনন্ত কালস্রোতে কেহ কখন দেখে নাই—ভঙ্গীর সহিত পরমহংসদেব বলিলেন, (সে মনোহর ভঙ্গী এখনও চিত্তে অঙ্কিত রহিয়াছে) বলিলেন, "ও মনে পড়বেক, আবার আস্‌তে হবেক্।" যে মহাত্মা জীবের দুঃখে কাতর হইয়া শত শত জন্ম-গ্রহণে কৃতসঙ্কল্প, সুকর্ম্ম-ফল-ভোগের নিমিত্ত তাঁহাকে দেহধারণে কুণ্ঠিত দেখিলাম।

তিনি উপদেশ দিতেন, সে উপদেশের মর্ম্ম আমি যাহা বুঝিয়াছি, তাহা বলি। তিনি ধ্যান করিতে বলিতেন; ধ্যান করিতে করিতে কুক্কুর, বিড়াল, বাঁদর, বেশ্যা, লোটো, জুয়াচোর, রাক্ষস, পিশাচ, দানবের মূর্ত্তি সম্মুখে উপস্থিত হইলে, তাহাতে বলিতেন, ভয় করিও না, ধ্যানে বিরত হইও না, বহুরূপী ঈশ্বরের মূর্ত্তি দেখিতেছ মনে করিবে, কিন্তু যদি কোন বাসনা উপস্থিত হয়, জানিবে, তোমার ধ্যানে মহাবিঘ্ন হইয়াছে, ধ্যান ভঙ্গ করিয়া কাতরে ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করিবে, 'ভগবান, আমার এ বাসনা পূর্ণ করিও না।' ধ্যানস্থ বাসনা আশুফলপ্রদ হয়, সে ফল অতি কুফল। অবিদ্যার ফল—মানবকে নিরয়গামী করিবার ফল। কুতর্ক উঠিয়া মনকে বলিতে থাকে, ফলের কামনায় ঈশ্বর-উপাসনা করিব না, তবে কেন তাঁর উপাসনা? ধন পাইব, মান পাইব, নরনারী দাসদাসী হইবে, এই ত উদ্দেশ্য হওয়া উচিত, সিদ্ধ পুরুষের ত ইহাই হইয়া থাকে, আর কি হয়? ইহাই হয় সত্য, যাহা সংসারী জীব বাসনা করে, ঈশ্বর-সেবায় তাহাই পায়, কিন্তু সে তাহা পাইয়াছে কি না, তাহা জানে না, যদি জানে, জানিলেও কিছু তৃপ্তি নাই। কি এক পরম তৃপ্তি পাইয়াছে, তাহাতে তাহার সকলই তুচ্ছ, ঈশ্বরের সেবায় তাহার আনন্দ, শিশুর পিতা মাতার সেবার ন্যায় তাহার আনন্দ; শিশু দেখে তাহার পিতার ভোজনের সময় ভৃত্য আসিয়া ব্যজন করে, সেও আনন্দে পাখা হাতে করিয়া ভৃত্যের উপর ঈর্ষ্যা করিয়া ব্যজন করিতে গিয়া পাখা গায়ে মারিয়া কি একটা অপূর্ব্ব আনন্দ উপভোগ করে; তাহার পিতাও ব্যজন পরিবর্ত্তে পাখার আঘাত খাইয়া আনন্দে পরিপূর্ণ হয়, সেই শিশুর কথা যেথা সেথা বলে, শিশুকে নানাবিধ বসন ভূষণ ভোজ্যসামগ্রী দেয়, কিন্তু তাহাতে শিশুর লক্ষ্য নাই; ভোজন অন্তে ভৃত্য পদসেবা করিতেছে, টর টর করিয়া আসিয়া পদসেবা করিতে বসে, পদসেবা না করিতে পাইলে তাহার ক্ষোভ। সে সেবা করে, পিতা হাসে, সেও হাসে, আনন্দে পরিপূর্ণ হয়। জগৎ-পিতার সেবকও সেইরূপ। পিতার সেবার নিমিত্ত কোটি কোটি দেবদূত উপস্থিত আছে, পিতার সেবার প্রয়োজন নাই। তথাপি সেবক সেবা করিতে যায়। আনন্দময় পিতা আনন্দে হাসেন, সেবকও আনন্দে হাসে; মান, মর্য্যদা, ধন, যাহা আনন্দময় পিতা তাহাকে আনন্দে বিতরণ করিয়াছেন, তাহার প্রতি তাহার ভ্রূক্ষেপও নাই। বালভাবাপন্ন ঈশ্বর-সেবক সেবায় কি আনন্দ, কেবল তিনিই বুঝেন; এ জগৎ-পিতার বালক পিতৃসেবার প্রয়াসী, আনন্দময় পিতৃসেবায় আনন্দময় হইয়া বেড়াইতেছে। তত্ত্ববিৎ হিউম (Hume) সাহেব বলেন যে, সৎকার্য্য এতই সৎ, তাহাতে ঐহিক এত আনন্দ যে, পাদ্রীরা তাহার পারমার্থিক ফল কেন বর্ণনা করেন, তাহা বুঝিতে পারেন না। এ কার্য্যই ত আনন্দ, যিনি সৎকার্য্যশীল, এ কথার মর্ম্ম কেবল তিনিই বুঝিতে পারেন; পাপের পথ যে কণ্টক-ময়, তাহা সকলেই জানেন, কিন্তু বহুরূপিণী মায়া মনোহরণ করিতেছেন, মুগ্ধচিত্ত কাঁটার উপর ছুটে, পিশাচী জানিয়াও পিশাচী বলে না—মুগ্ধচিত্ত বিবেক-রহিত।

যৌবন-পদার্পণে, ভোগ্য বস্তু দর্শনে, আশার প্রলোভনে সংসার সুখাগার ভাবি। মায়ার বৈষম্য উপলব্ধি হয় না,

বুঝিতে পারি না যে, সুন্দর সংসার মৃত্যুর ক্রীড়াস্থল। ক্ষয়ের নাম বৃদ্ধি : যতই দিন যায়, ততই মৃত্যুর নিকট অগ্রসর হই। সুখ—দুঃখের সূচনা মাত্র। দেখিতে পাই, যে সকল বস্তু আমার প্রয়োজন বিবেচনা করি, ধন-বিনিময়ে তাহা পাওয়া যায় ; কিন্তু ধন হইলে ধনের মায়ায় ধন বিনিময় করিতে পারিব কি না, সে সকল বস্তু ভোগের শক্তি আছে কি না, ভোগের শক্তি থাকিলে সে সকল সুখপ্রদ কি না, এ সকল প্রশ্ন হৃদয়ে উঠে না। ধনই একমাত্র কামনা হইয়া উঠে। ভোগের নিমিত্ত, সঞ্চয়ের নিমিত্ত, মানের নিমিত্ত, সংসারে সমস্ত প্রয়োজনের নিমিত্ত ধন সর্ব্বাপেক্ষা প্রিয় হয়। কিন্তু চিত্তের তমোগুণ বশতঃ তাহা সুলভ পরিশ্রমে অর্জ্জন করিতে চাহে। কেহ বা যথাসাধ্য পরিশ্রম করে, পরিশ্রমে কাতর না হইয়া নিয়ত কার্য্যে বিব্রত থাকে, কিন্তু কার্য্যের এমনই গুণ, সকাম কার্য্য হইলেও অনেক পাপস্পৃহা নিবারণ করে। শ্রমী লোক মিথ্যাকথা, মিথ্যা গল্প, পরচর্চ্চা, অহেতু পরের অনিষ্ট-কল্পনা, জুয়াচুরি, ঠকবৃত্তি প্রভৃতি কার্য্য হইতে স্বতন্ত্র থাকেন। যিনি যথার্থ কার্য্য-কুশল, তিনি অনেকটা বুঝিতে পারেন, নীতি-বিরোধী হইলে কার্য্যে তাদৃশ সুফল ফলে না ; ষোল আনা দেওয়া-নেওয়া করেন, নিজ লাভের নিমিত্তই প্রতারণা করেন না। সকাম কার্য্যে যদি এরূপ হয়, তবে নিষ্কাম কার্য্যে যে অমৃত উঠিবে, তাহাতে সন্দেহ কি ? আপত্তি উঠে যে, আমার পুত্র-কলত্র ভাসাইয়া দিয়া কি নিষ্কাম কর্ম্ম করিব ? পরমহংসদেব উপদেশ দিয়াছেন, সত্য, যে "ঈশ্বরের কার্য্য ভাবিয়া কার্য্য করিব," কিন্তু পরকে আপনার পুত্রের ন্যায় কিরূপে করিব ? চেষ্টা, আর অপর উপায় নাই। তুমি যদি নিষ্কাম কার্য্য কর, তাহাতে যদি অমৃত লাভ হয়, তোমার পুত্র-পরিবারও তোমার দৃষ্টান্তে নিষ্কাম কার্য্যে ব্রতী হইয়া আনন্দের অধিকারী হইবেন। সকাম হইয়া পরিবারের জন্য অর্থ রাখিয়া যাইতে চাও, কিন্তু নিত্য প্রত্যক্ষ দেখিতে পাও যে, সংসারে [illegible]ই অর্থ রাখিয়া যায়, কিন্তু যাহাদের নিমিত্ত রাখে, প্রায় তাহাদের ভোগ হয় না। যদি কোন উত্তরাধিকারী ধন-রক্ষায় সমর্থ হন, দেখিতে পাওয়া যায় যে, তিনি যকের ন্যায় ধন রক্ষা করিতেছেন এবং শত শত কুকার্য্য করিতেছেন, যাহার জন্য তুমি দায়ী। দেখিতে পাইবে, স্ত্রীর নিমিত্ত ধন রাখিয়া গিয়া অনেকেই পিতৃপিতামহের আবাস ব্যভিচারের বিহারস্থল করিয়াছেন, পুত্রকে ধন দিয়া লম্পট, পরপীড়ক, অত্যাচারী করিয়াছেন। অর্থ-দানে দুষ্কর্ম্মান্বিত উত্তরাধিকারী প্রায় দেখিতে পাইবেন, কিন্তু যে মহাত্মা নিজের সন্তানের নিমিত্ত নিষ্কাম ধর্ম্ম রাখিয়া গিয়াছেন, যাঁহার উত্তরাধিকারী এই অতুল সম্পত্তি করগত করিয়াছেন, তিনি আপনার হিত, উত্তরাধিকারীর হিত, জগতের হিত, পরহিত উদ্দেশ্যে, হিতকারী দৃষ্টান্তে মহাহিত-সাধনে সক্ষম হইয়াছেন। তিনি যথার্থ মানবদেহ ধারণ করিয়াছিলেন। পশুর সহিত কেবল তাঁহরই মনুষ্যত্ব প্রভেদ, নচেৎ স্বার্থদ্বারা পাশব-কার্য্য ব্যতীত অন্য কোন কার্য্য হয় না, যিনি মনুষ্য বলিয়া পরিচয় দিতে চান, মনুষ্যত্ব যাঁহার আকাঙ্ক্ষা, তিনি নিষ্কাম কার্য্যের আদর করিবেন।"

উপসংহারে আমার ভক্তের চরণে প্রার্থনা, যেন কার্য্যে আমার অধিকার হয়, কিন্তু ফলাফল ঈশ্বর-চরণে অর্পণ করিতে পারি। আমি মনে মনে নিশ্চয় বুঝিয়াছি, আমি যতই কেন নিষ্কাম কার্য্যের চেষ্টা করি না, আমার কলুষিত মন অতি সৎকার্য্যের সহিত দোষ মিশ্রিত করিবে ; ফল ত আমার আয়ত্তাধীন নয়। সুফল ফলিবে বিবেচনায় কার্য্য করিতে গিয়া কত অন্যায় ফল ফলিয়াছে, তাহা বর্ণনা করা যায় না। চোর অন্যের বাটীতে চুরি করিতে আসিয়াছে, তাহাকে জীবন উপেক্ষা করিয়া ধরিলাম, জেলে দিলাম, তাহাদের পরিবারবর্গকে অনাথ করিলাম ; দয়া করিয়া একজনকে চাকরি দিলাম, কর্ম্মক্ষম শত ব্যক্তিকে বঞ্চিত করিলাম ; নিষ্কাম কার্য্য করিবার চেষ্টা করিলে সক্ষম হই না, আমার মন কলুষিত। নিষ্কাম কর্ম্ম মুখে বলা যায়, কিন্তু দেখিতে পাই, কেবল ঈশ্বর দেহ ধারণ করিয়া নিষ্কাম কর্ম্ম করিতে পারেন। অতএব কার্য্যের ফল যেন আমি ঈশ্বর চরণে অর্পণ করি। অতি কঠিন কার্য্যে সক্ষম হইয়া যেন কার্য্যগরিমা না রাখি। শাস্ত্রে শুনিতে পাই,—ইন্দ্র, অগ্নি, পবন কার্য্যের গরিমা করিয়াছিলেন, কিন্তু ভগবান্ তাঁহাদিগকে দেখাইয়া দেন যে, তাঁহাদের একটী তৃণের উপরও অধিকার নাই। সতাই, কাহারও কার্য্যের উপর অধিকার নাই। নিজ-জীবন সমালোচনায় পদে পদে তাহার উপলব্ধি হইবে। আমি কর্ত্তা নই, আমার ইচ্ছামত কোন কার্য্য হয় নাই, একটু স্থিরচিত্ত হইলেই বুঝিতে পারা যায়। ঈশ্বর আমায় কার্য্যে অধিকার দিন, কিন্তু ফলাফল ও কার্য্য-গরিমা তাঁর, **আমার** যেন স্বপ্নেও না বলি।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-প্রসঙ্গ

ভগবান্ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ দেব

[স্বর্গীয় প্রিয়নাথ সিংহের অনুরোধে লিখিত এবং 'জন্মভূমি' মাসিক পত্রিকায় (১৭শ বর্ষ, আষাঢ়, ১৩১৬ সাল) প্রকাশিত]

বহুদিন পূর্ব্বে "Indian Miror" এ দেখিয়াছিলাম যে, দক্ষিণেশ্বরে একজন পরমহংস আছেন, তথায় স্বর্গীয় কেশবচন্দ্র সেনের সশিষ্যে গতিবিধি আছে। আমি হীনবুদ্ধি, ভাবিলাম যে, ব্রাহ্মরা যেমন হরি, মা প্রভৃতি বলা আরম্ভ করিয়াছে, সেইরূপ এক পরমহংসও খাড়া করিয়াছে। হিন্দুরা যাঁহাকে পরমহংস বলে, সে পরমহংস ইনি নন। তাহার পর কিছু-দিন বাদে শুনিলাম, আমাদের বসুপাড়ায় ৺দীননাথ বসুর বাড়ীতে পরমহংস আসিয়াছেন, কৌতূহল বশতঃ দেখিতে যাইলাম, কিরূপ পরমহংস। তথায় যাইয়া শ্রদ্ধার পরিবর্ত্তে তাঁহার প্রতি অশ্রদ্ধা লইয়া আসিলাম। দীননাথ বাবুর বাড়ীতে যখন আমি উপস্থিত হই, তখন পরমহংস কি উপদেশ দিতেছেন ও কেশববাবু প্রভৃতি তাহা আনন্দ করিয়া শুনিতেছেন। সন্ধ্যা হইয়াছে, একজন সেজ জ্বালিয়া আনিয়া পরমহংসদেবের সম্মুখে রাখিল। তখন পরমহংস পুনঃ পুনঃ জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন,—"সন্ধ্যা হইয়াছে ?" আমি এই কথা শুনিয়া ভাবিলাম, 'ঢং দেখ, সন্ধ্যা হইয়াছে, সম্মুখে সেজ জ্বলিতেছে, তবু ইনি বুঝিতে পারিতেছেন না যে, সন্ধ্যা হইয়াছে কি না'! আর কি দেখিব, চলিয়া আসিলাম।

ইহার কয়েক বৎসর পরে রামকান্ত বসুর ষ্ট্রীটস্থ ৺বলরাম বসুর ভবনে পরহংসদেব আসিবেন। সাধুত্তম বলরাম তাঁহাকে দর্শন করিবার নিমিত্ত পাড়ার অনেককেই নিমন্ত্রণ করিয়াছেন। আমারও নিমন্ত্রণ হইয়াছিল—দর্শন করিতে গেলেম। দেখিলাম, পরমহংসদেব আসিয়াছেন, বিধুকীর্ত্তনী তাঁহাকে গান শুনাইবার জন্য নিকটে আছে। বলরাম বাবুর বৈঠকখানায় অনেক লোক-সমাগম হইয়াছে। পরম-হংসদেবের আচরণে আমার একটু চমক্ হইল। আমি জানিতাম, যাঁহারা পরমহংস ও যোগী বলিয়া আপনাকে পরিচয় দেন, তাঁহারা কাহারও সহিত কথা কন না, কাহাকেও নমস্কার করেন না; তবে কেহ যদি অতি সাধ্যসাধনা করে, পদসেবা করিতে দেন। এ পরমহংসের ব্যাপার সম্পূর্ণ বিপরীত। অতি দীনভাবে পুনঃ পুনঃ মস্তক ভূমিস্পর্শ করিয়া নমস্কার করিতেছেন। এক ব্যক্তি আমার পূর্ব্বের ইয়ার, তিনি পরমহংসকে লক্ষ্য করিয়া ব্যঙ্গ করিয়া বলিলেন, "বিধু ওঁর পূর্ব্বের আলাপী, তার সঙ্গে রঙ্গ হ'চ্চে।" কথাটা আমার ভাল লাগিল না। এমন সময় অমৃতবাজার পত্রিকার সুবিখ্যাত সম্পাদক শ্রীযুক্ত শিশিরকুমার ঘোষ উপস্থিত হইলেন। পরমহংসদেবের প্রতি তাঁহার বিশেষ শ্রদ্ধা বোধ হইল না। তিনি বলিলেন, "চল, আর কি দেখ্‌বে?" আমার ইচ্ছা ছিল, আরো কিছু দেখি, কিন্তু তিনি জেদ করিয়া আমায় সঙ্গে লইয়া আসিলেন। এই আমার দ্বিতীয় দর্শন।

আবার কিছুদিন যায়, ষ্টার থিয়েটারে (৬৮নং বিডনষ্ট্রীট) "চৈতন্যলীলা"র অভিনয় হইতেছে, আমি থিয়েটারে বাহিরের Compound এ বেড়াইতেছি, এমন সময়ে মহেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় নামক একজন ভক্ত (এক্ষণে তিনি স্বর্গগত) আমায় বলিলেন, "পরমহংসদেব থিয়েটার দেখিতে আসিয়া-ছেন, তাঁহাকে বসিতে দাও ভাল, নচেৎ টিকিট কিনিতেছি।" আমি বলিলাম, "তাঁহার টিকিট লাগিবে না, কিন্তু অপরের টিকিট লাগিবে।" এই বলিয়া তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিতে অগ্রসর হইতেছি,—দেখিলাম, তিনি গাড়ী হইতে নামিয়া থিয়েটারের Compound মধ্যে প্রবেশ করিয়াছেন; আমি না নমস্কার করিতে করিতে তিনি অগ্রে নমস্কার করিলেন, আমি নমস্কার করিলাম, পুনর্ব্বার তিনি নমস্কার করিলেন, আমি আবার নকস্কার করিলাম, পুনর্ব্বার তিনিও নমস্কার করিলেন। আমি ভাবিলাম, এইরূপই তো দেখিতেছি

চলিবে। আমি মনে মনে নমস্কার করিয়া তাঁহাকে উপরে লইয়া আসিয়া একটী Box এ বসাইলাম ও একজন পাখা-ওয়ালা নিযুক্ত করিয়া দিয়া শরীরের অসুস্থতা বশতঃ বাড়ী চলিয়া আসিলাম। এই আমার তৃতীয় দর্শন।

আমার চতুর্থ দর্শন বিবৃত করিবার পূর্ব্বে আমার নিজের অবস্থা বলা প্রয়োজন। আমাদের পঠদ্দশায় যাঁহারা "Young Bengal" নামে অভিহিত হইতেন, তাঁহারাই সমাজে মান্যগণ্য ও বিদ্বান্ বলিয়া পরিগণিত ছিলেন। বাঙ্গালায় ইংরাজী-শিক্ষার তাহারই প্রথম ফল। তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই জড়বাদী, অল্পসংখ্যক ক্রিশ্চিয়ান হইয়া গিয়াছিলেন এবং কেহ কেহ ব্রাহ্মধর্ম্ম অবলম্বন করেন। কিন্তু হিন্দুধর্ম্মের প্রতি আস্থা তাঁহাদের মধ্যে প্রায় কাহারও ছিল না বলিলেও বলা যায়। সমাজে যাঁহারা হিন্দু ছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে মতভেদ, শাক্ত-বৈষ্ণবের দ্বন্দ্ব চলে এবং বৈষ্ণব-সমাজ এমন নানা শ্রেণীতে বিভক্ত যে, পরস্পর পরস্পরের প্রতিবাদী। ইহা ব্যতীত অন্যান্য মতও প্রচলিত ছিল। প্রত্যেক মতেই অপর মতাবলম্বীর নরক-ব্যবস্থা। ইহার উপর অনেক যাজক ব্রাহ্মণ ভ্রষ্টাচার হইয়াছেন। সত্যনারায়ণের পুঁথি লইয়া শ্রাদ্ধ করেন, মেটে দেওয়ালে পাইখানার ঘটী হইতে জল দিয়া গঙ্গামৃত্তিকার ফোঁটা ধারণ করেন। তাহার উপর ইংরাজীও দু'পাতা পড়িয়াছি, কালাপাহাড় জগন্নাথ ভাঙ্গিয়াছে প্রভৃতি। আবার জড়বাদীরা বুদ্ধি-বিদ্যায় সকলের শ্রেষ্ঠ হয়া গণ্য, ঈশ্বর না মানা বিদ্যার পরিচয়, এ অবস্থায় স্ব-ধর্ম্মের প্রতি আস্থা কিছুমাত্র রহিল না; কিন্তু মাঝে মাঝে ঈশ্বর লইয়া সমবয়স্ক বন্ধুর সহিত তর্ক-বিতর্কও চলে: আদি-সমাজেও কখনও কখনও যাওয়া আসা করি, একটী ব্রাহ্মসমাজও পাড়ার কাছে ছিল, সেখানেও মাঝে মাঝে যাই। কিন্তু কিছু বুঝিতে পারিলাম না। ঈশ্বর আছেন কি না, সন্দেহ, যদি থাকেন, কোন্ ধর্ম্মাবলম্বী হওয়া উচিত? নানা তর্কবিতর্ক করিয়া কিছু স্থির হইল না, ইহাতে মনের অশান্তি হইতে লাগিল। একদিন প্রার্থনা করিলাম, 'ভগবান্, যদি থাকো, আমায় পথ নির্দ্দেশ করিয়া দাও।' ইহার কিছুদিন পরেই দাম্ভিকতা আসিল। ভাবিলাম, জল-বায়ু আলো—ইহ-জীবনের যাহা প্রয়োজন, তাহা অর্জ্জন রহিয়াছে; তবে ধর্ম্ম, যাহা অনন্ত-জীবনের প্রয়োজন, তাহা এত খুঁজিয়া লইতে হইবে কেন? সমস্তই মিথ্যা-কথা; জড়বাদীরা বিদ্বান—বিজ্ঞ, তাঁহারা যে কথা বলেন, সেই কথাই ঠিক। ভাবিলাম, ধর্ম্মের আন্দোলন বৃথা; এইরূপ তমাচ্ছন্ন হইয়া চতুর্দ্দশ বর্ষ অতিবাহিত হইল। পরে দুর্দ্দিন আসিয়া ঠিক নিশ্চিন্ত থাকিতে দিল না। দুর্দ্দিনের তাড়নায় চতুর্দ্দিক অন্ধকার দেখিয়া ভাবিতে লাগিলাম, বিপদ-মুক্ত হইবার কোনও উপায় আছে কি? দেখিয়াছি, অসাধ্য রোগ হইলে তারকনাথের শরণাপন্ন হইয়া থাকে, আমারও তো কঠিন বিপদ্; একরূপ উদ্ধার হওয়া অসাধ্য, এ সময়ে তারকনাথকে ডাকিলে কিছু হয় কি? পরীক্ষা করিয়া দেখা যাক্। শরণাপন্ন হইবার চেষ্টা করিলাম, কিন্তু সেই চেষ্টাই সফল হইল, বিপজ্জাল অচিরে ছিন্নভিন্ন হইয়া গেল। আমার দৃঢ় ধারণা জন্মিল, দেবতা মিথ্যা নয়। বিপদ্ হইতে তো মুক্ত হইলাম, কিন্তু আমার পরকালের উপায় কি? আবার মনোমধ্যে ঘোর দ্বন্দ্ব, কোন্ পথ অবলম্বন করি? তারকনাথের মহিমা দেখিয়াছি, তারকনাথকেই ডাকি। ক্রমে দেব-দেবীর প্রতি বিশ্বাস জন্মিতে লাগিল, কিন্তু সকলেই বলে যে, গুরু ব্যতীত উপায় নাই। ভাবিলাম, কেন উপায় নাই? এই তো ঈশ্বরের নাম রহিয়াছে, ঈশ্বরকে ডাকিলে কেন উপায় হইবে না? কিন্তু সকলেই বলে, গুরু ব্যতীত উপায় হয় না। তবে গুরু কাহাকে করিব? শুনিতে পাই, গুরুকে ঈশ্বর জ্ঞান করিতে হয়; কিন্তু আমার ন্যায় মনুষ্যকে ঈশ্বর জ্ঞান কিরূপে করি? মন অতি অশান্তিপূর্ণ হইল। মনুষ্যকে গুরু করিতে পারি না।

"গুরুর্ব্রহ্মা গুরুর্বিষ্ণুঃ গুরুর্দেবো মহেশ্বরঃ।
গুরুরেব পরব্রহ্ম তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ॥"

এই বলিয়া গুরুকে প্রণাম করিতে হয়। সামান্য মানুষকে দেখিয়া ভণ্ডামি কিরূপে করিব? ঈশ্বরের নিকট অপকট-হৃদয়ের প্রয়োজন, গুরুর সহিত ঘোর কপটতা করিয়া কিরূপে তাঁহাকে পাইব? যাক্, আমার গুরু হইবে না। বাবা তারকনাথের নিকট প্রার্থনা করি, যদি গুরুর একান্ত প্রয়োজন হয়, তিনি কৃপা করিয়া আমার গুরু হোন। শুনিয়াছিলাম, নরবেশ ধরিয়া কখনো কখনো মহাদেব মন্ত্র দিয়া থাকেন। যদি আমার প্রতি তাঁহার এরূপ কৃপা হয়, তবেই। নচেৎ আমি নিরুপায়। কিন্তু তারকনাথের তো কই দেখা পাই না, তবে আর কি করিব? প্রাতে

একবার ঈশ্বরের নাম করিব, তারপর যা হয় হইবে। এ সময়ে একজন চিত্রকরের সঙ্গে আমার আলাপ হয়, তিনি একজন গোড়ীয় বৈষ্ণব ছিলেন, সত্য হোক, আর মিথ্যা হোক, একদিন তিনি আমায় বলিলেন, "আমি প্রত্যহ ভগবানকে ভোগ দিই, তিনি গ্রহণ করেন, কখনো কখনো রুটিতে দাঁতের দাগ থাকে, কিন্তু এ ভাগ্য গুরুর নিকট উপদিষ্ট না হইলে হয় না।" আমার মন বড়ই ব্যাকুল হইল। তাহার নিকট হইতে চলিয়া গিয়া ঘরে দোর বন্ধ করিয়া রোদন করিতে লাগিলাম। এ ঘটনার তিন দিন পরে আমি কোন কারণ বশতঃ আমাদের পাড়ার চৌরাস্তায় একটী রকে বসিয়া আছি, দেখিলাম চৌরাস্তার পূর্ব্বদিক হইতে নারায়ণ, আর দুই একটী ভক্ত সমভিব্যাহারে পরমহংসদেব ধীরে ধীরে আসিতেছেন। আমি তাঁহার দিকে চক্ষু ফিরাইবা মাত্র তিনি নমস্কার করিলেন। সেদিন আমি নমস্কার করায় পুনর্ব্বার নমস্কার করিলেন না। আমার সম্মুখ দিয়া ধীরে ধীরে চৌমাথার দক্ষিণ দিকের রাস্তায় চলিলেন। তিনি যাইতেছেন, আমার বোধ হইতে লাগিল, যেন কি অজানিত সূত্রের দ্বারা আমার বক্ষঃস্থল তাঁহার দিকে কে টানিতেছে। তিনি কিছুদূর গিয়াছেন, আমার ইচ্ছা হইল, তাঁহার সঙ্গে যাই। এমন সময় তাঁহার নিকট হইতে আমায় একজন ডাকিতে আসিলেন, কে, আমার স্মরণ হইতেছে না। তিনি বলিলেন, "পরমহংসদেব ডাকিতেছেন।" আমি চলিলাম, পরমহংসদেব ৺বলরাম বাবুর বাটীতে উঠিলেন, আমিও তাঁহার পশ্চাতে গিয়া বৈঠকখানায় উপস্থিত হইলাম। (তৎকালে বলরাম বাবু দেহ পরিত্যাগ করেন নাই।) বলরাম বাবু বৈঠকখানায় শুইয়াছিলেন, বোধ হইল পীড়িত, পরমহংসদেবকে দেখিবা-মাত্র সসম্ভ্রমে উঠিয়া সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করিলেন। বসিয়া বলরাম বাবুর সহিত দুই একটী কথা বলিবার পর পরমহংস-দেব হঠাৎ উঠিয়া, "বাবু আমি ভাল আছি—বাবু আমি ভাল আছি"—বলিতে বলিতে কিরূপ এক অবস্থাগত হইলেন। তাহার পর বলিতে লাগিলেন—"না না, ঢং নয়—ঢং নয়।" অল্প সময় এইরূপ অবস্থায় থাকিয়া পুনরায় আসন গ্রহণ করিলেন। আমি জিজ্ঞাসা করি[illegible]গুরু কি ?" তিনি বলিলেন, "গুরু কি জান, যেন ঘটক।" আমি ঘটক কথা ব্যবহার করিতেছি, তিনি এই অর্থে অন্য কথা ব্যবহার করিয়াছিলেন। আবার বলিলেন, "তোমার গুরু হ'য়ে গেছে।" 'মন্ত্র কি ?' জিজ্ঞাসা করাতে বলিলেন, "ঈশ্বরের নাম।" দৃষ্টান্ত দিয়া বলিতে লাগিলেন, "রামানুজ প্রত্যহই প্রাতঃস্নান করিতেন। ঘাটের সিঁড়িতে 'কবীর' নামে এক জোলা শুইয়াছিল। রামানুজ নামিতে নামিতে তাঁহার শরীরে পাদস্পর্শ করায় সকল দেহে ঈশ্বরের অস্তিত্ব জ্ঞানে 'রাম' শব্দ উচ্চারণ করিলেন। সেই রাম নাম কবীরের মন্ত্র হইল ;—আর সেই নাম জপ করিয়া কবীরের সিদ্ধিলাভ হইল।" থিয়েটারেরও কথা পড়িল। তিনি বলিলেন,—"আর এক দিন আমায় থিয়েটার দেখাইও।" আমি উত্তর করিলাম, "যে আজ্ঞে, যে দিন ইচ্ছা দেখিবেন।" তিনি বলিলেন, "কিছু নিও।" আমি বলিলাম, 'ভালো আট আনা দিবেন।' পরমহংসদেব বলিলেন,—"সে বড় র‍্যাজলা জায়গা।" আমি উত্তর করিলাম, 'না, আপনি সে দিন যেখানে বসেছিলেন, সেইখানে ব'স্‌বেন।' তিনি বলিলেন, "না, একটী টাকা নিও।" আমি 'যে আজ্ঞে' বলায় এ কথা শেষ হইল।

বলরাম বাবু তাঁহার ভোগের নিমিত্ত কিছু মিষ্টান্ন আনাইলেন। তিনি একটী সন্দেশ হইতে কিঞ্চিৎ গ্রহণ করিলেন মাত্র। অনেকেই প্রসাদ ধারণ করিলেন। আমারও ইচ্ছা ছিল, কে কি বলিবে, লজ্জায় পারিলাম না। ইহার কিছুক্ষণ পরেই হরিপদ নামে এক ভক্তের সহিত পরমহংস-দেবকে প্রণাম করিয়া বলরাম বাবুর বাটী হইতে বাহির হইলাম। পথে হরিপদ আমায় জিজ্ঞাসা করিলেন, "কেমন দেখিলেন ?" আমি বলিলাম 'বেশ ভক্ত।' তখন আমার মনে খুব আনন্দ হইয়াছে, গুরুর জন্যে হতাশ আর নাই। ভাবিতেছি, গুরু করিতে হয় মুখে বলে। এই তো পরমহংস বলিলেন, আমার গুরু হ'য়ে গিয়েছে, তবে আর কার কথা শুনি ?

যে কারণে মনুষ্যকে গুরু করিতে অনিচ্ছুক ছিলাম, তাহা একরূপ বলিয়াছি, কিন্তু এখন বুঝিতে[illegible] যে, আমার[illegible]নর প্রবল দম্ভ থাকায় আমি গুরু করিতে চাহি নাই। ভাবিতাম —এত কেন ? গুরুও মানুষ, শিষ্যও মানুষ, তাঁহার নিকট জোড়হাত করিয়া থাকিবে, পদসেবা করিবে, তিনি যখন যাহা বলিবেন, তখন তাহা যোগাইবে, এ একটা আপদ জোটান মাত্র। পরমহংসদেবের নিকট এই দম্ভ চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া গেল। থিয়েটারে প্রথমেই তিনি আমায় নমস্কার করিলেন, তাহা

পর রাস্তায়ও আমায় প্রথম নমস্কার করিলেন। তিনি যে নিরহঙ্কার ব্যক্তি, আমার ধারণা জন্মিল এবং আমার অহঙ্কারও খর্ব্ব হইল। তাঁহার নিরহঙ্কারিতার কথা আমার মনে দিন দিন উঠে। বলরামবাবুর বাটীর ঘটনার কিছুদিন পরে আমি থিয়েটারের সাজ-ঘরে বসে আছি, এমন সময় শ্রদ্ধাস্পদ ভক্তপ্রবর শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ মজুমদার মহাশয় ব্যস্ত হইয়া আসিয়া আমায় বলিলেন, "পরমহংসদেব আসিয়াছেন।" আমি বলিলাম, 'ভাল, Boxএ লইয়া গিয়া বসান।' দেবেন্দ্র বাবু বলিলেন, "আপনি অভ্যর্থনা করিয়া লইয়া আসিবেন না?" আমি বিরক্ত হইয়া বলিলাম, 'আমি না গেলে তিনি আর গাড়ী থেকে নাম্‌তে পারবেন না!' কিন্তু গেলেম। আমি পঁহুছিয়াছি, এমন সময় তিনি গাড়ী হইতে নামিতেছেন। তাঁহার মুখপদ্ম দেখিয়া আমার পাষাণ-হৃদয়ও গলিল। আপনাকে ধিক্কার দিলাম, সে ধিক্কার এখনও আমার মনে জাগিতেছে। ভাবিলাম, এই পরমশান্ত ব্যক্তিকে আমি অভ্যর্থনা করিতে চাহি নাই? উপরে লইয়া যাইলাম। তথায় শ্রীচরণ স্পর্শ করিয়া প্রণাম করিলাম। কেন যে করিলাম, তাহা আমি আজও বুঝিতে পারি না। আমার ভাবান্তর হইয়াছিল নিশ্চয়, আমি একটী প্রস্ফুটিত গোলাপ-ফুল লইয়া তাঁহাকে দিলাম। তিনি গ্রহণ করিলেন, কিন্তু আমায় ফিরাইয়া দিলেন, বলিলেন,—"ফুলের অধিকার দেবতার আর বাবুদের, আমি কি করিব?" Dress Circle এর দর্শকের, Concert এর সময় বাসবার জন্য Star Theatre এর দ্বিতলে, স্বতন্ত্র একটি কামরা ছিল। সেই কামরায় পরমহংসদেব আসিলেন। অনেকগুলি ভক্ত তাঁহার সহিত আসিলেন। পরমহংসদেব একখানি চৌকিতে বসিলেন, আমিও অপর এক চৌকিতে বসিলাম। কিন্তু দেবেনবাবু প্রভৃতি ভক্তেরা অপর চৌকি থাকা সত্ত্বেও বসিতেছেন না। দেবেনবাবুর সহিত আলাপ ছিল। আমি পুনঃ পুনঃ বলিতে লাগিলাম, 'বসুন না।' কিন্তু তিনি অসম্মত। কারণ বুঝিতে পারিলাম না। আমার এতদূর মূঢ়তা ছিল যে, গুরুর সহিত সম আসনে বসিতে নাই, ইহা আমি জানিতাম না। পরমহংসদেব আমার সহিত নানা কথা কহিতে লাগিলেন। আমার বোধ হইতে লাগিল যে, কি একটা স্রোত যেন আমার মস্তক অবধি উঠিতেছে ও নামিতেছে। ইতিমধ্যে তিনি ভাব-নিমগ্ন হইলেন। একটী বালকভক্তের সহিত ভাবাবস্থায় যেন ক্রীড়া করিতে লাগিলেন। বহুপূর্ব্বে আমি এক দুর্দ্দান্ত পাষণ্ডের নিকট পরমহংসদেবের নিন্দা শুনিয়াছিলাম, এই বালকের সহিত এইরূপ ক্রীড়া দেখিয়া আমার সেই নিন্দার কথা মনে উঠিল। পরমহংসদেবের ভাব ভঙ্গ হইল। তিনি আমায় লক্ষ্য করিয়া বলিলেন,—"তোমার মনে বাঁক (আড়)আছে।" আমি ভাবিলাম, অনেক প্রকার বাঁক তো আছেই বটে, কিন্তু তিনি কোন্ বাঁক লক্ষ্য করিয়া বলিতেছেন, তাহা বুঝিতে পারিলাম না। জিজ্ঞাসা করিলাম,—"বাঁক যায় কিসে?" পরমহংসদেব বলিলেন,—"বিশ্বাস করো।"

আবার কিছুদিন গত হইল, আমি বেলা তিনটার সময় থিয়েটারে আসিয়াছি, একটু চিরকুট পাইলাম যে, মধু রায়ের গলিতে রামচন্দ্র দত্তের ভবনে পরমহংসদেব আসিবেন। পড়িবা মাত্র আমাদের পাড়ার চৌরাস্তায় বসিয়া আমার হৃদয়ে যেরূপ টান পড়িয়াছিল, সেইরূপ টান পড়িল। আমি যাইতে ব্যস্ত হইলাম, কিন্তু আবার ভাবিতে লাগিলাম যে, অজানিত বাটীতে বিনা নিমন্ত্রণে কেন যাইব? ঐ অজানিত সূত্রের টানে সে বাধা রহিল না। চলিলাম, অনাথ বাবুর বাজারের নিকটে গিয়া ভাবিলাম, যাইব না। ভাবিলে কি হয়, আমায় টানিতেছে। ক্রমে অগ্রসর হই আর থামি। রামবাবুর গলির মোড়ে গিয়াও থামিলাম। পরে রামবাবুর বাড়ী গিয়া পঁহুছিলাম। দোরে রামবাবু বসিয়া আছেন। ভক্তচূড়ামণি সুরেন্দ্রনাথ মিত্রও ছিলেন। সুরেন্দ্র বাবু আমায় স্পষ্টই জিজ্ঞাসা করিলেন, কেন আমি তথায় গিয়াছি? আমি বলিলাম, 'পরমহংসদেবকে দর্শন করিতে।' রামবাবুর বাড়ীর নিকটেই সুরেন্দ্রবাবুর বাটী। তিনি তথায় আমায় লইয়া গেলেন এবং তিনি কিরূপে পরমহংসদেবের কৃপা পাইয়াছেন, তাহা আমায় বলিতে লাগিলেন। আমার সে সব কথা ভাল লাগিল না। আমি তাঁহারই সহিত রামবাবুর বাটীতে ফিরিয়া আসিলাম। তখন সন্ধ্যা হইয়াছে, রামবাবুর উঠানে রামবাবু খোল বাজাইতেছেন, পরমহংসদেব নৃত্য করিতেছেন, ভক্তেরাও তাঁহাকে বেড়িয়া নৃত্য করিতেছেন। গান হইতেছে,—"নদে টল্‌মল্ টল্‌মল্ করে গৌর-প্রেমের হিল্লোলে।" আমার বোধ হইতে লাগিল, সত্যই যেন রামবাবুর আঙ্গিনা টল্‌মল্ করিতেছে! আমার মনে খেদ হইতে লাগিল, এ আনন্দ আমার ভাগ্যে ঘটিবে না। চক্ষে জল আসিল। নৃত্য করিতে করিতে পরমহংসদেব সমাধিস্থ

হইলেন, ভক্তেরা পদধূলি গ্রহণ করিতে লাগিলেন, আমার ইচ্ছা হইল, গ্রহণ করি, কিন্তু লজ্জায় পারিলাম না। ভাবিলাম, তাঁহার নিকটে গিয়া পদধূলি গ্রহণ করিলে কে কি মনে করিবে। আমার মনে যে মুহূর্ত্তে এইরূপ ভাবের উদয় হইল, তৎক্ষণাৎ পরমহংসদেবের সমাধি ভঙ্গ হইল ও নৃত্য করিতে করিতে ঠিক আমার সম্মুখে আসিয়া সমাধিস্থ হইলেন। আমার আর চরণস্পর্শের বাধা রহিল না। পদধূলি গ্রহণ করিলাম। সংকীর্ত্তনের পর পরমহংসদেব রামবাবুর বৈঠকখানায় আসিয়া বসিলেন। আমিও উপস্থিত হইলাম। পরমহংসদেব আমারই সহিত কথা কহিতে লাগিলেন। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, 'আমার মনের বাঁক যাইবে তো?' তিনি বলিলেন, "যাইবে।" আমি আবার ঐ কথা বলিলাম। তিনি ঐ উত্তর দিলেন। আমি পুনর্ব্বার জিজ্ঞাসা করিলাম, পরমহংসদেবও ঐ উত্তর দিলেন। কিন্তু মনোমোহন মিত্র নামে একজন পরমহংসদেবের পরম ভক্ত কিঞ্চিৎ রূঢ়স্বরে আমায় বলিলেন,—"যাও না, উনি ব'ল্‌লেন, আর কেন ওঁকে ত্যক্ত ক'চ্চ?" এরূপ কথার উত্তর না দিয়া আমি ইতিপূর্ব্বে কখন' ক্ষান্ত হই নাই। মনোমোহন বাবুর পানে ফিরিয়া চাহিলাম, কিন্তু ভাবিলাম—ইনি সত্যই বলিয়াছেন; যাঁহার এক কথায় বিশ্বাস নাই, তিনি শতবার বলিলেও তো তাঁহার কথা বিশ্বাসের যোগ্য নয়। আমি পরমহংসদেবকে প্রণাম করিয়া থিয়েটারে ফিরিলাম। দেবেন বাবু কিয়দ্দূর আমার সঙ্গে আসিলেন ও পথে অনেক কথা বুঝাইয়া আমায় দক্ষিণেশ্বরে যাইতে পরামর্শ দিলেন।

এই ঘটনার কিছুদিন পরে একদিন দক্ষিণেশ্বরে যাইলাম। উপস্থিত হইয়া দেখি, তিনি দক্ষিণ দিকের বারাণ্ডায় একখানি কম্বলের উপর বসিয়া আছেন, অপর একখানি কম্বলে ভবনাথ নামে একজন পরমভক্ত বালক বসিয়া তাঁহার সঙ্গে কথা কহিতেছেন। আমি যাইয়া পরমহংসদেবের পাদপদ্মে প্রণাম করিলাম। মনে মনে "গুরুর্ব্রহ্মা" ইত্যাদি—এই স্তবটিও আবৃত্তি করিলাম। তিনি আমায় বসিতে আদেশ করিলেন এবং বলিলেন, "আমি তোমার কথাই বলিতেছিলাম; মাইরি, একে জিজ্ঞাসা করো।" পরে কি উপদেশ কথা বলিতে আরম্ভ করিলেন। আমি তাঁহাকে বাধা দিয়া বলিলাম, "আমি উপদেশ শুনিব না, আমি অনেক উপদেশ লিখিয়াছি, তাহাতে কিছু হয় না। আপনি যদি আমার কিছু করিয়া দিতে পারেন, করুন।" এ কথায় তিনি সন্তুষ্ট হইলেন। রামলাল দাদা উপস্থিত ছিলেন, তাঁহাকে বলিলেন,—"কি রে —কি শ্লোকটা, বল তো? রামলাল দাদা শ্লোকটি আবৃত্তি করিলেন,—শ্লোকের ভাব,—পর্ব্বতগহ্বরে নির্জ্জনে বসিলেও কিছু হয় না, বিশ্বাসই পদার্থ। আমার তখন মনে হইতেছে—আমি নির্ম্মল। আমি ব্যাকুল হইয়া জিজ্ঞাসা করিলাম—'আপনি কে?' আমার জিজ্ঞাসার অর্থ এই যে, আমার ন্যায় দাম্ভিকের মস্তক কাহার চরণে অবনত হইল! এ কাহার আশ্রয় পাইলাম—যে আশ্রয়ে আমার সমুদয় ভয় দূর হইয়াছে? আমার প্রশ্নের উত্তরে পরমহংসদেব বলিলেন,—"আমায় কেউ কেউ বলে—আমি রামপ্রসাদ, কেউ বলে—রাজা রামকৃষ্ণ,—আমি এইখানেই থাকি।" আমি প্রণাম করিয়া বাটীতে ফিরিতেছি, তিনি উত্তরের বারাণ্ডা অবধি আমার সঙ্গে আসিলেন। আমি তখন তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম,—"আমি আপনাকে দর্শন করিয়াছি, আবার কি আমায় যাহা করিতে হয়, তাহা করিতে হইবে?" ঠাকুর বলিলেন, "তা করো না!" তাঁহার কথায় আমার মনে হইল, যেন যাহা করি, তাহা করিলে দোষ স্পর্শিবে না।

তদবধি গুরু কি পদার্থ, তাহার কিঞ্চিৎ আভাষ আমার হৃদয়ে আসিল, গুরুই সর্ব্বস্ব আমার বোধ হইল। যাঁহার গুরু আছেন, তাঁহার উপর পাপের আর অধিকার নাই। তাঁহার সাধন-ভজন নিষ্প্রয়োজন। আমার দৃঢ় ধারণা জন্মিল, আমার জন্ম সফল।

ইহার পর অনেক ঘটনা ঘটিয়াছে, এই যে পরম-আশ্রয়-দাতা, ইহাঁর পূজা আমার দ্বারা হয় নাই। মদ্যপান করিয়া ইহাঁকে গালি দিয়াছি। শ্রীচরণসেবা করিতে দিয়াছেন—ভাবিয়াছি—একি আপদ। কিন্তু এ সকল কার্য্য করিয়াও আমি দুঃখিত নই। গুরুর কৃপায় এ সকল আমার সাধন হইয়াছে। গুরুর কৃপায় একটী অমূল্য রত্ন পাইয়াছি। আমার মনে ধারণা জন্মিয়াছে যে, গুরুর কৃপা আমার কোন গুণে নহে। অহেতুকী কৃপাসিন্ধুর অপার কৃপা, পতিত-পাবনের অপার দয়া—সেই জন্য আমায় আশ্রয় দিয়াছেন। আমি পতিত, কিন্তু ভগবানের অপার করুণা, আমার কোন চিন্তার কারণ নাই। **জয় রামকৃষ্ণ!**

পরমহংসদেবের শিষ্য-স্নেহ

['রামকৃষ্ণ-মিশনে' পঠিত এবং 'উদ্বোধন' পাক্ষিক পত্রে (৭ম বর্ষ, ১লা বৈশাখ, ১৩১২ সাল) প্রথম প্রকাশিত]

প্রবন্ধ লিখিবার ভার যখন আমার উপর অর্পিত হইল, তখন ভাবিলাম, অতি সহজ কার্য্যই অর্পিত হইয়াছে ; কিন্তু এখন কার্য্যে দেখি যে, এ প্রবন্ধ লেখা অতি কঠিন। সহজ ভাবিয়াছিলাম, তাহার কারণ এই যে, আমি তাঁহার অপার স্নেহ উপলব্ধি করিয়াছি, প্রত্যেক শিষ্যের নিকট সেই অপার স্নেহের কথা শুনিয়াছি ; অনেক সময়ে মুগ্ধচিত্তে সেই সকল পরস্পর আলোচনা করিয়াছি। যে কোনও শিষ্য তাঁহার প্রতি পরমহংসদেবের স্নেহের ব্যবহার যখন বর্ণনা করিতেন, অমনি প্রতিঘাতে হৃদয়ে শত প্রস্রবণ উন্মুক্ত হইত, শত স্রোত বহিত, শিষ্যের কথায় যত না হোক, মুগ্ধ ভাব-ভঙ্গীতে এবং তাঁহার সহিত আমার অন্তরের সম অবস্থায় তৎকালিন তাহা যেন সম্যক অনুভূত হইত। একটী কথা, যাহা শিষ্য বলিতেন, একটী কার্য্য যাহা বর্ণনা করিতেন, সেরূপ স্নেহময় কথা আমিও শুনিয়াছি, আমিও সেরূপ স্নেহময় কার্য্যের শত শত দৃষ্টান্ত পাইয়াছি, শিষ্যকে অধিক বলিতে হইত না। একটী কথা বলিয়া শিষ্য ভাবিত যেন কত বলিয়াছে, আমিও ভাবিতাম—যেন কত শুনিলাম। আমি যে কথা বলিতে চাহিতেছি, আমি তাহা সম্পূর্ণ বলিতে পারিলাম কি না, তাহা বুঝিতে পারিতেছি না, কিন্তু শ্রোতৃবর্গকে একটী কথা জিজ্ঞাসা করিলে বোধহয় কতক যেন আমার মনোভাব বুঝাইতে পারিব। আমার জিজ্ঞাস্য, তাঁহার প্রতি তিনি তাঁহার মাতৃস্নেহ কিরূপ অনুভব করিয়াছেন ? তাঁহার প্রতি তাঁহার মাতৃস্নেহ কিরূপ বর্ণনা করুন। আমায় এ কথা জিজ্ঞাসা করিলে, আমি গুটিকত কথা মাত্র বলিতে পারিব,—এই মাত্র বলিব—"আহা মাতৃস্নেহ—মাতৃ-স্নেহ !" মাতার প্রতি কার্য্যে, প্রতি দৃষ্টিতে, প্রতি ব্যবহারে, যাহা আমার অনুভূত হইয়াছে, তাহা কথায় বর্ণনা করা সাধ্যাতীত। একটা কথা আছে, পুত্রসন্তান হইলে পিতৃঋণ শোধ যায় ; তাহার অর্থ আমি এই বুঝি, যে পিতৃস্নেহ আমাদের পুত্র না হইলে, আমরা কোনরূপে বুঝিতে পারি না। মাতৃস্নেহ বোঝা একেবারে অসম্ভব। কিন্তু যদি মাতৃস্নেহ বোঝা কখনও সম্ভব হয়, পরমহংসদেবের স্নেহ বুঝিবার কোনও উপায় নাই। আমরা মায়িক অবস্থায় অবস্থিত, পিতৃ-মাতৃস্নেহ মায়িক স্নেহ বলিলে বলা যায়। অনেক স্থলেই মায়িক স্নেহ, সন্তানের ঐহিক সুখই তাঁহাদের কামনা, সন্তানের সাংসারিক উন্নতি তাঁহারা দেখিতে চান। এরূপ দেখিতে পাওয়া যায় যে, পারত্রিক উন্নতির আশায় যদি পুত্র, সংসার-কার্য্যে মনোনিবেশ না করে, তাহা পিতা মাতার বিরক্তির কারণ হয়, সমস্ত সদ্‌গুণ সম্পন্ন হইলেও যদি বিবাহ করিতে না চায়, তাহাতে পিতামাতা অসন্তুষ্ট হন, উপদেশ দিয়া থাকেন যে, পারত্রিক উন্নতির সময় আছে, সংসার-ধর্ম্ম শেষ করিয়া তারপর পারত্রিক কার্য্যে প্রবৃত্ত হওয়া উচিত। পুত্র তাঁহাদের এই উপদেশ না শুনিলে যদিচ স্পষ্ট মুখে বলিতে পারেন না যে, পুত্র কুপথগামী হইয়াছে, কিন্তু সে পুত্র যে কার্য্যের বাহির, এ কথা বলিয়া বন্ধু-বান্ধবগণের নিকট আক্ষেপ করেন। পিতামাতার স্নেহে কখনও স্বার্থ লক্ষিত হয়। পিতাকে গুণবান সন্তানের পক্ষপাতী হইতে দেখা যায়। যতদিন পুত্রের অসহায় বালক অবস্থা, ততদিন পিতামাতা নিঃস্বার্থ। কিন্তু অনেক পিতামাতাই আশা করেন যে, পুত্র হইতে তাঁহাদের বৃদ্ধ-কালের বিশেষ কার্য্য হইবে। নির্গুণ সন্তানের প্রতি মাতৃ-স্নেহ অধিক, কিন্তু গুণবান সন্তানের গুণই কখনও কখনও মাতার স্নেহের ত্রুটির কারণ হয়। পিতৃমাতৃ স্নেহ অতি উচ্চ স্নেহ, কিন্তু একেবারে স্বার্থ স্পর্শ নাই, এ কথা বলা যায় না। পিতা মাতার স্নেহের আভাস কতক পাওয়া যায়, কিন্তু পরমহংসদেবের স্নেহ—এ নিঃস্বার্থ স্নেহ—কিরূপে অনুভব করিব এবং কি কথায় বা বর্ণনা করিব ! স্বার্থ শূন্য অবস্থা ব্যতীত অর্থাৎ মায়া-মুক্ত অবস্থা ব্যতীত, অমায়িক

কার্য্য বোঝা যায় না। তাঁহার ন্যায় যদি মায়াশূন্য অবস্থা প্রাপ্ত হইতাম, এবং আমার শিষ্য থাকিত, শিষ্যের প্রতি পরমহংস দেবের স্নেহ বুঝিবার কতক শক্তি হইত; কিন্তু বর্ণনা করিবার শক্তি হইত কি না জানি না। অপরাপর শিষ্যের নিকট তাঁহার স্নেহের কথা যাহা শুনিয়াছি, তাহা আপনার অবস্থা মিলাইয়া কতক বুঝিয়াছি সত্য, কিন্তু অন্যের অন্তরের কথা বর্ণনা করা যায় না। আমি আপনার অন্তরের কথা, আমি নিজে বুঝি কি না সন্দেহ, অন্যের অন্তরের কথা দুর্ব্বোধ্য। অতএব এ প্রবন্ধে আমার আপনার কথা পরমহংসদেবের স্নেহ, আমার কিরূপ অনুভূত হইয়াছে, তাহাই বর্ণনা করিব। তদ্ব্যতীত আমি নিরুপায়! আপনার কথা বলিব, শ্রোতৃবর্গ অবহা বুঝিয়া অনুকম্পায় মার্জ্জনা করিবেন।

আর এক কথা—পরমহংসদেবের নিকট যাঁহারা গিয়াছিলেন, তাঁহারা সকলে শিষ্ট শান্ত ও ধর্ম্মপরায়ণ। নরেন্দ্র প্রভৃতি যাঁহারা তাঁহার স্বগণের মধ্যে গণ্য, তাঁহারা নির্ম্মল বালক বয়সে প্রভুর নিকট যান ও প্রভুর স্নেহে আবদ্ধ হইয়া পিতামাতা ভুলিয়া প্রভুর কার্য্যে নিযুক্ত হন। তাঁহাদের প্রতি প্রভুর স্নেহ বর্ণনায়, তাঁহার প্রকৃত স্নেহ হয় তো বুঝান যাইবে না। পবিত্র বালকবৃন্দ সমস্ত পরিত্যাগ করিয়া শরণাপন্ন হইয়াছে, ইহাতে স্নেহ জন্মিবার কথা। কিন্তু আমার প্রতি স্নেহ, অহেতুকী দয়াসিন্ধুর পরিচয়। ভগবানের একটী নাম পতিতপাবন, মানব-দেহে সে নামের সার্থকতা আমিই দেখিয়াছি। পতিতপাবন রামকৃষ্ণ আমায় স্নেহ করিয়াছেন, সেই নিমিত্ত আমার প্রতি স্নেহের কথা বলিতে প্রবৃত্ত হইলাম। পরমহংসদেবের নিকট যাঁহারা গিয়াছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে কেহ বা চঞ্চল প্রকৃতি থাকিতে পারেন, কিন্তু আমার তুলনায় সকলেই সাধু। কাহার কখনও বা পদস্খলন হইয়া থাকিতে পারে, কিন্তু আমার গঠনই স্বতন্ত্র, সোজা পথে চলিতে জানিতাম না। পরমহংসদেবের স্নেহের বিকাশ আমাতে যেরূপ পাইয়াছে, সেরূপ আর অন্য কোথাও হয় নাই। প্রবন্ধ শ্রবণে কতক আভাস পাইবেন।

যে সময় পরমহংসদেব আমায় আশ্রয় প্রদান করেন, তখন আমি হৃদিদ্বন্দ্বে বিকলিত। পূর্ব্বের শিক্ষা-দীক্ষা, বাল্যকাল হইতে অভিভাবক শূন্য হইয়া যৌবন-সুলভ চপলতা—সমস্তই আমায় ঈশ্বর-পথ হইতে দূরে লইয়া যাইতেছিল। সে সময়ে জড়বাদী প্রবল, ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকার করা এক প্রকার মূর্খতা ও হৃদয়-দৌর্ব্বল্যের পরিচয়; সুতরাং সমবয়স্কের নিকট একজন কৃষ্ণ-বিষ্ণু বলিয়া পরিচয় দিতে গিয়া, ঈশ্বর নাই—এই কথাই প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা করা হইত। আস্তিককে উপহাস করিতাম, এবং এ পাত ও পাত বিজ্ঞান উল্টাইয়া স্থির করা হইল, যে ধর্ম্ম কেবল সংসার রক্ষার্থ কল্পনা, সাধারণকে ভয় দেখাইয়া কুকার্য্য হইতে বিরত রাখিবার উপায়। দুষ্কর্ম্ম—ধরা পড়িলেই দুষ্কর্ম্ম। গোপনে করিতে পারা বুদ্ধিমানের কার্য্য, কৌশলে স্বার্থ-সাধন করাই পাণ্ডিত্য, কিন্তু ভগবানের রাজ্যে এ পাণ্ডিত্য বহু দিন চলে না। দুর্দ্দিন—অতি কঠিন শিক্ষক; সেই কঠিন শিক্ষকের তাড়নায় শিখিলাম যে, কুকার্য্য গোপন রাখিবার কোনও উপায় নাই—"ধর্ম্মের ঢাক আপনি বাজে।" শিখিলাম বটে, কিন্তু কার্য্যজনিত ফলভোগ আরম্ভ হইয়াছে, নিরাশাব্যঞ্জক পরিণাম মানসপটে উদয় হইতেছে। শাস্তি আরম্ভ হইয়াছে মাত্র, কিন্তু শাস্তি এড়াইবার কোনও উপায় দেখিতেছি না। বন্ধুবান্ধবহীন, চতুর্দ্দিকে বিপজ্জাল, দৃঢ়পণ শত্রু সর্ব্বনাশের চেষ্টা করিতেছে এবং আমারই কার্য্য তাহাদের সম্পূর্ণ সুযোগ প্রদান করিয়াছে। উপায়ান্তর না দেখিয়া ভাবিলাম—ঈশ্বর কি আছেন? তাঁহাকে ডাকিলে কি উপায় হয়? মনে মনে প্রার্থনা করিলাম—"হে ঈশ্বর, যদি থাক এ অকূলে কূল দাও।" গীতায় ভগবান বলিয়াছেন,—"কেহ কেহ আর্ত্ত হইয়া আমাকে ডাকে, তাহাকেও আমি আশ্রয় দিই।" দেখিলাম গীতার কথা সম্পূর্ণ সত্য। সূর্য্যোদয়ে অন্ধকার যেরূপ দূর হয়, অচিরে আশাসূর্য্য উদয় হইয়া হৃদয়ান্ধকার দূর করিল। বিপদ-সাগরে কূল পাইলাম। কিন্তু এতদিন সন্দেহ পোষণ করিয়া আসিতেছি, ঈশ্বর নাই অনেক তর্ক করিয়াছি, তাহার সংস্কার কোথায় যাইবে? কার্য্য-কারণ সম্বন্ধ-বিচার করিতে লাগিলাম, দেখিলাম এই কার্য্য হইতে এই কারণ উপস্থিত হইয়া আমাকে বিপদ হইতে মুক্ত করিয়াছে; সন্দেহ হয়, কিন্তু একেবারে ঈশ্বর নাই—তাহা আর জোর করিয়া বলিতে সাহস হয় না। অনুসন্ধানে প্রবৃত্তি জন্মিল, ঘটনা-স্রোতে কখনো বিশ্বাস আনে—কখনো সন্দেহ আনে,—এ বিষয়ে যাঁহাদের সহিত আলোচনা করি, তাঁহারা সকলেই এক বাক্যে বলেন, যে, গুরু-উপদেশ ব্যতীত

কিছুই হইবে না। কিন্তু মানুষকে গুরু বলিতে তর্ক-বুদ্ধি সম্মত হইল না। বিশেষতঃ গুরুকে "গুরুর্ব্রহ্মা গুরুর্বিষ্ণু গুরুদেবো মহেশ্বরঃ" বলিয়া প্রণাম করিতে হয়, এ প্রণাম মানুষকে কিরূপে করিব, এতো চাতুরী! কিন্তু সন্দেহের বিষম তাড়না! হৃদয়ে ঘোর দ্বন্দ্ব উপস্থিত। সে অবস্থা বর্ণনাতীত, সহসা চক্ষু বন্ধন করিয়া লইয়া গিয়া জনশূন্য অন্ধকার গৃহে আবদ্ধ করিয়া রাখিলে যেরূপ অবস্থা হয়, আমার তাৎকালিক অবস্থার সহিত সে অবস্থার কতক তুলনা হইতে পারে। চিন্তার তাড়নায় কখনো কখনো শ্বাস-রোধ হইয়া যায়। দুষ্কর্ম্মের স্মৃতি মুহুর্মুহু জ্বলিয়া উঠে, ও হৃদয়ান্ধকার আরও গাঢ় করিয়া তোলে! এই সময়ে পরমহংসদেব আমায় দর্শন দেন। আমি আমাদের পল্লীর চৌমাথায় একজন ভদ্রলোকের রকে বসিয়া আছি, এমন সময় পরমহংসদেব, তাঁহার দুই একটী ভক্ত সমভিব্যাহারে পূর্ব্বদিকের রাস্তা হইতে ৺বলরাম বসুর বাড়ী যাইবার জন্য আসিতেছেন। ইতিপূর্ব্বে ষ্টার থিয়েটারে তিনি অমার "চৈতন্যলীলা" অভিনয় দেখিতে গিয়াছিলেন। "নারায়ণ" নামে একজন ভক্ত, আমাকে দূর হইতে দেখাইয়া দিয়া যেন কি বলিল;—উনি তৎক্ষণাৎ আমাকে নমস্কার করিলেন। আমারই সম্মুখ দিয়া ৺বলরাম বাবুর বাটী চলিলেন।

কিয়দ্দূর অগ্রসর হইয়াছেন, আমার বোধ হইতে লাগিল কি যেন টানিতেছে, আমি সে টানে স্থির হইতে পারিতেছি না! সে যে কি অবস্থা, আমি বলিতে পারি না, কোনও আত্মীয়ের নিকট যাইবার ইচ্ছা যেরূপ, তাহা নয়, এ এক নূতন রকম। এ-টান আমার পূর্ব্বে কখনো হয় নাই। আমি যাইব কি না যাইব, ভাবিতেছি, এমন সময় তাঁহার একজন ভক্ত তাঁহার নিকট হইতে আসিয়া আমাকে বলরামবাবুর বাটী যাইতে আহ্বান করিলেন। আমি মন্ত্রমুগ্ধের ন্যায় পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিলাম। বলরামবাবুর বৈঠকখানায় পরমহংসদেব বসিলেন, আমিও বসিলাম। জিজ্ঞাসা করিলাম, "মহাশয়, গুরু কি?" তিনি বলিলেন "তোমার গুরু হইয়া গিয়াছে,—গুরু কি জানো?—যেন ঘটক! মিলাইয়া দেয়, ঈশ্বর-লুব্ধ-চিত্ত ঈশ্বরের সহিত মিলাইয়া দেয়।" তাঁহার কথা কত দূর বুঝিলাম, তাহা জানি না, কিন্তু পরম শান্তি হইল। নানা কথা হইতে লাগিল, যেন কে আপনার লোক কথা কহিতেছে; অল্পপূর্ব্বে আলাপ হইয়াছে, কিন্তু তাঁহা কথায় প্রকাশ হইতে লাগিল, যেন বহু দিনের আলাপ! তিনি আর একদিন তাঁহাকে থিয়েটার দেখাইতে অনুরোধ করিলেন। আমিও স্বীকৃত হইলাম। স্থির হইল, "প্রহ্লাদ চরিত্র" দেখিতে যাইবেন।

"প্রহ্লাদ-চরিত্র" অভিনয়ের দিন, তিনি থিয়েটারে আসিলেন। তাঁহাকে কিরূপ দেখিলাম, তাহা আমি বলিতে পারি না, সেদিন কথায় কথায় তিনি আমায় বলিলেন, যে, তোমার মনে আড় আছে। আমি ভাবিলাম আছেই তো। জিজ্ঞাসা করিলাম—"এ আড় কিসে যায়?" তিনি উত্তর করিলেন,—"বিশ্বাস করো।"

তাহার পর ৺রাম দত্তের বাড়ীতে তিনি আসিবেন একটু চিরকুট পত্রে সংবাদ পাই। সংবাদ পাইবামাত্র পূর্ব্বে যেরূপ আকর্ষিত হইয়াছিলাম বলিয়াছি, সেইরূপ আকর্ষিত হইলাম। রামবাবুর বাড়ী গিয়া, পরমহংসদেবকে জিজ্ঞাসা করিলাম,—"আমার কি হইবে?" তিনি বলিলেন—"খুব হইবে।" "আমার মনের আড়"? প্রভু বলিলেন,—"থাকিবে না?" আমি প্রণাম করিয়া চলিয়া আসিলাম।

এই কএক দিন দর্শন লাভে, আমার মনে মনে উদয় হইল, এ ব্যক্তি কে? আমার সম্পূর্ণ পরিচয় ইনি কি পান নাই! বোধ হয়;—নচেৎ এরূপ আপনার ভাবিয়া কথাবার্ত্তা কেন কন। কথায় মনে হয়, পরম আত্মীয়। ইনি কে? আমার মনে সাহস জন্মিয়াছে, যে ইনি কাহাকেও ঘৃণা করিতে জানেন না। আমি ইঁহাকে আত্মপরিচয় দিলে, ইনি আমাকে ঘৃণা করিবেন না। বরং আত্মপরিচয় দিলে আমার পরম মঙ্গল হইবে। আমি দক্ষিণেশ্বরে গিয়া ইঁহার চরণে আশ্রয় লইব। ইনি শান্তিদাতা নিশ্চয়।

দক্ষিণেশ্বর গেলাম। প্রভু বসিয়া আছেন, ভবনাথ নামে একজন শিষ্যের সহিত কথাবার্ত্তা কহিতেছেন। আমি গিয়া প্রণাম করিবা মাত্র, যেন কে পরমাত্মীয় গিয়াছি, তিনি বলিলেন,—"এই তোমার কথা আমি বলিতেছিলাম, সত্যি, জিজ্ঞাসা করো।" একটী উপদেশের কথা বলিতে আরম্ভ করিলেন, আমি, যেমন বাপের কাছে আব্‌দার করে, সেইরূপ আব্‌দার করিয়া বলিলাম, আমি উপদেশ শুনিব না, আমি অনেক উপদেশ লিখিয়াছি, আপনি আমায় কিছু করিয়া দেন।" এ কথায়, বোধ হইল, যেন তিনি পরম সন্তুষ্ট হইলেন ঈষৎ হাস্য করিলেন। সে হাসি দেখিয়া আমার মনে হইল, আমার মনে আর মলা নাই, আমি নির্ম্মল

হইয়াছি। আসিবার সময় জিজ্ঞাসা করিলাম,—"মহাশয়, আপনাকে দর্শন করিয়া গেলেম, আবার কি যে কার্য্য করিতেছি, তাহাই করিব?" তিনি বলিলেন, 'করো।' আমার মন তখন আনন্দে পরিপ্লুত! যেন নূতন জীবন পাইয়াছি। পূর্ব্বের সে ব্যক্তি আমি নাই, হৃদয়ে বাদানুবাদ নাই। ঈশ্বর সত্য, ঈশ্বর আশ্রয়দাতা, এই মহাপুরুষের আশ্রয় লাভ করিয়াছি, এখন ঈশ্বর লাভ আমার অনায়াস সাধ্য—এই ভাবে আচ্ছন্ন হইয়া দিন-যামিনী যায়। শয়নে-স্বপনেও এই ভাব,—পরমসাহস, পরমাত্মীয় পাইয়াছি, আমার সংসারে আর কোন ভয় নাই। মহাভয়—মৃত্যু-ভয়—তাহাও দূর হইয়াছে।

আমি তো এইরূপ ভাবি। এদিকে পরমহংসদেবের নিকট হইতে যে ব্যক্তি আসেন, তাঁহারই মুখে শুনি, যে প্রভু আমার কথা কতই বলিয়াছেন। যদি কেহ আমার নিন্দা করে, খুঁজিয়া নিন্দা করিতে হয় না, তিনি তৎক্ষণাৎ বলেন,—"না, জান না, ওর খুব বিশ্বাস।"

মাঝে মাঝে থিয়েটারে আসেন। দক্ষিণেশ্বর হইতে, আমাকে খাওইবার জন্য খাবার লইয়া আসেন। প্রসাদ না হইলে, আমার খাইতে রুচি হইবে না, সেই জন্য মুখে ঠেকাইয়া আমাকে খাইতে দেন। আমার ঠিক বালকের ভাব হয়, পিতা মুখ হইতে খাবার দিতেছেন, আমি আনন্দে তাহা ভোজন করি।

একদিন দক্ষিণেশ্বরে গিয়াছি, তাঁহার ভোজন শেষ হইয়াছে, আমায় বলিলেন,—"পায়েস খাও।" আমি খাইতে বসিয়াছি, তিনি বলিলেন,—"তোমায় খাওইয়া দি।" আমি বালকের ন্যায় বসিয়া খাইতে লাগিলাম। তিনি কোমল হস্তে আমাকে খাওইয়া দিতে লাগিলেন। মা যেমন চেঁচে-পুঁছে খাওইয়া দেন, সেইরূপ চেঁচেপুঁছে খাওইয়া দিলেন। আমি যে বুড়ো ধাড়ি, তাহা আমার মনে রহিল না। আমি মায়ের বালক, মা খাওয়াইয়া দিতেছেন,—এই মনে হইল। যখন মনে হয় যে অনেক অস্পর্শীয় ওষ্ঠে আমার ওষ্ঠ স্পর্শিত হইয়াছে, সেই ওষ্ঠে তিনি নির্ম্মল হস্তে পায়েস দিয়াছেন, তখন যেন আত্মহারা হইয়া ভাবি, এ ঘটনা কি সত্য হইয়াছিল, না স্বপ্নে দেখিয়াছি! একজন ভক্তের মুখে শুনিয়াছিলাম যে তিনি দেব-দৃষ্টিতে আমাকে উলঙ্গ-বালক দেখিয়াছিলেন। সত্যই আমি তাঁহার নিকট গিয়া, যেন নগ্ন-বালকের ন্যায় হইতাম। যে সকল দ্রব্য আমার রুচিকর, তিনি কিরূপে জানিতেন, তাহা আমি জানি না, সেই সকল দ্রব্য, আমাকে সম্মুখে বসাইয়া খাওয়াইতেন। স্বহস্তে আমাকে জল ঢালিয়া দিতেন। আমি বর্ণনা করিতেছি মাত্র, কিন্তু আমি তাঁহার স্নেহ প্রকাশ করিতে পারিতেছি কি না—জানি না। বোধ হয় আমার সম্পূর্ণ অনুভব হইতেছে না,—সম্পূর্ণ অনুভব হইলে, যাহা বলিতেছি, বলিতে পারিতাম না, রুচিৎ কখনো সে ভাব উদয় হইলে, জড় হইয়া যাই।

তাঁহাকে পরম আত্মীয় জানিয়াছি, কিন্তু সংস্কার-বন্ধন অতি দুশ্ছেদ্য। এক দিন থিয়েটারে মত্ততা বশতঃ কতই অকথ্য কথনে তাঁহাকে গালি দিলাম, তাঁহার ভক্তেরা কুপিত হইয়া আমাকে শাস্তি দিতে উদ্যত, তিনি নিবারণ করিয়া রাখিয়াছেন। আমারও তত কবিতার মুখ চলিতেছে। আমি তাঁহাকে জেদ করিয়া ধরিয়াছি "তুমি আমার ছেলে হও।" তিনি বলেন,—"কেন? তোর গুরু হব,—ইষ্ট হব।" আমি বলি,—"না তুমি ছেলে হও।" তিনি বলেন,—"আমার বাপ অতি নির্ম্মল ছিলেন,—আমি তোর ছেলে কেন হইব?" আমার মুখের তোড় যতদূর চলে—চলিল। তিনি দক্ষিণেশ্বরে ফিরিয়া গেলেন। আমার মনে কিছু মাত্র শঙ্কা নাই। আদুরে গোপাল, বয়াটে ছেলে—যেরূপ বাপকে গালি দিয়া নিশ্চিন্ত থাকে, আমিও পরমহংসদেবের আদরে, বয়াটে ছেলের মত কার্য্য করিয়া নির্ভয়ে রহিলাম। পরে অনেকে অনেক বলিতে লাগিল; কার্য্য ভাল হয় নাই—ক্রমে বুঝিলাম; কিন্তু তত্রাচ পরমহংসদেবের স্নেহের উপর আমার এত নির্ভর, তাঁহার স্নেহ এত অসীম যে তিনি আমায় পরিত্যাগ করিবেন—এ আশঙ্কা একবারও জন্মিল না। দক্ষিণেশ্বরে অনেকেই তাঁহাকে বলিতে লাগিল, যে, ওরূপ অসৎব্যক্তির নিকট আপনি যান!—কেবল একমাত্র ৺রামচন্দ্র দত্তই বলিয়াছিলেন, "মহাশয়, ও আপনাকে পূজা করিয়াছে। কালীয়নাগ ভগবানকে বলিয়াছিল, যে 'আপনি আমাকে বিষ দিয়াছেন, আমি কোথা হইতে সুধা আপনাকে দিব!" গিরিশঘোষকেও যাহা দিয়াছেন, সে তাহাই দিয়া আপনাকে পূজা করিয়াছে।" পরমহংসদেব বলিতে লাগিলেন,—"শোনো শোনো—রামের কথা শোনো।" আবার অনেকেই আমার নিন্দা করিতে লাগিলেন, প্রভু বলিলেন, "গাড়ী আনো, আমি গিরিশ ঘোষের বাড়ী যাইব।" স্নেহময় পরমপিতা আমার বাড়ী আসিয়া

উপস্থিত হইলেন। জন্মদাতা পিতা যে অপরাধে ত্যজ্য পুত্র করে, সে অপরাধ—আমার পরম পিতার নিকট অপরাধ বলিয়া গণ্য হইল না। তিনি আমার বাড়ী আসিলেন, দর্শন লাভে চরিতার্থ হইলাম। কিন্তু দিন দিন অন্তর কুঞ্চিত হইতে লাগিল। তিনি স্নেহময়—সম্পূর্ণ ধারণা রহিল; কিন্তু নিজ-কার্য্যের আলোচনায় আপনি লজ্জিত হইতে লাগিলাম। ভক্তেরা কত প্রকারে তাঁহার পূজা করে, ভাবিতে লাগিলাম। আপনাকে ধিক্কার দিতে লাগিলাম। ইহার কিছু দিন পরে ভক্তচূড়ামণি দেবেন্দ্রনাথমজুমদারের বাসায় প্রভু উপস্থিত হইলেন। আমিও তথায় উপস্থিত। চিন্তিত হইয়া বসিয়া আছি, তিনি ভাবাবেশে বলিলেন—"গিরিশ ঘোষ, তুই কিছু ভাবিস্‌নে, তোকে দেখে লোক অবাক্ হয়ে যাবে।" আমি আশ্বস্ত হইলাম।

এক দিন পদসেবা করিতে দিয়াছেন, আমি বেজার। ভাবিতেছি—কি আপদ, কে বসে এখন পায়ে হাত বুলোয়! সে কথা যখন মনে হয়, আমার প্রাণ বিকল হয়ে উঠে, কেবল তাঁহার অসীম স্নেহ স্মরণ করিয়া শান্ত হই।

পিড়ীত অবস্থায়, আমি দেখিতে যাইতাম না। কেহ যদি বলিত, অমুক দেখিতে আসে না, তিনি অমনি বলিতেন,—"আহা, সে আমার যন্ত্রণা দেখিতে পারে না।"

তাঁহার শিক্ষাদানের এক আশ্চর্য্য কৌশল, বাল্যকাল হইতে আমার প্রকৃতি এই যে, যে কার্য্য কেহ নিবারণ করিবে, সেই কার্য্য আগে করিব। পরমহংসদেব এক দিনের নিমিত্ত আমায় কোন কার্য্য করিতে নিষেধ করেন নাই। সেই নিষেধ না করাই, আমার পক্ষে পরম নিষেধ হইয়াছে। অতি ঘৃণিত কার্য্য মনে উদয় হইলে, আমার পুরুষ-প্রকৃতিকে প্রণাম আসে। সে স্থলে পরমহংসদেব উদয়। কোথায় কোন ঘৃণিত আলোচনা হইলে পরমহংসদেবের কথায় বহুরূপী ভগবানকে মনে পড়ে। তিনি মিথ্যা কথা কহিতে সকলকে নিষেধ করিতেন। আমি বলিলাম, "মহাশয়, আমিত মিথ্যা কথা কই কিরূপে সত্যবাদী হইব?" তিনি বলিলেন, "তুমি ভাবিও না, তুমি আমার মত সত্য-মিথ্যার পার।" মিথ্যা কথা মনে উদয় হইলে, পরমহংসদেবের মূর্ত্তি দেখিতে পাই, আর মিথ্যা বাহির হইতে চাহে না। সাংসারিক ব্যবহারে চক্ষু-লজ্জায় দু'একটা এদিক ওদিক কথা কহিতে হয়, কিন্তু যে আমি মিথ্যা বলিতেছি, তাহা জানান দিবার বিশেষ চেষ্টা থাকে। পরমহংসদেব আমার হৃদয়ের সম্পূর্ণ অধিকারী—সে অধিকার তাঁহার স্নেহের। এ স্নেহ অতি আশ্চর্য্য! তাঁহার কৃপায় যদি আমার কোনও গুণ বর্ত্তিয়া থাকে, সে গুণগৌরব আমার, তিনি কেবল আমার পাপ গ্রহণ করিয়াছেন, স্পষ্ট কথায় গ্রহণ করিয়াছেন। তাঁহার ভক্তের মধ্যে যদি কেহ বলিত আমি পাপী, তিনি শাসন করিতেন, বলিতেন,—"ও কি? পাপ কিসের? আমি কীট আমি কীট বলিতে বলিতে কীট হইয়া যায়। আমি মুক্ত আমি আমি মুক্ত, এ অভিমান রাখিলে মুক্ত হইয়া যায়। সর্ব্বদা মুক্ত অভিমান রাখো, পাপ স্পর্শ করিবে না।"

এতক্ষণ আমার অন্তরের কথা বলিতেছিলাম, বলিয়াছি অন্যের অন্তরের কথা কি জানিব, কিন্তু দেখিয়াছি, কোনও ভক্তের ছিন্ন বস্ত্র দেখিলে, তাঁহার চক্ষে জল আসিত, পায়ে জুতা না থাকিলে তিনি ব্যাকুল হইতেন, যখন রোগের দারুণ যন্ত্রনা তিনি ভোগ করিতেছেন, যদি কোনও ভক্ত সে সময় তাঁহার সেবায় নিযুক্ত থাকায় আহারের বিলম্ব হইত, তিনি তাহাকে আহার না করাইয়া নিরস্ত হইতেন না। কাহারও অসুখ হইলে তিনি অস্থির। তাঁহার ভক্তেরা তাঁহাকে ঐহিক পারমার্থিক পিতা জানিতেন। তিনিও মাতা-ঠাকুরাণীকে বলিতেন যে, লোকে পুত্রের কামনা করে, সকল পুত্র সুপুত্র হয় না, কিন্তু তোমায় আমি কতকগুলি পুত্র দিয়া যাইতেছি, সকলেই সুসন্তান। তিনি শিষ্যকে পুত্রবৎ দেখিতেন। পুত্রবৎ—এ কথায় ঠিক প্রকাশ হইল না, অন্য কথার অভাবে পুত্রবৎ বলিতেছি, সম্পূর্ণ ঐহিক পারত্রিকের দায়িত্ব গ্রহণ যিনি করেন, তিনি কে? তাঁহার সহিত কি সম্বন্ধ? তিনি যে মুক্ত অভিমান রাখিতে বলিতেন, এই সম্বন্ধ বিচার করিলেই, এ মুক্ত অভিমান আপনিই আসে। মৃত্তিকার দেহে যেন আর আত্মা আবদ্ধ থাকে না। চিত্তের মালিন্য দূর হয়। কাম-ক্রোধাদি দুর্দ্দমনীয় রিপু অন্তর্হিত হয়। কোনও সাধন-ভজনের প্রয়োজন থাকে না। কেবল তাঁহার বিমল স্নেহের উপলব্ধিই মুক্তি! উপলব্ধিই মনুষ্যত্ব! উপলব্ধিই মানব জীবনের চরম অবস্থা! এই অকিঞ্চনের সেই স্থায়ী উপলব্ধি হউক, সকলে আশীর্ব্বাদ করুন।

গিরিশ-গীতাবলী

['গিরিশচন্দ্র'-প্রণেতা শ্রীযুক্ত অবিনাশচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় কর্ত্তৃক সংগৃহীত ও সম্পাদিত]

গিরিশচন্দ্রের সর্ব্বপ্রথম গীত রচনা।—

মূলতান—আড়াঠেকা।

সুখ কি সতত হয় প্রণয় হ'লে।
সুখ-অনুগামী দুখ, গোলাপে কণ্টক মিলে॥
শশী-প্রেমে কুমুদিনী, প্রমোদিনী উন্মাদিনী,
তথাপি সে একাকিনী, কত নিশি ভাসে জলে॥

নাট্যাচার্য্য—শ্রীযুক্ত অমৃতলাল বসু মহাশয়ের নিকট গিরিশচন্দ্রের বাল্যকাল-রচিত এই গীতটী পাইয়াছি।—

কানাড়া—আড়াঠেকা।

কথায় যদিও কিছু বল' নি কখন,—
কখনো কি কোন কথা বলে নি তব নয়ন?
যে কথা ব'লেছে আঁখি, ভুলিয়ে গিয়েছ না কি,
ইসাদি আছে হৃদয়, শুধালে হবে স্মরণ॥

সেক্‌স্‌পিয়ায়ের "Go rose" নামক সনেট হইতে এই গীতটী রচিত হয়।—

ভৈরবী—মধ্যমান।

যা রে গোলাপ জেনে আয়,
সে কেন আলাপ করে না।
সুন্দর বিনা সে নারী, অন্য কারে আদরে না॥
যদ্যপি যৌবন ভরে, আমারে সে অনাদরে,
শুকা'য়ে দেখা'য়ো তারে—
যৌবন চিরদিন রবে না॥

স্বর্গীয় কালীপ্রসন্ন সিংহ মহোদয়ের "দিবা অবসান হেরি" শীর্ষক গীতের অনুকরণে রচিত।—

পূরবী—আড়াঠেকা।

ভ্রমর বিষণ্ণ মন, নলিনী মলিনী হেরে।
কুমুদিনী প্রমোদিনী হাসি হাসে ভাসি নীরে॥
নিশারূপা নিশাচরী, তিমির-বসন পরি,
স্বভাবে ঘেরিল হেরি, আলোক লুকায় ডরে॥
জোনাকী জ্বালিয়ে আলো, আঁধারে পরায় মাল,'
তারকা হীরক সম, ঝকিল গগন' পরে॥

বাগবাজার অবৈতনিক থিয়েটার সম্প্রদায়ের, "সধবার একাদশী" অভিনয়ের কৃতকার্য্যতা দর্শনে কেহ কেহ বলেন,—"থিয়েটার করিয়া সুখ্যাতি পাওয়া সহজ, কিন্তু যাত্রা বড় কঠিন।" যৌবনসুলভ উত্তেজনায় গিরিশচন্দ্র ৺মণিলাল সরকারের "উষাহরণ" নাটকে, যাত্রা-উপযোগী সমস্ত গান বাঁধিয়া, আট দিনের মধ্যে অভিনয় করাইয়া সাধারণের বিস্ময়োৎপাদন করিয়াছিলেন। "উষাহরণের" নিম্নলিখিত কয়েকটী মাত্র গান আমরা পাইয়াছি।—

ললিত-বিভাস - আড়াঠেকা।

পোহাল' যামিনী, বহে ধীর সমীরণ।
ধূসর-বরণ শশী তারকাহীন গগন॥
গাহিছে বিহগকুল, ফোটে নানাবিধ ফুল,
কাননে শোভা অতুল, আকুল মধুপগণ॥

বিনোদে বিদায় দিয়ে, কাতরা কুমুদী-হিয়ে,
জলে মুখ লুকাইয়ে করিছে রোদন ॥
কমল বিমল নীরে, ভাসিছে হাসিছে ধীরে,
পুনঃ পাইবে মিহিরে, হবে শুভ সম্মিলন ॥

নিম্নলিখিত গীত দুইখানি পরে সুসাহিত্যিক সুহৃদ্বর শ্রীযুক্ত কিরণ চন্দ্র দত্ত মহাশয়ের চেষ্টায় পাইয়াছি।—

(১) স্বপ্নদর্শনের পর নিদ্রোত্থিতা উষা।—

বেহাগ—আড়া ঠেকা।

যামিনীতে একাকিনী ঘুম-ঘোরে অচেতন।
হেরিনু স্বপনে সখি, কামিনী-মনোরঞ্জন ॥
ধীরে ধীরে গুণমণি, রমণী-হৃদয়-মণি,
আসিয়ে প্রাণ সজনি, চুরি করি গেছে মন ॥
অলসে ঘুমের ঘোরে, ধরিতে নারিনু চোরে,
পাগলিনী ক'রে মোরে পলা'য়েছে প্রাণধন ॥

---

(২) অনিরুদ্ধের কারাবদ্ধ-সংবাদ পাইয়া শিব-পূজারতা উষা।—

ঢোড়ী—মধ্যমান।

পূজিতে মহেশে হেরি প্রাণধনে।
শিব-শিরে দিতে বারি, বারি বহে দু'নয়নে ॥
ত্রিপুরারি করি ধ্যান, হৃদে জাগে সে বয়ান,
ব্যাকুল পাগল প্রাণ, রাখিতে নারি যতনে ॥
কাতরে করুণা কর, হে শঙ্কর পূজা ধর,
আশুতোষ দুখ হর, কৃপাকণা বিতরণে ॥

ললিত—ঠুংরী।

বিষাদিনী মলিনী কুমুদী ভাসে নীরে।
শৈবালবসনা সতী, বিধবা যেমতি
বাকলবসনা নতশিরে ॥

* * * * *

নিম্নলিখিত গীত দুইখানি সুসাহিত্যিক শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্র নাথ বসুর নিকট প্রাপ্ত হইয়াছি।—

১ম। লুম-ঝিঁঝিট—যৎ।

তুমি রাখাল বেশে নেচেছ মা ব্রজধামে শ্যামা।
হ'লি বনমালী, ক'র্‌লি কেলি,
তোর প্রেমের নাইকো সীমা ॥
অসি ছেড়ে বাঁশী নিয়ে, মজালি গোপিনীর হিয়ে,
হ'র্‌লি বসন দিগ্‌বসন-হৃদি-মনোরমা ॥

২। ঝিঁঝিট—একতালা।

আবার বধ্‌বি মা কার প্রাণ ?
খাঁড়া ছেড়ে ছারকপালি, ধ'র্‌লি ধনুক বাণ !
কেন মা মাথা খেলি, বরাভয় কর লুকালি,
সিংহী ছেড়ে সঙ্গে নিলি মত্ত হনুমান।

* * * * *

স্বর্গীয় ভুবনমোহন নিয়োগীর গঙ্গাতীরস্থ বৈঠকখানায়, বাগবাজার অবৈতনিক থিয়েটারের "নীলদর্পণ" রিহারস্যাল সম্পূর্ণ হইলে সম্প্রদায় টিকিট বিক্রয় করিয়া, অভিনয় খুলিবার প্রস্তাব করেন। ইহাতে নানাকারণে গিরিশ চন্দ্রের অসম্মতি সত্ত্বেও সম্প্রদায়, টিকিট বিক্রয় করিতে কৃতসংকল্প হওয়ায়, তিনি উক্তদলের সংস্রব পরিত্যাগ করেন। এই সময় বাগবাজারে এক যাত্রার দলের সৃষ্টি হয়। গিরিশচন্দ্র তাহাদের একটী সংএর পালা বাঁধিয়া দেন। সুপ্রসিদ্ধ অভিনেতা ও সুগায়ক স্বর্গীয় রাধামাধব কর, প্রহসনের একটী ভূমিকা লইয়া, সুকণ্ঠে নিম্নলিখিত গীতটি গাহিতেন। গানটি প্রয়াগের লুপ্তবেণী ত্রিধারা ভাগীরথীর বর্ণনাত্মক। গানটিতে "নীলদর্পণসম্প্রদায়স্থ" তৎকালীন প্রেসিডেণ্ট হইতে আরম্ভ করিয়া, প্রত্যেক অভিনেতা ও উৎসাহে দাতাগণের নাম অতি সুকৌশলে গ্রথিত আছে। গীতটী শ্লেষাত্মক হইলেও ইহা লইয়া উভয় পক্ষই বিলক্ষণ আমোদ উপভোগ করিয়াছিলেন।—

(কবির সুর)

লুপ্ত বেণী ১ বহিছে তেরোধার। ২
তাতে পূর্ণ ৩ অর্দ্ধ ইন্দু ৪ কিরণ ৫,
সিঁদুরমাখা মতির ৬ হার ॥
নগ ৭ হ'তে ধারা ধায়, সরস্বতী ক্ষীণাকায় ৮,

বিবিধ বিগ্রহ ৯ ঘাটের উপর শোভা পায় ;
শিব ১০ শম্ভুসুত ১১ মহেন্দ্রাদি ১২
যদুপতি ১৩ অবতার ॥
কিবা ধর্ম্ম ১৪ ক্ষেত্র ১৫ স্থান,
অলক্ষ্যেতে বিষ্ণু ১৬ করে গান,
অবিনাশী ১৭ মুনিঋষি ক'র্‌ছে ব'সে ধ্যান ;
সবাই মিলে ডেকে বলে, 'দীনবন্ধু' ১৮ কর পার ॥
কিবা বালুময় বেলা ১৯,
পালে পাল ২০ রেতের বেলা ২১,
ভুবনমোহন ২২ চরে ২৩, করে গোপালে ২৪ খেলা ;
মিছে ক'রে আশা, যত চাষা ২৫,
নীলের গোড়ায় ২৬ দিচ্চে সার ২৭ ॥
কলঙ্কিত শশী ২৮ হরষে, অমৃত ২৯ বরষে,
জ্ঞান হয় বা দিনের গৌরব এতদিন খসে ;
স্থান-মাহাত্ম্যে হাড়ী-শুঁড়ি—
পয়সা দে দেখে বাহার ৩০ ॥

চিহ্নিত মাত্রার অর্থ :—

১। দলের প্রেসিডেণ্ট—৺বেণীমাধব মিত্র। ইনি অভিনয় করিতেন না ; গিরিশচন্দ্র সম্প্রদায় পরিত্যাগ করিবার পর তাঁহার স্থলে বেণীবাবুর উপর কর্ত্তৃত্বভার অর্পিত হয়। ইঁহার নাম অপ্রকাশ থাকায় 'লুপ্ত' বিশেষণ প্রদত্ত হইয়াছে। অপর পক্ষে গঙ্গা-যমুনা-সরস্বতী-সঙ্গ।

২। তেরোধার—ত্রিধারায়।

৩। ৺পূর্ণচন্দ্র মিত্র—অভিনেতা।

৪। শ্রীযুক্ত অর্দ্ধেন্দুশেখর মুস্তফী—নাট্যাচার্য্য ও অভিনেতা।

৫। ৺কিরণচন্দ্র বন্দোপাধ্যায় —অভিনেতা।

৬। ৺মতিলাল সুর—প্রসিদ্ধ অভিনেতা।

৭। ৺নগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়—অভিনেতা ও প্রধান পরিচালক।

৮। সরস্বতী ক্ষীণাকায়—অল্প বিদ্যা অর্থাৎ মূর্খ।

৯। বিগ্রহ—সঙ্গমে দেবমূর্ত্তি, অপর পক্ষে কুৎসিত গালি।

১০। ৺শিবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়—অভিনেতা।

১১। ৺কার্ত্তিকচন্দ্র পাল—সম্প্রদায়ের উৎসাহদাতা।

১২। ৺মহেন্দ্রলাল বসু—সুপ্রসিদ্ধ অভিনেতা।

১৩। ৺যদুনাথ ভট্টাচার্য্য—অভিনেতা।

১৪। ৺ধর্ম্মদাস সুর—ষ্টেজ ম্যানেজার।

১৫। শ্রীযুক্ত ক্ষেত্রমোহন গঙ্গোপাধ্যায়—অভিনেতা ও সহকারী ষ্টেজ ম্যানেজার।

১৬। ব্রাহ্মসমাজের গায়ক ৺বিষ্ণুচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, ইনি নেপথ্য হইতে গান করিতেন।

১৭। ৺অবিনাশচন্দ্র কর—অভিনেতা।

১৮। 'নীলদর্পণ'-প্রণেতা সুবিখ্যাত নাট্যকার ৺দীনবন্ধু মিত্র।

১৯। ৺অমৃতলাল মুখোপাধ্যায় (বেলবাবু)—সুপ্রসিদ্ধ অভিনেতা।

২০। ৺রাজেন্দ্রনাথ পাল প্রভৃতি পালবংশীয় কয়েকজন।

২১। রেতের বেলা—অর্থাৎ রাত্রিকালে রিহারস্যাল হইত।

২২। ৺ভুবনমোহন নিয়োগী।

২৩। চরে অর্থাৎ বেড়ায় ; ভুবনমোহন বাবুর কোনও নির্দ্দিষ্ট কার্য্য ছিল না। অপরপক্ষে ভুবনমোহন চরে—অর্থাৎ গঙ্গাতীরস্থ ভুবনমোহন বাবুর বৈঠকখানায়।

২৪। ৺গোপালচন্দ্র দাস—অভিনেতা।

২৫। সদ্‌গোপজাতীয় অনেকেই এই সম্প্রদায়ভুক্ত ছিলেন।

২৬। নীলদর্পণ নাটক।

২৭। সার—বিষ্ঠা। এস্থলে কার্য্য-নিপুণতার অভাব বুঝাইতেছে।

২৮। শশিভূষণ দাস—অভিনেতা।

২৯। নাট্যাচার্য্য ও অভিনেতা—শ্রীযুক্ত অমৃতলাল বসু।

৩০। সম্প্রদায় বৈতনিক হওয়ায়, কাহারও আর প্রবেশ নিষেধ রহিল না,—অর্থাৎ টিকিট কিনিলেই প্রবেশাধিকার।

মাইকেল মধুসূদন দত্তের স্ত্রীপুত্রগণের সাহায্য নিমিত্ত, "অপেরা হাউস" ভাড়া লইয়া, "কৃষ্ণকুমারী" নাটকের অভিনয় হয়। সর্ব্বপ্রথমে মহাকবির উদ্দেশে এই গানটী গীত হয়।—

বাগেশ্রী—আড়াঠেকা।

কে রচিবে মধুচক্র মধুকর মধু বিনে।
মধুহীন বঙ্গভূমি হইয়াছে এত দিনে॥
কুহকী কল্পনাবলে, কে আনিবে রঙ্গস্থলে,
কুমারী কৃষ্ণা-কমলে, মোহিতে মনে॥
বীর-মদে অম্বুনাদে, কে আনিবে মেঘনাদে,
কাঁদিবে প্রমীলা সনে, কেলি বিপিনে॥

ন্যাসান্যাল থিয়েটারের সময়ে, মহারাজ যতীন্দ্রমোহন ঠাকুরের রাজবাটীতে মনুষ্য সাজাইয়া নানারূপ চিত্র (Tableau vivant) প্রদর্শিত হইত। সেই অনুকরণে ন্যাসান্যাল থিয়েটারে, অভিনেতা ও অভিনেত্রিগণকে সাজাইয়া, নানারূপ পৌরাণিক চিত্র প্রদর্শিত হয়; এবং চিত্র বুঝাইবার জন্য সঙ্গীতও হইত। নিম্নলিখিত দুইটী বিষয়ের গীত আমরা পাইয়াছি।—

(১) কালীয় দমন।—

ইমন-ভূপালি—জলদ ত্রিতালী।

ব্রজবালা-বল্লভ বিপিনবিহারী।
কাতর কিঙ্কর নেহার মুরারি॥
করুণা-সাগর, দুখহর নটবর,
বঙ্কিম বনমালী বাঁশরীধারী॥
কৃপা-কণা বিতরণ, কর ব্রজমোহন,
প্রাণপতি-পদে মাগে নাগ-নারী।
মধুসূদন দীনদুখহারী॥

---

(২) নবনারী কুঞ্জর।—

সোহিনী—ঠুংরী।

মৃণালমালিনী মাতঙ্গিনী কুঞ্জে বিরাজে।
হেম-কমলসারি সাজে,
মরি নীলকমল, ঢল ঢল ঢল, হেম-কমলিনী মাঝে॥
চালে মাতঙ্গিনী নব জলধরে,
ইন্দ্রচাপ খেলে মেঘ'পরে,
মৃদু গভীর বারিদাম্বরে,
করিণী মদমত্ত শিহরে,
চলে ধীর পদে মঞ্জির মৃদু বাজে।
শোভে জলদপটল রক্তোৎপল রাজে—
ভৃঙ্গবৃন্দ গাজে॥
কিবা সরল তরল অঙ্গ, বিহরে অনঙ্গ,
বদনে মোহিনী রঙ্গ, যেন খেলিছে তরঙ্গ,
ঝলমলদল কমনীয়কর, চাহে প্রাণ ধীরে হৃদি'পর,
দ্বিরদে ঠিকরে কিরণনিকর,
নিবিড় নীরদ জড়িতপুচ্ছ ফণিনী নত লাজে॥

ন্যাসান্যাল থিয়েটারে যৎকালে প্রথম "মোহিনী প্রতিমা" গীতিনাট্য অভিনয় হয়, সেই সময়ে নিম্নলিখিত গীতটী হ্যাণ্ডবিলে মুদ্রিত হইয়াছিল।—

পিলু-পাহাড়ী—ঠুংরী।

কেবা কি চায়রে,—
বলি শোন্ মনের মতন রতন পাবি আয় রে।
সখের এ থিয়েটারি, রসেরে বলিহারি,
রসের তুফান উজান সমান, রসে ভেসে যায় রে।
মরি হায় কি কারখানা, পরখে যায়রে জানা,
প্রাণের ছবি এঁকে কবি, এইখানে দেখায় রে।
তানে প্রাণ গ'রমে তোলে, কামিনী-নেচে চলে,
প'টো তার ফুলের তুলি, উদাস করে হায় রে।

* * *

দেখে হায় হৃদয়চাঁদে মনের মলা যায় রে,—
ভূলোক ছেড়ে দ্যুলোক চ'ড়ে, পুলক দেখা পায় রে।

১২৭৯ সাল, ২৩শে অগ্রহায়ণ, পাথুরিয়াঘাটার মোড়ে মধুসূদন সান্যালের বৃহৎ বাড়ীর (এই বাড়ী এখন ঘোড়া-সাঁকো মল্লিকদের ঘড়ীওয়ালা বাড়ী নামে প্রসিদ্ধ) উঠানে ষ্টেজ বাঁধিয়া, ন্যাসান্যাল থিয়েটারের টিকিট বিক্রয় করিয়া, প্রথম সাধারণ অভিনয় আরম্ভ হয়। কিছুদিন অভিনয় করিয়া অকালে বর্ষারম্ভে থিয়েটার-সম্প্রদায় অভিনয় বন্ধ করিতে বাধ্য হন। যেদিন থিয়েটারের শেষ অভিনয় (সন ১২৭৯, ২৬শে ফাল্গুন) হয়, সেই দিন গিরিশবাবু-কর্ত্তৃক নিম্নলিখিত গীতটী রচিত ও বিহারীলাল বসু-কর্ত্তৃক গীত হইয়া নাট্য-সম্প্রদায়, সে সময়ের জন্য বিদায় গ্রহণ করেন। গীতটী ন্যাসান্যাল থিয়েটারের উক্তিতে রচিত হয়।

কালেংড়া—আড়াঠেকা।

কাতর অন্তরে আমি চাহি বিদায়।
সাধি ওহে সুধীব্রজ, ভুলোনা আমায়॥
এ সভা রসিক-মিলিত, হেরিয়ে অধীনি-চিত,
আধ পুলকিত ,আধ হতাশে শুকায়।
অস্তগামী দিনমণি, যেমতি হেরি নলিনী,
আধ ধনী, বিমলিনী, আধ হাসি চায়॥
মম প্রতি ঋতুপতি, হ'য়েছে নিদয় অতি,
হাসাইছে বসুমতী, আমারে কাঁদায়।
নির্ম্মাইয়া নাট্যালয়, আরম্ভিব অভিনয়,
পুনঃ যেন দেখা হয়, এ মিনতি পায়॥

কার্য্যোপলক্ষে 'সাহেবগঞ্জে' গিয়া, তথায় নির্ঝরিণী দর্শনে এই গীতটী রচিত হয়।—

(বাউলের সুর)

গান ক'রে মধুর স্বরে,—
ব'য়ে যাও নির্ঝরিণী, কার রমণী,
প্রভাতে এ প্রান্তরে?
ছিলে মগ্নমনে, গহন বনে
উদাসিনী কার তরে?
তুমি বিমল বারি, সুধার ঝারি,
জন্ম কেন পাথরে?
দোলা হেলা, লীলা-খেলা
চলেছ প্রমোদভরে,
নিয়ে সোণার ভূষণ, রবির কিরণ,
পরেছ থরে থরে।
ফুলে ফুলে, তরুদলে,
দু'ধারে নয়ন ঝরে,—
ছেড়ে জন্মভূমি, যাও গো তুমি,
ডেকে কারে অন্তরে?
দিয়ে আপন শরীর, অমৃত নীর,
তোষ তৃষা-কাতরে,—
তুমি, অপার সীমা, কার মহিমা—
করুণা দেখাও নরে?

জুডিসিয়াল সম্মিলন-সঙ্গীত।—কতকগুলি সদর-আলা ও মুন্সেফ্‌গণের সম্মিলন সভার জন্য নিম্নলিখিত তিনখানি গীত ১৮৮১ ও ১৮৬ খ্রীষ্টাব্দে, অক্টোবর মাসে রচিত হইয়াছিল।—

১ম। মিশ্রা-মল্লার—শ্লথ-ত্রিতালী।

আজি পুন মনে জাগে কিশোর সময়।
সরলতা ফুল্ল-প্রাণ শৈশব-প্রণয়॥
নব তরু নব লতা,
আজি পুন কহে কথা,
আনন্দ-হিল্লোল বহি দোলায় হৃদয়।
আজি নব অনুরাগে, দূরস্মৃতি হেসে জাগে,
নব আশা, নব ভাষা, নব কথা কয়।
শ্রমের সংসার ভুলি, আজি পুন কোলাকুলি,
চারিদিকে হাসিমুখ সব মধুময়॥

২য়। সুরট—ঠুংরী।

মরুভূমি মাঝে যথা শীতল নির্ঝর।
নীরস-জীবনে আজি দিন স্নিগ্ধকর॥
কুসুম-কান্তির প্রায়, শুভদিন ক্রমে যায়,
সবে মিলি রাখ তায় করিয়া আদর।
নীরব বিষয়-রব, প্রিয়জনে প্রেমোৎসব,
আনন্দের এ বিভব, উথলে অন্তর;—
প্রাণে প্রাণে বাঁধা তান, গগন ভেদিয়া গান,
বহিতেছে কাণেকাণ সুধার লহর॥

৩য়। সুরট-মল্লার—জলদ একতালা।

বিদেশে একলা ব'সে, পরের ভেবে দিন গিয়েছে।
পরের ব্যথার ব্যথী হ'য়ে, পরের কথা কে স'য়েছে॥
সত্যি মিছে বেছে বেছে, সন্দেহে ও সাঁতার দেছে।
গুণের কাগজ ঘুণ ধ'রেছে, দোষের নথি মজুৎ আছে।
বারমাস ছিলাম একা, আ'জ্‌কে ব্যথার ব্যথীর দেখা,
প্রাণে প্রাণে প্রেমের রেখা, মুখের হাসি ব'লে দেছে।
তাইতো আজ সকল ভুলে, কোলাকুলি হৃদয় খুলে,
গান করি প্রাণ উধাও তুলে, প্রাণের মত সব মিলেছে॥

কোনও বিচারকের বিদায়-উপলক্ষে লিখিত।—

ইমন্-ভূপালী—একতালা।

যাবে ফেলে চ'লে এতদিনে,—
কবে হবে দেখা, মনে রবে আঁকা,
নিজ-গুণে নেছ কিনে!
যে দেখেছে তব স্নেহভরা হাসি,
সে হাসির সেই হবে অভিলাষী,
সরল বান্ধব, ভুবনে দুর্লভ,
ঋণী আছি সবে সৌজন্যের ঋণে॥
যথা যাবে পাবে সম যশোমান,
নাহি তব অরি, মিত্র সর্ব্বস্থান,
সর্ব্বত্র সমান—তোমার ধীমান্,
রব ম্রিয়মান মোরা তোমা বিনে॥
পেলে অবকাশ ক'রো কভু মনে,
তব দরশন মাগে বন্ধুগণে,
তব প্রিয়ভাষ, সতত প্রয়াস,
তব স্মৃতি-মধু হৃদয়-নলিনে॥

বিদ্যাসুন্দরের অভিনয় নিমিত্ত এই গীতটী রচিত হইয়াছিল।—

সুন্দরকে দর্শন করিয়া যুবতীগণ।—

কাফি—যৎ।

ধর সখি, ধর মনোচোরা,—
ফিরাতে নারি লো আঁখি, যাব না সই যা তোরা!
বিধি কি বিরলে বসি, কুসুমে গড়েছে শশী,
মরি কি সুধার রাশি অধরে হাসি;
হই উদাসী, কে বিদেশী, নারী-হৃদি বিভোরা!

কলিকাতা, চোরবাগানস্থ শ্রীশ্রী৺রাধাদামোদর জীউর দোল-উৎসবে নিম্নলিখিত গীতটি রচিত হয়।—

বাগেশ্রী মিশ্র—ধামার।

নব ভাবে নিত্য-লীলা বুঝরে অন্তর।
বয় প্রেম-তরঙ্গ নব রঙ্গ,
হের রাধা দামোদর॥
বুঝাতে ভুবন মাঝে,
পরমাণু মাঝে রাজে,
প্রেমে একাধীরে চরাচরে,
ব্রজকিশোরী-কিশোর॥
বুঝ চেতন-শীলা হেরি নয়নে,
দোললীলা স্থলে-জলে বিমান পবনে,
অনন্ত অনন্ত স্থানে, অনন্ত প্রেমের লহর॥

কলিকাতায় যখন প্রথম "প্লেগ" প্রকাশ পায়, তৎকালে কলিকাতার প্রায় সর্ব্বস্থানেই "হরিনাম-সঙ্কীর্ত্তন সম্প্রদায়" স্থাপিত হয়। সেই সময়ে এই গীতটী রচিত হয়।—

সংকীর্ত্তন।

কলিকাতা আনন্দধাম,—

প্লেগ, বন্ধু হ'য়ে এসেছে হে ছড়াছড়ি হরিনাম
কাঁপিয়ে ভুবন গগনভেদী রোল,
হুহুঙ্কারে উথ্‌লে উঠে হরি হরি বোল,
মত্ত হ'য়ে নৃত্য সদা গর্জ্জে শত খোল,—
ঝঙ্কারে করতালি ঝঞ্ঝা সম অবিরাম।
মরণ তো হবে, এড়ায় কে কবে,
চার যুগে কে মরে এমন নামের উৎসবে?
হরিবোল—বোল হরিবোল—
হরি হরি—ধুলোট হয় ভবে,
ওরে ভয় কি তবে গভীর রবে—
নাম গেয়ে আয় পূরাই কাম।
যে নামে হয় রে মৃত্যুঞ্জয়,
তত্ত্ব জেনে মত্ত হ'য়ে গায় রে মৃত্যুঞ্জয়,
যে অভয় নামে—নাইরে যমের ভয়,—
নামের সনে হৃদমাঝারে নাচে নব ঘনশ্যাম।
প্লেগ,—থাক্‌বি যদি থাক্,
শমন-দমন নামে শমন হ'য়েছে অবাক্,
হরিনাম প্রাণ ভরে শোন, এই কথাটী রাখ,
নাম শুনে প্রাণ ত্যজ্‌বে যে জন—
কিন্‌বে হরি গুণধাম।

১৮৯৯ খ্রীষ্টাব্দে ৪ঠা ফেব্রুয়ারী তারিখে, ছোটলাট সার্ জন উডবরণ মহোদয়, "কলিকাতা মেডিক্যাল স্কুলের" নূতন বাটী প্রতিষ্ঠার সময় আগমন করেন। তদুপলক্ষে অভ্যর্থনা হেতু নিম্নলিখিত গীত দুইটী, প্রসিদ্ধ ডাক্তার আর, জি, কর মহাশয়ের অনুরোধে লিখিত হইয়াছিল।—

১ম গীত।— সিন্ধুড়া—ধামার।

মহামারী ডরে, নর-নারী বিকম্পিত।
তব দয়াগুণে ভীত চিত আশ্বাসিত॥
রাজধানী মরুভূমি—হ'ত, না থাকিলে তুমি,
তব কৃপামৃত চুমি, নগরী পুন রাজিত॥
আবাল-বনিতা-নরে, তব নাম ঘরে ঘরে,
আনন্দে হৃদয়ে ধরে, নামে হৃদি বিকসিত॥

২য় গীত।—ভৈরবী—শ্লথ-ত্রিতালি।

তাপিত পীড়ার তাপে, দীন হীন নিরাশ্রয়।
উৎসর্গ তোমার নামে আজি সে দীন-আলয়॥
মহা-আত্মা তৃপ্ত হ'য়ে, এস তাপিত-আশ্রয়ে,
তারিতে ভয়ার্থে ভয়ে, ভবে তব পরিচয়॥
অলক্ষ্য-প্রভাবে তব, পীড়া ভাবে পরাভব,
হবে করি নাম তব শীতল দগ্ধ-হৃদয়॥

কাশিমবাজারাধিপতি মহারাজ মুনীন্দ্র চন্দ্র নন্দী মহোদয়ের কন্যার বিবাহ-উপলক্ষে (২২শে ফাল্গুন, ১৩০৫ সাল) রচিত।

সোহিনী—যৎ।

দুখে-সুখে সমভাব অবিচল মতিমান।
ভুবনতিলক ধীর কবি করে গুণ-গান॥
যে জন নিরহঙ্কার, নরত্ব—দেবত্ব তার,
শান্তিময় হৃদাগার, পদতলে অভিমান॥
শত কোহিনুর আভা, সৌজন্য বিমল শোভা,
শারদ-কৌমুদি-প্রভা, যশ-জ্যোতি করে দান॥
আছে রীতি পূর্ব্বাপরে, জয় গান নটে করে,
নব-দম্পতীর তরে, উঠরে মঙ্গল-তান॥

বিদ্যোৎসাহী রাজা বিনয়কৃষ্ণ দেব বাহাদুরের শোভাবাজার রাজভবনে, ১৯০০ খৃষ্টাব্দ, ৬ই জানুয়ারী তারিখে, স্বদেশ-হিতৈষী, পণ্ডিতবর স্বর্গীয় রমেশচন্দ্র দত্ত C. I. E. মহোদয়ের অভ্যর্থনা উপলক্ষে রচিত।—

শ্যাম—ঢিমে তেতালা।

ভুবন-তিলক, যেই রাখে মাতৃভূমি-মান।
মাতৃভাষে মনোল্লাসে করি তার গুণ-গান॥
বেদ-বিধি সুপণ্ডিত, কীর্ত্তি ধরা বিরাজিত,
সরল মার্জ্জিত চিত, পরহিত ধ্যান-জ্ঞান॥
শাসনে করুণা যার, জন্মভূমে সুবিস্তার,
প্রজাগণ-দুখ-ভার-হরণে অর্পিত প্রাণ।
স্বদেশ-বৎসল আসি, মাতা'লে স্বদেশবাসী,
সবে প্রীতি ফুলরাশি 'রমেশে' করে প্রদান॥

শিবপুর সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের ছাত্রগণের অনুরোধে, উক্ত বিদ্যালয়ের "ড্রামাটিক ক্লাবের" নিমিত্ত লিখিত।—

ইমন-কল্যাণ—কাওয়ালী।

আমোদ তুমি আমোদ বটে সমান কোমল কঠিনে।
এস সরল-হৃদয় হৃদয়-নিধি, বিফল সব তোমা বিনে॥
লোহায় লোহায় যখন হে ঘসি,
তখন তোমার প্রয়াসী,
যখন কাটি পাষাণ, চায় সদা প্রাণ শ্রীমুখের হাসি;
(আজ) সুধী-সঙ্গে, নাট্য-রঙ্গে, দেখা দাও হে অবাধে।
প্রবীণা নও তো কভু, আমোদ চির নবীনে॥

১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দ, মার্চ্চমাসে উক্ত শিবপুর ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের নিমিত্ত রচিত।—

ইমন-ভূপালি—দাদ্‌রা।

দেখেছি গালিয়ে লোহা, লোহা নয় কঠিন তেমন।
কঠিন হৃদয় সে জন যেমন, কবিতায় যার গলে না মন॥
কঠিনে মিলে কোমল, দু'য়ে মিলে দুনিয়া সচল,
কঠিন-কোমল দেখনা কেবল;
কঠিন কোমলে মেলা, নর-নারীর প্রেমের খেলা,
কোমল-কঠিন গঠন এ জীবন।
কোমল-কঠিনে,
ছবি কবি এঁকেছে কেমন।
রঙ্গে হেরহে রসিক সুজন!

কাজরী গীত।—

ভৈরবী—দাদ্‌রা।

তু হিজরা মরদ্ তেকো নেহি চাই।
মেরি যৌবন ভারি, নেহি মুরদ তেরি,
একেলি রোয়ানি কেইসে কাটাই॥
আগর মরদ্ হোতা, মুমে মু লাগা নেতা,
ছাতি মে ছাতি মিলাতা,
নেহি ঝোঁকতা, নেহি নেসেমে বিড়্ বিড়্ বকতা;
যাঁহা ইয়ার মিলে, যাঁহা দোস্‌তি চলে,
তু যেসাফা বাতাই, হাম হুঁই যাই॥

অর্দ্ধ হর ও অর্দ্ধ গৌরী সাজে বহুরূপীর গীত।—

ভীমপলশ্রী—পোস্তা।

হ'য়েছি ভেবে কালী, বাপ্ দিয়েছে খ্যাপার ঘরে।
"জাননা ত্রিনয়না, আমি খ্যাপা তোমার তরে!"
সিদ্ধি ঘুঁটে হ'লেম সারা!
"সিদ্ধি কে আর দেবে তারা?"
ভূতের নাচন সইবো কত? "তুমি নাচাও দিগম্বরে।"
শ্মশানে বেড়াও ধেয়ে,
"দেবের দেব তোমায় পেয়ে!"
খ্যাপা আমায় কল্লে খেপী,
"মিলেছে তাই গৌরী-হরে।"

"বলিদান" নাটকের নিমিত্ত নিম্নলিখিত দুইটী গীত রচিত হইয়াছিল।

১ম। রূপচাঁদের প্রতি দুলালচাঁদের উক্তি।—

বেহাগ-কালেংড়া—দাদ্‌রা।

বাবাগো মাইরি বাবা, বাবা তুমি বুঝ্‌বো কেমন।
বুদ্ধি খোলো বাগিয়ে ফেলো, মারা গেলো কুঁজো রতন॥
গো-বেড়েন করো কাজে, বাবাগিরি তবে সাজে,
ছক্কাবাজী নইলে বাজে, বাজী মারো বাজীর মতন॥

২য়। বালকগণ। খাম্বাজ—কাহারবা।

মজাদার সিগারেট, মজাদার ক্রিকেট,
মজাদার ফুটবল প্লে।
ড্যাম্ ড্যাডাম ড্যাম্, স্কুল ড্যাম ড্যাম্,
ড্যাম্ বি, এল, এ, ব্লে॥
কে কি বলে, তোয়েরি ছেলে, ঢের দেখা গেছে
লে লে ল্লে,
ফিয়ার নট, পাইস গট, মার বাক্স ভেঙ্গে ফেলে॥

যোড়াসাঁকো স্বদেশ-সমিতির অনুরোধে লিখিত।—

সুরট-মল্লার—ঠুংরী।

কেন আর ভাব্‌ছ অত, দু'দিন থাক র'য়ে স'য়ে।
এস ভাই থাকি সবাই, মায়ের ছেলে মায়ের হ'য়ে॥
স্বদেশী কাপড় নিতে, পেছিয়ো না ভাই দু'পাই দিতে,
হার হবে না, যাবে জিতে, দেশে টাকা যাবে র'য়ে॥
ভয় করো না চড়া দরে, সস্তা হবে দু'দিন পরে,
তাঁত ব'সেছে ঘরে ঘরে, সস্তা কাপড় দেবে ব'য়ে॥
কাজ কি বিদেশী ধাঁজে, ফক্কিকারী কিনে বাজে,
আধা দিলে দেশের কাজে, কেউতো তাই যাব না ক্ষয়ে।
প'ড়ে থেকে পরের পায়ে, পেটে ভাত নাই, বস্ত্র গায়ে,
মাথা দিতে আপন দায়ে, ভীরু যে—সে পেছোয় ভয়ে॥
দুখের তো নাই অবধি, দেখি কিছু—হয় হে যদি,
সইবো কত নিরবধি, যা হবার যাক্ হ'য়ে ব'য়ে॥

কলিকাতায় প্রথম প্লেগ প্রকাশ পাইলে সহরে গুজব উঠে, যে বাড়ীতে প্লেগ হইবে, পুরুষই হোক বা স্ত্রীলোকই হোক, সরকার হইতে তৎক্ষণাৎ তাহাকে প্লেগ-হস্‌পিটালে লইয়া যাইবে। ভয়-বিহ্বল জনসাধারণ সহর ছাড়িয়া পলাইতে আরম্ভ করে। কলিকাতায় মহা হুলুস্থুল পড়িয়া যায়। সে সময়ে বঙ্গের সদাশয় ছোটলাট সার্ জন উডবর্ণ মহোদয় সহরের সর্ব্বত্র ভ্রমণ পূর্ব্বক প্রজাবৃন্দকে এ মিথ্যা গুজব বুঝাইয়া দিয়া রাজধানী ভয়শূন্য করেন। চোরবাগানের রায় অমৃত নাথ মিত্র বাহাদুরের পুত্রের বিবাহোৎসবে ছোটলাট বাহাদুর শুভাগমন করেন। তদুপলক্ষে ক্লাসিক থিয়েটারও আহূত হয়। নিম্নলিখিত ইংরাজী গীত দুইখানি ছোটলাট

সম্মুখে গীত হয়।—১ম গীতটি স্বর্গীয় অমরবাবুর রচিত "পূজা ধর বঙ্গেশ্বর বঙ্গের ভূষণ" গীতের অনুবাদ ও দ্বিতীয় গীতটী গিরিশচন্দ্রের মৌলিক রচনা।—

I.

On Bengal's head, you brightest crown,
Accept our humble lay !
To light our heart, O deign to dart,
A glance of hopefnl ray.
Wide all over,
Your mercy hover,
At your feet, our grateful hearts we lay.
On our lotus breast,
For a while you rest,
Being thus enshrined, adore we may.

II.

PLAGUE TABLEAU VIVANT.

Plague and his Followers,—Dust, Foul Water, Putrid Smell, etc.

Angel's Song.

Fly fly you cowards fly,
In other lands, your might to try.
Not here—not here—not here.
Avaunt, avaunt ! you loathsome domon !
To your prison-house, all hell doth summon !
There, there you ugly fiend there there.
Here do not tarry,
Hence infection carry,
In the dusty realm, you roll !
Here you not,
You filthy sot,
Everywhere your death knell toll ?
Hence—hence, Brit bids, you hence
—not here !

কলিকাতা হাইকোর্টের সুপ্রসিদ্ধ মাননীয় বিচারপতি ষ্টান্‌লি সাহেব এলাহাবাদের প্রধান বিচারপতির আসন লাভ করিলে, ক্লাসিক থিয়েটার হইতে একটি বিদায় ভোজের আয়োজন হয়। বিচারপতি ও তৎপত্নী সমক্ষে নিম্নলিখিত Welcome Song গীত হয়।—

To us it is a joyful day,
Our hearts we pour in grateful lay.
With Justice Mercy is combin'd—
The noble pair here sits enshrined,
To shed on us a cheering ray,
Long live th' Stanleys the foot-light's pray.
The zealots may our work despise,
Our patrons all above them rise.
Their presence makes our hearts so gay—
Honor's their due, let's honor pay.

এক সময় জাপানী গান বাঁধিবার আবশ্যক হওয়ায়, এনসাইক্লোপিডিয়া ব্রিটানিকা হইতে জাপানি শব্দ ও তদর্থ সংগ্রহ করিয়া নিম্নলিখিত গীতটি রচনা করেন।—

ডায়া-নাই-পন ১ কিমি ২ নাই হন ৩।
ডণ্টাকু ৪ রিক্‌স ৫ নরমি নো ৬
টোবাকো ৭ কস্থটারা ৮ সিনটো ৯
মিকাডো ১০ মন্‌চ ১১ মন্‌চ ১২ পন ১৩॥
গো আই ১৪ স্যাগআই ১৫ টে আই ১৬ ড্যামীও, ১৭
সেনসর সি ১৮ সেক ১৯ হায়াগো ২০
হাটা মটো ২১ মচ্‌ ২২ ড্যায়েকন ২৩॥

চিহ্নিত মাত্রার অর্থ :—

১। Great Japan. ২। Lord. ৩। Sun's origin. ৪। Sunday. ৫। Carriage. ৬। Palankin. ৭। Tobacco. ৮। Cake. ৯। Ways of gods. ১০। Emperor. ১১।১২ Chew. ১৩। Bread. ১৪।১৫ A kind of bird. ১৬। Fish. ১৭। Noble. ১৮। Senate. ১৯। Country wine. ২০। প্রবেশের নাম। ২১। Petty nobles. ২২। Chew. ২৩। Radish (মূলা)।

সমস্ত গানটির বঙ্গানুবাদ এই :—

বিস্তার জাপান দেশে সূর্য্যের জনম,
শকট-শিবিকা পরে, দেবকার্য্য অনুসারে,
রবিবারে পিষ্টকাদি তামাকু পার্ব্বন।
পক্ষী, মৎস্য, রুটি আর, ভক্ষ্য বস্তু বাদ্‌সার,
সুরাপান করে মিলি উচ্চ ব্যক্তিগণ,
লালমুলা করে যত মোড়লে চর্ব্বন।

শুক্রবার, ৯ই এপ্রিল, ১৯১৯ খৃষ্টাব্দে মহারাজা দ্বারভাঙ্গার সভাপতিত্বে কলিকাতা টাউনহলে প্রথম ধর্ম্মসমন্বয়ের এক বিরাট সভা হয়। ভারতের নানা স্থান হইতে নানা ধর্ম্মাবলম্বী সম্প্রদায়ের নেতারা আসিয়া বক্তৃতা করেন। গিরিশচন্দ্র কর্ত্তৃক রচিত নিম্নলিখিত 'মিলন-সঙ্গীতটী' সুগায়ক শ্রীযুক্ত পুলিনবিহারী মিত্র কর্ত্তৃক প্রথমে গীত হয়।

সিন্ধুড়া—ধামার।

সিন্ধু শৈল গ্রহ জ্যোতি সাকার বা নিরাকারে।
সমভাবে বিভু হেরে ভাবুক হৃদয়াগারে॥
অজ্ঞানতা অভিমানে, বদ্ধ করে নামে স্থানে,
দ্বেষাদ্বেষ ভেদ জ্ঞানে, তর্কযুক্তি অহঙ্কারে॥
যথায় বিরাজে শান্তি, দ্বন্দ্ব আসি করে ভ্রান্তি,
সাধু হেরি প্রেমকান্তি, ভাসে প্রেম-পারাবারে॥
মিলে যথা সাধুবর্গ, ধরায় তথায় স্বর্গ,
আজি এ মিলনোৎসর্গ, দ্বেষ-দ্বন্দ্ব হরিবারে॥

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের মহাভক্ত রামকৃষ্ণানন্দ স্বামী মুমূর্ষু অবস্থায় "পোহাল দুখ রজনী!" এই প্রথম ছত্রটী বাঁধিয়া ভক্তবীর গিরিশচন্দ্রকে একটী সম্পূর্ণ গীত রচনা করিতে বলেন। তাঁহার আদেশানুসারে নিম্নলিখিত গীত রচিত হইয়া শ্রীযুক্ত পুলিনবিহারী মিত্র কর্ত্তৃক তাঁহাকে সুর সংযোগে শুনান হয়।

ভৈরবী—একতালা।

"পোহাল দুখ রজনী!"
গেছে আমি আমি ঘোর কুস্বপন,
নাহি আর ভ্রম জীবন মরণ,
হের জ্ঞান-অরুণ বদনে বিকাশে
হাসে জননী।
বরাভয়করা দিতেছে অভয়,
তোল উচ্চতান গাও জয় জয়,
বাজাও দুন্দুভি শমন বিজয়
মার নামে পূর্ণ অবনী।
কহিছে জননী, "কেঁদ' না,
রামকৃষ্ণ-পদ দেখ না,
নাহিক ভাবনা, রবে না যাতনা,
হের মম পাশে,
করুণায় দু'টী আঁখি ভাসে,
ভুবন-তারণ গুণমণি!"

কাসিমবাজারাধিপতি মহারাজ মনীন্দ্রচন্দ্র নন্দী মহোদয়ের কন্যার বিবাহ উপলক্ষে (১৮ই ফাল্গুন, ১৩০৫) নবদম্পতির উদ্দেশে মঙ্গলাচরণ।—

সাহানা—ধামার।

তারানাথ তারাদলে আনন্দে মগন।
দিনদেব পুলকিত নেহারি শুভ মিলন॥
আমোদিনী বসুমতী, আমোদিত ঋতুপতি,
আমোদিত নরপতি, তনয়া করি অর্পণ॥
চারু নয়নে নয়ন, দেবদেবী ফুল্লমন,
ফুল্লমন জগজ্জন, জয়ধ্বনি ঘন ঘন॥
সিন্দূর সীমন্ত' পরে, বিহর আনন্দ ভরে,
চির রবি-শশী-করে বিকাশ আনন্দ ভরে,
চির রবি-শশী-করে বিকাশ সতীভূষণ।

খাম্বাজ—ঢিমে তেতালা।

মরি কি শোভা হইল হের কাননে।
এল বসন্ত সামন্ত সহ ধরা শাসনে।
ল'য়ে ফল ফুল তরুমূল ভেটিবারে রাজনে॥
মলয়ানিল নিল বাস হ'রে,
সরমে নলিনীদল শিহরে রে
কাতরে ভ্রমরা গুঞ্জরে রে—
সাজে পিকবর-সহচর সহচর মিলনে॥

ইমন—একতালা

জয় পীতাম্বর শ্যাম নটবর মনোহর গিরিধর।
বনমালী বিনোদবিহারী, বিভু বঙ্কিম বিপিনচারী,
ব্রজজীবন—শ্রীরাধারঞ্জন
মোহন মুরলী শোভিত অধর।
গোপীজন মনোমোহন,
নব নীরদ মনমথন,
নীল রতন কমল লোচন,
দীনজন গতি ভব-ভয়-হর।

বাগবাজার, "অভিমন্যুবধ" যাত্রার জন্য নিম্নলিখিত দুই-খানিগীত রচিত হইয়াছিল।

উত্তরা।—

(১) কাফি সিন্ধু—একতালা।

মন বুঝাইতে নারি।
সে বিধুবদন জাগিছে হৃদয়ে, ছার সংসার, হেরিগো আঁধার
জনমাঝে বনচারী।
সাধে বাদ একি লো বিষাদ, হারানিধি, বাদী বিধি, হইল প্রমাদ,
কেমনে এ জ্বালা নিবারি।
প্রাণনাথ ধরাসনে, প্রাণসখি পড়ে মনে,
সে মনোমোহনে, বল ভুলিব কেমনে,
অকূল জলে ফেলে, প্রাণপতি গেছে চলে,
কিসে প্রাণ ধরে নারী।

---

(২) সুভদ্রার প্রতি সখী।—

ভৈরবী—কাওয়ালী।

পোড়া বিধি বাদী, সখি কি হবে কাঁদিয়ে।
নয়ন-নীরদ-ধারা ফেল'গো মুছিয়ে॥
ছার পিয়াসা ফুরাইল আশা,
সোণার নলিনী মরি বিবশা—
রজনী হেরিয়ে, শোকে দহে হিয়ে॥
কপাল লিখন কে করে মোচন,
কি ব'লে বুঝাব, সখি, বুঝগো আপনি ভাবিয়ে
শোক পাশরিয়ে॥

ভারত-সম্রাট সপ্তম এডওয়ার্ডের সহসা মৃত্যু সংবাদে ১৯১০ খৃঃ ৮ই, মে, মিনার্ভা থিয়েটারের নটনটীগণ-কর্ত্তৃক নিম্নলিখিত শোক-সঙ্গীতটী গীত হয়।—

পূরবী—ত্রিতালী।

অকস্মাৎ বজ্রাঘাত তড়িৎ ছুটিল,—
শোকবার্ত্তা সসাগরা ধরায় রটিল।
নিবিড় আঁধার ধরা, আঁধার হৃদয় ভরা,
স্থলে জলে হাহারব গগনে উঠিল।
নাই নাই প্রাণে রব, নাই নাই শূন্য সব,
সপ্তম এডওয়ার্ড নাই, তমসা যামিনী তাই,
সপ্তম এডওয়ার্ড নাই, হৃদয়ে ফুটিল,
নাই নাই কঠিন কামান প্রকটিল।

ভারত-সম্রাট পঞ্চম জর্জ্জের অভিষেক-উৎসবে ১৩১৮ সাল, ৭ই আষাঢ়, মিনার্ভা থিয়েটারে নটনটীগণ-কর্ত্তৃক নিম্নলিখিত সঙ্গীতটী গীত হয়।

ইমন মিশ্র—একতালা।

রবি-শশী-তারা মিলিয়া গগনে
তব অভিষেক নেহারে,
নিজ নিজ সাজে ষড়ঋতু রাজে
সুবিশাল অধিকারে।
সাগরে ভূধরে পবনে অম্বরে,
জয়নাদ উঠে লহরে লহরে,
কামান হুঙ্কারে দশদিশি ভরে
শুভদিন আজি প্রচারে।
পুলকিত চিত আশা বিকশিত,
পরম শান্তি ভুবনে রাজিত,
রাজ-রাজেশ্বর জগত পূজিত;
করুণা, ন্যায় প্রেমে বিজড়িত,
জন-বিমোহন আঁধারে।
বিধি চিরন্তন, নট-নটীগণ,
চির-অধিকারী করিতে বন্দন,
দীন হীন মনে সবা আকিঞ্চন,
বিরাট সম্রাট চরণ পূজন,
মিলি অকিঞ্চন করিছে অর্পণ
হৃদি-ফুল-মধু ভকতি-ধারে।

জয় জয় জয় জর্জ্জ পঞ্চম,
শুদ্ধ আত্মা নরেশ উত্তম,
তোল' এক তানে, তোলো এক প্রাণে—
জয় রব বারে বারে।

শ্যামা সঙ্গীত।—

সুঘরাই কানাড়া—চৌতাল।

নহে নীলবসনা, হেমবরণা কমলবাসিনা।
নিবিড় জলদ ঘোরা, নরহারা দিকবাসিনী অট্টহাসিনী ॥
হুহুঙ্কার ঘন গভীর, তর তর তর প্রবল রুধির,
থর থর শিখর অধীর, বিষমোজ্জল জ্বালানিকর অরাতি-ত্রাসিণী ॥
অস্থিদাম সিঞ্জিনী-ধ্বনি, ধিয়া তাধিয়া রণরঙ্গিনী,—
ব্রহ্মাডিম্ব-ভঙ্গিনী, কাল-সঙ্গিনী,
প্রলয় ধূম-আবরিত-দিশা, উদয় করাল তমসা-নিশা,
মাভৈঃ মাভৈঃ ভীম ভাষিণী ভকত-মন-বিভাষিণী ॥

শিবসঙ্গীত।—

ঝিঁঝিঁট—ঠুংরী।

শিব শঙ্কর শুভকারী,—
আশুতোষ ভোলা ভব-ভীত ভয়হারী।
নর্ত্তন ঘন—হরিগুণগান, প্রেমবারি গঙ্গা উজান,
বৈষ্ণব বিভু কৃপানিদান, পরম প্রেমভিখারী।

শিব সঙ্গীত।—

সারঙ্গ—ধামার।

ভূতবিভঞ্জন পিণাকধারী।
উর্দ্ধ তুণ্ডে ঘন 'নাশ' 'নাশ' রব,
বিপুল উৎসব বিনাশকারী ॥
ব্রহ্মাডিম্ব টুটে শূল চমক-ঘটা,
ধ্বক্ ধ্বক্ ধ্বক্ ভালে অনল-ছটা,
তপন জ্বালা কোটি ঠিকরে চন্দ্র-ফোঁটা,
জটাজাল দল, করাল দল দল,
বিষাণ হুঙ্কার প্রলয়বিহারী ॥

অন্তর্দ্ধানকালীন লক্ষ্মীদেবীর সহানুভূতি।—

গৌরী—একতালা।

নিয়তি নে যায় টেনে, কি করিগো রইতে নারি।
চঞ্চলা, নইলে কি হায় তোমায় ছেড়ে যেতে পারি ॥
কাতরা তোরই তরে, নয়ন-কমল স্থাথ্‌না ঝরে,
চলে যেতে মন কি স'রে, ক'র্‌বো কি বল, আমি নারী
জান'তো তারই দাসী, তারই কথায় অতলবাসী,
নিয়তি নয় তো দোষী, নিয়তি অধীনা তারি ॥

বিল্বমঙ্গল নাটকের "কি ছার আর কেন মায়া" গানের সুরে গেয়।

হরকি নাম হরদম লে না,
দোসর বান্দা কৈঁও উঠা না,
দুনিয়াদারি বহুত কিয়া ভাই, ফয়দা কেয়া কুছ্ পায়া,
রোয়ে রোয়ে দিন গুজারা, তব্ না ছুটে মায়া;
কায়া প্রাণে জুদা যব্ তব্ আপনা কেস্‌কো জান'
মালখাজানা লেড়কা জায়া পেয়ারা কাহে মান'
কেৎনা রোজ ইয়ে চল্‌না বল্‌না ইয়াদ রাখ্‌না ধীর,
কেয়া জানে কব্ গির্ পড়েগা কমলপাতেকা নীর।

"রুক্মিণী-হরণ" লিখিবার মানসে প্রথমেই এই গীতখানি রচিত হয়।—

কীর্ত্তন—লোফা।

মনফুল-হার, কার তরে আর গাঁথ্‌বো স্বজনি,
অমার বনমালা বনমালী পর্‌বে লো গলে।
পায় পায় কাছে এসে, মুচ্‌কি হেসে গুণমণি
"দাও মালা দাও মালা" ব'লে—
সই, আড় নয়নে চাইবে ছলে।
লোকলাজ ক'র্‌বো কিসে, যখন তখন কাছে আসে,
কথা না কইলে হেসে, নয়ন-জলে যায় সে ভেসে,
বোঝালে সে বোঝে না, কই সই মানা মানে না,
এ কি হয় কত লো সয় রমণী,
সে এলে কি ব'লে বল্, ফেলে তারে যাব চলে।

নিম্নলিখিত গীতটী অসম্পূর্ণ অবস্থায় পূর্ব্বে প্রকাশিত হইয়াছিল। গিরিশচন্দ্রের পরমাত্মীয় সুপণ্ডিত শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্র নাথ বসু মহাশয়ের নিকট সম্পূর্ণ প্রাপ্ত হইয়াছি।

বেহাগ—একতালা।

সাধ ক'রে সাজায়ে বাসর ব'সেছে রাই রাজবালা।
আশে ভাসে উন্মাদিনী, কুঞ্জবনে আস্‌বে কালা॥
পবনে চমকে কায়, পথপানে ঘন চায়
কাকলি-লহরে ভাবে বাঁশী রাধা-গুণ গায়॥
যত রঙ্গিনী-সঙ্গিনীগণে, ফুল তুলি সযতনে,
অলিকুলে দলে দলে পড়ে বদনে;
সোহাগে মতিয়া গোপী, বৃন্ত ফেলি গাঁথে মালা॥

২য় সংস্করণ গিরিশ-গীতাবলীর ৪৩৬ পৃষ্ঠায় মুদ্রিত বিবেকানন্দ স্বামীর প্রথম আমেরিকা-প্রত্যাবর্ত্তনকালে এই অসম্পূর্ণ অভ্যর্থনা-গীতটী শ্রদ্ধাস্পদ ব্রহ্মচারী শ্রীযুক্ত গণেন্দ্রনাথের নিকট আমরা সম্পূর্ণ আকারে পাইয়াছি। নিম্নে প্রকাশিত হইল।—

সাহানা—ধামার।

ভুবন ভ্রমণ কর, যোগীবর, যার ধ্যানে,—
তাহারি সন্তানগণ চেয়ে আছে পথ পানে।
উচ্চব্রতে আত্মহারা, ভ্রমি সসাগরা ধরা,
মোহিলে মানব-চিত, প্রভুর গৌরব-গানে।
নানা দেশে নানা ভাষে জয়ধ্বনি এক তানে।
রামকৃষ্ণ হৃদে ধর, হৃদয় আকৃষ্ট কর,
ইষ্টপূজা পূর্ণ তব, পুলক আলোক দানে।
জন-মন পুলকিত, মোহ-নিশা-অবসানে!

নিম্নলিখিত গীত তিন খানি গিরিশচন্দ্র কোন সময়ে স্বেচ্ছাপ্রেরিত হইয়া রচনা করিয়াছিলেন —

(১)

সামন্ত-সারঙ্গ—ত্রিতালী।

নিবিড় ঘোরা রূপা স্বজনি, সঙ্গিণী রজনী।
নিবিড় ছাদনে ছাদলো অবণী॥
প্রলয় মেঘমাল, বিকট করাল,
করাল কাল, খেল উথাল,
সংহার ফুৎকার, ঘন ঘোর হুঙ্কার,
নিভাও তারকা চন্দ্রমা দিনমণি॥

---

(২)

যোগিয়া—ত্রিতালী।

অভিমানে সৃজন ভুবন অভিমানের এ মেলা।
অভিমানের মধুর গানে সংসারে চলে খেলা॥
অহংকার এ ভব-পাথার, এমন শক্তি আছে কার,
জ্ঞান-তরণী বিনা, পাথার হ'তে পারে পার!
মোহময় এ ঘোর আঁধার, আঁধারে সাঁতার,
তরঙ্গে ওঠা নাবা করে বার বার;
সরল মনে শরণ নিলে, তবে সে জন পায় ভেলা।
নইলে নাচে দু'বেলা মহামায়া যে করে হেলা॥

---

(৩)

পিলু—খেম্‌টা।

তুই চিনেছিস্ রাঙ্গা জবা
শ্যামা মায়ের চরণ রাঙ্গা।
রাঙ্গা ভেবে রং ধ'রেছে
পেয়েছিস তাই বরণ রাঙ্গা॥

ন্যাসান্যাল থিয়েটারে অভিনীত "Haunch Back." প্রহসনের নিম্নলিখিত অসম্পূর্ণ গীতটী পাইয়াছি।—

ঝিঁঝিঁট মিশ্র—খেম্‌টা।

চারো তরফসে ঢুঁরা হ্যায় তেরি মোকান।
যেরা হাস্‌কে বলো ও মেরী জান॥
ই পারে গঙ্গা উ পারে যমুনা,
(অসমাপ্ত)

সংয়ের গান।

উল্কিওয়ালীর গান।—

পিলু—পাহাড়ী-খেম্‌টা।

আয়লো আয় বুকের মাঝে উল্কি দেগে নে।
ভেল্‌কি ক'রে পয়সাওয়ালা নাগর কিনে নে॥
উল্কিপরা নাগর ধরা সখের নূতন ফাঁদ,
উল্কি দেখে ভেল্‌কি খাবে পয়সাওয়ালা চাঁদ;
তোর সাধের বেণী, ওলো শোন্ বিনোদিনি,
যদি বেণীর গুমোর করিস তবে খাবি আমানি।
উল্কিতে ভেল্‌কি খেয়ে, মুখপানে তোর থাক্‌বে চেয়ে,
হতচ্ছাড়া নাগর তোমার হবে না আর ভ্যান্‌ভেনে॥

সাপুড়িয়াগণ।—

পাহাড়ী—কাহার্‌বা।

কেন আইল নিদির ঘোর রে—আইল নিদির ঘোর।
কালনাগিনী কেটে গেল সোণার লকিন্দর রে, সোণার লকিন্দর।
চ্যাংমুড়ি কানি, ক'রেছে বেইমানি,
মিছে হ'লো সাতালিতে লোহারি বাসর রে—লোহারি বাসর।
হাতে আছে জাঁতিখানি, ল্যাজ ছেঁটে নাও বেউলো রাণী,
ল্যাজটী নিয়ে আঁচলকোণে গেরো দাও জবর রে—
গেরো দাও জবর॥
কেউটে গোখ্‌রো জোড়া জোড়া, উদয় কাল শঙ্খিনী বোড়া,
আচ্ছা তোমার ধূলোপড়া, ভেঙ্গেছে গুমর রে, ভেঙ্গেছে গুমর।
ভাসিয়ে ভেলা বেউলো সতী, নিয়ে যাবে মরাপতি,
সতীর মেয়ে বেউলো সতীর, এয়োৎ ভারি জোর রে,
এয়োৎ ভারি জোর॥
ভেসে যাবে দরিয়ার বিচে, নাইকো ছুঁড়ির ডর,—
লকিন্দরকে আন্‌বে ফিরে, ক'র্‌বে আলো ঘর রে—
ক'র্‌বে আলো ঘর॥

দেশেলাইওয়ালা।—

খাম্বাজ—খেম্‌টা।

কে নেবে সখের দেশেলাই;
আয় চলে—নয় চলে যাই।
সলাতে প্রদীপ জ্বলে, ঠাণ্ডা থাকে ছেলেপিলে,
রাঙা খোকা বউয়ের কোলে,
সলাই বিনে ভালাই নাই।

মিশিওয়ালী ও সরপুরিয়াওয়ালী।—

কালাংড়া—দাদ্‌রা।

সর। উপর নীচে দুদমারা সর, মশলা ঠাসা মাঝখানে।
মিশি। রংদারি মিশিওয়ালী, আ গিয়া কুছ কামানে॥
সর। চাই সরপুরিয়া,
মিশি। মিশি লেবে গো—
সর। কামড় দিলে পুরিয়াতে আমার,
ভালবাসা বশে থাকে তার,
মিশি। মোর মিশি দিলে দাঁতে, গোলাম হয় ভাতার॥
সর। পুরিয়া খেয়ে ভালবেসে পুরিয়া মুখে দেয়,
মিশি। দাঁতে মিশি মধুর হাসি, ভাতার কোলে নেয়,
সর। খেলে এ পুরিয়া খাসা, জ'ন্মে যাবে নোলার আশা,
চেটে ঠোঁট ভালবাসা কসে লাল গড়ায়;
মিশি। মিশিতে মন মজাবে, এক পা স'রে কে আর যাবে,
হাঁসি ক'রে হান্‌লে নয়ন, ঘুর্‌বে পায় পায়;
সর। সখের এ সরপুরিয়া,
মিশি। মিশিতে মন দরিয়া,
উভয়ে। ক'র্‌বে আদর সখের চিজের কদর যে জানে॥
সর। চাই সরপুরিয়া,
মিশি। মিশি লেবে গো—

ভিস্তী :—

পাহাড়ী মিশ্র—কাহার্‌বা।

মিঠা পানি ছিটান।
বাগ বাগিচে সরকবিচে দিতে হয় যোগান ॥
কলের বিচে সাপের ছানি, ক'র্‌তে থাকে ফোঁস্‌ফোঁসানি,
মশক খুলি দিতে পানি, কাঁপ্‌তি থায়ে জান ॥
ভর্ত্তি গাঙ্গে ঢল নেমেছে, হাঁপান দেখে রড় দি খিঁচে,
বানের জলে আইচে কুমীর, দিইচে গা ভাসান,
মশক খুলি ভর্ত্তি গেলে রাং ধরি দেয় টান ;
রেতে দিনে সাঁজ সকালে যোগান দিই সমান।
ছাড়্‌তি হ'লো কাম, ঘুর্‌ণিতে না আসান পেলে
বাঁচে কি পরাণ ॥

যাত্রায় রাধিকা।—

মল্লার—লোফা।

কালাচাঁদ এলো না, পোড়া প্রাণ গেল না ।
পাকা জাম জারিয়ে রাখ্‌লেম্‌, তাও এসে খেলে না ॥
চন্দ্রাবলীর কুঞ্জে, সে তো নিশি ভুঞ্জে,
সেখানে তো পাকা জাম মেলে না,
বড় বড় গাছে, দু'একটা খেজুর আছে—
কিন্তু পেড়ে খাবার সে তো ছেলে না ॥

যাত্রার রাধিকা।—

খাম্বাজ—খেম্‌টা

আমি প্রাণের জ্বালায় মরি বৃন্দে সইলো।
তিন ঠ্যাঙ ত্রিভঙ্গ কালা তেঁতুলবনে লুকাল ॥
আমি মনের কথা বলি ফুটে,
রেতের বেলায় ডুক্‌রে উঠে
হেঁসেল ঘরে বেড়াই গো ছুটে,—
গাছে উঠে পাড়বো কালা, এনে দেনা মইলো ॥

যাত্রার সং। শ্রীকৃষ্ণের প্রতি সখিগণ।—

পাহাড়ী মিশ্র—খেম্‌টা।

শ্যাম শ্যাম ভোর করি কি কুঞ্জে অ্যালে।
সারারাত দাঁতখিচুনী সখিগুলার মাথা খ্যালে ॥
রাই আমার গালে মুঙে হাত চাপ্‌ড়ে,
দাঁতে টেনে কাপড় ফাড়ে,
কালো সখী দেখ্‌তে নারে,—
কালো ভোমরা ধ'রে চ'ট্‌কে মারে,
কোয়েলার সাধ্যি কি আর, ডাক দেবে সে তমাল-ডালে ॥

নজুম ও নজুমিন (Fortune-teller & his wife)।

ভৈরবী—খেম্‌টা।

পুরুষ। মালুম হ্যায় আস্‌মান জমীন্‌কা খবর।
স্ত্রী। যো হুয়া, যো হোগা—সব নজর উপর ॥
পুরুষ। সূরজ চন্দ্রমা সে তারা ঘুমে,
সব খাড়া সাম্‌নে ;
স্ত্রী। জমীন্‌কা পেটমে যো চিজ্‌ হ্যায়,
সমন্দর যো চিজ্‌ ছেপায়,
উভয়ে। সবকো পাত্তা বাতায়,
আক্কেলমান্দীমে হুনো জবর ॥
পুরুষ। এ হাম্‌সে বেহেতর।
স্ত্রী। এ হাম্‌সে বেহেতর ॥

মালি ও মালিনী।—

ইমন মিশ্র—দাদ্‌রা।

উভয়ে। পিয়োর পেয়ার নিরাকারের মালী-মালিনী।
পুরুষ। যেমন তেমন সক্‌স আমি নই,
স্ত্রী। যিসি তিসি নই ধনী,
উভয়ে। নিরাকারের ফুল যোগান দি, হিন্দুয়ানী মানিনি।
পুরুষ। গো টু হেল অপরাজিতা, জবা, করবী,
স্ত্রী। ড্যাম্‌ ড্যাম্‌ জাতী যুথী, মাধব-মাধবী,
হরদং রাইট রেভারেণ্ড ভাই,
তার মারসেলনিল চাই,
পূজোর ঘরে নিরিবিলি আমি তাই যোগাই ;
পুরুষ। কচু ঘেঁচু ক্যাক্‌টারস্‌ ফারন্‌ যেথায় যা আছে,
একচেটে মাল দাদন দেওয়া সব আমার কাছে ;
নিরাকার উপাসনায় স্যাল্‌ভেসন কুটীরে চাই ;
উভয়ে। উপাসনার সাজাতে বাওয়ার,
দোআঁশলা কুটীরে আনি সিজন ফ্লাওয়ার,
পৌত্তলিকের ধার তো ধারি নি,
অসভ্য ফুল আর তো তুলি নি।

বরের হকার।—

লুম—খেম্‌টা।

চাই বর—
বর-বাজারে আজ্‌কের এই ভাও।
রেস্ত থাকে এগিয়ে এস, নইলে চ'লে যাও।
চাই বর—
খোলার চালে:র বাঁড়ীর ছেলে এণ্ট্রেন্সে ফেল,
অতি কম নিদেন জেন', পাঁচহাজারি খেল,
পাশ করা চাও, দালাল লাগাও,
ভিটে বেচে পাও বা না পাও।
চাই বর—
ছুটো পাশের কথায় নাইকো কাজ,
শুন্‌লে পরে মাথায় পড়্‌বে বাজ,
যার যুগ্যি মেয়ে আছে ঘরে,
ভরি তিনেক আফিম্ খাওয়াও।
চাই বর—
উতর উতর বাড়্‌তে চ'ল্‌লো দর,
আগে থেকে উপায় কর, ইজ্জোতে যার ডর,
হ'লে মেয়ে, আগে গিয়ে, নুণ টিপে তার মুখে দাও।
চাই বর।

বাঙ্গাল ভট্টাচার্য্য ও উড়েনী।—

মিশ্র—একতালা।

উড়েনী। ভটচরজী, তু নাগি মু জাতি গেলা।
বাঙ্গাল। থুবং যতনং কৈরাং ভক্ষণঞ্চ চঁপাকলা॥
উড়েনী। তোমার মাথায় চৈতণ ফক্কা,
দেল ছাতিরে বড় ধক্কা,
বাঙ্গাল। মম প্রাণং হৈলং অক্কা;
উড়েনী। ঠাকুর কঁড় করিলা, মু ত অবড়া বলা॥

বিলিয়ার্ড-ক্রীড়ারতা বঙ্গরমণীগণ।—

In the play-ground, in the play-ground.
Queer ladies we are all.
Face to face, in Billiard race,
A side long glance shall win the ball.
Twit twit, they call us sweet
We mould our men as we mould a doll.
They say they love and soundly sleep
Men may snarl, you care not girl,
Love hapless if you love
Care not you stand or fall.

উক্ত গীতটী পরে নিম্নলিখিতরূপ বাঙ্গালায় রচিত হইয়াছিল।—

পুরুষ নিয়ে খেল্‌বো লো ফুটবল,
ফুলের মতন we are all,
বাণ হেনে আড় নয়নে ঘুরিয়ে বদন করি ছল।
Twit, twit, twit, পুরুষে বলে আমরা sweet,
মনের মতন ভাঙ্গি গড়ি, পুরুষ—লেডির মোমের doll.
হেসে হেসে বলে তারা—ভালবাসে,
তাতে কি যায় আসে,—
হুঁসিয়ার, সাম্‌লে থাকিস্, যেন ভালবেসে হয় না fall.
পুরুষে করে কত কাণ,
বাঁধ্‌তে চায় হাওয়ার মত প্রাণ,
তরল নারী সরল ভেবে কাপড় দিয়ে বাঁধে জল।

মেঘনাদ বধ।

১৮৮৪ সাল, মাঘ মাসে, "ন্যাসান্যাল থিয়েটারে" গিরিশচন্দ্র ঘোষ কর্ত্তৃক নাটকাকারে পরিবর্ত্তিত মহাকবি মাইকেল মধুসূদন দত্তের অমর কাব্য "মেঘনাদ বধ" প্রথম অভিনীত হয়। অভিনয়-সৌষ্ঠবের নিমিত্ত নিম্নলিখিত গীত-গুলি রচিত হইয়াছিল।

প্রমোদোদ্যানে মেঘনাদের প্রতি প্রমীলার বাহ্য ও অন্তর্জগৎ বর্ণনাত্মক গীত।—

সাহানা—মিশ্র—যৎ।

মাধুরী স্বভাবে কিবা বিহরিছে মনে।
তব সহবাসে নাথ জানিব কেমনে॥

কোকিল তুলিছে তান, কিবা প্রাণ করে গান,
মোহিত হৃদি-বাদনে ॥
পরিয়ে কুসুম-গাঁথা, ধীর বায় নাচে লতা,
কিবা প্রাণ প্রণয়-পবনে ॥

কৈলাসে দুর্গার প্রতি মদন ও রতি।—

বেহাগ-খাম্বাজ—ত্রিতালী।

জয় রাজরাজেশ্বরী, শিবে শুভঙ্করী,
জয় ভুবনেশ্বরী পদ্মাসনা।
জয় ভয়-বারিণী, শশাঙ্ক-ধারিণী,
তারিণী জয় হর-বরাঙ্গনা ॥
হর-উরুবাসিনী, সুর-অরি নাশিনী,
দামিনীহাসিনী দিগঙ্গনা।
তরুণ-অরুণ জিনি, চরণ-নলিন ভাতি,—
দেহি দীন হীনে কৃপাকণা ॥

প্রমীলার সহচরীগণ।—

এস 'ঝন্‌ঝনা' সম, অঙ্গনা শ্রেণী পড়ি গিয়ে অরি মাঝে।
মঞ্জীর সনে, শিঞ্জিনী ধ্বনি মৃদু কঠোর বাজে ॥
বীর নারী সমরে পুলকে,
দলকে দামিনী অসির ফলকে,
শমনের সনে মদন নিরখে, মোহিনী ভীমা সাজে ॥
লম্বিত বেণী ফণী-ফণফণা,
ধায় তরঙ্গিণী সাগর-গমনা,
নয়নে ঠিকরে অনল-কণা, রণভেরী ঘোর গাজে ॥
সিংহ সহ আজি মিলিবে সিংহিনী,
দেখিব কেমনে রোধে রঘুমণি,
ভূলোকে দ্যুলোকে হেরিবে চমকে, রঙ্গিণী রণ রাজে ॥

লক্ষ্মণের প্রতি মায়া-কন্যাগণের ছলনা।—

খাম্বাজ—ত্রিতালী।

কেন যোগীবেশে ভ্রম এ বিজন কাননে ?
না জানি কে অভাগিনী কাঁদে তোমা বিহনে !
কেন ধরিয়াছ ধনু, ভ্রূভঙ্গেতে ফুলধনু,
কটাক্ষে কুসুম-শরে, কেবা স্থির ভুবনে !
অধরে সুধার রাশি রেখেছে কে গোপনে ?
অমরনগরবাসী, তব প্রেম-অভিলাষী,
চল হে হৃদয়ে ধ'রে ল'য়ে যাই যতনে।
নন্দনকানন মাঝে সুরগণ-সদনে ॥

রাক্ষস-সৈন্যগণ।—

সারঙ্গ মিশ্র—ঝাঁপতাল।

অগ্রসর অগ্রসর, ডাকে শুন ভেরীবর,
ভীমরবে চরাচর কাঁপাইয়া ঘনে ঘনে।
বাজে ভেরী ঘোর রবে, কে অলসে বাসে রবে,
কে আহবে পরাভবে, রণমত্ত রক্ষগণে।
কর্ব্বুর-গৌরব হ্রাস, কে করে জীবন-আশ,
দেব-দৈত্য-নরত্রাস, পড়েছে অন্যায় রণে ;—
গরজে সম্মুখ-অরি, চল রণে তারে স্মরি,
বৈরী-গর্ব্ব খর্ব্ব করি, নহে ত্যজি এ জীবনে ॥

স্বর্গে দেববালাগণ।—

ভীমপলশ্রী—দাদ্‌রা।

ছানিত কিরণরাশি হাসি খেলে।
পরিমল বিমল ফুল-আঁখি খোলে ॥
প্রেমিক-প্রাণ, প্রেমে সুধা ঢালে,
প্রেমিক-প্রাণ দোলে লহরমালে ;
নয়নে নয়নে কথা, মিলনবিহীন ব্যথা,
মোহন বদন মন নাহি হেলে ॥

মেঘনাদের সৎকারকালে রক্ষ ও রক্ষ-নারিগণ।—

হরশৃঙ্গার মিশ্র—একতালা।

পুরুষ। ঘুচিল অরির শঙ্কা, শূন্যময় স্বর্ণ-লঙ্কা,
আর কার মুখ চেয়ে, রণে রক্ষঃ যাবে ধেয়ে,
কাঁদ লঙ্কা কাঁদ রে বিষাদে।
স্ত্রী। মরি সকলঙ্ক চাঁদ, অস্তাচলে মেঘনাদ,
বিধাতা সাধিল বাদ, সুখ-সাধ অবসাদ,
উঠ রে বিলাপ-ধ্বনি গগনের ছাদে ॥

মাধবী-কঙ্কণ

রমেশচন্দ্রের "মাধবী-কঙ্কণ", গিরিশচন্দ্র কর্ত্তৃক নাটকাকারে পরিবর্ত্তিত হইয়া, "ন্যাসান্যাল থিয়েটারে" প্রথম অভিনীত হইয়াছিল। অভিনয়-সৌকার্য্যার্থে নিম্নলিখিত গীতগুলি রচিত হইয়াছিল। বঙ্গনাট্যশালার সুপ্রবীণা ও সুবিখ্যাতা অভিনেত্রী—শ্রীমতী বিনোদিনী দাসীর নিকটে প্রাচীন ন্যাসান্যাল থিয়েটারের খাতাখানি পাওয়ায় সমস্ত গীতগুলি প্রকাশে সমর্থ হইলাম।

দেওয়ানা তাতার বালক।—

আসোয়ারি মিশ্র—ঠুংরী।

কার তরে প্রাণ উধাও উধাও—
প্রাণ খুলে বলো চাঁদে।
কেন কেন শিহরণ, হিয়া গুরু কম্পন,
কেন দেওয়ানা কাঁদে।
দিন বহিল, আশা রহিল, প্রাণ পড়িল ফাঁদে॥
দেখিয়া মোহিনু, সহিনু, দহিনু,
ভজিনু মজিনু, নিশিদিন পূজিনু,
প্রাণ গলা'য়ে, সুখ বিলা'য়ে,
নারিনু বাঁধিতে প্রেম-বাঁধে॥

দেওয়ানা তাতার বালক।—

সোহিনী—তাল-ফেরতা।

হিয়া হিয়া মিলি, চ'খে চ'খে খেলি,
বদন নেহারি, আপনা পাশরি,
প্রেম নিমগন, প্রাণ বিসর্জ্জন,
পতি মতি, পতি-পদ গৌরব সম্পদ,
মঞ্জু লতিকা তমালবিহারী।
ঘোর আঁধারে, দুখ-পারাবারে,
ঢাকিলে আশা হৃদয়-তারা,—
ভৈরব গর্জ্জন, তরঙ্গ নর্ত্তন,
জীবন-পথে দিশেহারা!
দুর্গমে রণে বনে, প্রণয়িনী, পতি সনে,
দেহে প্রাণ ছেদ, তবু না বিচ্ছেদ,
হাসি কুতুহলে, ঘোর চিতানলে,
প্রাণ ডালে সতী নারী।

চারণের গীত।—

কামোদমিশ্র—ঠুংরী।

উজ্জ্বল নীল ভূষিত ধরাধর,
গভীর গহ্বর গাও রে।
নির্ম্মল নির্ঝর, তরুরাজী তটিনী,
সঙ্গীতে সুর মিলাও রে।
নীলাম্বর ঘন, ঘনঘটা আবৃত,
থা-রা-রা-রা থা-রা রা-রা, চপলা চমকে ঘন,
তর্জ্জন গর্জ্জন স্বন স্বন পবন।
ভূচর খেচর তর তর থর থর,
কম্পিত জগজন ভীত।
গভীর গরজন, গাও পবন ঘন,
সবে মিলি গাও উধাও রে।
উচ্চ গভীর, দামামা নিনাদ,
তড় তড় তড় তড়, আসোয়ার দড়বড়,
মত্ত বীর-হিয়া সংগ্রাম সাধ;
হর হর হর হর, গহন থর থর,
শৃঙ্গ গভীর বাজাও রে।
ধনহীন দীন, সহায় হীন,
দীনবেশী ও কে রাজপুত রে।
সাথি তরবারি, শ্মশ্রু জটাধারী,
স্থির দৃঢ়মতি অদ্ভুত রে।
জটাজুট শোভন, নীল হয় বাহন,
সংগ্রামে প্রতাপ ধায় রে।
বালার্ক দাপ, রাণা প্রতাপ,
হল্‌দিঘাট রণে ধায় রে।
নির্ঝর ঝর ঝর, রুধির তর তর,
প্রবাহ বহিছে গায় রে।
সাথি তরবারি, শ্মশ্রুজটাধারী,
একাকী দুর্গমে যায় রে।
দাবানল বল, সাগর উথল,
টল টল যবন-আসন রে।
দমি ঘন গরজন, হুঙ্কার ঘন ঘন,

চাকি চমক চক্, কৃপাণ লক ঝক,
ত্রিপুণ্ড্র ধ্বক্ ধ্বক্ ;
মেদিনী কম্পন, ঝন রণ ঝন রণ,
সন্ সন্ সন্ সন্ উল্কা গমন ;
যবন দমন, পুন রণ পুন রণ,
রাজপুত-শাসন গাও রে।
গভীর শৃঙ্গ বাজাও রে।
অভীত রাজপুত,— কীর্ত্তি কলাপ, বীর প্রতাপ,
ভূধর শিখর গাও রে,
কল্লোলিনী স্রোত গাও রে।
স্বভাবে সবে মিলি গাও রে।
রাজপুত-হিয়া মাতাও রে।

সর্ব্বপ্রথম পদব্রজে ৺তারকনাথ দর্শন করিয়া ফিরিবার সময় গাড়ীতে এই গীতটী প্রথম রচিত হয়।—

ভৈরব—দাদ্‌রা।

ওরে, হরে সন্ন্যাসী !
মিট্‌বে প্রেমের ক্ষুধা, সুধা পাবিরে রাশি রাশি :
দেখ্‌রে আমি প্রেমের তরে, জটা ঘটা শিরোপরে,
জাহ্নবীশিরে বিহরে, প্রেম অভিলাষী।
যুগে যুগে ক'রে ধ্যান, হয়নি প্রেমের তত্ত্ব জ্ঞান,
ভেবে পরম শক্তি, চাইনি মুক্তি, আজও রে শ্মশানবাসী।
ক্ষীরোদসাগর মন্থন ক'রে, সুরাসুর সুধা হরে,
বিদিত আছে চরাচরে, আমি গরল-প্রয়াসী।
নিয়ে বাঘের ছাল আর ধুতুরা ফুল, দেখ্‌বো প্রেমের
পাই কি কুল
(ওরে) নকুলে কি আছেরে কুল, প্রেম-নীরে সদাই ভাসি।
ভূত নাচে সব ফেরে সঙ্গে, মত্ত সদা ভূতের রঙ্গে,
হবি অভিভূত ভূতের ভঙ্গে, মহাকাল, আমি নাশি।
প্রাণ তো কেবল চায়রে ভোগ, হয় রে তার যোগাযোগ,
সুখ-আশে কর্ম্মভোগ, আমি সুখে উদাসী।
সুখ পাবিনে সুখের তরে, মিছে ঘুরিস ভ্রান্ত নরে,
দুঃখ ধ'রে থাক্‌লে পরে, সুখ তোমার হবে দাসী।
(ওরে) দেখ্‌রে চেয়ে দারাসুত, তোর মত সব অভিভূত,
কেন মনকে দিয়ে থাতামুত, আপন গলায় দাও ফাঁসী।

জেলেখাঁ।—

ভৈরবী—একতালা।

রেখ পদে অবলায়,—
প্রণয়-প্রয়াসী দাসী প্রেম-বারি চায়।
প্রবাসে বান্ধবহীনা, নাহি জানি তোমা বিনা,
দুখ-সুখ-সঙ্গিণী, অধিনী প্রেমাধিনী,
ছিন্ন লতিকা না ধূলায় লুটায়।

কপালকুণ্ডলা

গিরিশচন্দ্র কর্ত্তৃক নাটকাকারে পরিবর্ত্তিত হইয়া বঙ্কিম-চন্দ্রের "কপালকুণ্ডলা", বহুদিন পূর্ব্বে "ন্যাসান্যাল থিয়েটারে" অভিনীত হইয়াছিল। এক্ষণে তাহার আর চিহ্নমাত্রও নাই। ১৩০৮ সাল, ১৭ই জ্যৈষ্ঠ তারিখে, গিরিশচন্দ্র কর্ত্তৃক "কপালকুণ্ডলা" পুনরায় নাট্যাকারে পরিবর্ত্তিত হইয়া, ক্লাসিক থিয়েটারে অভিনীত হয়। চারিজন লেখক লইয়া নাট্যাচার্য্য, একরাত্রে "কপালকুণ্ডলা" নাটকাকারে পরিণত করেন। যাঁহারা কপালকুণ্ডলার অভিনয় দেখিয়াছেন, গিরিশচন্দ্রের তুলিকায় বঙ্কিমচন্দ্রের কপালকুণ্ডলা যে কত অধিক প্রস্ফুটিতা ও সৌন্দর্য্যময়ী হইয়াছিল, তাহা তাঁহারা বিশেষরূপে জ্ঞাত আছেন। অভিনয়-সৌষ্ঠবার্থে নিম্নলিখিত গীতগুলি রচিত হয়।

পূজারত কাপালিক।—

মেঘ মিশ্র—ত্রিতালী।

বিষমোজ্জ্বল জ্বালা বিভাসিত কপাল,
খল খল করাল-হাসিনী।
সদ্যচ্ছেদিত নরমুণ্ড-শোভিত কর,
ঘোর গভীর কাদম্বিনী-বরণী, ভীমা ভুবনত্রাসিনী॥

অতি বিশাল বদনমণ্ডল—
লক্ লক্ রুধির-লোলুপ-রসনা,
রুধিরধার-স্রুত বিপুল দশনা,
অস্থিচর্ম্ম সার, কঙ্কালহার—
বিভূষিত দিকবসনা ব্যোমগ্রাসিনী ॥
অতি ক্ষীণ কটী-বেষ্টিত নর-কর-কিঙ্কিনী,
মহাকাল কামিনী,
উৎকট আসব-পান-মগনা,
রক্ত-নয়না শবাসনা বিভীষণা ;
নিবিড় মেঘজাল লট পট কেশী, নরমাংসাশী—
ঈশান-মর্দ্দিনী টল টল মেদিনী !—
ভয়ঙ্করী ভীষণা শ্মশান-বাসিনী ॥

দৃঢ়হস্তে নবকুমারকে ধরিয়া কাপালিক।—

মালকোষ—ঝাঁপতাল।

নর-রুধির-তৃষাতুর নেহার ভূমি দূরে
শত শিবানাদিনী, ভৈরবী-সঙ্গিনী,
শিবানীশ্রেণী 'ফে' রবে ভুবন পূরে ॥
নরশির চূর্ণ কত গৃধিনী-চঞ্চু-বলে,
উন্নত তরুশির প্রভঞ্জন দলে,
ঘন ঘন ঘোর গভীর রোলে,
যথা ভৈরব করতালে গায় বিকট সুরে ॥
দাবানল বলে, প্রবল বহ্নি জ্বলে,
ঘন ঘনাকারে ধূম গগনমণ্ডলে,
হীন জ্যোতি শশধর তারকা,—
অস্থি-গ্রন্থি কত শোভে মেদিনী-উরে ॥

দেবী-মন্দিরে কপালকুণ্ডলা।—

কাফি মিশ্র—যৎ।

শিব যদি মা তোমার স্বামী, লোটায় কেন পদতলে ?
বুক পেতে দে ভয়ে ভয়ে, চায় মা তোর মুখমণ্ডলে !
চরণ দু'টি মনোরমা, তাই বুকে কি নেছে শ্যামা,
তোর আবার কি স্বামী ও মা !
মা তুমি মা সবাই বল্লে ॥
ধরা কাঁপে পদভরে, বাজে না কি বুকে ধ'রে,
নইলে বল' কেমন ক'রে, শিব ধ'রেছে হৃদ-কমলে ॥

নবকুমারের সহিত গমনকালীন দেবী-মন্দিরে কপালকুণ্ডলা।—

টোড়ী—একতালা।

ও মা শ্যামা দে বিদায় !
ভুলেছ কি তনয়ায়—
বিল্বদল কেন নি'লি নি জননী পায় ॥
জানি না কিবা স্বামী, জান অন্তরযামী,
হব স্বামী-অনুগামী, ছেড়ে যাব মা তোমায় ॥
ভ্রমি সাগর-কুলে, বসি তরুর মূলে,
লহর চলে দুলে, নাচ' শ্যামা হেরি তায় ॥
জান মা এলোকেশী, তোমারে ভালবাসি,
মা তুমি মা জানি শ্যামা, মন সদা তোরে চায় ॥

নবকুমার-অনুরাগিণী মতিবিবি।—

পিলুমিশ্র—কাশ্মিরী খেম্‌টা।

কি ভাবে মন, কখন চলো,—
কেমন ক'রে বুঝ্‌ব বলো ?
আশা-বাসা ভাসিয়ে দিয়ে,
আবার কি সাধ নূতন হ'লো ?
বুঝি বুঝি বুঝ্‌তে নারি, চাতুরী মন তোমার ভারি,
দেখি এবার পারি কি হারি ;—
সাধ কি তোমার যেমন তেমন,
কে জানে মন কখন কেমন,
কখন সোহাগ কখন অযতন ;
সাধে বাদ আপনি সেধে, কি জানি মন কি বলো ?

জাহাঙ্গারের উদ্দেশে মেহেরউন্নিসা।—

বাহার মিশ্র—শ্লথ-ত্রিতালী।

কোথায় আমি—সে আছে কোথায় !
গরবিনী অভিমানী সে কেন ধরে না পায় ॥
ব্যাকুল আমার তরে, আমি ত জানি অন্তরে,
কেন তবে আছে অন্তরে—
এসে কেন সে সাধে না, পায়ে ধ'রে সে কাঁদে না,
নারীর মান কি সে জানে না, তবে কেন প্রাণ চায়।
ছি ছি ম'জে, লোক-লাজে হ'লো দায় ॥

জাহাঙ্গীরের দরবারে নর্ত্তকীগণ।—

খাম্বাজ মিশ্র—দাদ্‌রা।

ঢুলু ঢুলু ঢুলু আঁখিয়া ঢুলে,
ঢুলি ঢুলি খেলে ; আঁখিয়া আবেশে ঢল ঢল—
রাগ-রঙ্গে আঁখি খেলে ঢ'লে।
নয়নে নয়নে মেলে রমণী-প্রাণ ভুলে ॥
নারী নেহারে, ক্যায়সা সাম্‌হারে,
সন সন ঘন ঘন, চার তরফে চলে নয়না ঢুলে ॥
ভুবনমোহন মোহিত হেরি,
চাতুরী-ডুরি, নয়ন-ছুরী কাটে,
ব্যাকুলা বিহ্বলা নারী !
গরব টুটে চলে, প্রেম ফুল ফুটে,
আঁখি নেহারি হৃদি খুলে ॥

———

পেশমান।—

সিন্ধু-খাম্বাজ—ত্রিতালী

মন তো কই মনের মতন পেলে না।
মনের মতন না পেলে, মন ভোলে না ॥
মনের মতন না পেলে, অকূলে মন যায় ভেসে চ'লে,
বুঝ্‌ মানে না—যায় কথা ঠেলে ;
আর তো কূলে ফেরে না, কিছু তার মনে ধরে না,
গুমরে আপনি মরে, মনের কথা খোলে না ॥

———

কপালকুণ্ডলার প্রতি শ্যামাসুন্দরী।—

খাম্বাজ মিশ্র—দাদ্‌রা।

তোমার কাঁচা পিরীত তাইতে জানো না।
পুরুষ পরেশ পিরীত মাখা, ঠেক্‌লে পরে হয় সোণা॥
পরশে প্রাণ থাক্‌বে না বশে, গ'ল্‌বে প্রেম-রসে,
মলামাটী উঠ্‌বে লো ভেসে,
হয় লো খাঁটি সোণা, দাগ থাকে না—
পরেশ পরশে ;
এখন মন মজেনি, তাই বোঝোনি
তাইতে পিরীত মানো না।
আমার ঠেকে শেখা, নয় কথা শোনা ॥

———

মৃণালিনী।

গিরিশচন্দ্র কর্ত্তৃক বঙ্কিমচন্দ্রের "মৃণালিনী" নাট্যাকারে পরিবর্ত্তিত হইয়া, প্রথমে "ন্যাসান্যাল থিয়েটারে" অভিনীত হয়। তৎপরে বেঙ্গল থিয়েটারে বহু শত বার ইহার অভিনয় হইয়া থাকে। ১৩০৮ সাল, ১০ই শ্রাবণ তারিখে, পুনরায় ক্লাসিক থিয়েটারে অভিনীত হয়। সে সময়ে দুই একটী নূতন দৃশ্য ও নিম্নলিখিত গীতগুলি সংযোজিত হইয়াছিল।

পর্য্যটক।— কাফিমিশ্র—ত্রিতালী।

মন, বায়ু পরাজিত তব গমনে !
কার অন্বেষণে মন রত ভ্রমণে ?
বুদ্ধি-স্মৃতি সাথী পরিহরি,
চল আশা ধরি,—
পিয়াসা কি মিটিল না ভ্রমণ করি ?
আত্মহারা চল ক্ষিপ্ত পারা—
নিরাশ-সাগরে পন্থাহারা :
মন বুঝ যতনে,—
দিন গেল মন, ভুল কেমন ?

———

গিরিজায়ার প্রতি দিগ্বিজয়।—

দেশমিশ্র—দাদ্‌রা।

হ'য়েছি জ্যান্তে মরা তোমায় হেরে।
তোর চোখ দুটি বিঁধেছে বুকে,
আমার দফা দেছে সেরে ॥
র'য়েছি এঁচে,—

পাই যদি তোর অধর-সুধা, উঠিলো বেঁচে ;
স'রে আয় ও কালোসোণা,
তোমার তিলক চাটি মনে বাসনা ;
পাথরে কমল-কলি, মন-অলি তোর সঙ্গে ফেরে ॥

পাটনী।—

ঝিঁঝিট-খাম্বাজ—দাদ্‌রা।

আমি নবীন পাটনী—
কিসে অকূল পাথার হ'ব পার।
আমার ছোট তরী, বোঝাই ভারি,
কুল ছাড়া সই হ'লো ভার ॥
ভরা গাঙ চলে কানে কান,
জোর বাতাসে উঠেছে তুফান,
এক টানাতে নে যায় টেনে, বায় কিসে উজান ;
যে বাইতে পারে, পেলে তারে—
হাল ছেড়ে দিই হাতে তার ॥

মৃণালিনীর সহিত হেমচন্দ্রের মিলনে গিরিজায়া।—

সিন্ধুমিশ্র—কাশ্মিরী খেম্‌টা।

কালো মেঘ গেছে স'রে মৃণালিনী ভেসেছে।
রসের ভরে দিয়ে সাঁতার মরাল ভেসে এসেছে ॥
হিল্লোলে হৃদয় দোলে নীরব ধারা বয়,
নীরবে মৃণালিনী নীরব কথা কয়—
নীরবে মরাল চেয়ে রয় ;
ভালবাসার মৃণালিনী মরাল ভাল বেসেছে ॥

পরস্পর মাল্য-বিনিময় করিয়া দিগ্বিজয় ও গিরিজায়া।—

সুরট-মিশ্র—খেম্‌টা।

গি। তুই যা স'রে, তোরে মালা দিছি রাগ ক'রে।
দি। তুই মার ধ'রে, কে সরে প্রাণ ধ'রে ॥
গি। তুই আমার চোখের বালাই,
দি। তোর কাছে কাছে ঘুরিলো তাই ;
গি। তোরে আমি দেখ্‌তে পারি নে,
দি। ও কথার ধার ও ধারি নে,
ও কথা কাণে ধরি নে ;
গি। নে নে তুই স'রে যা—
দি। এই যে—এই যে—তুই বদন তুলে চা ;
গি। কেন রে ছোঁড়া, কেন রে মুখপোড়া,
তুই আস্‌বি কি গায়ের জোরে ?
দি। ও ছুঁড়ি, ও ছুঁড়ি,—
ওলো প্রাণ কাঁদে যে তোর তরে ॥

দুর্গেশনন্দিনী

গিরিশচন্দ্র কর্ত্তৃক নাটকাকারে পরিবর্ত্তিত হইয়া, বঙ্কিম-চন্দ্রের "দুর্গেশনন্দিনী" প্রথমে "ন্যাসান্যাল থিয়েটারে" অভিনীত হয়। "কপালকুণ্ডলার" ন্যায়, "দুর্গেশনন্দিনী"রও আর চিহ্ন মাত্র নাই। ১৩১২ সাল, ২৯শে মাঘ তারিখে, গিরিশচন্দ্র কর্ত্তৃক "দুর্গেশনন্দিনী" পুনরায় নাটকাকারে পরিবর্ত্তিত হইয়া, মিনার্ভা থিয়েটারে অভিনীত হইয়াছিল। আবশ্যকমত নিম্নলিখিত গীতগুলি সংযোজিত হইয়াছিল।

আসমানি।—

সিন্ধু-ভৈরবী—পোস্তা।

বেরিয়েছি প্রেমের পথে,
রসের মাণিক খুঁজে নিতে।
রসে যার প্রাণ ভেসেছে,
এসেছি প্রাণ তারে দিতে ॥
এ মাণিক কুড়িয়ে পেলে,
দেখ্‌বো প্রেমের নুড়ো জেলে,

রাখ্‌বো ঢেকে, গোবর ফেলে,
পার্‌বে না কেউ দৃষ্টি দিতে ॥
খুঁজে পেতে দেখি খানিক,
পাই কি না পাই রসমাণিক,
হ'য়েছে ঠিকে বেঠিক,
হাত্‌ড়ে বেড়াই প্রেমের রীতে ॥

বিমলা—

সিন্ধু-খাম্বাজ—ঠুংরী।

কাঁহা মেরি মুরলী বয়ান।
কপট নিঠুর শঠ লুটল রমণী-পরাণ ॥
হাট, মাঠ, বাট, ডুঁড়ি যমুনা-তট,
চতুরে না পাই,
রোয়ে রোয়ে দিন রয়ন গোঁয়াই,
ধিক ধিক প্রেম, ধিক জনম নারী,
কেয়া গুণাগারি,—টুটল কুল-শীল-মান ॥

বিমলা।—

পূরবী—যৎ।

উঠে চাঁদ, দেখ তুমি কুমুদ হাসে।
জান কি বিমলিনী একাকিনী জলে ভাসে ॥
গোপনে প্রেম ক'রেছে, গোপনে হৃদে ধ'রেছে,
মনের ব্যথা মনের কথা মনে হ'রেছে ;
সময়মত শশী এসে, সোহাগ ক'রে যাওহে ভেসে,
দিন-রজনী প্রমোদিনী তোমারে সে ভালবাসে ॥

কতুলুখাঁর নাট্যশালায় নর্ত্তকীগণ।—

খাম্বাজ—খেম্‌টা।

চল্‌নে চাহিয়ে হুঁসিয়ারি।
পিয়া পিয়া নেশা কিয়া, হুয়া বদন ভারি ॥
গুল্‌কি বো বহুত গরম,
গর্‌ম হাওয়া পীড়ে মরম ;
সবকই দুষমন, চাঁদনি রাতি গরম,
জান হায়রাণ কেয়সে রহে সরম !
কাঁহা বঁধুয়া মেরি,
একেলি নারী, কেয়সে সাম্‌হারি ॥

পূর্ব্বোক্ত দৃশ্য ; নর্ত্তকীগণ।—

কাফিমিশ্র—কাওয়ালী।

পিও লালি পিয়ালা মাতোয়ারি।
রাখ্‌না চাহিয়ে দেল্‌মে চেক্‌না ভারি ॥
চেক্‌না রোয়ানি, চেক্‌না জোয়ানি,
গুল্‌সে বুলবুল কহে মিঠি বাণী ;
গুল সরাবিয়া, কিও দিয়া লিয়া,
চেক্‌না লিয়ে দুনিয়া তৈয়ারি ॥

পূর্ব্বোক্ত দৃশ্য ; বিমলা।—

আড়ানা বাহার—খেম্‌টা।

দেখ্‌বো তোমার প্রেমের কি বাহার।
হৃদয়-খুলে প্রেম দেখে আজ,
ভাসাব প্রেমের পাথার ॥
বুকের প্রেমের তরঙ্গ দেখে, নাচ্‌বো প্রেম মেখে,
বুকের ভেতর প্রেম কতদিন, রাখ্‌বো আর ঢেকে !
আজ সোহাগ ক'রে প্রেম জানাবো,
তাই পরেছি অলঙ্কার ॥

জগৎসিংহের উদ্দেশে আয়েসা।—

মূলতানী—যৎ।

যার' ছবি দিবানিশি যতনে হৃদয়ে রাখো।
আপন ভুলিয়া মন তার সুখে সুখী থাকো ॥
করিয়াছ প্রেম দান, চাহনি তো প্রতিদান,
তবে কেন হীনপ্রাণ, সলিলে নয়ন ঢাকো ॥
দেখিতে সে মুখে হাসি, সতত তুমি প্রয়াসী,
হ'য়ে তারি অভিলাষী, সাধে বাদ সেধোনাকো ॥

জগৎসিংহ ও তিলোত্তমার মিলনে বিমলা।—

আশোয়ারী মিশ্র—খেম্‌টা।

চাঁদ এসে আজ চাঁদে মিশেছে।
দু'টী চাঁদ একটী দেখে, আঁধার-হৃদি ভেসেছে ॥

যুগল চাঁদের বিমল কিরণে,
সুধা ঢালে নীরস জীবনে,
মৃত আশা সঞ্জীবিত ফিরে এসেছে ।

চাঁদে চাঁদে বাঁধে প্রেমের হার,
উথলিত সাধের পারাবার,
হিল্লোলে দুলে দুলে আমোদে মন ভেসেছে ।।

সীতারাম

১৩০৭ সাল, ৯ই :আষাঢ় তারিখে, মিনার্ভা থিয়েটারে, গিরিশচন্দ্র-কর্ত্তৃক নাটকাকারে পরিবর্ত্তিত হইয়া, বঙ্কিমচন্দ্রের "সীতারাম" প্রথম অভিনীত হয়। অভিনয়-সৌষ্ঠবার্থে নিম্নলিখিত গীতগুলি বিরচিত হইয়াছিল ।

("রামচন্দ্রের দয়া হইবে কিনা ?"—বিভীষণের প্রতি হনুমানের উপদেশ) মিশ্রঠাকুর ।—

বাঙ্গালি—কাওয়ালি ।

মেরে রামা হো—মেরে রামা হো !
বিভীষণ ! চিত বাঁধ রহো !
রাক্‌সাসা তু, নাহো কুলিন মে,
কপি হীনমতি বন্‌মে ঘুমে,
রাম কহো ভাই, রাম কহো ।
আবি বীর ভয়া, গিরি-শির ফাড়ে,
অকুল সাগর কুঁদ পড়ে,
কৃপাসিন্ধু, ভাই, রাম ধিও, ভাই রাম ধিও ॥

শ্রী ও চন্দ্রচূড় ।—

সিন্ধু মিশ্র—একতালা ।

ভীমা রণ-রঙ্গিনী মা !
মুক্তকেশী ষোড়শী উমা, হর-রঙ্গিনী শ্যামা ॥
দৈত্যদলনা নগনা, হুঙ্কার ঘোর আঁধার দিশা,
ঘোর নিশারূপিনী বামা নিরুপমা ।
সুভাষিনী, সুহাসিনী, শিব-সঙ্গিনী,—
শিবে ভক্তোন্মাদিনী মনোরমা ॥

শ্রী ।—

সিন্ধু-ভৈরবী—একতালা ।

তারে ছেড়ে এসেছি ।
সুখ-সাধে কেন সাধে জলাঞ্জলি দিয়েছি ॥
না হেরে তাহারে ব্যাকুল মন,
না জানি প্রাণ মম কঠিন কেমন !
এ জীবনে সার বিরহ-দহন,—
সহে কেহে এমন আরো—যত সহেছি ॥

চাঁদশাহ ফকির—

পিলু বারোঁয়া—ঠুংরী ।

মগন রহো মেরা ভাই ।
মাল খাজনা দুনিয়াদারি কাম কেয়া ভাই রহো যুধাই ॥
ফরাক তুঁনে, তুঁহু আলোক নিরঞ্জন,
আপনা বেগানা, নেহি দোস্ত দুষমন,
হোই ইসাদি, বাদী-ফৈরাদি নেহি—
কোন্‌তু তু আপন বাতাই ॥

জয়ন্তী ।—

ভৈরবী—তেওরা ।

উদার অম্বর, শূন্য সাগর, শূন্যে মিলাও প্রাণ ।
শূন্যে শূন্যে ফোটে কত শত ভুবন,
তারকা-চন্দ্রমা কত শত তপন,
শূন্যে ফোটে অভিমান ।।
অহম্ অহম্ ইতি শূন্যে বিভাসিত,
শূন্যে বিকসিত মনোবুদ্ধিচিত,
মদ-মাৎসর্য্য, ভোক্তা-ভোজ্য, শূন্য সকলি এ ভাণ ॥

উড়েনীগণ।—

ঝিঁঝিট মিশ্র—খেম্‌টা।

আরে কেমতি এমতি কৌঁচি কঁঢ়াই।
ছোড়িদে দোধি বেচিবাকু যাই॥
দোধি টিকা তু নেই নে, মোতে ছোড়ি দে,
দোধিকো পাঁই, অঞ্চড় ধরুচি কাঁই?
তু এমতি সেমতি নহ বধাই॥

—

জয়ন্তী।—

সুরট মিশ্র—পটতাল।

বনরাজী নীল সুনীল অম্বর,
নীল নীলাচল নীল জলধর,
নীল কলেবর জগন্নাথ জন-জীবন যদুপতি জনার্দ্দন,
রাধা-রঞ্জন রাস-রসিকবর, রমানাথ হৃদি-রমণ হে!
বিশ্বরূপ বিশ্ব-স্বরূপ সুন্দর,
কুঞ্জবনবিহারী কামিনী-মনোহর,
জগদীশ্বর, মুরলীধর—
স্মরসম্মোহন, পাবন পরমাত্মন্,
বিপিন-বিমোহন, গোপীকা-ভূষণ,
প্রেমিক-হৃদয়-রতন॥

—

গঙ্গাধর স্বামী।—

যোগিয়া মিশ্র—ত্রিতালী।

শ্মশান-ভস্ম-বিলেপিত অঙ্গ—
নির্ম্মল ধবল তরঙ্গ জটা-জূট'পর।
লম্বোদর বাঘাম্বর, হর ধূর্জ্জটি যোগেশ্বর॥
ডিমি ডিমি ডিমি ডমরু তাল,
ববব্যোম্ ঘোর রোলে বোলে গাল;
শক্তি-সাধন গান, গভীর তান,
তাণ্ডব-নর্ত্তন, কম্পিত ত্রিভুবন,
সাগর-ব্যোম বিলোড়িত—মর্ত্ত্য-আমোদিত,
ব্যোমকেশ শঙ্কর শুভঙ্কর॥

—

শ্রী।—

মূলতান মিশ্র—ত্রিতালী।

আমি সন্ন্যাসিনী।
রাজরাণী নহি আমি, শূন্যমনা উন্মাদিনী॥
দেহ বিলাস-বর্জ্জিত, অভিলাষহীন-চিত,
কিবা ধারা প্রবাহিত, নারি বুঝিতে কামিনী॥

—

শ্রী।—

বেহাগ মিশ্র—ঠুংরী,
বিহগ-বিহগী অনুরাগী,
মাধুরী মোহিত তুলিছে তান।
তটিনী তর তর সুন্দর বহিছে এক তান॥
ভুবন-ব্যাপিত পুলকিত একতান চলে,
একতান উঠে গগনমণ্ডলে,
স্থলে জলে বহে গান, একতান বাঁধে প্রাণ॥

—

জয়ন্তী।—

ইমন-কল্যাণ—তাল ফেরতা।

চিতহর স্বর মনোহর, বিহগ-কলস্বর তটিনী তর তর।
স্থল সলিল ভূধর জলধর সুন্দর॥
সুন্দর পবন বহে ভুবন-ব্যাপিত সুন্দর প্রবাহে;—
ভুবন সুন্দর সুন্দর নয়নে, সকল সুন্দর সুন্দর জীবনে,
সুন্দর জীবনে সুন্দর নেহারে,
মগন প্রাণ-মন সুন্দর-সাগরে,
খেলে সুন্দর-লহর॥

—

সীতারামের রাজ্যাভিষেকে নাগরিকাগণ।—

খাম্বাজ মিশ্র—খেম্‌টা।

আমোদ-তুফান চলে কানে কান।
ডোবে ওঠে চলে হেলে দুলে ভেসে প্রাণ॥
সেজেছে কুসুম-কানন, গগন-গহন মেতেছে মন,
মত্ত হৃদি ঢালে মাতুয়ারা তান॥

—

নাগরিকাগণ পূর্ব্বোক্ত উৎসব ।।—

ঝিঁঝিট মিশ্র—খেম্‌টা ।

নয়ন ভরি হেরি রাজা-রাণী—
মেঘের কোলে স্থিরা দামিনী ।
চল দেখি আদরভরা বদন দু'খানি ॥
জয় সীতারাম, বল অবিরাম,
হিন্দুস্থান পাবে প্রাণ,
রবে ধরম-করম, জুড়াবে তাপিত মরম,
রবে মানীর মান, রবে ধন-প্রাণ,
হবে ভারতে হিন্দু-রাজধানী, জয় ভবানী ॥

জয়ন্তী ও শ্রী (সমর-সঙ্গীত) ।—

মল্লার—ত্রিতালী ।

বীর ধীর চলে সমরে ।
বীর ধীর অমর মর দেহ ধরে ॥
সন্ সন্ লৌহ-ধারা বরিষণ, বীর-হৃদয় নর্ত্তন,
তৃণ জ্ঞান প্রাণ, সম্মুখ সমরে অর্পণ—
বীর-হৃদয় সাধ করে ॥

জয়ন্তী ও শ্রী ।—

পঞ্চম-বাহার—ত্রিতালী ।

ত্রিপুরান্তকারী, ভৈরব শূলধারী,
ভুবন সংহার কারণ হে ।
ঊর্দ্ধ বদনে "নাশ নাশ" রব,
সৃষ্টি ধ্বংশ কর প্রলয় ভৈরব,
বব ব্যোম্ বব ব্যোম্ ঘোর রব,
দশ-দিশা-গ্রন্থি ভঞ্জন হে ॥
ভূত প্রেত সনে তাণ্ডব নর্ত্তন,
টল টল ঢল ঢল ত্রিভুবন-পদভরে কম্পন,
আপন জীবন নাশন হে ॥

ঘোর বিকার

সুপণ্ডিত ও সুপ্রসিদ্ধ সঙ্গীতশাস্ত্রজ্ঞ রায় বৈকুণ্ঠনাথ বসু বাহাদুর প্রণীত "ঘোর বিকার" নামক একখানি প্রহসন ১৩০৯ সাল, ৬ই বৈশাখ তারিখে ক্লাসিক থিয়েটারে অভিনীত হয়। প্রহসনে গীত না থাকায়, প্রহসনোপযোগী করিয়া, নিম্নলিখিত চারিখানি গীত, গিরিশচন্দ্র বাঁধিয়া দিয়াছিলেন।

নাপ্তিনী ।—

ঝিঁঝিট খাম্বাজ—খেম্‌টা ।

পাত্‌লা পায়ে প'রতো "পারুল"—
এই আল্‌তা টুকু টুক্‌টুকে ।
"আয়েসার" পায়ে ঘসা, ঝামাখানি ঝক্‌ঝকে ॥
যে আলতা দেবে পায়,
দিবানিশি ক'র্‌বে সে হায় হায় !
ঠেকে নাটুকে প্রেমের দায়,—
বিরহের দাগায়, শেষে না পেয়ে উপায়,
গুম্ খেয়ে থাক্‌বে সে বেজায় ;—
ব'ল্‌বে,—"কোথায় হীরে, বিষ দে যারে !"—
প'ড়ে আড় হ'য়ে প্রেমের ঝোঁকে ॥

গোয়ালিনী ।—

ঝিঁঝিট-খাম্বাজ—খেম্‌টা ।

নিয়ে "কমলমণি" প্রেমের কেঁড়ে,
পাড়ায় যোগান দিতে যাই ।
করি মোড়ে মোড়ে, ভরতি কেঁড়ে,
দুধের আমার ভাবনা নাই ॥
কারসাজি বলে কেউ পাছে,

দেখে নাও প্রেমে দোওয়া রং বজায় আছে,
নভেল পড়ে যে নাগরী, আদর তার কাছে :
মনটি যার খাঁটি, এ দুধ খায় বাটি বাটি,
সে প্রেমের ঝোঁকে নাটক শেখে,
ঝিমিয়ে তোলে প্রেমে হাই ॥—

চুড়িওয়ালী।—

ভৈরবী-মিশ্র—দাদ্‌রা।

নামটী "ভ্রমর" বড় গুমোর নূতন এ চুড়ি।
নভেল হাতে নূতন কেতায় চুড়ি পর ছুঁড়ি ॥
এ চুড়ি প'র্‌লে হাতে, কবিতা খেলে আঁতে,
এলো চুলে রাঙ্গা ফিতে বেঁধে মাথাতে ;
চেয়ারে ঠেস্ দে ব'সে, চোখ দু'টী হয় টস্ টসে,
কি জানি কি প্রেমের রসে ;
কি হ'লো—কে এলো গেলো,—
উঠে প্রাণের ভেতর বুজকুড়ি ॥

মিশিওয়ালী।—

ঝিঁঝিট-খাম্বাজ—খেম্‌টা।

খুব চটুকে নাটুকে মিশি, যেথা সেথা পাওয়া ভার।
এ দেখ্‌লে দাঁতে, ভাতার মেতে—
হবে থিয়েটারে অ্যামেচার ॥
যখন মিশির হাসি হাস্‌বিলো রঙ্গিন,
হয় "নগেন্দ্র" সাজ্‌বে ভাতার, নয় তো "জগৎসিং",
শিষ দে কেবল পাড়ায় পাড়ায় ঘুর্‌বে নিশিদিন ;
আস্‌বে প্রেমের চোটে ফাটিয়ে মাথা,
ব'ল্‌বে—"শোব' পাতো কাঁথা,"
তোর কেতা মাপিক্ লাগ্‌বে দাঁতি—
হবে হিষ্টিরিয়ার খুব বাহার ॥

বহুৎ আচ্ছা

স্বর্গীয় দ্বিজেন্দ্রলাল "রায় (D. L. Roy.) প্রণীত বহুৎ আচ্ছা" বা "প্রায়শ্চিত্ত" নামক একখানি প্রহসন ১৩০৮ সাল, ৫ই মাঘ তারিখে ক্লাসিক থিয়েটারে অভিনীত হয়। প্রহসনোক্ত চরিত্রানুরূপ কয়েকখানি গীতের নিমিত্ত ক্লাসিক থিয়েটারের ম্যানেজার অমরেন্দ্রনাথ দত্তের অনুরোধে নিম্নলিখিত গীত কয়েকখানি রচিত হইয়াছিল।

খানসামা ও আয়া।—

পিলু-কালেংড়া—খেম্‌টা।

খান। সাহেবয়ানা হাম্‌সে শেখ্‌না,
আয়া। মাঙো বিবিয়ানা জেরা মুঝে দেখ্‌না,
উভয়ে। ঘুমে বিলাতসে সাফ্ বিলাতী চাল।
খান। হরদম্ গড্ ড্যাম ঝাড়গে বাৎ,
আয়া। ইসিতার দেও খসমকে লাথ,
খান। লাথ লে লেও সেলামকো সাথ,
আয়া। মায় কেইসি মেম—
খান। মায় সাহেব যে সা—
উভয়ে। ক্যাবাৎ ক্যাবাৎ—
খান। বেকুফি চাল সব কুছ চাল্‌না,
আয়া। হেল্‌না দোল্‌না, পিক্ পিক্ পিক্ বুলি বোল্‌না,
খান। মুলুক জাহান্নম্‌মে দে না—
সাহেবয়ানা বহুৎ চেক্‌না,
আয়া। হোগা বিবিয়া নামে মরদ বেহাল ॥

ইন্দুমতি ও সরোজিনী।—

সিন্ধুমিশ্র—দাদ্‌রা

ইন্দু। শুন প্রাণসখি, আমি যে যাই।
সরো। হায়লো স্বজনি মনে ভাবি তাই—
কলসী-রজ্জু কোথা আমি পাই ॥

ইন্দু। জান না জান না, কি মনোবেদনা,
সরো। (আহা) অরুচি হ'য়েছে—ঘৃত-ননী-ছানা,
ইন্দু। হৃদয়েতে আসি প্রেম দেয় হানা,
সরো। রেতে দিনে সখি, তাই তোলো হাই ॥
ইন্দু। কি কব স্বজনি, পেয়েছি যে চোট,
প্রাণ ল'য়ে দেছে চম্পটী চম্পট,
সরো। তবে চল সখি, যাই হাইকোর্ট,
আমি ধরি ঠ্যাং, তুমি ধরো কোট,
ইন্দু। না না সখি, তা তো হবে না—হবে না,
হাইকোর্ট তুমি যেও না—যেও না,
তার নাই দয়ালেশ, সে যে ব্রিফ্‌লেশ,
সে প্রাণবঁধুয়া হাইকোর্টে নাই ॥

উমেশ, রমেশ, পরেশ ও সুরেশ এবং সুকেশিনী, সুবেশিনী, সুভাষিণী ও সুহাসিনী।—

সিন্ধু-ভৈরবী—জলদ একতালা।

স্ত্রী। নাক কাণ ম'লে ছাড়ো সাহেবয়ানা,
চালিতে ব'লনা আর বিবিয়ানা ॥
রয় সয় যেটা কর যদি তাই,
শুন গুণমণি, তবে ঘরে যাই।
পু। তাই হবে তাই—
দেখো প্রিয়ে নাককাণ মলা খাই ॥
স্ত্রী। ইংরিজি বুলি যদি না চালাও,
ডাল ভাত যদি টেবিলে না খাও,
ফিরি ঘরে তবে, নয় তো পালাই,
পু। তাই হবে তাই—
দেখো প্রিয়ে দেখো তোমারি দোহাই।
স্ত্রী। শাড়ী প'রে এলে যদি নাহি চটো,
পু। আজ্ঞে না!
স্ত্রী। ছেলে কোলে দেখে যদি নাহি হটো,
পু। তা-তা-তা-বল্‌ছি তা—
স্ত্রী। ধুতি প'রে যদি চাল করো খাটো,
নয়তো উধাও—চরণ চালাই।
পু। ঘুচেছে বালাই—
এই মাপ চাই—এই মাপ চাই ॥
স্ত্রী। বলো না কো আর হিষ্টিরিয়া হ'তে,
পু। আবার—ঝক্‌মারি!
স্ত্রী। লাভ্‌ লাভ্‌ বুলি ছাড়ো দিনে-রেতে,
পু। এক দম—দিব্যি তোমারি!
স্ত্রী। যদি না শিখাও অধঃপাতে যেতে,
ঘরে যাবো—নয় সট্‌কাবো সাফাই।
পু। নাকে-কাণে খৎ—শিখেছি সবাই ॥

সরোজিনী।—

খাম্বাজ-মিশ্র—একতালা।

এ আমার হ'লো কি!
বিনোদবিহারী, কিবা গুলিখুরী,
কি সাফাই চুরি, তোফা দেছ ফাঁকি ॥
(আহা) ছিটে টান্‌বে তুমি, আমি খাব সেবা,
কম্‌লালেবুর চাট, কিম্বা ফাউলকারী,
দিবানিশি প্রেমে ঢেউ উঠ্‌বে ভারি,
হাওয়া খাবো মাঠে টম্‌ টম্‌ হাঁকি ॥
বিনোদবিহারী মম হৃদিরাজ,
ক্যাবাৎ ক্যাবাৎ তোমারি এ কাজ,
গুলিখোর তুমি—জানো কত প্যাঁচ,
আমি হে তোমারি দিও না কো ফাঁকি ॥

সমাপ্তি গীত।—

বিভাষ-মিশ্র—কাহারবা।

ইংরাজি চাল—হাড়ীর হাল,
ইস্তফা দিই বাবা সাহেবয়ানা কেচ্ছা!
অত হ্যাট ম্যাট গ্যাট সাজে কেবা—
আমরা বাঙ্গালীর বাচ্ছা!!
বাবা খরচা কম, দাও গুড়ুকে দম,
সিগার সিগারেট করো খতম;
ডাল-ভাত সাপ্‌টে মারো,
চেয়ার টেবিলির ধার কি ধারো,
তাঁতের ধুতি পরো,
যা রয় সয় ওইতো সাচ্চা—সাচ্চা—সাচ্চা,
বাঙ্গালীর বাচ্ছা—
বাঙ্‌লা চালই বহুৎ আচ্ছা!!

হাম্বির

১২৮৯ সাল, মাঘমাসে ৺প্রতাপচাঁদ জহুরীর কর্ত্তৃত্বে ন্যাসান্যাল থিয়েটার পুনঃস্থাপিত হয়। গিরিশচন্দ্র সে সময়ে ন্যাসান্যাল থিয়েটারের ম্যানেজার ছিলেন। তিনি তাঁহার সুহৃদ্ "মহিলা কাব্য" প্রণেতা কবিবর ৺সুরেন্দ্রনাথ মজুমদার রচিত "হাম্বির" নামক ঐতিহাসিক নাটক লইয়া, অভিনয় আরম্ভ করেন। নিম্নলিখিত গীত কয়েকখানি উক্ত নাটকাভিনয়ের নিমিত্ত রচিত হয়।

তোরণ-ভঙ্গের গীত।*

পাহাড়ী পিলু—খেমটা।

জোর ক'রে সাধের তোরণ ভাঙ্গ্‌তে কে পারে।
কেন এ পাশ ও পাশ, এ ধার ও ধার,
কচ্ছো মিছে বারে বারে!
ঘুরিয়ে নেব তাগ পাবে না, ফিরিয়ে নেব বাগ হবে না,
কার সাধ্যি ছুঁতে অমতেতে,
ঘা দিতে গে দেব্‌তা হারে॥

তোরণ-ভঙ্গে অশক্ত হাম্বিরের প্রতি কন্যাগণ :—

থাম্বাজ—খেমটা।

এ সমরে কে পারে কে জিনে।
এ রণ শেখাতে কে জানে নারী বিনে॥
মিছে হানাহানি, ওহে গুণমণি,
মান' পরিহার, এতে নাহি হার,
জোরে নারিবে, নাও হে অমনি কিনে॥

চিতোরের রাজপথে প্রভাতসূচক গীত :—

ভৈঁরো—আড়াঠেকা।

জাগো বিলাসি!
প্রিয়জন পরিহরি, বীর-ভূষা পরি,
বিদায় মাগিছে হাসি॥
ভাঙ্গিল স্বপন, পরাধীন জন,
এবে অধীনতা-দুখরাশি।
দেশ-অনুরাগে, বীর ধীর জাগে,
জাগে জন্মভূমি-সুখ-প্রয়াসী॥
পবন গাইছে শুন, সঙ্গীত সকরুণ,
পদ্মিনী-কাহিনী হে চিতোরবাসি!
তপন আলোকে, প্রকাশিছে লোকে,
বীর-শোণিত-স্রোত বৈরি বিনাশি!
ধীর বীর জাগো, বিদায় মাগো,
কার্য্যকাল হ'লো উদয় আসি॥

সধবার একাদশী

আনুমানিক ১৮৬৯ খৃষ্টাব্দে, প্রথম সাধারণ অভিনয়,—কলিকাতা, বাগবাজার মুখুজ্যেপাড়ায় ৺দয়াল হালদারের বাটীতে হয়। দীনবন্ধু বাবুর "সধবার একাদশী" প্রহসন লইয়া, নবীন সম্প্রদায় নব উৎসাহে, নব রঙ্গমঞ্চে প্রথম আবির্ভূত হন। গীত-রচয়িতা গিরিশবাবু ছিলেন। নিম্নলিখিত কয়েকটী গান আমরা সংগ্রহ করিতে পারিয়াছি।

---

* রাজপুত-প্রথামত বরকে কন্যার গৃহে প্রবেশের পূর্ব্বে, তোরণের উপর যুবতীগণ-চালিত একটী ত্রিকোণ বস্তুর মধ্যদেশ, ভল্লদ্বারা ভেদ করিয়া কন্যার বাড়ীতে প্রবেশ করিতে হয়। যুবতীগণ কৌতুকচ্ছলে বরের লক্ষ্য ভ্রষ্ট করিবার নিমিত্ত, সুকৌশলে সেই ত্রিকোণ বস্তু নাড়াচাড়া করে। এই প্রথাকে তোরণভঙ্গ বা "তোরণতোড়" বলে।

নটী।—

(সরিমিঞার টপ্পার সুর, অবিকল বজায় রাখিয়া রচিত)

শুনহে মদন করিহে বারণ।
অবলা বধিতে শর ক'রো না সংযোজন॥
কোমল-প্রাণা ললনা,—
তারে দেহ বেদনা হে এ কেমন॥

কুমুদিনী।—

কাফি-সিন্ধু—মধ্যমান।

এই কিরে কপালে ছিল।
কেঁদে কেঁদে দিন রহিল॥
বারি যার উপাসনা, সেই করে প্রতারণা,
নারী হ'য়ে কি লাঞ্ছনা, বিধি বাদ সাধিল॥
বসন-ভূষণ-ধন, সব হ'লো অকারণ, রহিল॥
দিয়ে সুখে বিসর্জ্জন, পোড়া প্রাণ

পরজ—যৎ।

বল' ওলো বিনোদিনি, ভুলিয়েছিলে কেমনে?
এস এস প্রাণধন, বসো হে হৃদি-আসনে!
বলিলে মিলন যবে, কেন ত্বরা দেখা হবে,
অদর্শনে কেন তবে, বেদনা দিলে হে মনে?

সোহিনী—ঠুংরী।

ভ্রমে মধুপগণে।
লোটে ফুলমধু প্রমোদ বনে॥
পুলকিত চিত গীত গায় পিকবরে,
শ্রবণরঞ্জন স্বরেরে—
মন হরে তরু মুঞ্জরে রে—
চমকে প্রাণ মলয় পবনে॥

২য় সংস্করণ গিরিশ-গীতাবলীতে (৪১৪ পৃষ্ঠায়) প্রকাশিত অসম্পূর্ণ গীতটী সম্পূর্ণাকারে নিম্নে প্রকাশিত হইল।

নকুলেশ্বর।—

সুরট—একতালা।

(মদিরা) তোমায় সঁপেছি প্রাণ-মন।
মাতাল-মোহিনী, অশেষ রঙ্গিনী,
তরঙ্গিণী বিবিধ বরণ॥
হ'লে প্রবীণা, হও নবীনা,
তোমার ততই বাড়েলো যৌবন॥
মরি কি মাধুরী, জাননা চাতুরী,
সম সবে কর বিনোদন॥

শর্ম্মিষ্ঠা

১৮৬৭ খৃষ্টাব্দে কলিকাতা, বাগবাজারে একটী অবৈতনিক যাত্রা সম্প্রদায় সংগঠিত হয়। প্রথমে "শর্ম্মিষ্ঠা" নাটকাভিনয় হয়। গিরিশবাবু ইহার কয়েকখানি গীত রচনা করেন। আমরা নিম্নলিখিত কয়েকখানি মাত্র গীত সংগ্রহ করিতে পারিয়াছি।

শর্ম্মিষ্ঠার প্রতি সখী।—

খাম্বাজ—ত্রিতালী।

কেমন ক'রে বল' যাই স্বজনি।
একাকিনী বিরহিনী হইয়াছ পাগলিনী।

ধৈর্য্য ধর ধনি, ভেবনা অন্তরে,
আসিবেন প্রাণনাথ তুষিবেন সাদরে,
নাশিবে বিরহ-মসী পোহাবে দুখ-রজনী।

দেবযানীকে কূপ হইতে উদ্ধার করিয়া যযাতি।—

বেহাগ—একতালা।

('সখি ধর ধর'—সুরে গেয়।
আহা! মরি—মরি!
অনুপমা ছবি, মায়া কি মানবী,
ছলনা বুঝি করে বনদেবী!
রঞ্জিত রোদনে বদন অমল,
নয়ন-কমলে নীর ঢল ঢল,
নিতম্ব-চুম্বিত, বেণী আলোড়িত,
বিমোহিত চিত হেরি মাধুরী॥
জনহীন হেন গহন কাননে,
এ কূপ ভীষণে, পড়িল কেমনে,
কি ভাবে তাবিনী, ত্যজিয়া ভবনে,
আসিয়াছ এই স্থানে?—
দারুণ কঠিন এর পরিজন,
তাই একাকিনী রমনী রতন,
কেবা এ রমণী, কেন অনাথিনী,
পাগলিনী বুঝি প্রিয় পরিহরি॥

সখীর প্রতি শর্ম্মিষ্ঠা।—

আড়ানা—একতালা।

অতুল রূপ হেরিয়ে।
বিমুগ্ধ মন, নিয়ত সে ধন, সাধন করি সই—
সে বিনা দহে হিয়ে॥
চিত-মোহন, বিনোদ-বদন, আর কি কভু পাব দরশন,
মধুর বচন, করিব শ্রবণ,
পরশে পূরাব সাধ—
সরস হাসি বিমল-অধরে, অনুপম আঁখি মানস হরে,
কেন রতনে না রাখিনু ধ'রে, লুকাল মন হরিয়ে॥

উমা-সঙ্গীত।

আগমনী (উমার উদ্দেশে মেনকা)।—

আলাহিয়া—আড়াঠেকা।

দেখা দে মা ও মা উমা,
এই ছিলি কোথায় লুকালি?
মা ব'লে এস মা উমা, মুছে ফেলি মনের কালী॥
মা আমার ছিল না তেমন,
স্বপ্নে কেন দেখ্‌লেম এমন,
চায় যেন গো কেমন কেমন,
কেন মা হ'য়েছে কালী॥

হেরে মনে ভয় বাসি, উমা আমার শ্মশানবাসী,
উন্মাদিনী একি হাসি, দেখলেম্ কেন ছারকপালী॥
কেন গো মা দিক্‌বসনা, কেন উমা শবাসনা,
ছিল না তো ত্রিনয়না, ছিল না তো মুণ্ডমালী॥

আগমনী (উমার প্রতি মেনকা)।—

পরজ-বাহার—যৎ।

বোঝাব মায়ের ব্যথা,
গণেশকে তোর আট্‌কে রেখে।
মায়ের প্রাণে বাজে কেমন,
জান্‌বি তখন আপ্‌নি ঠেকে॥

তো বিনা কে আছে আমার,
গিরিপুরী ছিল আঁধার,
পাঠাব না তোরে তো আর,
নিতে এলে কৈলাস থেকে ॥
জামাই সে তো পেটের ছেলে,
দোষ কি হবে হেথা এলে,
বেড়ান তিনি নেচে খেলে,
রাজা গিয়ে আন্‌বে ডেকে ॥
বেড়ায় তো সে যেথায় সেথায়,
যে ডাকে সে তার কাছে যায়,
রাজার জামাই থাক্‌বে হেথায়,
প্রাণ জুড়াবে যুগল দেখে ॥

সপ্তমী (ভক্তের উক্তি)।—

কালেংড়া মিশ্র—একতালা।

দেখ মা ফুল এনেছি কেমন।
সোণা তোর সাজে না কায়, নে না মা কুসুম-ভূষণ ॥
টগর বেলা যুঁইয়ের মালা পরো মা গলায়,
করবী মিশ্‌বে রাঙ্গা কায়,—
তোর সিঁথেয় দিতে
অপরাজিতে এনেছি ক'রে যতন ॥
কমল-কলি ধর কোমল করে,
ভালবাসিস্ আতসী মা, নে আদর ক'রে,
তোর রাঙ্গা পায়ে রাঙ্গা জবা, সাজ্‌বে মা মনের মতন ॥

অষ্টমী (ভক্তের উক্তি)।—

পঞ্চম-মালকোষ—একতালা।

ঘন নিনাদিনী দামিনী-অঙ্গিনী,
কে রণ-রঙ্গিনী কেশরী-বাহিনী,
কিরণ নিকর, ঝলসে প্রখর,
উথলিত কর বিপুলব্যাপিনী।
বিবিধ আয়ুধ দশ ভুজে ধ'রে—
মৃদু মধু হাসি, মহিষ শিহরে,
কালানল বিভা নয়নে বিহরে,
ভীষণা নবীনা মোহ-বিমোহিনী ॥
মধুপানে আঁখি ঢল ঢল ঢল,
রঙ্গে ভঙ্গে অচল সচল,
নীরব ভব জীবন-কল্লোল,
করাল কেলী করে কে কামিনী ॥
নিবিড়-নিশা-কেশজাল, লটপট ঘটা দোলে বিশাল,
উন্মাদ নর্ত্তন মুগ্ধ মহাকাল,
ব্যাপ্ত তেজোময়ী বিশ্ব-বিনাশিনী ॥

নবমী (উমার প্রতি মেনকা)।—

পরজ-কালেংড়া—একতালা।

বলিস্ দু'দিন থাকৃতে হেতায়,
কাল্‌কে ভোলা নিতে এলে।
ক্ষতি কি তায়, বল্ গো আমায়,
থাক্‌বে ঘরে ঘরের ছেলে ॥
বুঝিয়ে দুটো মিষ্টি ক'রে, ভুলিয়ে তাকে রাখিস্ ধ'রে,
মনের মতন পেলে পরে—
থাক্‌বে ভুলে নেচে খেলে ॥
সিদ্ধি বাঁট্‌বো আপন হাতে, শুনেছি সে তুষ্ট তাতে,
গঙ্গাজল আর বেলপাতাতে,
নিত্যি মাথায় দেব ঢেলে ॥
ঝি-জামাই তো আনে সবাই,
আমার মনে সে সাধ কি নাই ?
কেমন ক'রে আন্‌বো জামাই,—
তোর দেখা পাই বছর গেলে ॥

নবমী (উমার প্রতি মেনকা)—

আলাহিয়া—যৎ।

শিহরি মা মনে হ'লে, কাল সকালে নিয়ে যাবে।
মরি ত্রাসে কৈলাসে গে, কেমনে মা দিন কাটাবে ॥
রবি-শশী নাহি হেরে, ঘন মেঘে রাখে ঘেরে,
ভূতদানা তার সদাই ফেরে,
মুখপানে তার কেবা চাবে ॥
ভিক্ষে ক'রে আন্‌লে পরে, তবে হাঁড়ি চ'ড়্‌বে ঘরে,
মন বোঝাব কেমন ক'রে,
কপালপোড়া কে ঘোচাবে ॥
আপন ঝোঁকে ক্ষেপা থাকে,
মানুষ নয় বোঝাব কাকে,
সে দেখ্‌বে কি দেখ্‌বি তাকে,—
নিত্যি ভাং ধুতুরা খাবে ॥

নবমী (উমার প্রতি মেনকা)।—

ভৈরবী—যৎ।

কাল্‌কে ভোলা এলে ব'ল্‌বো,—
উমা আমার নাইকো ঘরে।
কনক-প্রতিমা আমার পাঠিয়ে দেব কেমন করে ॥
বলে বলুক যে যা বলে, মান্‌বো না আর জামাই ব'লে,
যায় যাবে সে, গেলে চলে—
যা হয় তখন দেখ্‌বো পরে ॥
কারু বাপের কড়ি খেয়ে, বেচে কি খেয়েছি মেয়ে,
উমা গেলে কারে নিয়ে, রব আর পরাণ ধ'রে ॥
আঁচোল ধ'রে পাছে ছোটে,
ঘুমিয়ে উমা চম্‌কে উঠে,
শ্বশুর-ঘর কি জানে মোটে, কত ব'কি তারি তরে ॥

বিজয়া।—

ভৈরবী—ঝাঁপতাল।

ডিমি ডমরুধ্বনি, শুনি চমকে রাণী,
বৃষভ ঘন ঘন গরজে।
(বলে) ওই ভোলা আসে, পরাণ কাঁপে ত্রাসে,
নিয়ে যেতে কনক-সরোজে ॥
পুরী করে আলো দেখ না উমা,
নিয়ে যাবে তবে কি হবে ও মা—ও মা,
কি কব কত বাজে বেদনা ;—
মা হ'য়ে কত সব, কেমনে গৃহে রব,
বল' ভোলারে যাতে বোঝে ॥
খেপারে ভুলা'য়ে, বুঝা'য়ে রাখ ঘরে,
কি কব ওহে গিরি ! প্রাণ কেমন করে,
উমারে নিয়ে যাবে পরে ;—
কি হ'লো বল বল, উমারে নিয়ে চল,
ভোলা যেথা নাহি খোঁজে ॥

শ্রী শ্রীরামকৃষ্ণ-গীতি

শ্রী শ্রী৺রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের জন্মতিথি-উপলক্ষে দক্ষিণেশ্বরে, ভক্তগণকর্ত্তৃক নিম্নলিখিত গীতটী গীত হয়।—

সাহানা—আড়াঠেকা।

দুখিনী ব্রাহ্মণী-কোলে কে শুয়েছ আলো ক'রে ?
কেরে ওরে দিগম্বর, এসেছ কুটীর-ঘরে !
ব্যথিতে কি দিতে দেখা, গোপনে এসেছ একা,
বদনে করুণামাখা, হাস' কাঁদ কার তরে ?
ভূতলে অতল মণি, কে এলিরে যাদুমণি,
তাপিতা হেরে অবনী, এসেছ কি সকাতরে !
মরি মরি রূপ হেরি, নয়ন ফিরাতে নারি,
হৃদয়-সন্তাপহারী, সাধ,—ধরি হৃদি' পরে ।

পরমহংসদেবের লীলা-সংবরণ উপলক্ষে কাঁকুড়গাছি যোগোদ্যানে, বাৎসরিক নগর-সংকীর্ত্তনের নিমিত্ত নিম্নলিখিত গীতগুলি রচিত হইয়াছিল।—

জাজ-মল্লার—একতালা।

আমি সাধে কাঁদি।
হৃদয়-রঞ্জনে, না হেরে নয়নে, কেমনে প্রাণ বাঁধি ॥
বিদায় দিছি পাষাণ-প্রাণে, চাব কার মুখপানে,
ফুল্ল ফুলহারে, সাজাইব কারে—
পোড়া বিধি হলো বাদী ॥
ভাবে ভোরা মাতুয়ারা, দু'নয়নে বহে ধারা,
ঢ'লে ঢ'লে ঢ'লে নাচ কুতূহলে,
এস গুণনিধি সাধি ॥
চ'লে গেলে আর এলে না,
জীব তো হরিনাম পেলে না,
পার পাবে না ঋণে, যদি দীন-হীনে,
কর পদে অপরাধী ॥

বাগেশ্রী—আড়াঠেকা।

আজ ধীরে জাগিছে স্মরণ।
হ'য়েছি রতন-হারা, বিহনে যতন ॥
সেই রবি শশী তারা, সেই ধরা ফুলহারা,
বহিছে সময়-ধারা, বহিত যেমন।
সেই পক্ষীকুল-কল, অনিলে দোলে কমল,
কেবল না হেরি নাথ, তোমার বদন ॥
রসিক প্রেমিকবর, জন-মন-ফুল্লকর,
ধ'রেছিলে কলেবর, আমার কারণ।
তব প্রেম নাহি মনে, তুলে আছি তোমা ধনে,
শত ধিক্ এ জীবনে, ধিক্ তোরে মন ॥

সংকীর্ত্তন।

কাতরে ডাকি হে—এস,—
আঁখিবারি ঢালি রাঙ্গা পদে!
ভুলে আছি কমল চরণ, মত্ত মহামোহ-মদে ॥
বিষয়-সাধনা, বিষয়-কামনা, হারায়েছি হায়—
পরম সম্পদে!
রাখ, নাথ, রাখ দাসে, রাখ রাখ এ বিপদে—
ফিরি লক্ষ্যহীন, ঘুরি দিন দিন—তৃণ পাকে পাকে,
যেন মহাহ্রদে!

বিষাদে ব্যাকুল কভু, কভু মাতি ছার আমোদে।
হৃদয় সমল, কুঞ্চিত কমল, বিকাশ ব'সে হে
হৃদি-কোকনদে ॥

সংকীর্ত্তন।

ত্রিতাপ দিবানিশি, দহিছে শ্রীপদে দেহ আশ্রয়।
নামে ভব ত্রাস, হয় হে হয় বিনাশ,
হর ভয় হে সদয় হৃদয় ॥
কলুষমোহিত, কলুষজড়িত, বিহিত নাহিক পাই,—
বিষয়-পিপাসা, ভোগে বাড়ে আশা,
জ্ব'লে মরি তবু চাই ;
নিয়ত তাড়না, সহে না যাতনা, করুণা কর হে দীনে,
নিবিড় তিমিরে, মন সদা ফিরে, চরণ-অরুণ বিনে ;
শঙ্কা চিতে, বুঝি পদাশ্রিতে, ভুলে আছ হে দয়াময় ॥

সংকীর্ত্তন।

বিষম বিষয়-তৃষা গেল না, হলো না দীনের উপায়।
পেয়ে শ্রীচরণ, করি নাই হে যতন,
পরম রতন হারালেম হেলায় ॥
বিবেক রহিত; বাসনা তাড়িত,
ভ্রমে মত্ত চিত্ত হায়।
আশায় নিরাশ, হতাশে হুতাশ—
দীর্ঘশ্বাসে দিন যায় ॥
ব্যাপিত অবনী, রোদনের ধ্বনি,
শুনিয়া শিহরে প্রাণ,—
ঘুমে অচেতন, না মেলে নয়ন,
মোহ নহে অবসান ;
ভবে ভীম দরশন, অবিরত কুস্বপন,
মায়ার নেশায় মন, জাগিতে না পারে,—
পাথারে তরঙ্গ রোলে, পৈশাচিক গণ্ডগোলে,
সুখ দুঃখ মাঝে দোলে, নিবিড় আঁধারে,
অকূলে না কূল পায়, দারুণ শৃঙ্খল পায় ॥

নিরানন্দ নিরুপায়, পলাইতে নারে,—
হওহে উদয় আসি, বিকাশি প্রেমের হাসি,
ঘোর তমোরাশি নাশি, নিস্তার দুস্তারে ;
তোমা ধনে, প্রভু, নাহি মনে,
রাখ রাঙ্গা পায় হে করুণাময় ॥

সংকীর্ত্তন।

গগনভেদী উঠেছে জয় রব
আজ যোগোদ্যানে রামকৃষ্ণ-উৎসব ॥
মত্ত ধরা সসাগরা পরশে শ্রীপদ,
নাই তো আর ভব-সিন্ধু হ'য়েছে গোষ্পদ,
ঘরে ঘরে রামকৃষ্ণ নাম পরম সম্পদ ;
ধন্য যোগোদ্যান, রামকৃষ্ণ অধিষ্ঠান,
গাও রে নাম বদন ভরে শীতল কর প্রাণ ;—
মানবে কভু ভবে পায়নি এ অতুল বিভব ॥
তর্ক-ছটা বাক্য-ঘটা সকল ছুটেছে,
জ্ঞান-অরুণে ভক্তি-জলে কমল ফুটেছে ;
অভিমান আপনি টুটেছে,
প্রেমের মধু উথ্‌লে উঠেছে ;—
মন বুঝেছে তার চাতুরি, ভাবের ঘরে নাইকো চুরি,
জয় জয় রামকৃষ্ণ বল, নাম অতি দুর্লভ ! —
নামে আনন্দ-অর্ণব ॥

নিম্নলিখিত গীতটী যোড়াসাঁকো সম্প্রদায়ের নিমিত্ত রচিত হইয়াছিল।—

রূপক।

নিরানন্দ শূন্যময় হৃদয়চন্দ্র বিহনে।
এই কি ছিল প্রভু তব মনে ॥

দশকুশী।

কোথায় লুকালে ছলে, কেন নিঠুর নাথ হ'লে,
রাখ' চরণ-কমলে, প্রাণ জ্বলে,—
লোকে কতই কয় হে, ওহে অনাথ নাথ !
সকাতরে তোমায় ডাকি,
নয়ন-কোণে চাও হে কমল আঁখি।

দোলন।

অকূল নীরে ভাসি,
কেন দীনের গলে দিলে ফাঁসী,
একবার দেখি চাঁদবদনে হাসি,
(দীননাথ—দীননাথ—ওহে দীননাথ !)
তোমার রাঙ্গাচরণ অভিলাষী,
(দীননাথ—দীননাথ—ওহে দীননাথ !)
তোমার মধুর হাসি ভালবাসি।

একতালা।

করি নি যতন মান,
তাই ক'রেছ কি অভিমান ?
হীন এ অধীন গুণহীন,
জানো অন্তর্য্যামী চিরদিন,—
তবে কি গুণে চরণ দিলে,
বল' কি দোষে হ'রে নিলে ?

ধামার।

বল' নাথ যাতনা কত সয় ?
নিদয়-হৃদয় কেন রসময়—
হীন বলে কি ব্যথা দিতে হয় !
হায় বিন্দুদানে কৃপাসিন্ধু হয় কি ক্ষয় ?

মেল্‌তা।

প্রাণ যায় হে যায় তব অদর্শনে ॥

১৩১১ সাল, ২রা মাঘ রবিবার, দক্ষিণেশ্বর রামকৃষ্ণ-উৎসবের নিমিত্ত রচিত।—

সংকীর্ত্তন।

কোথায় কাঙ্গাল কেরে আয় প্রেম নিবি আয়,
প্রেমের লহর ব'য়ে যায়।
রামকৃষ্ণ বলো, নেচে চলো, প্রেমের ঠাকুর
প্রেম বিলায় ॥
(প্রেম কৃপায় বিলায় আয় রে)
(ও দীন-দয়াময় ডাকছে তোরে)
নামে মাখা করুণা, নাম নিতে তো নাই মানা ;—
তাপিত, থাক্‌বে না আর ত্রিতাপদহন
ওই রাঙ্গা চরণ-ছায়ায় ॥

উপরোক্ত মহোৎসবে ও উক্ত দিবসে নিম্নলিখিত গীতটাও গীত হয়।—

আলাহিয়া—একতালা।

সদয়হৃদয়—কেন নিদয়,
হও হে উদয়—ঠেকেছি দায়ে।
নেহারি সাগর, কিঙ্কর কাতর,
আশ্রিত অনাথে রাখহে পায়ে॥
আঁধার-পাথারে ভাসি একা,
ধ্রুবতারা, হৃদে দাও দেখা,
ভীত-ভয়হর দীন-সখা—
চাও হে করুণাকণা বিলাইয়ে॥

বিবেকানন্দ-সঙ্গীত

নিম্নলিখিত গীত দুইখানি বিবেকানন্দ সমিতি কর্ত্তৃক স্বামীজির জন্মোৎসব উপলক্ষে ২৩শে মাঘ, ১৩১১ সাল, রবিবার বেলুড়মঠে গীত হয়।—

রাগিণী মালকোষ—তাল—যৎ।

তারা উজ্জ্বল পশিল ধরা'পর,
নির্ম্মল গগন বিকাশি।
রত্নগর্ভা নারী রত্ন প্রসবিল
বিভোর বালসন্ন্যাসী॥
রবিকরকর্ষিত, কুজ্ঝটিকা ঘন
আবরে দিনকর-কান্তি,
মায়াবলম্বন, কায়া প্রকটন,
লীলা আবরণ ভ্রান্তি:
গুরুপদ ধারণ, আত্ম সমর্পণ,
মহাহ্রদে নদ মহা সম্মিলন,
দয়া উচ্ছ্বসিত স্রোত মহান্,
দূরিত অশান্তি বিধৌত মেদিনী—
জন-মন-মার্জ্জিত শান্তি প্রদান;
সশিষ্য গুরুপদ হৃদে সাধে ধরি
গায় অকিঞ্চন গান,
কৃপা-কণা অভিলাষী॥

রাগিণী বাগেশ্রী—তাল একতালা।

কে রে এ নরেন্দ্রবর বীরেশ্বরদেহধারী।
সিদ্ধ মহাবিদ্যাবলে অবিদ্যাবিনাশকারী॥
তমাচ্ছন্ন বসুমতী, হেরি কি ব্যথিত যতি,
বিলাইতে জ্ঞান-জ্যোতি, কে এনেছে সহকারী।
রহি পরহিতে রত, শিখাবে কি মহাব্রত,
এসেছ আশ্রিত রত, জন-মন-তাপহারী॥
গুরুপদে বলিদান, জীবন-যৌবন-মান,
হ'য়েছ কি অধিষ্ঠান, সাজিতে দীন-ভিখারী॥

বিবেকানন্দ স্বামী যৎকালে প্রথম আমেরিকা ও ইয়ুরোপে হিন্দুধর্ম্ম প্রচার করিয়া কলিকাতায় আগমন করেন, তৎকালে তাঁহার গুরুভ্রাতাগণ নিম্নলিখিত গীতটী গাহিয়া তাঁহার অভ্যর্থনা করেন। গিরিশবাবু এই মর্ম্মস্পর্শী গীতটী রচনা করিয়া দেন। আমরা বহু সন্ধান করিয়াও এই গানের প্রথম দুই ছত্র ব্যতীত আর পাই নাই। পরে শ্রদ্ধাস্পদ ব্রহ্মচারী শ্রীযুক্ত গণেন্দ্রনাথের নিকট সম্পূর্ণ আকারে পাইয়াছি।

গীতটী এই:—

সাহানা—ধামার।

ভুবন ভ্রমণ কর, যোগীবর, যার ধ্যানে।
তাহারি সন্তানগণে, চেয়ে আছে পথ পানে॥
উচ্চব্রতে আত্মহারা, ভ্রমি সসাগরা ধরা,
মোহিলে মানব-চিত, প্রভুর গৌরব-গানে।
নানাদেশে নানাভাষে জয়ধ্বনি একতানে॥
রামকৃষ্ণ হৃদে ধর, হৃদয় আকৃষ্ট কর,
ইষ্টপূজা পূর্ণ তব, পুলক আলোক দানে।
জন-মন পুলকিত, মোহ-নিশা অবসানে॥

হাফ্ আকড়াই

হাফ্ আকড়াইয়ে গিরিশবাবু গান বাঁধিয়া বহু আসরে জয়লাভ করিয়াছিলেন। সে সময় গান রক্ষিত না হওয়ায় আমরা বহু চেষ্টা করিয়া অনেক বাঁধনের ভাবার্থ মাত্র জ্ঞাত হইয়াছি, কিন্তু দুই একটী ব্যতীত গান পাই নাই। নিম্নলিখিত গীত দুইটী ভবানীপুরে ৺গিরিশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের বাটীতে গীত হয়। গিরিশ বাবু কালীঘাটের হইয়া গান বাঁধিয়াছিলেন। প্রতিবাদী ভবানীপুরের দল ছিল,—তাঁহাদের বাঁধনদার ছিলেন সুপ্রসিদ্ধ ৺গোপালচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়। গিরিশবাবু 'রাধাতন্ত্রের', 'প্রকৃতি পূজা' অবলম্বন করিয়া, এই চাপানটী দেন।—

কুমুদিনী মোদিনী বিলাইয়ে প্রাণ,
কহে অনিল আসি, কলি সম্ভাষি,—
"প্রেয়সি, খোল লো বয়ান!"
শাখী-শাখা-শিরে পিক গায়,
কুহুতান হানে ফুলবান—
কুলমান মজে তায়।
নীল তমাল'পরে, লতিকা বিহরে,
শিহরে মরি ধীর বায়।
অনুরাগে, তারা জাগে,
নির্ম্মল গগনে বসি, ক্ষীর-নীরে যেন শশী,
কৌমুদী সলিলে পশি হাসে সোহাগে!
তরঙ্গে তরী কেন হেরি হায়,
অপরূপ যুগলরূপ কিবা তায়,
যেন নীরদে দামিনী, মেঘ-মোহিনী,
পুলকে ঝলকে কি লীলায়—
কি লীলা চন্দ্রাবলি! বল আমায়,
তুলা-নিশায় কি করে দোঁহে সই?

বিপক্ষের বাঁধনদারের উত্তর দিতে বিলম্ব হওয়ায়, অনবরত ঢোলই বাজিতে লাগিল। সুপ্রসিদ্ধ হাইকোর্টের জজ ৺রমেশচন্দ্র মিত্রের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ৺কেশবচন্দ্র মিত্র, সে সময় একজন উৎকৃষ্ট ঢোলবাদক ছিলেন। তিনি দুইজন সহকারী সমেত তিনবার ঢোল বাজাইলেন, তথাপি যখন উত্তর প্রস্তুত হইল না, তখন তিনি তাঁহাদের দলের লোক হইয়াও বিরক্ত হইয়া ঢোল ফেলিয়া দেন।

তৎপরে ইহারা উত্তর দানে অসমর্থ হওয়ায় গিরিশচন্দ্র স্বয়ং ইহার উত্তর দেন। উত্তরের প্রথম ছত্রটী মাত্র অসম্পূর্ণ সংগ্রহ করিতে পারিয়াছি—

"রাস রস-মাধুরী করি সখি পান।"

ইহার পরে বিরহের আসর। গিরিশবাবু প্রথমে "দ্রৌপদী হরণে" পাণ্ডব-লাঞ্ছিত জয়দ্রথের প্রতি জয়দ্রথপত্নীর উক্তি স্বরূপ এই চাপানটী দেন।—

আমারে ভুলেরে প্রাণ, ভাল তো ছেলে।
কি জন্য আর দেখি নে হে, পথ ভুলে কি এলে?
শুন্‌ছি লোকে, প্রাণ, ক'রে ভাণ—
ঢুক্‌লে গে কার অন্দরে!
মুখে ছাই, দেখ্‌লে ঘর কামাই,
ধ'র্‌লে খপ্ ক'রে, সরমে মরমে মরি ছিঃ—
গায়ে কি দাগ দেখি?
ননদী কাছে না ঘায়, যে ব্যাভার,
ভ্যালা বুড়ো প্রাণ মস্তানি মচ্‌কেচে এবার,
পাঁচ চুলো গোলাম ওরে প্রাণ!

বিপক্ষদল আশাবর্জ্জিত এক অসঙ্গত উত্তর দেয়। গিরিশ-বাবুর দল প্রত্যুত্তর দিবার নিমিত্ত আসর লইয়াছেন—মহা উৎসাহে সাজ-বাজনা আরম্ভ হইয়াছে। বিপক্ষ সম্প্রদায় গতিক খারাপ বুঝিয়া কাউরে-ঢোল বাজাইয়া আসর ভঙ্গ করে। শুনা যায়, বিপক্ষ দল পরাজিত হইয়া, ক্রোধে গিরিশবাবুকে প্রহারের' উদ্যোগ করে। গিরিশবাবু লুকাইয়া তাঁহার এক সাব জজ বন্ধুর (স্বর্গীয় ব্রজবিহারী সোম) গাড়ীর দ্বার বন্ধ করিয়া পলায়ন করেন।

পাঁচালী

(১)

দ্রিম্ চতুরঙ্গে এলো প্রাণকান্ত।
গুণ্ গুণ্ গুণ্ গুণ্ গুণ্ গুণ্ ক'রে,
ভ্রমরা দিশেহারা,
রিষে বিষে কোহেলা কেঁদে সারা,
হলো দুরন্ত বসন্ত শান্ত॥
ধা কিটিতাক্, ধুম্ কিটিতাক্,
ধি ধা যৌবন-তরঙ্গ,
অঙ্গে অঙ্গে রসরাজ সঙ্গ, রঙ্গে আতঙ্কে অনঙ্গভঙ্গ,
বারে বারে, কে জেনে কে হারে,
তোম্ দেরে দেরে দেরে তানা না না,
নয়নে নয়নে হানা,
সুরত-সমর ঘোরে ক্লান্ত নিতান্ত॥

---

(২)

দ্রিম্ চতুরঙ্গে বাঁশী ফোঁকে কালা।
ধা কিটিতাক্, ধুম্ কিটিতাক্,
বাজে বাঁশী তেলেঙ্গা,—
চাঙ্গা গোপিনী-প্রাণ করে ঝালাপালা॥

সোণার বাংলা

সুরট-মল্লার—জলদ একতালা।

(সন্তানের উক্তি)

শুনি মা তুই সোণার বাংলা,
শুনি যেমন সোণার কাশী।
তুই যদি মা সোণার বাংলা,
আমরা কেন উপবাসী॥
ঘর ফুড়ে তোর আসে আকাশ,
দীর্ঘশ্বাসে তোমার বাতাস,
কানের কাছে সদাই হা-হা,
সে তো নয় মা মধুর বাঁশি॥
সন্ধ্যা বেলা ফিরি ঘরে, গিন্নী প'ড়ে পালা-জ্বরে,
ঘুমুতে মা পাইনে রেতে,
ছোট ছেলের ঘুংড়ি-কাসি॥
বড়্টা বইয়ের বস্তা ব'য়ে, দিনে দিনে যাচ্চে ক্ষয়ে,
চসমা চোখে ব'সে থাকে,
মলিন মুখে নাইকো হাসি॥
ঘুচ্লো না গো উঠ্নো কেনা,
নিত্যি বেড়ে যাচ্চে দেনা,
ডাক্তারখানার বিলে গেছে,
ঘটী, বাটী, থালা কাঁসি॥
দু'পাতা ইংরাজি চেটে,
দেমাকে ম'রেছি ফেটে,
সারা হ'লেম খেটে খেটে,
গলাতে গোলামা ফাঁসী॥
নাইকো মা তোর আমের বাগান,
ম্যালেরিয়ায় ক'র্লে শ্মশান,
নাইকো শোভা নাইকো ছায়া,
পাখী হ'য়েছে উদাসী॥
অন্ন নাই রাখালের পেটে,
গরু গেছে 'নিউ মার্কেটে,'
আঙিনাতে ধুলো উঠে,
ধুঁকে প'ড়ে আছে চাষী॥

(মায়ের উক্তি)

ঘুমিয়ে আছ অঘোর হ'য়ে,
তাইতে থাক উপবাসী।
ডাকি কত উঠো না তো,
চ'খের জলে সদাই ভাসি॥
নগ্ন থাকো বসন বিনে,
পরের কাছে আনি কিনে,
আরো কি হয় দিনে দিনে,
হ'য়েছি তো পরের দাসী॥
জন্মেছে নূতন বিজ্ঞান,
রোগের কি পেয়েছ নিদান,
ঘুমিয়েছ, তাই ক'র্লে শ্মশান
নিত্যি নূতন নিদান আসি।
বোঝ না শরীরের ওজন,
ভুলেছ মধ্যাহ্ন-ভোজন,
ব্রেকফাষ্ট, টিফিন, ডিনার
কুভোজন হ'য়ে বিলাসী॥
কলিকা বালিকা কালে,
বিইয়ে ছেলে পালে পালে,

প্রসূতি মরে অকালে
নিত্যি ছেলের বাল্‌সা কাসি ॥
একটু শিশু খেল্‌লে পরে,
বই হাতে দাও তাড়া ক'রে,
কেন তবে চোখ না যাবে,
মুখে কিসে থাক্‌বে হাসি ॥
দুগ্ধ ফেলে সুরার কদর,
গরুর কেন থাক্‌বে আদর,
অনাহারে রাখাল মরে,
সুদের ভারে ধোঁকে চাষী ॥
শুনেছ ইহুদী যারা,
নানাস্থানী, স্বদেশহারা,
বাণিজ্যে তার ভাঁড়ার ভরা,
নয় তো তারা পর-প্রয়াসী ॥
নির্ভাবনায় টাকা আনো,
চাকরী বড় জবর জানো,
ফুলের মালা ব'লে গলায়,
পরেছ গোলামী-ফাঁসী ॥
পুরুষসিংহ—যে উদ্যোগী,
নরত্বের সে উপযোগী,
চতুর্ব্বর্গ ফল সে ভোগী,
মা লক্ষ্মী যাঁর গৃহবাসী ॥
সোণার আমি যাদুমণি,
ক্ষেত্র আমার সোণার খনি,
ভ্রাতৃ-প্রেমের বিমল জলে
ধোও রে মায়ের মলারাশি ॥

ক্লাসিক থিয়েটারে "প্রতাপাদিত্য" অভিনয় উপলক্ষে এই গীতটী রচিত হইয়াছিল।—

কামোদ মিশ্র—ঠুংরী।

মাতর্বঙ্গ, কুরু ভয় ভঙ্গ,—
সন্তান তাপিত শায়িত মা।
পীড়িত ধর্ম্ম, পীড়িত মর্ম্ম,
অরিদল প্রবল প্রবাহিত মা ॥
তূর্য্যনিনাদে, হর মা বিষাদে,
অবসাদে কেন মা পুত্র তব,
পূজ্য ভুবনে তব ধী-গৌরব ;
শক্র-বিমর্দ্দিনী, উঠগো জননি,
কৃপাণ চমকে কঠোর গরজন,
রুধির-ধার ঝরঝর বরিষণ ;
কর' নৃত্য, রক্ত-পিপাসিত মা।
রণরঙ্গে সন্তান ধায়িত মা ॥

নিত্যানন্দ বিলাস

['তত্ত্ব-মঞ্জরী' মাসিক পত্রিকা (৭ম বর্ষ, পৌষ, ১৩১০ সাল) হইতে পুনর্মুদ্রিত]

(১)

একবার হরি নামে রস' রসনা।
লওরে নামের স্বাদ, মিট্‌বে বিষয়-সাধ,
ভাস্‌বে প্রেমে বাসনা ॥
আপনি হরি হরি হ'য়ে, বেড়ায় ভবে নাম বিলায়ে,
দ্বারে দ্বারে ফেরে নাম নিয়ে ;
হরি কাঙ্গাল বেশে ভবে এসে, কেঁদে বলে 'নাম নে না' ॥

(২)

কই দেখা দিলে নাথ দাসীরে।
দেখা দাও দেখা দাও, নয়ন-কোণে চাও,
ভাসি দিবানিশি অকূল নীরে ॥
চেয়ে আশা পথ, উহু মরি মরি—
সাধ—চাঁদমুখ সদা হৃদয়ে ধরি,
সদা তৃষিত প্রাণ, চাহে সুধা দান,
দয়া হ'লনা, প্রভু এসনা—
রাখ চরণতলে নাথ—অধিনীরে ॥

(৩)

দেখো দেখো দাসীরে, রেখো রাঙ্গা পায়।
হৃদয় কুঞ্চিত, শ্রীপদ বঞ্চিত,
বিতর হে কিঞ্চিত করুণা, যেন না ভুলি তোমায় ॥
হরি হরি সদা বদনে, বহে প্রেম-তরঙ্গিণী নয়নে,
মধুর তান, অধীর প্রাণ—
কিবা না জানি মোহিনী ব্যাকুল ভুবন রবে,
ব্যাকুল পাগল নাম উৎসবে,
মরম ভুলিল, গলিল সবে মজিল প্রমদা প্রেম-দায়,
চাও অবলায় ॥

(৪)

কিশোরে কৌপীন-ধারী অনুরাগে ভোরা।
তরুণ অরুণ আঁখি জন মন চোরা ॥
মৃদু মধু হাসি কৌমুদী খেলে,
মনোমত মোহিত ভেলে,
গদ গদ ভাষে মানস সকাশে,
ভব-ভয়-ভীত আসে ভাসে,
কিশোরীর প্রেমে ভুবন ভ্রমে নামে মাতুয়ারা ॥

(৫)

গুলির কথা ব'ল্‌বো কি তোরে।
শিব সাপ ধরে গুলির জোরে ॥
যদি দেখে থাকিস্ বারোয়ারী,
ব্রহ্মা বিষ্ণু শিবের সারি,
গুলির তারা প্যায়ারা ভারি,
ঝিমুচ্চে নয়ন মুদে, ভাব বোঝে গুলিখোরে ॥

(৬)

গাঁজাতে দম দে নারে অবোধ মন।
ক'সে ভাই মালপো ঠোসো, অন্তে পাবে বৃন্দাবন ॥
গৌর টান্‌তো গাঁজা, পাঁজা পাঁজা,
মালপো ভোগে জনার্দ্দন।
গাঁজার মাহাত্ম্য জেনে, ভোলানাথ গাঁজা টেনে,
ব'কে হায় নেশার ঝোঁকে, বেদ-বিধি ক'র্‌লে সৃজন ॥

(৭)

উজ্জ্বল ছবি, খেলে নব রবি, নিত্যানন্দ-সুন্দর।
প্রেম উজ্জ্বল, নয়ন কমল, বিভু করুণা কর ॥
হরি নাম সুধা পানে, মাতোয়ারা হরি-প্রেমে,
সদা বহে শত ধারা হরিনাম গানে—
মাতাইতে ধরা ধারণ কলেবর ॥
করুণা কাতরে দ্বারে দ্বারে যায়,
কিশোরীর প্রেম কৃপায় বিলায়,
কেঁদে বলে আয়, কিনে নে আমায়,
রাধার প্রেম ধর ধর ॥

(৮)

এ ভাব কেমন [illegible] ওহে সনাতন,
কোথা পাব ধন, আমি অভাজন।
ক'রোনা ছলনা, দি[illegible] যন্ত্রণা,
বাড়িবে বাসনা, করিহে বারণ ॥
হে অনন্ত! তব মহিমা অনন্ত,
আমি ভ্রান্ত নর, কিসে পাব অন্ত,
হে শ্রীকান্ত! মম হয় মতিভ্রান্ত,
কে দিবে আমায় রত্ন-সিংহাসন ॥
আসিয়াছ নাথ, দরিদ্র-কুটীরে,
শ্রীচরণ ধৌত করি আঁখিনীরে,
মুছ পাদপদ্ম, এ দাসের শিরে,
হৃদয়-আসন, করহে গ্রহণ ॥

(৯)

জয় পরাৎপর, জয় বিশ্বধর, রাজরাজেশ্বর, হৃদয়-বিহারী।
ভকত-রঞ্জন, দুরিত-গঞ্জন, কলুষ-অঞ্জন মোচনকারী ॥
কদম্বমাল-গল-বিলম্বিত, মধুর অঞ্জন ঈষত হাসিত,
নীরস কুঞ্জিত, চিত বিকশিত, পতিত-আশ্রিত ভীত-ভয়হারী।
প্রেম-মধুপানে নয়ন ঘূর্ণিত, প্রেম-হুহুঙ্কারে ভুবন পূর্ণিত,
প্রেম-পরশনে দম্ভ চূর্ণিত, প্রেম-সঙ্গীত প্রেম-ভিখারী ॥

(১০)

ভবে আনন্দ মেলা।
এসেছে গৌর নিতাই, নিত্তিরে ভাই, নূতন খেলা ॥
কি লীলা হয় দু'জনে, কেউবা কথন সিংহাসনে,
জীবকে দিতে ভবে ভেলা।
কিশোরীর ঋণের তরে, প্রেম নে ফিরে ঘরে ঘরে,
দিচ্চে প্রেম যা'রে তারে, দীন দেখে করেনা হেলা ॥

(১১)

বিপদে শ্রীপদে রাখ, রাধিকা হৃদি-রমণ।
দুস্তরে দুখিনী দাসী, নিস্তার মধুসূদন ॥
সতী ডাকেহে মাধব, শরণাগত বান্ধব,
কর করুণা-অর্ণব, কৃপাকণা বিতরণ।
তনয় হরিল ছলে, শোকানলে প্রাণ জ্বলে,
সতীত্ব বিনাশে ছলে, দেখ, দানব-দলন ॥
কোথা ওহে চক্রধারি, আকুলা অধীনা নারী,
লজ্জা রাখ হে মুরারি, দ্রৌপদী-লজ্জা-বারণ ॥

(১২)

হৃদয়-মাঝে, মোহন সাজে, এস গৌরচাঁদ।
মুখ-শশী হেরি সদা সাধ,
প্রাণ মন হরে নিলে, দেখা দিয়ে লুকাইলে,
মজালে ভুলালে ভাল, পাতিয়ে মোহিনী-ফাঁদ ॥

সমাপ্ত।

গিরিশচন্দ্র

নাট্যসম্রাট গিরিশচন্দ্রের সুবিস্তৃত জীবন-চরিত। নটগুরু গিরিশচন্দ্রের শেষ জীবনের নিত্যসহচর

শ্রীঅবিনাশচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় প্রণীত।

মহাকবির ধারাবাহিক জীবন-চরিত, তাঁহার কর্ম্মজীবন—নাট্যজীবন—ধর্ম্মজীবন- কি উপাদানে তাঁহার প্রকৃতি গঠিত হইয়াছিল—তৎসম্বন্ধে বহুসংখ্যক গল্প ও প্রসঙ্গ, বঙ্গ নাট্যশালার ইতিহাস, অভিনেতা-অভিনেত্রীগণের অভিনয়-কথা, কবির নাটক প্রভৃতি যাবতীয় রচনার আলোচনা এবং সে কালের সমাজ ও সাহিত্য ইত্যাদি নানা বিষয় সংযোগে গ্রন্থখানি পরম উপাদেয় হইয়াছে। রচনা এবং ঘটনা-বৈচিত্র্যে ইহা উপন্যাসের ন্যায় সরস ও সুখপাঠ্য।

সাত শত পৃষ্ঠা এবং ৭৯ খানি ফটো-চিত্রে সুশোভিত। কাগজ, ছাপা এবং বাঁধাই অতি সুন্দর। মূল্য ৩৲ তিন টাকা মাত্র।

সংবাদপত্রের মন্তব্য ঃ—

১। "গিরিশচন্দ্র একাধারে নাট্যকার, নট, কবি ও সাধক ছিলেন। তাঁহার জীবন-কথা জানিবার জন্য সকলেই উৎসুক। সে ঔৎসুক্য গিরিশচন্দ্রের ছায়ার ন্যায় সহচর অবিনাশবাবু মিটাইয়াছেন; তাঁহার চেষ্টা, যত্ন ও অধ্যবসায়ের গুণে আমরা গিরিশচন্দ্রের একখানি সর্ব্বাঙ্গ-সম্পূর্ণ জীবন-চরিত পাইয়াছি। অবিনাশবাবু এই উপলক্ষে গিরিশবাবুর সমস্ত নাটকগুলির সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিয়াছেন; সে পরিচয় সংক্ষিপ্ত হইলেও সুন্দর। গিরিশবাবুর জীবন-কথা লিখিতে গেলেই বাঙ্গালা নাট্যশালার ইতিহাস লিখিতে হয়, অবিনাশবাবু সে ইতিহাসও লিখিয়াছেন। জীবন-চরিত লিখিতে গেলে যে সত্যনিষ্ঠা ও সংযমের আবশ্যক, এ পুস্তকে তাহা সর্ব্বতোভাবে প্রদর্শিত হইয়াছে।"

ভারতবর্ষ, পৌষ, ১৩৩৪ সাল।

২। "* * * আমাদের মনে হয়, অবিনাশবাবু ভবিষ্যতে আর কিছু না লিখিলেও শুধু এই জীবনীখানি লিখিয়াই বঙ্গসাহিত্যে প্রসিদ্ধিলাভ করিবেন।"

উদ্বোধন, মাঘ, ১৩৩৪ সাল। (৩০ বর্ষ, ১ম সংখ্যা)

৩। "* * * গিরিশের কবি-জীবন ও কর্ম্মজীবন বিশ্লেষণ করিয়া তাঁহার শক্তি ও সাধনার কথা বিস্তারিত ভাবে বর্ণন করিতে ইতঃপূর্ব্বে কাহাকেও অগ্রসর হইতে দেখি নাই। তাই অবিনাশচন্দ্রের এই "গিরিশচন্দ্র" পাইয়া আজ আমাদের এত আনন্দ। তিনি এই জীবন-কথা প্রণয়ন করিয়া গিরিশ-আলোচনার সকল পথ সুগম করিয়া দিয়াছেন। গিরিশচন্দ্রকে জানিবার ও বুঝিবার পক্ষে এই গ্রন্থ অতি উপাদেয় হইয়াছে।"

হিতবাদী, ১৮ই ফাল্গুন, ১৩৩৪ সাল।

৪। "গিরিশবাবুর শেষ পনের বৎসরের ঘটনা অবিনাশবাবুর চক্ষের উপর ঘটিয়াছে, আর তাঁহার পূর্ব্বের ঘটনাগুলি নানা সময়ে নানা প্রসঙ্গে তিনি গিরিশবাবুর নিজের মুখেই শুনিয়াছেন। সুতরাং অবিনাশ বাবুর লিখিত গিরিশ বাবুর এই জীবনী যে সত্য তথ্যপূর্ণ, তাহাতেও সন্দেহ করিবার কিছু নাই। * * * গিরিশচন্দ্রের এই জীবনী গ্রন্থে গ্রন্থকার গিরিশচন্দ্রের চরিত্রের যাহা দোষ তাহাও যেমন না ঢাকিয়া প্রকাশ করিয়াছেন, তেমনই গিরিশচন্দ্রের চরিত্রের গুণাবলীও নিপুণ তুলিকায় ফুটাইয়া তুলিয়াছেন। * * * অবিনাশ বাবুর সরস ও সরল স্বচ্ছন্দ লেখার ফলে ইহা যেন আরও উপন্যাস হইয়াছে। * *"

বঙ্গবাসী, ১১ই চৈত্র, ১৩৩৪ সাল।

৫। "* * * গিরিশচন্দ্রের বহুমুখী প্রতিভা এবং অনন্যসাধারণ চরিত্রখানি আলোচ্যগ্রন্থে আলেখ্যের ন্যায় ফুটিয়া উঠিয়াছে—গ্রন্থকারের বহুবর্ষের সাধনা সার্থক। আজ অবিনাশবাবু তাঁহার সিদ্ধির সম্পদ দিয়া বাঙ্গলা-সাহিত্যের জীবনচরিত-বিভাগের গৌরব বৃদ্ধি করিলেন, সন্দেহ নাই। * * * গ্রন্থকারের ভাষার স্বচ্ছতা ও অনাবিল গতিভঙ্গীর সরসতায় এই সুবৃহৎ গ্রন্থখানি কোথাও আড়ষ্ট হয় নাই।"

আনন্দবাজার পত্রিকা, ৭ই মাঘ, ১৩৩৪ সাল।

৬। "* * * কতকগুলি ঘটনা যেমন তেমন করিয়া লিপিবদ্ধ করিলেই যে মানুষের পরিচয় দেওয়া যায় না, ইহা জীবনী-রচয়িতারা ভুলিয়া যায়। অবিনাশবাবু যে তাহা ভুলিয়া যান নাই, ইহার জন্য তিনি ধন্যবাদার্হ। গিরিশচন্দ্রের গার্হস্থ্য ও ধর্ম্মজীবনের কথা সত্যসত্যই অদ্ভুত, এবং উহার অভ্যন্তরেই এই মহাকবির ও মহাসাধকের সকল শক্তি যে নিহিত, লেখক ইহা ধরিয়া ফেলিয়াছেন। গিরিশের মৃত্যুর পর যে সকল সাংবাদিক বলিয়াছিলেন যে, গিরিশের পরিচয় তাঁহারা জানেন না, আমাদের অনুরোধ অবিনাশবাবুর গ্রন্থ তাঁহারা অন্ততঃ ধার করিয়া লইয়া একবার পাঠ করেন। প্রত্যেক বঙ্গ গৃহে এই পুস্তক আদৃত হোক ইহাই আমাদের ইচ্ছা।"

আত্মশক্তি, ২৮শে পৌষ, ১৩৩৪ সাল।

৭। "* * * অবিনাশবাবুর গ্রন্থখানি পড়িয়া কিন্তু যথার্থই তৃপ্তি পাইলাম। গিরিশচন্দ্রের মত মনীষীর চরিত্রকে বুঝিতে ও বুঝাইতে হইলে যে একাগ্র অধ্যবসায় ও একনিষ্ঠ শ্রদ্ধার প্রয়োজন, অবিনাশবাবুর তাহা তো আছেই, তাহা ছাড়া তাঁহার লিপি-নৈপুণ্যের গুণে গিরিশচন্দ্রের জীবন-কথা পরম সুখপাঠ্য হইয়া উঠিয়াছে। * * *"

বাঙ্গালার কথা, ১৩ই মাঘ, ১৩৩৪ সাল।

৮। "* * * গিরিশচন্দ্রের জীবনী রচনায় অবিনাশবাবুর যোগ্যতা সম্বন্ধে সন্দেহ প্রকাশ করিবার উপায় নাই। কারণ তিনি ছিলেন স্বর্গীয় নাট্যকারের পার্শ্বচর। * * অবিনাশবাবু যে দীর্ঘকালব্যাপী অশ্রান্ত পরিশ্রমে কাতর হননি, এই বিরাট গ্রন্থ[illegible] প্রমাণ দিচ্ছে। তথ্য ও উপাদান সংগ্রহে তাঁর বাহাদুরী আছে বটে—কোন পাথর উল্টাতেই তিনি বাকি রাখেন নি।"

নাচঘর, ৪ঠা ফাল্গুন, ১৩৩৪ সাল।

৯। "* * * However, what it is, at present, in one word, Abinash Babu's "Giris[illegible]Chandra" is an encyclopaedia of informations about the Bengali Stages and its father. Every Beng[illegible] should have a co[illegible]y of this book in his private Libray."

The Amrita Bazar Patrika, 8th January, 192[illegible]

১০। "* * * The author was one of the close followers of the great ma[illegible]er and has thus been able to write with an almost Boswellian thoroughness and accuracy. * * It is a very [illegible] book and will more [illegible] [illegible]y perusal." Forward, 27th May, 1928

গুরু . চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স,
২০৩।১।১ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট,—কলিকাতা।

কৃতি গঠিত
কথা, কবির
খানি পরম

্য ৩৲ তিন

সে ঔৎসুক্য
ানি সর্ব্বাঙ্গ-
রচয় সংক্ষিপ্ত
লিখিয়াছেন।

০৪ সাল।
বঙ্গসাহিত্যে
র সংখ্যা)
ক্তে ইতঃপূর্ব্বে
ই জীবন-কথা
য় হইয়াছে।"
০৪ সাল।
র নানা প্রসঙ্গে
সন্দেহ করিবার
শ করিয়াছেন,
ন লেখার ফলে
০৪ সাল।
ছে—গ্রন্থকারের
করিলেন, সন্দেহ

০৩৪ সাল।
জীবনী-রচয়িতারা
কথা সত্যসত্যই
পরিশ্রের মৃত্যুর
রা অন্ততঃ ধার
ণ, ১৩৩৪ সাল।
বুদ্ধিতে ও
নৈপুণ্যের গুণে
১৩৩৪ সাল।
তিনি ছিলেন
দিচ্ছে। তথ্য
০৩৪ সাল।
an encyclo-
ve a copy of
, 1928
able to write
ll more

ও সন্স,
লিকাতা।

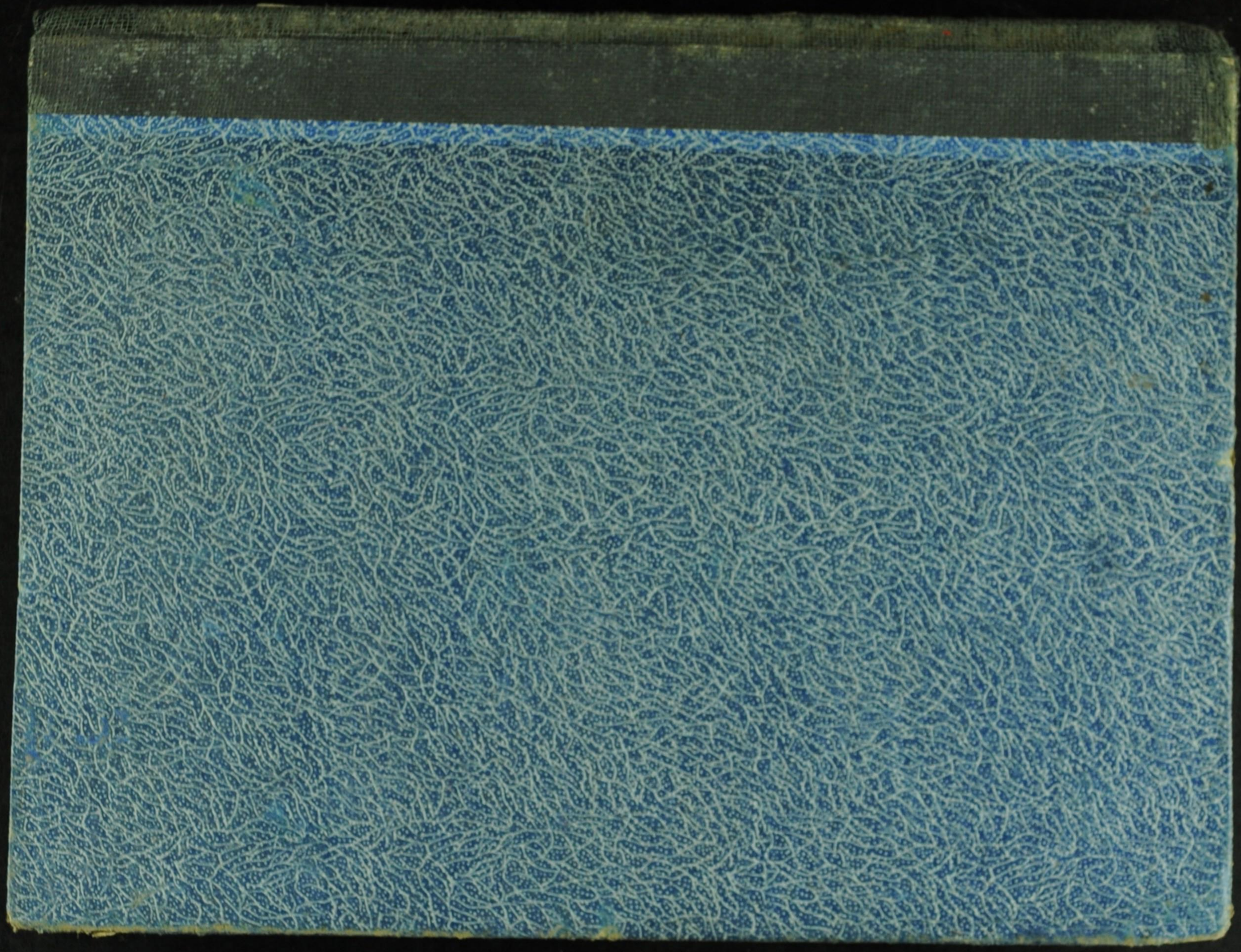

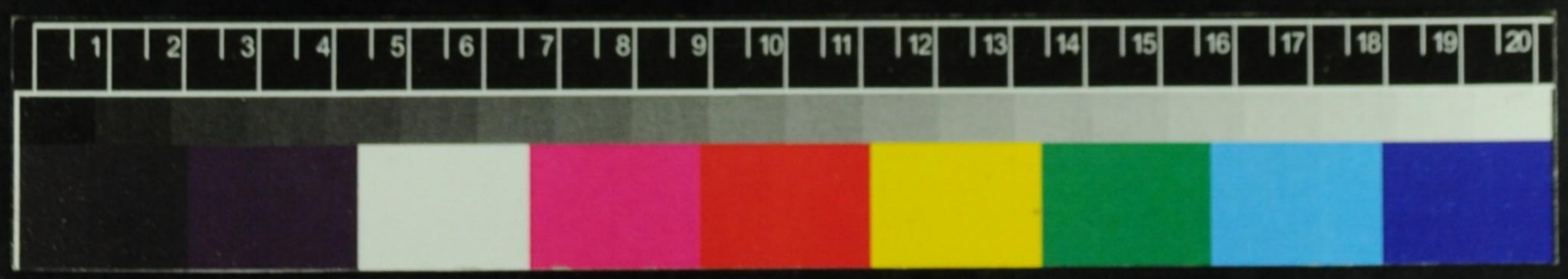
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

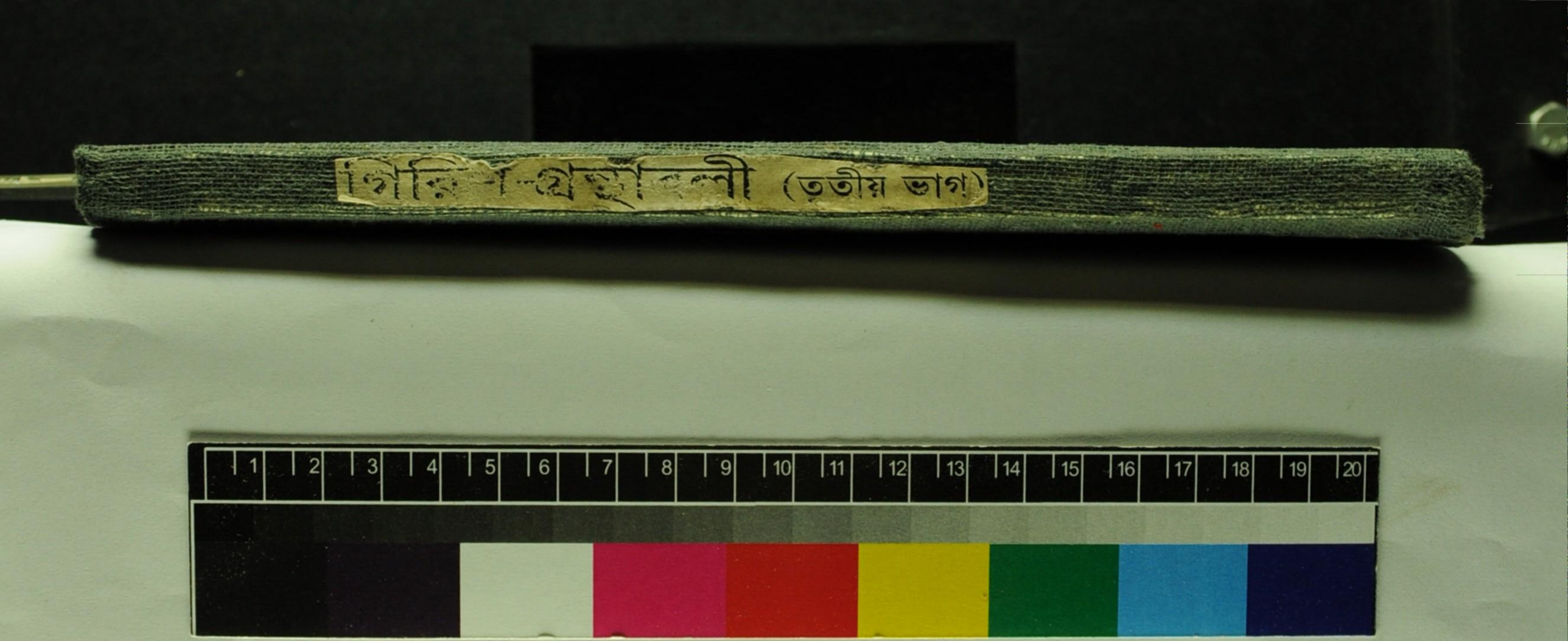
গীতি-গ্রন্থাবলী (তৃতীয় ভাগ)